



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
October 2019

"মিষ্টি বাচ্চারা - কোনো খারাপ কথা শুনো না -- এখানে তোমরা সংসঙ্গে বসে আছো, তোমরা মায়াবী কুসঙ্গে যাবে না, কুসঙ্গে গেলেই সংশয়ের রূপে ঝিমুনি আসে"

প্রশ্নঃ - এই সময় কোনো মানুষকেই আধ্যাত্মিক বলা যাবে না -- কেন ?

*উত্তরঃ - কেননা সকলেই দেহ - অভিমানী । দেহ - অভিমানীদের কিভাবে আধ্যাত্মিক বলা যেতে পারে । আধ্যাত্মিক বাবা তো একই নিরাকার বাবা, যিনি তোমাদেরও দেহী - অভিমানী হওয়ার শিক্ষা দেন । সুপ্রীম টাইটেলও এক বাবাকেই দেওয়া যেতে পারে, বাবা ছাড়া আর কাউকেই সুপ্রীম বলা যাবে না ।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা, তোমরা যখন এখানে বসো, তখন তোমরা জানো যে, বাবা আমাদের বাবাও, টিচারও আবার সঙ্গুরুও । এই তিনেরই প্রয়োজন হয় । প্রথমে বাবা, তারপর পড়ানোর জন্য টিচার, আর পরে হলো সদগুরু । এখানে স্মরণও এইভাবে করতে হবে, কেননা এ তো নতুন কথা, তাই না । তিনি অসীম জগতের পিতা অর্থাৎ সকলের পিতা । এখানে যেই আসবে তাকে বলা হবে, এই কথা স্মৃতিতে রাখো । এতে কারোর যদি সংশয় থাকে, তাহলে হাত তোলো । এ তো অতি আশ্চর্যের কথা, তাই না । জন্ম - জন্মান্তর তোমরা এমন কাউকে পেয়েছো কি, যাঁকে তোমরা বাবা - টিচার এবং সদগুরু মনে করতে পারো । সেও আবার সুপ্রীম । অসীম জগতের বাবা, অসীম জগতের টিচার এবং অসীম জগতের সদগুরু । এমন কাউকে কখনো পেয়েছো কি ? এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ ছাড়া কখনো তাঁকে পাওয়া যায় না । এতে কারোর যদি কোনো সংশয় থাকে তাহলে হাত তোলো । এখানে সকলেই নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে বসে আছে । এই তিনই হলো মূখ্য । অসীম জগতের পিতা অসীম জগতের জ্ঞানই দান করেন । অসীম জগতের জ্ঞান তো এই একটাই । জাগতিক জ্ঞান তো তোমরা অনেক পড়ে এসেছো । কেউ উকিল হয়, কেউ সার্জেন হয়, কেননা এখানে তো ডাক্তার, জজ, উকিল আদি সবারই প্রয়োজন । ওখানে তো এসবের দরকার নেই । ওখানে দুঃখের কোনো কথাই নেই । তাই বাবা এখন বসে বাচ্চাদের অসীম জগতের শিক্ষা প্রদান করছেন । অসীম জগতের বাবাই এই অসীম জগতের শিক্ষা প্রদান করেন, তারপর অর্ধেক কল্প তোমাদের কোনো শিক্ষা গ্রহণের দরকার হয় না । তোমরা একইবার এই শিক্ষা পাও, যা ২১ জন্মের জন্য ফলিভূত হয়, অর্থাৎ তার ফল পাওয়া যায় । ওখানে তো ডাক্তার, ব্যারিস্টার, জজ ইত্যাদি থাকে না । এ তো নিশ্চিত, তাই না । বরাবর তো এমনই, তাই না ? ওখানে কোনো দুঃখ থাকে না । কর্মভোগও থাকে না । বাবা বসে তোমাদের কর্মের গতি বোঝান । যাঁরা গীতা পাঠ করেন, তাঁরা কি এমন কথা বলেন ? বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই । ওখানে তো লিখে দিয়েছে - কৃষ্ণ ভগবান উবাচঃ, কিন্তু ওরা হলো দৈবীগুণ সম্পন্ন মানুষ । শিববাবা তো কোনো নাম ধারণ করেন না । তাঁর দ্বিতীয় কোনো নাম নেই । বাবা বলেন যে, আমি এই শরীর ধার হিসাবে নিই । এই শরীর রূপী গৃহ আমার নয়, এও এনার (ব্রহ্মার) । জানলা দরজা (চোখ-মুখ) সবই আছে এখানে । বাবা তাই বোঝান, আমি তোমাদের এই অসীম জগতের পিতা, অর্থাৎ সকল আত্মার পিতা, আমি আত্মাদেরই পড়াই । ঐকে বলা হয় আধ্যাত্মিক পিতা অর্থাৎ আত্মাদের পিতা, আর কাউকেই আত্মাদের পিতা বলা হবে না । বাচ্চারা, তোমরা এখানে জানতে পারো, ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা । এখন তোমাদের আধ্যাত্মিক সম্মেলন হচ্ছে । বাস্তবে আধ্যাত্মিক সম্মেলন তো হয়ই না । ওরা তো প্রকৃত আধ্যাত্মিক নয় । সকলেই দেহে ভাবে আবদ্ধ । বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা দেহী - অভিমানী ভব । দেহের অহংকার ত্যাগ করো । এমন কেউ বলবেই না । আধ্যাত্মিক এই শব্দের প্রয়োগ এখনই হয় । আগে ধর্মীয় সম্মেলন বলা হতো । এই আধ্যাত্মিক কথার অর্থ কেউই বুঝতো না । আধ্যাত্মিক পিতা অর্থাৎ নিরাকারী বাবা । তোমরা আত্মারা হলে আধ্যাত্মিক সন্তান । এই আধ্যাত্মিক পিতা এসেই তোমাদের পড়ান । এই বুদ্ধি বা জ্ঞান আর কারোর মধ্যেই হবে না । বাবা নিজে বসেই বলেন যে, আমি কে । গীতাতে এই কথা নেই । আমি তোমাদের অসীম জগতের জ্ঞান দান করি । এখানে উকিল, জজ, সার্জেন ইত্যাদির প্রয়োজন নেই কেননা ওখানে তো একদম সুখই সুখ । ওখানে দুঃখের নাম - নিশানা নেই । এখানে আবার সুখের নাম - নিশানা নেই, একে বলা হয় প্রায় লোপ অবস্থা । এখানে সুখ হলো কাক - বিষ্ঠার তুল্য । সামান্যতম সুখ পেলে এই অসীম সুখের জ্ঞান কিভাবে দেওয়া যাবে । পূর্বে যখন দেবী - দেবতার রাজ্য ছিলো তখন ১০০ ভাগ সত্যতা ছিলো । এখন তো মিথ্যাই মিথ্যা ।

এ হলো অসীম জগতের জ্ঞান । তোমরা জানো যে, এ হলো মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ, যার বীজ রূপ হলো আমি । তাঁর মধ্যে ঝাড়ের সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে । মানুষের মধ্যে এই জ্ঞান নেই । আমি হলো চেতন্য বীজ রূপ । আমাকে বলে জ্ঞানের সাগর ।

জ্ঞানের দ্বারা এক সেকেণ্ডেই গতি - সদগতি হয়। আমি হলাম সকলের বাবা। বাচ্চারা, তোমরা আমাকে চিনতে পারলে অবিনাশী উত্তরাধিকার পেয়ে যাও, তবুও এ তো রাজধানী, স্বর্গেও তো নশ্বরের ক্রমানুসারে অনেক পদই আছে। বাবা তোমাদের একই পাঠ পড়ান। যারা পাঠ গ্রহণ করে তাদের মধ্যে নশ্বরের ক্রম তো থাকেই। এতে আর কোনো পড়ার প্রয়োজন থাকে না। ওখানে কেউই অসুস্থ হয় না। পাই পয়সা উপার্জনের জন্য কেউ পড়ে না। তোমরা এখান থেকে অসীম জগতের অবিনাশী উত্তরাধিকার নিয়ে যাও। ওখানে এই কথা জানতেই পারবে না যে, এই পদ আমাদের কে দিয়েছে। এ কথা তোমরা এখনই বুঝতে পারো। জাগতিক জ্ঞান তো তোমরা পড়েই এসেছে। এখন অসীম জগতের জ্ঞান যিনি পড়ান, তাঁকে জানতে পেরেছো, চিনতে পেরেছো। তোমরা জানতে পেরেছো, বাবা যেমন বাবাও, আবার টিচারও, তিনি এসে আমাদের পড়ান। তিনি সুপ্রীম টিচার, তিনি আমাদের রাজযোগ শেখান। তিনিই প্রকৃত সদগুরু। এ হলো বেহদের রাজযোগ। ওরা ব্যারিস্টারি বা ডাক্তারিই শেখাবে, কেননা এই দুনিয়াই হলো দুঃখের (সত্যযুগে ডাক্তার বা ব্যারিস্টারের দরকার পড়ে না, কারণ সে হল সুখের দুনিয়া)। ওইসব হলো জাগতিক পড়া আর এ হলো অসীম জগতের পাঠ। বাবা তোমাদের অসীম জগতের এই পাঠ পড়ান। তোমরা এই কথাও জানো যে, বাবা, টিচার, সদগুরু কল্প - কল্প আসেন আর তখন সত্য এবং ত্রোতা যুগের জন্য এই পাঠ পড়ান। এরপর প্রায় লোপ হয়ে যায়। ড্রামা অনুসারে সুখের প্রালঙ্ক সম্পূর্ণ হয়ে যায়। অসীম জগতের বাবা বসে এই কথা বোঝান, তাঁকেই পতিত পাবন বলা হয় কৃষ্ণকে কি "স্বমেব মাতাচ পিতা" বা পতিত পাবন বলা হবে কি? এর পদ আর ওনার পদের মধ্যে রাতদিনের তফাৎ। বাবা এখন বলছেন, আমাকে চিনতে পারলে তোমরা এক সেকেণ্ডে জীবনমুক্তি পেতে পারো। *এখন যদি কৃষ্ণ ভগবান হতো, তাহলে যে কেউই ঝট করে চিনতে পারতো। কৃষ্ণের জন্ম কোনো দিব্য বা অলৌকিক এমন কোনো মহিমা নেই*। কেবল পবিত্রতার মহিমা হয়। বাবা তো কারোর গর্ভ থেকে বের হন না। তিনি মিষ্টি - মিষ্টি আত্মিক সন্তানদের বোঝান, আত্মারাই এই পাঠ গ্রহণ করে। সংস্কার ভালো বা মন্দ, তা আত্মার মধ্যেই থাকে। আত্মা যেই অনুসারে কর্ম করে, সেই অনুসারে শরীর প্রাপ্ত হয়। কেউ কেউ অনেক দুঃখ ভোগ করে, কেউ আবার অন্ধ বা বধির হয়। মানুষ বলবে, অতীতে এমন কর্ম করেছে, তার এই ফল। আত্মা কর্ম অনুসারেই রোগী শরীর ইত্যাদি প্রাপ্ত করে।

বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে - আমাদের গড ফাদারই পড়ান। ভগবানই আমাদের টিচার, ভগবানই উপদেষ্টা। তাঁকে বলা হয় গড পরম আত্মা। একে মিলিয়েই পরমাত্মা বলা হয় অর্থাৎ সুপ্রীম সোল। ব্রহ্মাকে তো সুপ্রীম বলা হবে না। সুপ্রীম অর্থাৎ উঁচুর থেকেও উঁচু, পবিত্রের থেকেও পবিত্র। পদ তো প্রত্যেকেরই পৃথক। কৃষ্ণের যে পদ তা অন্য কেউই পেতে পারে না। লৌকিকেও প্রধানমন্ত্রীর পদ অন্য কাউকে দেওয়াই হবে না। বাবার পদও আলাদা। ব্রহ্মা - বিষ্ণু এবং শঙ্করের পদও আলাদা। ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্কর হলেন দেবতা, শিব হলেন পরমাত্মা। দুজনকে মিলিয়ে শিবশঙ্কর কিভাবে বলা হবে? দুজনেই তো আলাদা। মানুষ না বোঝার কারণে শিব শঙ্করকে এক বলে দেয়। নামও এমন রেখে দেয়। এই সব কথা বাবা এসেই বোঝান। তোমরা জানো যে, ইনি হলেন বাবা, আবার টিচার এবং সদগুরুও। প্রত্যেক মানুষেরই বাবাও থাকেন, আবার টিচারও থাকেন আবার সদগুরুও থাকেন। মানুষ যখন বৃদ্ধ হয়, তখন গুরু করে। আজকাল তো ছোটো অবস্থাতেও গুরু করে দেয়, তারা মনে করে, গুরু যদি না করা হয়, তাহলে অবগুণ্ণ হয়ে যাবে। পূর্বে ৬০ বছরের পরে গুরু করা হতো। সে হলো বাণপ্রস্থ অবস্থা। নির্বাণ অর্থাৎ বাণীর উর্ধ্বে মিষ্টি সাইলেন্স হোম, যেখানে যাওয়ার জন্য তোমরা অর্ধেক কল্প পরিশ্রম করেছো, কিন্তু তা কোথায় কেউই জানতো না। তাই যেতেও পারতো না। কিভাবে কাউকে রাস্তা বলে দেবে? ওই একজন ছাড়া কেউই তো পথ বলে দিতে পারে না। সকলের বুদ্ধি তো একরকম হয় না। কেউ যেমন শুধুই কথকথা শোনে, লাভ কিছুই নেই। উল্লসিতও কিছুই হয় না। তোমরা এখন বাগানের ফুল তৈরী হচ্ছে। তোমরা ফুল থেকে কাঁটা হয়েছিলে, বাবা আবার তোমাদের কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত করছেন। তোমরাই পূজ্য ছিলে, আবার পূজারী হয়েছো। ৮৪ জন্ম নিতে নিতে তোমরা সতাপ্রধান থেকে তমোপ্রধান পতিত হয়ে গেছো। বাবা তোমাদের সিঁড়ি সম্বন্ধে বুঝিয়ে বলেছেন। এখন আবার কি করে পতিত থেকে পবিত্র হবে, এ কেউই জানে না। মানুষ এমন গানও করে, পতিত পাবন এসো, এসে আমাদের পবিত্র বানাও, তাহলে কেন জলের নদী, সাগর ইত্যাদিকে পতিত - পাবন মনে করে সেখানে গিয়ে স্নান করে। গঙ্গাকে তারা পতিত পাবনী বলে দেয়, কিন্তু নদী কোথা থেকে নির্গত হয়েছে? সাগর থেকেই তো বের হয়, তাই না। তাহলে এ সবই সাগরের সন্তান তাই প্রত্যেকটি কথাই খুব ভালো করে বোঝার।

বাচ্চারা, এখানে তো তোমরা সংসঙ্গে বসে আছো। বাইরে কুসঙ্গে যদি তোমরা যাও তাহলে তোমাদের অনেক উল্টো কথা শোনাবে। তখন এইসব কথা ভুলে যাবে। কুসঙ্গে গেলে তোমরা ঝিমতে থাকো, তখনই সংশয় এসেছে জানতে পারা যায়, কিন্তু এই কথা তো ভুলে যাওয়া উচিত নয়। আমাদের বাবা অসীম জগতের বাবা, তিনি টিচারও, তিনিই পার করে দেন, এই নিশ্চয়তার সঙ্গেই তোমরা এখানে এসেছো। ওইসব হলো দেহের জন্য লৌকিক পড়া, লৌকিক ভাষা। এ হলো

অলৌকিক । বাবা বলেন যে, আমার জন্মও অলৌকিক । আমি শরীরের ধার নিই । এই পুরানো জুতো ধারণ করি । সে-ই অনেক পুরানো, সবথেকে পুরানো এই শরীর রূপী জুতো । বাবা যার দেহের আধার নিয়েছেন, তাঁকে লং বুট বলা হয় । এ কতো সহজ কথা । এ তো ভোলার কথা নয়, কিন্তু মায়া এতো সহজ কথাও ভুলিয়ে দেয় । বাবা যেমন বাবাও, তিনি আবার অসীম জগতের শিক্ষা দানকারী, যে শিক্ষা আর কেউই দিতে পারে না । বাবা বলেন, তোমরা প্রচেষ্টা করে দেখো, কোথা থেকে এই শিক্ষা পাবে । সকলেই হলো মানুষ । তারা তো এই জ্ঞান দিতেই পারবে না । ভগবান একই রথ নেন, যাঁকে ভাগ্যশালী রথ বলা হয়, যাঁকে পদমাপদম ভাগ্যশালী বানানোর জন্য বাবা প্রবেশ করেন । ইনি হলেন সম্পূর্ণ কাছের দানা । ইনিই ব্রহ্মার থেকে বিষ্ণু হন । শিববাবা যেমন এনাকে বানান, তোমাদেরও এনার দ্বারা বিশ্বের মালিক বানান । রাজস্ব স্থাপনের কারণে এখানে বিষ্ণুর সম্পূর্ণ স্থাপনা হয়, একেই বলা হয় রাজযোগ । এখন তো এখানে সবাই শুনছে, কিন্তু বাবা জানেন, অনেকের কান দিয়েই তা বেরিয়ে যায়, কেউ যদি ধারণ করে, তবেই অন্যদের শোনাতে পারে । এদেরই মহারথী বলা হয় । এরা নিজেরা শুনে তা ধারণ করে, অন্যদেরও আগ্রহের সঙ্গে আনন্দ করে বোঝায় । বোঝানোর জন্য যদি মহারথী থাকে, তাহলে ঝট করে বুঝতে পারবে । এরা ঘোড়সওয়ারের থেকে কম বুঝতে পারে, পেয়াদাদের থেকে আরো কম বুঝতে পারে । বাবা তো একথা জানেনই যে, কে মহারথী আর কে ঘোড়সওয়ার । এতে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার কোনো কথা নেই, কিন্তু বাবা দেখেন যে, কোনো - কোনো বাচ্চা দ্বিধায় পড়ে যায় তখন ঝিমাতে থাকে । তারা চোখ বন্ধ করে বসে থাকে । উপার্জনে কখনো ঝিমুনি আসে কি ? তোমরা ঝিমাতে থাকলে কিভাবে ধারণা হবে ? হাই তোলা দেখে বাবা বুঝতে পারেন যে, এ পরিশ্রান্ত । এই উপার্জনে কখনোই পরিশ্রম হয় না । হাই তোলা হলো উদাস থাকার নিদর্শন । কোনো না কোনো বিষয় নিয়ে অন্দরে যারা আটকে থাকে, তাদেরই তাদেরই অনেক হাই আসে । তোমরা এখন বাবার ঘরে বসে আছো, তাই এখানে পরিবারও আছে, টিচারও এখানে হয় আবার পথ বলে দেওয়ার জন্য গুরুও এখনেই হয় । এনাকে মাস্টার গুরু বলা হয় । তাই এখন বাবার ডান হাত তো হতে হবে, তাই না, যাতে তোমরা অনেকের কল্যাণ করতে পারো । নর থেকে নারায়ণ বানানোর কাজ ছাড়া অন্য কোনো কাজই লাভদায়ক নয় । সকলের উপার্জনই শেষ হয়ে যায় । এই নর থেকে নারায়ণ বানানোর কাজ বাবাই শেখান । তাই তোমাদের কোন পাঠ পড়ার প্রয়োজন । *যার কাছে অনেক অর্থ আছে, সে মনে করে এখানেই স্বর্গ । বাপু গান্ধী রামরাজ্য স্থাপন করেছিলেন কি ? আরে, এই দুনিয়া তো পুরানো, তমোপ্রধান, এখানে দুঃখ আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে, একে কিভাবে রামরাজ্য বলা হবে* । মানুষ কতো অবুঝ । এই অবুঝদেরই তমোপ্রধান বলা হয় । বুঝদারদের বলা হয় সতোপ্রধান । এই চক্র ঘুরতেই থাকে, এতে বাবাকে প্রশ্ন করার কিছুই নেই । বাবার দায়িত্ব হলো রচনা আর রচয়িতার জ্ঞান প্রদান করা । তিনি তো তা দিতেই থাকেন । তিনি মুরলীতে সবই বোঝাতে থাকেন । এতে সমস্ত কথারই উত্তর পাওয়া যায় । বাকি তোমরা কি জিজ্ঞেস করবে ? বাবা ছাড়া আর কেউই বোঝাতে পারবেন না, তাহলে কিভাবে জিজ্ঞেস করবে । এ কথাও তোমরা বোর্ডে লিখতে পারো - ২১ জন্মের জন্য এভার হেলদি, এভার ওয়েলদি হতে হলে এখানে এসে বোঝো । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বাবা যা শোনান, তা শুনে খুব ভালোভাবে ধারণ করতে হবে । অন্যকে আগ্রহের সঙ্গে শোনাতে হবে । এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেবে না । উপার্জনের সময় কখনো হাই তুলবে না ।

২) বাবার ডান হাত হয়ে অনেকের কল্যাণ করতে হবে । নর থেকে নারায়ণ বানানোর কাজ করতে হবে ।

বরদান:- আচার-আচরণে এবং চেহারায় পবিত্রতার শৃঙ্গারের ঝলক দেখিয়ে সুসজ্জিত মূর্তি ভব*
পবিত্রতা হলো ব্রাহ্মণ জীবনের শৃঙ্গার । প্রতি মুহূর্তে চেহারা এবং আচার-আচরণে যেন এই পবিত্রতার শৃঙ্গারের অনুভূতি অন্যদেরও হয় । দৃষ্টি, মুখ, হাত এবং পায়ে যেন সদা পবিত্রতার শৃঙ্গার প্রত্যক্ষ হয় । প্রত্যেকেই যেন এই বর্ণনা করে যে, এর চেহারায় পবিত্রতার ঝলক দেখা যায় । নয়নে পবিত্রতার ঝলক, মুখে পবিত্রতার হাসি, আর কোনো জিনিসই যেন তাদের নজরে না আসে - একেই বলা হয় পবিত্রতার শৃঙ্গারে সুসজ্জিত মূর্তি ।

স্নোগান:- ব্যর্থ সম্বন্ধ - সম্পর্কও একাউন্টকে খালি করে দেয়, তাই ব্যর্থকে সমাপ্ত করো* ।

"মিষ্টি বাচ্চারা- তোমরা সকলে নিজেদের মধ্যে এক মত, তোমরা নিজেদেরকে আত্মা মনে করে এক বাবাকে স্মরণ করো বলে সব ভূত (বিকার) পালিয়ে যায়"

প্রশ্ন :- লক্ষ-কোটি গুণ ভাগ্যশালী হওয়ার মুখ্য আধার কি ?

উত্তর :- বাবা যা শোনান, সেই এক-একটি কথাকে যে ধারণ করে সে-ই লক্ষ-কোটি গুণ ভাগ্যশালী হয়। নিরীক্ষণ করো বাবা কি বলেন আর রাবণ সম্প্রদায়ের লোকেরা কি বলে! এই নলেজ দ্বারাই তোমরা গুণবান হয়ে ওঠো।

ওম্ শান্তি। আত্মাদের পিতা, ইংরাজীতে বলা হয় স্প্রীচুয়াল ফাদার। তোমরা যখন সত্যযুগে যাবে তখন সেখানে ইংরাজী ইত্যাদি দ্বিতীয় কোনো ভাষা তো থাকবে না। তোমরা জানো সত্যযুগে আমাদের রাজ্য হয়, সেখানে আমাদের যে ভাষা হবে সেটাই চলবে। পরে আবার সেই ভাষা পরিবর্তিত হতে থাকে। এখন তো অনেক রকমের ভাষা আছে। যেমন-যেমন রাজা তাদের সেরকম সেরকম ভাষা চলে। এখন এটা তো সব বাচ্চারা জানে, সব সেন্টারেও যে বাচ্চারা আছে তাদের একই মত হয়। নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে, আর এক বাবাকে স্মরণ করতে হবে, যাতে সব ভূত পালায়। বাবা হলেন পতিত-পাবন। পাঁচ ভূতের প্রবেশ তো সকলের মধ্যেই আছে। আত্মার মধ্যেই ভূতের প্রবেশ ঘটে, তারপর এই ভূত গুলির অথবা বিকার গুলির নামও দেওয়া হতে থাকে-- দেহ-অভিমান, কাম, ক্রোধ ইত্যাদি। এরকম না যে সর্বব্যাপী কোনো ঈশ্বর আছেন। যদি কেউ কখনো বলে ঈশ্বর সর্বব্যাপী আছেন তো বলো সর্বব্যাপী হলো আত্মারা আর এই আত্মাদের মধ্যে পাঁচ বিকার হলো সর্বব্যাপী। তাছাড়া এমন নয় যে পরমাত্মা সকলের মধ্যে বিরাজমান আছেন। পরমাত্মার মধ্যে আবার পাঁচ ভূতের প্রবেশ হবে কি ভাবে! এক-একটা কথাকে ভালো ভাবে ধারণ করলে তোমরা লক্ষ-কোটি গুণ ভাগ্যশালী হবে। দুনিয়ার লোক রাবণ সম্প্রদায় কি বলে আর বাবা কি বলেন, এখন নিরীক্ষণ করো। প্রত্যেকের শরীরের মধ্যে আত্মা আছে। সেই আত্মাতে ৫ বিকারের প্রবেশ হয়ে রয়েছে। শরীরে নয়, আত্মাতে ৫ বিকার অথবা ভূতের প্রবেশ ঘটে। সত্যযুগে এই ৫ ভূত নেই। নামই হলো ডিটি ওয়ার্ল্ড (দৈবী-দুনিয়া)। এটা হলো ডেভিল ওয়ার্ল্ড (শয়তানের দুনিয়া)। ডেভিল বলা হয় অসুরকে। কত দিন আর রাতের পার্থক্য। এখন তোমরা চেঞ্জ (পরিবর্তিত) হচ্ছে। সেখানে তোমাদের মধ্যে কোন বিকার, কোনো অবগুণই থাকে না। তোমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ গুণ এসে যায়। তোমরা ১৬ কলা সম্পূর্ণ হয়ে ওঠো। প্রথমে ছিলে আবার নীচে নামতে থাকো। এখন এই চক্রের পরিচিতি হয়। ৮৪ জন্মের চক্র কীভাবে আবর্তিত হয়। আমাদের আত্মাদের স্ব-এর দর্শন হয়েছে অর্থাৎ এই চক্রের নলেজ হয়েছে। উঠতে, বসতে, চলতে তোমাদের এই নলেজ বুদ্ধিতে রাখতে হবে। বাবা নলেজ পড়ান। এই রহস্যই অর্থাৎ আত্মিক নলেজ বাবা ভারতে এসেই দেন। বলে যে না- আমাদের ভারত। বাস্তবে হিন্দুস্থান বলা তো রঙ (ভুল)। তোমরা জানো ভারত যখন স্বর্গ ছিলো তো শুধুমাত্র আমাদেরই (যারা সঙ্গমযুগে ব্রাহ্মণ আর সত্যযুগে দেবী-দেবতা) রাজ্য ছিলো আর কোনো ধর্ম ছিলো না। নিউ ওয়ার্ল্ড ছিলো। নিউ দিল্লী বলে যে না! দিল্লীর নাম আসলে দিল্লী ছিলো না পরিস্থান বলা হতো। এখন তো নূতন দিল্লী আর পুরানো দিল্লী বলে, এরপর আবার না পুরানো, না নূতন দিল্লী হবে। পরিস্থান বলা হবে। দিল্লীকে ক্যাপিটাল বলা হয়। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য হবে, এছাড়া আর কিছু হবে না, আমাদেরই রাজ্য হবে। এখন তো রাজ্য নেই

সেইজন্য শুধুমাত্র বলে আমাদের দেশ হলো ভারত। রাজারা তো নেই। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বুদ্ধিতে সমগ্র জ্ঞান চক্র রাখা হয়। বরাবর সর্বপ্রথমে এই বিশ্বে দেবী- দেবতাদের রাজ্য ছিলো আর কোনো রাজ্য ছিলো না। যমুনার তট ছিলো, সে-জায়গাকে পরিস্ফুটন বলা হতো। দেবতাদের ক্যাপিটল দিল্লীই থাকছে, তাই সকলেরই আকর্ষণ থাকে। সবচেয়ে বড়ও। একদম সেন্টারে বা দেশের মধ্যবর্তী স্থানে।

মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা জানে পাপ তো অবশ্যই হয়েছে, পাপ-আত্মা হয়ে গেছে। সত্যযুগে সকল আত্মারাই পূণ্য আত্মা। বাবা এসেই পবিত্র করে তোলেন, তাই তো তোমরা শিব জয়ন্তীও পালন করো। এখন জয়ন্তী শব্দটা তো সব কিছুর মধ্যে যুক্ত করা হয়, সেইজন্য একে আবার শিবরাত্রি বলে। রাত্রির অর্থ তো তোমরা ব্যতীত আর কেউ বুঝতে পারে না। বড় বড় বিদ্বানরাও জানে না যে শিবরাত্রি কি ? তাই পালন আর কি করবে ! বাবা বুঝিয়েছেন রাত্রির অর্থ কি? এটা যে হলো ৫ হাজার বছরের চক্র, সেটাতে সুখ আর দুঃখের খেলা থাকে, সুখকে বলা হয় দিন, দুঃখকে বলা হয় রাত। তো দিন আর রাতের মধ্যবর্তীতে আসে সঙ্গম। অর্ধ-কল্প হলো আলোকোজ্জ্বল, অর্ধ-কল্প হলো অন্ধকার। ভক্তিতে তো অনেক সময় নেয় । এখানে তা হলো সেকেন্ডের ব্যাপার। একদম ইজি, সহজ যোগ। তোমাদের প্রথমে যেতে হবে মুক্তিধাম। বাচ্চারা, এরপর তোমরা জীবনমুক্তি আর জীবনবন্ধে কতো সময় থেকেছো, এটা তোমাদের স্মরণে আছে, তবুও বারে বারে ভুলে যাও। বাবা বোঝান যোগ শব্দটি ঠিক, কিন্তু ওদের হলো শারীরিক যোগ। এটা হলো আত্মাদের সাথে পরমাত্মার যোগ। সন্ন্যাসীরা অনেক ধরনের হঠযোগ ইত্যাদি শেখায়, এতে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বাবাও হন তো টিচারও হন, তাই ওনার সাথে যোগ যুক্ত তো হতে হবে। টিচারের মাধ্যমে পাঠ নিতে হয়। বাচ্চা জন্ম নিলে তো প্রথমে বাবার সাথে যোগ হয় তারপর ৫ বছর পরে টিচারের সাথে যোগ যুক্ত হতে হয় আবার বাণপ্রস্থ অবস্থায় গুরুর সাথে যোগ যুক্ত হতে হয়। তিন মুখ্য স্মরণে থাকে। সেটাতো আলাদা-আলাদা হয়। এখানে এটা একই বার বাবা এসে বাবাও হন, টিচারও হন। ওয়াল্ডারফুল(বিস্ময়কর) হলো না! এরকম বাবাকে তো অবশ্যই স্মরণ করা উচিত। জন্ম-জন্মান্তর তিন কে আলাদা-আলাদা স্মরণ করে এসেছো। সত্যযুগেও বাবার সাথে যোগ হয় আবার টিচারের সাথে হয়। পড়ে যায় তো না! এছাড়া সেখানে গুরুর দরকার থাকে না কারণ সকলে সঙ্গতিতে থাকে। এই সব কথা স্মরণ করতে কি কষ্ট? একদম সহজ। একে বলা হয় সহজ যোগ। কিন্তু এখানে হলো আনকমন। বাবা বলেন আমি এটা টেম্পোরারী লোন নিই, তাও কতো কম সময় নিই। ৬০ বছরে বাণপ্রস্থ অবস্থা হয়। বলা হয় ষাঠে লাগে লাঠি। এই সময় সকলের লাঠির প্রয়োজন হয়। সব বাণপ্রস্থ, নির্বাণ ধামে যাবে। সেটা হলো সুইট হোম, সুইটেস্ট হোম। ওর জন্যই কতো অপার ভক্তি করা হয়েছে। এখন চক্র আবর্তিত হয়ে এসেছো। মানুষের এসব কিছু জানা নেই, এরকম ভাবেই গল্পকথা সাজিয়ে দিয়েছে যে লক্ষ বছরের চক্র। লক্ষ বছরের ব্যাপার হলে তো রেস্ট পাওয়া যেতো না। রেস্ট পাওয়াই মুশকিল হয়ে যায়। তোমরা রেস্ট পাও, তাকে বলা হয় সাইলেন্স হোম, ইনকর্পোরিয়াল ওয়ার্ল্ড। এটা হলো স্কুল সুইট হোম। সেটা হলো মূল সুইট হোম। আত্মা হলো একদম ছোট রকেট, এর থেকে তীব্র গতিতে পালানোর মতো কিছু হয় না। এটা তো সবচেয়ে তীব্র। এক সেকেন্ডে শরীর ছেড়ে গেল আর এটা পালানো, অন্য শরীর তো আগেই তৈরী হয়ে থাকে। ড্রামা অনুযায়ী তাকে নির্দিষ্ট সময়ে যেতেই হবে। ড্রামা কতো অ্যাকুইরেট। এর মধ্যে কোনো ইনঅ্যাকুইরেসি (এতটুকু ভুল নেই) নেই। এটা তোমরা জানো। বাবাও ড্রামা অনুসারে একদম টাইমে আসেন। এক সেকেন্ডেরও পার্থক্য হয় না। এতে কীভাবে জানা যায় যে বাবা হলেন ভগবান।

যখন নলেজ দেন, বাচ্চাদের বসে বোঝান। শিবরাত্রিও পালন করা হয় যে না। আমি শিব কখন কীভাবে আসি, সেটা তোমাদের তো জানা নেই। শিবরাত্রি কৃষ্ণরাত্রি পালন করা হয়। রামের পালন করা হয় না কারণ পার্থক্য হয়ে যায়। শিবরাত্রির সাথে কৃষ্ণরাত্রিও পালন করা হয়। কিন্তু কিছুই জানে না। এখানে হলো আসুরী রাবণ রাজ্য। এটা বোঝার মতো ব্যাপার। এখানে তো হলেন বাবা, বৃদ্ধকে বাবা বলা হয়। ছোট বাচ্চাকে কি আর বাবা বলা যায়! কেউ কেউ ভালোবেসে বাচ্চাকে বাবা বলে থাকে। তো সেও কৃষ্ণকে ভালোবেসে বলে থাকে। বাবা তো তখন বলা যায় যখন বড় হবে আর আবার বাচ্চার জন্ম দেবে। কৃষ্ণ নিজেই হলেন প্রিন্স, ওনার বাচ্চা কোথা থেকে আসবে। বাবা বলেনও আমি বৃদ্ধ লোকটির দেহে আসি। শাস্ত্রেও আছে, কিন্তু শাস্ত্রের সব কথা অ্যাকুইরেট না, কিছু কিছু কথা ঠিক। ব্রহ্মার আয়ু অর্থাৎ প্রজাপিতা ব্রহ্মার আয়ু বলা হবে। সেটা তো অবশ্যই এই সময় হবে। ব্রহ্মার আয়ু মৃত্যুলোকে শেষ হবে। এটা কোনো অমরলোক না। একে বলা হয় পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। বাচ্চারা, এটা ছাড়া তোমাদের বুদ্ধিতে আর আর কিছু হতে পারে না।

বাবা বসে বলেন - মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা নিজেদের জন্মকে জানো না, আমিই এসে বলি, তোমরা ৮৪ জন্ম নিয়ে থাকো। কীভাবে? এটাও তোমরা জানতে পেরেছো। প্রত্যেক যুগের আয়ু ১২৫০ বছর, আর এতো- এতো জন্ম নিয়েছি। ৮৪ জন্মের হিসেব যে। ৮৪ লাখের হিসেব তো হতে পারে না। একে বলা হয় ৮৪ জন্মের চক্র, ৮৪ লাখের কথাই তো স্মরণে আসে না। এখানে কতো অপরমপার দুঃখ। কীভাবে দুঃখ দেওয়ার মতো বাচ্চারা জন্ম নিতে থাকে। একে বলা হয় ঘোর নরক, একদম ছিঃ ছিঃ (ঘৃণ্য) দুনিয়া। বাচ্চারা, তোমরা জানো এখন আমরা নূতন দুনিয়াতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। পাপ খন্ডন হলে তোমরা পুণ্য আত্মা হয়ে উঠবে। এখন কোনো পাপ করতে নেই। একে অপরের উপর কাম কাটারি চালানো - এটা আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ দেওয়ার। এখন এই রাবণ রাজ্য সম্পূর্ণ হচ্ছে। এখন হলো কলিযুগের শেষ। এই মহাভারী লড়াই হলো অন্তিম। এরপর কোনো লড়াই ইত্যাদি হবেই না। সেখানে কোনো যজ্ঞেরই রচনা করা হবে না। যখন যজ্ঞ রচনা করা হয় তখন হোম করা হয়। বাচ্চারা তাদের পুরানো সামগ্রী সব স্বাহা (ত্যাগ) করে দেয়। এখন বাবা বুঝিয়েছেন, এটা হলো রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। রুদ্র শিবকে বলা হয়। রুদ্র মালা বলা হয় যে না। যারা নিবৃত্তি মার্গের তাদের প্রবৃত্তি মার্গের নিয়ম-কানুন কিছুই জানা নেই। তারা তো বাড়ী-ঘর ছেড়ে জঙ্গলে চলে যায়। নামই হলো সন্ন্যাস। কার সন্ন্যাস? বাড়ী-ঘরের। খালি হাতে বেরিয়ে যায়। যারা গুরু তারা তো প্রথমে অনেক পরীক্ষা নেয়, কাজ করায়। প্রথমে ভিক্ষাতে শুধুমাত্র আটা নিতো, রান্না করা খাওয়ার নিতো না। ওদের জঙ্গলেই থাকতে হয়, সেখানে কন্দ-মূল বা খাদ্য মূল, ফল পাওয়া যায়। এটাও খ্যাত আছে যখন সতোপ্রধান সন্ন্যাসী হবে তখন এটা থাকবে। এখন তো কি-কি করতে থাকে বলার না। এর নামই হলো ভিসিয়াস ওয়ার্ল্ড (দূষিত-পঙ্কিল দুনিয়া)। সেটা হলো ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড (পাপ মুক্ত দুনিয়া)। তাই নিজেকে ভিশশ্ মনে করতে হবে। বাবা বলেন সত্যযুগকে বলা হয় শিবালয়, ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড। এখানে তো সকলে হলো পতিত মানুষ সেইজন্য দেবী-দেবতার বদলে নামই হিন্দু রেখে দিয়েছে। বাবা তো সব কথা বোঝাতে থাকেন। তোমরা আসলে হলে অসীম জগতের পিতার সন্তান। তিনি তো তোমাদের ২১ জন্মের উত্তরাধিকার দেন। তাই বাবা মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চাদের বোঝান- তোমাদের মাথার উপরে জন্ম-জন্মান্তরের পাপ। পাপ-মুক্ত হওয়ার জন্যই তোমরা ডাকো। সাধু-সন্ত ইত্যাদি সকলে ডাকে- হে পতিত-পাবন...অর্থ কিছু বোঝে না, এমনই গাইতে থাকে, করতালি দিতে থাকে। ওদের যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে - পরমাত্মার সাথে কীভাবে যোগ লাগাবে, ওঁনার সাথে কীভাবে মিলিত হবে- তো বলে দেবে তিনি তো

সর্বব্যাপী। এই পথই কী তারা অন্যদেরকে দেখায় ! বলে দেয় - বেদ-শাস্ত্র পড়লে ভগবানকে পাওয়া যাবে। কিন্তু বাবা বলেন- আমি প্রতি ৫ হাজার বছর পরে ডামার প্ল্যান অনুসারে আসি। এই ডামার রহস্য বাবা ব্যতীত আর কেউ জানে না। লক্ষ বছরের ডামা তো হতেই পারে না। এখন বাবা বোঝান এটা ৫ হাজার বছরের ব্যাপার। কল্প পূর্বেও বাবা বলেছিলেন মন্মনাভব। এইটি হলো মহামন্ত্র। মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত করার মহামন্ত্র। বাবা বসেই অর্থ বোঝান। দ্বিতীয় কেউ অর্থ বোঝে না। কথিত আছে সকলের সঙ্গতিদাতা এক। কোনো মানুষ তো হতে পারে না। দেবতাদেরও ব্যাপার না। সেখানে তো সুখ আর সুখ, সেখানে কেউ ভক্তি করে না। ভক্তি করা হয় ভগবানের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য। সত্যযুগে ভক্তি হয় না কারণ ২১ জন্মের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়ে থাকে। তখন গাওয়াও হয় দুঃখে জপ করা...এখানে তো অপার দুঃখ। ক্ষণে-ক্ষণে বলে ভগবান দয়া করো। এই কলিযুগী দুঃখী দুনিয়া সামগ্রীক ভাবে থাকে না। সত্যযুগ-ত্রৈতা পাস্ট হয়ে গেছে, আবার হবে। লক্ষ বছরের কথাও স্মরণ থাকতে পারে না। এখন তো বাবা সমস্ত নলেজ দেন, নিজের পরিচয়ও দেন আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্যও বোঝান। ৫হাজার বছরের ব্যাপার। বাচ্চারা, তোমরা এখন এ বিষয়ে জ্ঞাত হয়েছো। এখন তো অপরের রাজ্যে আছো। তোমাদের নিজেদের রাজ্য ছিলো। এখানে তো লড়াই করে নিজের রাজ্য নেয়, হাতিয়ারের দ্বারা, মারামারি করে নিজের রাজ্য নিয়ে থাকে। তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা তো যোগবলের দ্বারা নিজের রাজ্য স্থাপন করছো। তোমাদের সতোপ্রধান দুনিয়া চাই। পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে নূতন দুনিয়া তৈরী হয়, একে বলা হয় কলিযুগ পুরানো দুনিয়া। সত্যযুগ হলো নূতন দুনিয়া। এটাও কারোর জানা নেই। সল্যাসী বলে দেয় এটা আপনার কল্পনা। এখানেই সত্যযুগ, এখানেই কলিযুগ। এখন বাবা বসে বোঝান একজনও এরকম নেই যে বাবাকে জানে। যদি কেউ জেনে থাকতো তো বাবার পরিচয় দিতো। সত্যযুগ-ত্রৈতা কি জিনিস, কারোর কি আর বোধগম্য হয় ! বাচ্চারা, বাবা তোমাদের ভালো ভাবে বোঝাতে থাকেন। বাবা-ই সবকিছু জানেন, জানিজনন হার অর্থাৎ নলেজ ফুল। মানুষ সৃষ্টির বীজরূপ তিনি। জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর। ওঁনার থেকেই আমাদের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। বাবা বাচ্চাদের নলেজের দিক থেকে নিজের সমান করে তোলেন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সূমন আর সুপ্রভাত।
আম্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) এটা পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার সময়, তাই এখন পাপ করতে নেই। পুরানো সব সামগ্রী এই রুদ্র যজ্ঞে স্বাহা করতে হবে।

২) এখন হলো বাণপ্রস্থ অবস্থা সেইজন্য বাবা, টিচারের সাথে-সাথে সদ্ধরুকেও স্মরণ করতে হবে।
সুইট হোমে যাওয়ার জন্য আম্মাকে সতোপ্রধান হতে হবে।

বরদান :- সময় কে শিক্ষক করার পরিবর্তে বাবাকে শিক্ষক করার মাস্টার রচয়িতা ভব

কোনো বাচ্চার সেবার উৎসাহ আছে কিন্তু বৈরাগ্য বৃত্তির অ্যাটেনশন নেই, এতে আলস্য রয়েছে। চলছে - হচ্ছে - হয়ে যাবে - সময় এলে ঠিক হয়ে যাবে - এরকম ভাবা অর্থাৎ সময়কে নিজের শিক্ষক করা। বাচ্চারা বাবাকে আশ্বস্ত করতে থাকে - বাবা, চিন্তা করবেন না, সময় এলে ঠিক হয়ে যাবে, করে নেব। উন্নতি করে নেব। কিন্তু বাচ্চারা, তোমরা হলে মাস্টার রচয়িতা, সময় তোমাদের রচনা। রচনা মাস্টার রচয়িতার শিক্ষক হবে, এটা শোভনীয় নয় ।

শ্লোগান :- নিজের এবং সকলের পরিবর্তন হওয়াতে সহযোগী হওয়াই হল বাবার প্রতিপালনের রিটার্ন দেওয়া ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা মাতা পিতার কাছে অসীম সুখ পাওয়ার জন্য এসেছ, বাবা তোমাদেরকে গভীর দুঃখ থেকে মুক্ত করে অসীম সুখের জগতে নিয়ে যান"

প্রশ্ন :- কেবল বাবা-ই রিজার্ভে থাকেন, পুনর্জন্ম নেন না - কেন ?

উত্তর :- কারণ তোমাদেরকে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান বানানোর জন্য তো কাউকে প্রয়োজন। যদি বাবাও পুনর্জন্ম নিয়ে নেন, তবে তোমাদেরকে কালো থেকে গৌরবর্ণ কে বানাবে ? এইজন্যই বাবা রিজার্ভে থাকেন।

প্রশ্ন:- দেবতারা কেন সর্বদা খুশি থাকে ?

উত্তর:- কারণ ওরা পবিত্র। পবিত্রতার জন্য ওদের চাল-চলন পরিশোধিত হয়ে যাবে। যেখানে পবিত্রতা রয়েছে সেখানে সুখ-শান্তিও রয়েছে। মুখ্য বিষয় হলো পবিত্রতা ।

ওম্ শান্তি। আত্মিক পিতা তাঁর মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি সন্তানদেরকে বোঝাচ্ছেন। তিনি একাধারে বাবা এবং মাতা-পিতা। তোমরাই তো গাইতে - 'তুমিই মাতা-পিতা, আমরা তোমার বালক...', সকলেই এইভাবে ডাকে। কাকে ডাকছে ? পরমপিতা পরমাত্মাকে। কিন্তু ওরা জানে না যে তাঁর কৃপায় কখন কিভাবে অসীম সুখের প্রাপ্তি হয়েছিল। অসীম সুখ বলতে কি বোঝায় সেটাও ওরা জানে না। এখন তোমরা এখানে সামনে বসে আছো। তোমরা জানো যে, এই দুনিয়ায় কত গভীর দুঃখ। এটা হলো দুঃখধাম। ওটা হলো সুখধাম। কারোর বুদ্ধিতেই আসে না যে, আমরা ২১ জন্ম ধরে স্বর্গে অনেক সুখে থাকি। তোমাদেরও আগে এই অনুভব ছিল না। এখন তোমরা বুঝেছ যে আমরা সেই পরমাত্মা, মাতা-পিতার সামনে বসে আছি। তোমরা জানো যে, আমরা ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের বাদশাহী পাওয়ার জন্যই এখানে আসি। বাবাকেও জেনেছি এবং বাবার কাছ থেকে সমগ্র সৃষ্টিচক্রকেও বুঝে নিয়েছি। আমরা আগে অসীম সুখের মধ্যে ছিলাম, পরবর্তী কালে দুঃখী হয়ে গেছি। এটাও ক্রমানুসারে প্রত্যেকের বুদ্ধিতে থাকে। এটা তো স্টুডেন্টদের সবসময়ই মনে থাকা উচিত। কিন্তু বাবা দেখেন, প্রতি মুহূর্তেই ভুলে যাওয়ার জন্য বাচ্চারা ঝিমিয়ে যায়। অতি স্পর্শকাতর অবস্থা হয়ে যায়। মায়া আক্রমণ করে। যতটা খুশিতে থাকার কথা, ততটা খুশি থাকে না। ক্রমানুসারে বিভিন্ন পদমর্যাদা রয়েছে। স্বর্গে তো চলে যায়, কিন্তু সেখানেও তো রাজা থেকে শুরু করে কাঙাল সকলেই থাকবে। একজন হবে গরিব প্রজা, একজন ধনী প্রজা। স্বর্গ এবং নরক উভয় স্থানেই এইরকম উচ্চ-নীচ থাকে। তোমরা বাচ্চারা এখন জেনেছ যে আমরা অসীম সুখলাভের জন্য পুরুষার্থ করছি। সবথেকে বেশি সুখ তো এই লক্ষ্মী-নারায়ণই ভোগ করে। মুখ্য বিষয় হলো পবিত্রতা। পবিত্রতা না থাকলে শান্তি এবং সমৃদ্ধির প্রাপ্তি হয় না। এক্ষেত্রে আচার-আচরণ খুব ভালো হওয়া প্রয়োজন। পবিত্রতার দ্বারা-ই মানুষের আচার-আচরণ পরিশোধিত হয়। পবিত্রতা থাকলেই তাকে দেবতা বলা হয়। তোমরা এখানে দেবতা হওয়ার জন্যই এসেছ। দেবতারা সর্বদা সুখী ছিল। কোনো মানুষ সর্বদা সুখী থাকে না। সুখী কেবল দেবতাই হয়। দেবতারা পবিত্র ছিল বলেই তোমরা এদেরকে পূজা করতো। পবিত্রতাই হল মুখ্য বিষয়। এর জন্যই যত বিঘ্ন আসে। সকলেই চায় দুনিয়ায় শান্তি স্থাপন হোক। কিন্তু বাবা বলছেন - পবিত্রতা ব্যতীত শান্তি কখনোই আসবে না। প্রথম এবং প্রধান বিষয় হলো পবিত্রতা। পবিত্রতার দ্বারা-ই আচার-ব্যবহার শুধরাবে। পতিত হয়ে গেলে পুনরায় আচরণ

বিগড়ে যায়। বুঝতে হবে যে এখন যদি আমরা দেবতা হতে চাই, তবে পবিত্রতা অবশ্যই প্রয়োজন। দেবতারা পবিত্র ছিল বলেই তো অপবিত্র মানুষ ওদের কাছে গিয়ে মাথা ঠেকে। মুখ্য বিষয় হলো পবিত্রতা। ভক্তরা ব্যাকুল ভাবে ডাকে - হে পতিত-পাবন, আমাদেরকে এসে পবিত্র বানাও। বাবা বলছেন - কাম বিকার বিরাট বড় শত্রু, একে পরাজিত করো। এর ওপরে বিজয়ী হলেই তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। তোমরা যখন পবিত্র এবং সতোপ্রধান ছিলে, তখন শান্তিও ছিল আর সুখও ছিল। বাচ্চারা, এখন তোমাদের স্মরণে এসেছে যে, এইসব তো গতকালের কথা। তোমরা যখন পবিত্র ছিলে, তখন অসীম সুখ-শান্তি সবকিছু ছিল। এখন পুনরায় তোমাদেরকে এইরকম লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে হবে। এরজন্য প্রথম এবং মুখ্য বিষয় হলো সম্পূর্ণ নির্বিকারী হওয়া। এইরকম গায়নও রয়েছে। এটা হলো জ্ঞান যজ্ঞ, এতে তো অবশ্যই বিঘ্ন আসবে। পবিত্রতার জন্য কতই না সমস্যা হয়। আসুরি এবং দৈবী - এই দুই সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়। তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে সত্যযুগে এইরকম দেবী-দেবতারা ছিল। হয়তো মানুষের মতোই দেখতে, কিন্তু ওদেরকে দেবতা বলা হয়। ওটা সম্পূর্ণ সতোপ্রধান দুনিয়া। ওখানে কোনো কিছুর এতটুকু অপ্ৰতুলতা থাকবে না। সবকিছু পারফেক্ট হবে। বাবা যেহেতু পারফেক্ট, তাই তিনি বাচ্চাদেরকেও পারফেক্ট বানান। যোগবলের দ্বারা তোমরা কত পবিত্র এবং বিউটিফুল হয়ে যাও। যে যাত্রী এখানে এসে তোমাদেরকে শ্যাম থেকে সুন্দর বানান, তিনি সর্বদাই সুন্দর। ওখানে ন্যাচারাল বিউটি থাকে, কাউকে সুন্দর করার প্রয়োজন হয় না। সতোপ্রধান অবস্থায় সকলেই খুব সুন্দর হয়। ওরাই পরবর্তী কালে তমোপ্রধান হওয়ার জন্য শ্যাম হয়ে যায়। শ্যাম-সুন্দর নামও রয়েছে। কৃষ্ণকে কেন শ্যাম-সুন্দর বলা হয় ? বাবা ছাড়া কেউ কখনো এর অর্থ বলতে পারবে না। বাবা অর্থাৎ ভগবান যেসব কথা শোনান, সেগুলো অন্য কেউ শোনাতে পারবে না। ছবিতে তো দেবতাদেরকে স্ব-দর্শন দিয়ে দিয়েছে।

বাবা বোঝাচ্ছেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, দেবতাদের তো স্ব-দর্শন চক্রের প্রয়োজন নেই। এইসব শঙ্খ ইত্যাদি নিয়ে ওরা কি করবে ? তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারাই হলে স্ব-দর্শন চক্রধারী। তোমাদেরকেই শঙ্খধ্বনি করতে হবে। তোমরাই জানো যে বিশ্বে এখন কিভাবে শান্তি স্থাপন হচ্ছে। এর সঙ্গে আচার-আচরণও ভালো হতে হবে। ভক্তিমার্গেও তোমরা দেবতাদের কাছে গিয়ে তোমাদের চাল-চলনের বর্ণনা করো। কিন্তু দেবতারা তোমাদের চাল-চলনকে শুধরে দেয় না। অন্য কেউ শুধরে দেয়। তিনি হলেন নিরাকার শিববাবা। তাঁর কাছে গিয়ে কখনো এইরকম গুণগান করা হয় না যে তুমি সর্বগুণ সম্পন্ন... ইত্যাদি। শিবের মহিমা সম্পূর্ণ আলাদা। দেবতাদের জন্য ঐরকম মহিমা করে। কিন্তু আমরা এইরকম কিভাবে হয়ে গেলাম ? আত্মা-ই তো পবিত্র কিংবা অপবিত্র হয়। তোমরা আত্মারা এখন পবিত্র হচ্ছে। যখন আত্মা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন এই পতিত শরীর আর থাকবে না। পবিত্র শরীর ধারণ করবে। কিন্তু এখানে তো পবিত্র শরীর পাওয়া সম্ভব নয়। প্রকৃতি সতোপ্রধান হলেই পবিত্র শরীর পাওয়া সম্ভব। নুতন দুনিয়াতে সবকিছুই সতোপ্রধান হয়। এখন পঞ্চতন্ত্র তমোপ্রধান হয়ে গেছে বলে কত বিপর্যয় হয়। কীভাবে মানুষের প্রাণ যায়। তীর্থযাত্রায় যাওয়ার সময়ে কোনও অ্যাক্সিডেন্ট হলে কতজন মারা যায়। মানুষ, পৃথিবী - জল ইত্যাদির কতো ক্ষতি করে। এইসব তন্ত্রগুলো তোমাদেরকে সাহায্য করে। বিনাশের সময়ে হঠাৎ বন্যা কিংবা ঝড়ের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় আসবে। এইসব বোমা বানানো তো ড্রামাতেই রয়েছে। এগুলোকে ঐশ্বরিক বিপর্যয় বলা যাবে না। এগুলো মনুষ্য সৃষ্ট। ভূমিকম্প মনুষ্য সৃষ্ট নয়। সকল প্রাকৃতিক বিপর্যয় একসাথে সংগঠিত হবে এবং পৃথিবীকে হাল্কা করবে। তোমরা জানো যে বাবা কিভাবে আমাদেরকে একেবারে হাল্কা বানিয়ে সাথে করে নুতন দুনিয়াতে নিয়ে যান। মাথা হাল্কা হয়ে গেলে আরও প্রাণোজ্জ্বল হয়ে

যায়। তোমাদেরকে বাবা একদম হালকা বানিয়ে দেন। সব দুঃখ দূর হয়ে যায়। এখন তোমাদের সকলের মাথা খুব ভারী আছে। এরপর সবাই হালকা, শান্ত এবং সুখী হয়ে যাবে। সকল ধর্মাবলম্বীদেরই খুশি হওয়া উচিত যে, বাবা এসেছেন সকলের সদগতি করার জন্য। যখন স্থাপনার কার্য সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তখন সকল ধর্মের বিনাশ হয়ে যাবে। আগে তোমাদের বুদ্ধিতে এইসব চিন্তা ভাবনা আসত না। এখন বুঝতে পারছো। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপন হওয়ার গায়ন আছে। বাকি সকল ধর্মের বিনাশ হবে। কেবল বাবা-ই এই কর্তব্য করেন। কেবল শিববাবা ছাড়া অন্য কেউই এটা করতে পারবে না। অন্য কারোর এইরকম অলৌকিক জন্ম এবং অলৌকিক কর্তব্য হওয়া সম্ভব নয়। বাবা হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই তাঁর কর্তব্য হলো সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি হলেন করন করাবনহার। তোমরা অন্যকে জ্ঞান শোনাও যে, এখন এই দুনিয়া থেকে পাপ আত্মাদের বোঝা দূর করতে বাবা অবতীর্ণ হয়েছেন। গায়ন আছে - অনেক ধর্মের বিনাশ এবং এক ধর্ম স্থাপন করার জন্য বাবাকে আসতে হয়। তোমাদেরকে এখন কত শ্রেষ্ঠ মহাত্মা বানিয়ে দিচ্ছেন। দেবতারা ছাড়া আর কেউই মহাত্মা নয়। এখানে তো অনেককেই মহাত্মা বলা হয়। কিন্তু কেবল মহান আত্মাকেই মহাত্মা বলা যায়। কেবল স্বর্গকেই রামরাজ্য বলা যাবে। ওখানে রাবণ রাজ্য থাকবেই না। তাই বিকারের চিন্তাও আসবে না। সেইজন্য ওই দুনিয়াকে সম্পূর্ণ নির্বিকারী বলা হয়। যত বেশি সম্পূর্ণ হবে, তত অধিক সময় সুখ ভোগ করবে। যারা অপূর্ণ রয়ে যাবে তারা অতটা সুখ পাবে না। স্কুলেও কেউ সম্পূর্ণ, কেউ অপূর্ণ হয়। তফাৎটা চোখেই দেখা যায়। হয়তো সকলেই ডাক্তার। কিন্তু কারোর খুব অল্প উপার্জন, কারোর আবার বিপুল উপার্জন। সেইরকম সকলেই দেবতা হবে। কিন্তু পদমর্যাদার মধ্যে বিস্তর ফারাক থাকবে। বাবা এসে তোমাদেরকে অতি শ্রেষ্ঠ পাঠ পড়াচ্ছেন। কৃষ্ণকে কখনো ভগবান বলা যাবে না। কৃষ্ণকেই তো শ্যাম-সুন্দর বলা হয়। শ্যামবর্ণের কৃষ্ণ মূর্তিও দেখানো হয়। কিন্তু কৃষ্ণ মোটেই শ্যাম বর্ণের হয় না। নাম রূপ তো পাল্টে যায়। আত্মা শ্যামবর্ণ হয়ে যায় এবং তখন নাম, রূপ, দেশ, কাল সবকিছুই বদলে যায়। এখন তোমাদেরকে বোঝানো হচ্ছে এবং তোমরাও বুঝতে পেরেছ যে, আমরা কিভাবে শুরু থেকে আমাদের কৃত কর্মের ভূমিকা পালন করছি। আগে দেবতা ছিলাম। এখন দেবতা থেকে অসুর হয়ে গেছি। বাবা ৮৪ জন্মের রহস্যও বুঝিয়েছেন। অন্য কেউ এটা জানে না। বাবা এসেই সকল রহস্য বোঝান। বাবা বলছেন - আমার সন্তান, আমার দুলাল, তোমরা তো আমার সাথে ঘরেই ছিলে, তাই না ? তোমরা তো সবাই ভাই-ভাই। তোমরা আত্মারা সেখানে ছিলে। কোনো শরীর ছিল না। কারোর সাথে কোনো সম্বন্ধ ছিল না। বাবা কখনো পুনর্জন্ম নেন না। তিনি ড্রামা অনুসারে রিজার্ভ থাকেন। তাঁর ভূমিকাটাই এইরকম। তোমরা কত সময় ধরে ব্যাকুল ভাবে ডেকে এসেছ সেটাও বাবা বলেছেন। এমন নয় যে দ্বাপরযুগ থেকেই ব্যাকুল ভাবে ডাকতে শুরু করেছ। না, অনেক সময় অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে তোমরা ব্যাকুল ভাবে ডাকতে শুরু করেছ। তোমাদেরকে বাবা সুখী বানাচ্ছেন অর্থাৎ সুখের উত্তরাধিকার দিচ্ছেন। তোমরাও বলছ - বাবা, আমরা তোমার কাছে অনেক বার এসেছি, প্রত্যেক কল্পেই এসেছি। এই ভাবেই চক্র আবর্তিত হতে থাকে। প্রত্যেক ৫ হাজার বছর পর বাবা তোমাদের সম্মুখে আসেন এবং তোমরা এই উত্তরাধিকার পেয়ে যাও। সকল দেহধারী-ই স্টুডেন্ট। যিনি শিক্ষক, তিনিই কেবল বিদেহী। এটা ওঁনার নিজের শরীর নয়। উনি নিজে বিদেহী। এখানে এসে শরীর ধারণ করেন। কারন শরীর না থাকলে বাচ্চাদেরকে পড়াবেন কিভাবে? তিনি সকল আত্মার পিতা। ভক্তিমার্গে সকলেই তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকে, রুদ্র মালা জপ করে। উপরে রয়েছে ফুল আর যুগল দানা। যুগল দানা গুলো একই রকমের হয়। ফুলটিকে প্রণাম করা হয় কেন ? তোমরা এখন এটাও বুঝতে পেরেছ যে, ওটা আসলে কার মালা জপ করে। দেবতাদের মালা জপ করে নাকি তোমাদের মালা জপ করে ? ওটা দেবতাদের

মালা, নাকি তোমাদের ? ওটাকে দেবতাদের মালা বলা যাবে না। ব্রাহ্মণদেরকেই তো বাবা বসে থেকে শিক্ষা দিচ্ছেন। ব্রাহ্মণ থেকে তোমরা দেবতা হয়ে যাও। এখন পড়াশুনা করছো, এরপর দেবতা হবে। তোমরা এখন বাবার কাছে থেকে শিক্ষা নিয়ে, পরিশ্রম করে দেবতা হয়ে যাও। তাই ওটা তোমাদের মালা। তবে প্রকৃত মহত্ব শিক্ষকের। বাবা বাচ্চাদের কতই না সেবা করেছেন। ওখানে তো কেউ একবারের জন্যও বাবাকে স্মরণ করবে না। ভক্তিমাগে তোমরা মালা জপ করতে। এখন ওই ফুল স্বয়ং তোমাদেরকে ফুলের মতো বানাচ্ছেন, অর্থাৎ নিজের মালার দানা বানাচ্ছেন। তোমরা ফুল হয়ে যাও। তোমরা আত্মার জ্ঞানও প্রাপ্ত করছ। গোটা সৃষ্টির আদি, মধ্য, অন্তিমের জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে। তোমাদের-ই গুণগান করা হয়। তোমরা ব্রাহ্মণরাই প্রথমে নিজেদের মতো ব্রাহ্মণ বানাও এবং তারপর স্বর্গবাসী দেবী-দেবতা বানাও। দেবতারা তো স্বর্গে থাকবে। তোমরা দেবতা হয়ে গেলে, ওখানে তোমাদের কাছে অতীত-বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জ্ঞান থাকবে না।

এখন তোমরা, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বাচ্চারাই অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জ্ঞান লাভ করেছে। অন্য কেউ এই জ্ঞান পায় না। তোমরা খুব ভাগ্যবান। কিন্তু এরপরেও মায়া ভুলিয়ে দেয়। এই বাবা (ব্রহ্মা বাবা) তোমাদেরকে শিক্ষা দেন না। ইনি তো একজন মানুষ, ইনি নিজেও পড়ছেন। ইনি তো সবথেকে শেষে ছিলেন। যিনি নম্বর ওয়ান পতিত, তিনিই পুনরায় নম্বর ওয়ান পবিত্র হন। অনেক সুখী হয়ে যান। এইম অবজেক্ট তো সামনেই রয়েছে। বাবা তোমাদেরকে কত শ্রেষ্ঠ বানাচ্ছেন। আয়ুষ্সহান ভব, পুত্রবান ভব...। এইসবও ড্রামাতেই রয়েছে। বাবা বলছেন, আমি আশীর্বাদ করলে তো সবাইকেই করব (অর্থাৎ তিনি কাউকে আশীর্বাদ দেন না। তাঁর কাজ হল পড়ানো)। বাচ্চার, আমি তো কেবল তোমাদেরকে পড়াতে এসেছি। এই শিক্ষার দ্বারা-ই তোমরা সকল আশীর্বাদ পেয়ে যাও। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্যসার :-

১) বাবা যেমন পারফেক্ট (নিখুঁত), সেইরকম নিজেকেও নিখুঁত বানাতে হবে। পবিত্রতাকে ধারণ করে নিজের আচার-আচরণ শোধরাতে হবে। সত্যিকারের সুখ-শান্তি অনুভব করতে হবে।

২) সৃষ্টির আদি, মধ্য এবং অন্তিমের জ্ঞান বুদ্ধিতে রেখে ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা বানানোর সেবা করতে হবে। নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যকে কখনো ভুলে গেলে চলবে না।

বরদান :- সুযোগ-সুবিধার উপকরণ গুলির মধ্যে থেকেও পদ্ম ফুলের মতো অলিপ্ত অথচ প্রিয় হয়ে অসীম জগতের বৈরাগী ভব

সুযোগ-সুবিধার উপকরণ গুলি যদি পেয়ে থাকো, তবে সেগুলিকে বড়ো মানসিকতার সাথে ব্যবহার করো। এইসব উপকরণ বা সাধন তো তোমাদের জন্যই। কিন্তু সাধনার যেন অবনতি না হয়। পুরোপুরি ব্যালেন্স রাখতে হবে। সুযোগ-সুবিধার উপস্থিতি কোনো খারাপ ব্যাপার নয়, ওগুলো তো তোমাদের কর্ম এবং যোগের ফল। কিন্তু সুযোগ-সুবিধার উপকরণ গুলির মধ্যে থেকেও পদ্ম ফুলের মতো অলিপ্ত অথচ প্রিয় হও। সেগুলি ব্যবহার করো, কিন্তু তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ো না। সুযোগ-

সুবিধার উপস্থিতি যেন সীমাহীন বৈরাগ্য বৃত্তিকে টিঁলে না করে দেয়। এটাকে প্রথমে নিজের মধ্যে ধারণ করো, তারপরে সমগ্র বিশ্বের বায়ুমন্ডলে ছড়িয়ে দাও।

স্লোগান :- সবথেকে বড়ো সেবা হলো কোনো নাজেহাল ব্যক্তিকে তার স্বমানে স্থিত করে দেওয়া।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- স্মরণের যাত্রায় সম্পূর্ণ অ্যাটেনশান দাও, এর দ্বারা-ই তোমরা সতোপ্রধান হবে"

প্রশ্ন :- বাবা নিজের সন্তানদের উপরে কীরূপ কৃপা করেন ?

উত্তর :- বাবা সন্তানদের কল্যাণার্থে যা ডাইরেকশন দেন, সেই ডাইরেকশন (নির্দেশ) দেওয়া-ই হল তাঁর কৃপা। বাবার সর্ব প্রথম ডাইরেকশন হল - মিষ্টি বাচ্চারা, দেহী-অভিমানী হও। দেহী-অভিমানী খুব শান্ত থাকে তাদের চিন্তন কখনও ভুল হতে পারে না।

প্রশ্ন :- বাচ্চাদের নিজেদের মধ্যে কীরকম সেমিনার করা উচিত ?

উত্তর :- যখন হাটতে যাও, তখন স্মরণের রেস করো এবং তারপরে নিজেদের মধ্যে বসে সেমিনার করো যে, কে কতক্ষণ বাবাকে স্মরণ করেছে। এখানে স্মরণের জন্য একাকীত্বের নির্জনতা খুবই ভালো।

ওম্ শান্তি। আত্মিক পিতা আত্মারূপী বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করেন তোমরা কি করছ ? বাচ্চারা বলবে - বাবা, আমরা যে সতোপ্রধান ছিলাম আমরাই তমোপ্রধান হয়েছি। বাবা আপনার শ্রীমৎ অনুসারে আমাদের পুনরায় সতোপ্রধান অবশ্যই হতে হবে। এখন বাবা আপনি পথ বলে দিয়েছেন। এটি কোনও নতুন কথা নয়। খুব পুরানো কথা। সবচেয়ে পুরানো হল স্মরণের যাত্রা, এতে বাহ্য আড়ম্বরের কোনো প্রয়োজন নেই। প্রত্যেকে নিজেকে মনে মনে জিজ্ঞাসা করো আমরা কতক্ষণ বাবাকে স্মরণ করি ? কতখানি সতোপ্রধান হয়েছি ? কীরূপ পুরুষার্থ করছি ? সতোপ্রধান তখন হব যখন ভবিষ্যতে শেষ সময় আসবে। সেসবের সাক্ষাৎকারও হতে থাকবে। কেউ যা কিছু করে নিজের জন্যই করে। বাবাও কোনও কৃপা করেন না। বাচ্চাদের শ্রীমৎ প্রদান করে বাবা কৃপা করেন বাচ্চাদের উন্নতির জন্যই। বাবা তো হলেন কল্যাণকারী। অনেক বাচ্চারা উল্টো জ্ঞান নিয়ে চলে। বাবা ফীল করেন -- দেহ-অভিমানী অহংকারী হয়। দেহী-অভিমানী শান্ত হয়ে থাকবে। তারা কখনো উল্টো চিন্তন করবে না। বাবা তো সব রকম ভাবে পুরুষার্থ করান। মায়াও খুব শক্তিশালী, ভালো ভালো বাচ্চাদের আক্রমণ করে। তাই ব্রাহ্মণদের মালা তৈরি হয় না। আজ খুব ভালো ভাবে স্মরণ করবে, কাল দেহ অহংকারে এমন এসে যাবে যেন ষাড়, কিস্বা গিরগিটি। ষাড়ের খুব অহংকার থাকে। এর জন্য একটি কথা আছে - সুর মন্ডলের বাদ্য সম্পর্কে দেহ-অভিমানী ষাড় কি জানবে.....। দেহ-অভিমান খুবই তুচ্ছ বস্তু। খুব পরিশ্রম করতে হয়। শিববাবা তো বলেন আই অ্যাম মোস্ট ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট (আমি হলাম খুব বিশ্বস্ত সেবক)। এমন নয়, নিজেকে সার্ভেন্ট বলে নবাবী চালে চলবে। বাবা বলেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, সতোপ্রধান অবশ্যই হতে হবে। এই কথা তো খুব সহজ, এতে কোনও আওয়াজ নেই। মুখে কিছুই বলতে হয় না। যেখানেই যাও, মনে মনে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এমন নয়, এখানে বসলে বাবা সাহায্য করেন। বাবা তো এসেছেন-ই সাহায্য করতে। বাবার এই চিন্তা তো থাকে - বাচ্চারা, কোথাও যেন কোনও গাফিলতি না করে। মায়া এখানেই ঘুসি মেলে দেয়। দেহ-অভিমান খুব খুব খারাপ। দেহ-অভিমানে এসে একেবারেই নীচে এসে পড়েছে। বাবা বলেন এখানে এসে বসলে অতি প্রিয় (মোস্ট বিলাভেড) বাবাকে স্মরণ করো। বাবা বলেন আমিই হলাম পতিত-পাবন, আমাকে স্মরণ করলে, এই যোগ অগ্নির দ্বারা তোমাদের

জন্ম-জন্মান্তরের পাপ ভস্ম হবে। বাচ্চাদের এখনও সেই অবস্থা আসেনি, যে কাউকে ভালো রীতি বোঝাতে পারবে। গুণের তলোয়ারে যোগের শক্তি থাকা চাই। তা নাহলে তলোয়ার কোনও কাজের নয়। মুখ্য কথাই হল স্মরণের যাত্রা। অনেক বাচ্চারা উল্টো কাজ করতে ব্যস্ত থাকে। স্মরণের যাত্রা ও পড়াশোনা করে না, তাই সময় পায় না। বাবা বলেন এমন পরিশ্রম কোরোনা যে ব্যবসা ইত্যাদি করতে করতে নিজের পদ মর্যাদা হারিয়ে ফেলো। নিজের ভবিষ্যৎ তো তৈরি করতে হবে তাইনা। কিন্তু সতোপ্রধান হতে হবে। এতেই খুব পরিশ্রম আছে। বিশাল মিউজিয়ামের রক্ষণাবেক্ষণ করবার ভার বহনকারীরা আছে কিন্তু স্মরণের যাত্রায় থাকে না। বাবা বুঝিয়েছেন স্মরণের যাত্রায় দরিদ্র, বন্ধন যুক্তরা বেশি থাকে। ক্ষণে ক্ষণে শিববাবাকে স্মরণ করে। শিববাবা আমাদের এই বন্ধন থেকে মুক্ত করো। অবলা নারীদের উপরে অত্যাচার হয়, এইরূপ কথিতও আছে।

বাচ্চারা, তোমাদের খুব মিষ্টি হতে হবে। প্রকৃত সত্য স্টুডেন্ট হও। ভালো স্টুডেন্ট যারা হয় তারা একান্তে বাগানে গিয়ে বসে পড়া তৈরী করে। তোমাদেরও বাবা বলেন, যেখানেই যাও, ঘোরো ফেরো, নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করো। স্মরণের যাত্রা করার শখ রাখো। জাগতিক ধন উপার্জন করার চেয়ে এই অবিনাশী ধন তো হল খুব খুব উঁচু মানের ধন। জাগতিক বিনাশী ধন তো নষ্ট হওয়ার আছে। বাবা জানেন - বাচ্চারা, সার্ভিস পুরো করে না, স্মরণেও খুবই কম থাকে। প্রকৃত সত্য সার্ভিস যা করা উচিত তা করে না। স্থূল সার্ভিসের দিকে মন চলে যায়। যদিও ড্রামা অনুসারে হয় কিন্তু বাবা তবুও পুরুষার্থ তো করাবেন তাই না। বাবা বলেন - যে কর্মই করো, কাপড় সেলাই করো, বাবাকে স্মরণ করো। স্মরণেই মায়া বিঘ্ন সৃষ্টি করে। বাবা বুঝিয়েছেন বীর বাহাদুরের সঙ্গে মায়াও বীর সম যুদ্ধ করে। বাবা নিজের কথাও বলেন। আমি বীর , জানি আমি ভিক্ষুক থেকে রাজপুত্র (বেগার টু প্রিন্স) হব তবুও মায়া সামনে এসে যায়। মায়া কাউকেও ছাড়ে না। শক্তিশালী দের সঙ্গে তো আরও বেশি যুদ্ধ করে। অনেক বাচ্চারা নিজের দেহের অহংকারে থাকে। বাবা কতখানি নিরহংকারী হয়ে থাকেন। বলেনও বাচ্চারা, আমিও তোমাদের সার্ভেন্ট যে তোমাদের নমস্কার করে। তারা তো নিজেদের খুব উঁচুতে ভাবে। এই দেহ-অহংকার সব ভাঙতে হবে। অনেকের মধ্যে অহংকারের ভূত বসে আছে। বাবা বলেন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। এখানে তো সুঅবসর আছে। বেড়ানোর ভালো জায়গা আছে। অবসর সময়ও আছে, যতই ঘুরে বেড়াও তারপরে একে অপরকে জিজ্ঞাসা করো কতক্ষণ স্মরণে ছিলে, অন্য কোনও দিকে বুদ্ধি ছিল কি ? এইরকম নিজেদের মধ্যে সেমিনার করা উচিত। অবশ্যই ফিমেল আলাদা, মেল আলাদা । ফিমেল আগে থাকবে, মেল পিছনে কারণ মাতাদের রক্ষা করতে হবে তাই মাতাদের আগে রাখতে হবে। এইখানে খুব ভালো নির্জন স্থান আছে । সন্ন্যাসীরাও নির্জন স্থানে চলে যেতেন। সতোপ্রধান সন্ন্যাসীরা খুব নির্ভীক থাকতেন। জন্তু জানোয়ারদের ভয় পেতেন না। সেই নেশায় থাকতেন। এখন তমোপ্রধান হয়েছে। প্রত্যেকটি ধর্ম যে স্থাপন হয়, প্রথমে সতোপ্রধান থাকে, তারপরে রজো, তমো-তে আসে। সন্ন্যাসীরা যারা সতোপ্রধান ছিলেন তারা ব্রহ্মের নেশায় মগ্ন থাকতেন। তাদের আকর্ষণ শক্তি ছিল। জঙ্গলে ভোজন প্রাপ্ত হত। দিন দিন তমোপ্রধান হওয়ায় শক্তি কম হয়েছে।

তাই বাবা পরামর্শ দেন - এখানে বাচ্চাদের কাছে নিজের উন্নতির জন্য অনেক চান্স আছে। এখানে তোমরা আসো উপার্জন করতে। বাবার সঙ্গে মিলন করলে উপার্জন খোড়াই হবে। বাবাকে স্মরণ করলে উপার্জন জমা হবে। এমন ভেবো না বাবা আশীর্বাদ করবেন, তা নয়। ওই সাধু সন্ন্যাসীরা

আশীর্বাদ করেন, কিন্তু তোমাদের পতন হওয়ার আছে। এখন বাবা বলেন - জিনের মতো নিজের বুদ্ধিযোগ উপরে লাগাও। ★জিনের কাহিনী আছে না। সে বলে আমাকে কাজ দাও। বাবাও বলেন - তোমাদের ডাইরেকশন দিচ্ছি, স্মরণে থাকো তো জীবন নৌকা পার হয়ে যাবে। তোমাদের অবশ্যই সতাপ্রধান হতে হবে। মায়া যতই মাথা কুটে নিক আমরা তো শ্রেষ্ঠ বাবাকে নিশ্চয়ই স্মরণ করব। এমন ভাবে মনে মনে বাবার মহিমা বর্ণনা করতে করতে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। কোনও মানুষকে স্মরণ করবে না। ভক্তি মার্গের যা নিয়ম সেসব জ্ঞান মার্গে হতে পারে না। বাবা শিক্ষা দেন স্মরণের যাত্রায় তীব্রতার সাথে এগিয়ে যেতে হবে। মুখ্য কথা হল এটিই। সতাপ্রধান হতে হবে। বাবার ডাইরেকশন প্রাপ্ত হয় - বেড়াতে গিয়েও স্মরণে থাকো। তাহলে পরমধাম নিজ গৃহ স্মরণে থাকবে, রাজস্ব স্বর্গের কথা স্মরণে থাকবে। এমন নয়, স্মরণে বসে-বসে পড়ে যাবে। তাহলে তো সেইটি হঠযোগ হয়ে যায়। এই কথা তো সোজা -নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। অনেক বাচ্চারা বসে-বসে পড়ে যায় তাই বাবা বলেন চলতে-ফিরতে, থাওয়া দাওয়া করতে স্মরণে থাকো। এমন নয় বসে-বসে অজ্ঞান হয়ে যাবে। তাতে তোমাদের কোনও পাপ নষ্ট হবে না। এভাবেও মায়ার বিঘ্ন আসে অনেক। এই ভোগ ইত্যাদিরও প্রথা প্রচলিত আছে, যদিও তার অর্থ কিছুই নেই। সেইটি না জ্ঞান, না যোগ। সাক্ষাৎকারের কোনও দরকার নেই। অনেকের সাক্ষাৎকার হয়েছে, তারা বর্তমানে উপস্থিত নেই। মায়া খুব প্রবল বলশালী। সাক্ষাৎকারের আশা কখনও রাখাও উচিত নয়। এতে তো বাবাকে স্মরণ করতে হবে - সতাপ্রধান হওয়ার জন্য। ড্রামার কথাও জানো, এই টি অনাদি ড্রামা তৈরি হয়ে আছে যা রিপটি হতে থাকে, সে কথাও বুঝতে হবে এবং বাবা যা ডাইরেকশন দেন সেই মতন চলতেও হবে। বাচ্চারা জানে - আমরা পুনরায় এসেছি রাজযোগ শিখতে। ভারতেরই কথা। এই ভারত তমোপ্রধান হয়েছে আবার এই ভারতকেই সতাপ্রধান হতে হবে। বাবাও ভারতেই এসে সকলের সদগতি করেন। এই হল খুবই ওয়ান্ডারফুল খেলা। এখন বাবা বলেন - মিষ্টি মিষ্টি আত্মারূপী বাচ্চারা, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। তোমাদের ৮৪-র চক্র পরিক্রমা করতে পুরো ৫ হাজার বছর হয়েছে। এখন আবার ফিরে যেতে হবে। এই কথা অন্য কেউ আর বলতে পারে না। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে নিশ্চয়বুদ্ধি হতে থাকে। এই হল অসীম জগতের পাঠশালা। বাচ্চারা জানে - অসীম জগতের পিতা আমাদের পড়ান, তিনি হলেন কর্তা বা অধিপতি, তিনিই আমাদের টিচার। তিনি হলেন পরম শ্রেষ্ঠ অধিপতি। খুব ভালোবেসে বোঝান। অনেক ভালো ভালো বাচ্চারা খুব আরাম করে ৬ টা পর্যন্ত ঘুমায়। মায়া একেবারে নাক দিয়ে ধরে নেয়। হুকুম চালাতে থাকে। শুরুতে তোমরা যখন ভাঙিতে ছিলে তখন মাম্মা-বাবাও সার্ভিস করতেন। যেমন কর্ম আমরা করব আমাদের দেখে অন্যরাও করবে। বাবা তো জানেন মহারথী, অশ্বারোহী, পদাতিক সবাই নম্বর অনুযায়ী হয়। অনেকে আরামে থাকে। ভিতরে ঘুমিয়ে থাকে। বাইরে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে অমুক কোথায় আছে ? তখন বলবে, নেই। কিন্তু ভিতরে ঘুমিয়ে থাকে। কত কি হয়, বাবা বোঝাতে থাকেন। সম্পূর্ণ তো কেউ নয়, কত রকমের ডিস সার্ভিস করে। যদিও বাবার উদ্দেশ্যে গাওয়া হয় - মারো বা ভালোবাসো, আমরা তোমার দুয়ার ছাড়ব না। এখানে তো সামান্য সামান্য কথায় রুষ্ট হয়। যোগের খামতি রয়েছে। বাবা বাচ্চাদের কত বোঝান, কিন্তু কারো শক্তি নেই যে লিখবে। যোগ থাকলে লেখাতেও শক্তি থাকবে। বাবা বলেন এই কথাটি ভালো রীতি প্রমাণ করো - গীতার ভগবান হলেন শিব, শ্রীকৃষ্ণ নয়।

বাচ্চারা, বাবা এসে তোমাদের সব কথার অর্থ বোঝান। বাচ্চাদের এই নেশা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তারপর বাইরে গিয়েই শেষ হয়ে যায়। খুব সময় নষ্ট করে। আমরা উপার্জন করে যজ্ঞে অর্পণ করব, এমন

চিন্তন মাথায় রেখে নিজের সময় নষ্ট করবে না। বাবা বলেন বাচ্চারা আমি তো তোমাদের কল্যাণ করতে এসেছি, তোমরা আবার নিজের ক্ষতি করছ। যজ্ঞে যারা কল্প পূর্বে সহযোগ করেছিল তারা করতে থাকে, করতে থাকবে। তোমরা কেন মাথা ঘামাচ্ছে - এই করব, সেই করব। ড্রামায় নির্দিষ্ট আছে - যারা বীজ বপণ করেছে, তারা-ই এখনও বপণ করবে। যজ্ঞের চিন্তা তোমরা কোরো না। নিজের কল্যাণ করো। নিজেকে সাহায্য করো। ভগবানকে তোমরা সাহায্য করো কি ? ভগবানের কাছে তোমরা নাও, নাকি কিছু দাও ? এইরূপ চিন্তন করা উচিত নয়। বাবা তো বলেন - প্রিয় বাচ্চারা, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে। এখন তোমরা সঙ্গম যুগে দাঁড়িয়ে আছো। সঙ্গমে এসেই তোমরা দুই দিক দেখতে পাও। এখানে অসংখ্য মানুষ আছে। সত্যযুগে মানুষের সংখ্যা কম হবে। সারা দিন সঙ্গমেই দাঁড়িয়ে থাকা উচিত। বাবা আমাদের কি থেকে কীরূপে পরিণত করে দেন ! বাবার পাট কতখানি ওয়ান্ডারফুল। ঘুরতে ফিরতে স্মরণের যাত্রায় থাকো। অনেক বাচ্চারা সময় নষ্ট করে। স্মরণের যাত্রা দ্বারা-ই জীবন তরী পার হবে। কল্প পূর্বেও বাচ্চাদের এমন বোঝানো হয়েছিল। ড্রামা রিপট হতেই থাকে। উঠতে-বসতে সারা কল্প বৃক্ষ যেন বুদ্ধিতে স্মরণে থাকে, এই হল পড়াশোনা। বাকি ব্যবসা ইত্যাদি করতে থাকো। পড়াশোনার জন্য সময় বের করা উচিত। মিষ্টি বাবা ও স্বর্গকে স্মরণ করো। যত স্মরণ করবে ততই অন্তিম সময়ে সেইরূপ গতি অর্থাৎ সদগতি হবে। শুধু বাবা, এখন তোমার কাছে এলাম বলে। বাবার স্মরণে শ্বাস-প্রশ্বাস সুখের হয়ে যাবে। ব্রহ্ম জ্ঞানীদের শ্বাস-প্রশ্বাসও সুখময় হয়ে যায়। ব্রহ্মের স্মরণেই থাকে, কিন্তু ব্রহ্মলোকে কেউ গমন করে না। নিজে থেকেই শরীর ত্যাগ করবে - এমনও হতে পারে। অনেকে উপবাসে থেকে শরীর ত্যাগ করে, তারা দুঃখে মারা যায়। বাবা তো বলেন খাও দাও, বাবাকে স্মরণ করো, অন্তিম সময়ে সদগতি হবে। মরতে তো হবেই, তাইনা। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত ।
আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) সর্বদা স্মরণে রাখবে - যে কর্ম আমরা করব, আমাদের দেখে অন্যরা করবে। এমন আরাম প্রিয় হয়ে যেও না যার ফলে ডিস সার্ভিস হবে। খুব খুব নিরহংকারী হয়ে থাকতে হবে। নিজেকে নিজেই সাহায্য করে নিজের কল্যাণ করতে হবে।

২) জীবিকা বা ব্যবসায়িক কার্যে এমন ব্যস্ত হবে না যে, স্মরণের যাত্রা বা পড়াশোনা করার জন্য সময় না পাও। দেহ-অভিমান খুবই তুচ্ছ এবং খারাপ বস্তু, যা ত্যাগ করে দেহী-অভিমानी হয়ে থাকার পরিশ্রম করতে হবে।

বরদান :- উইল পাওয়ার বা দৃঢ় ইচ্ছা শক্তি দ্বারা সেকেন্ডে ব্যর্থকে ফুলস্টপ করতে সক্ষম অশরীরী ভব

ব্যাখ্যা: সেকেন্ডে অশরীরী হওয়ার ফাউন্ডেশন হল - অসীমের বৈরাগ্য বৃত্তি । এই বৈরাগ্য এমন উপযুক্ত ধরনী যে তাতে যা বপণ করা হবে তার ফল অতি শীঘ্র-ই প্রাপ্ত হবে। অতএব এখন এমন উইল পাওয়ার (দৃঢ় ইচ্ছা শক্তি) থাকা উচিত, সঞ্চল্ল করবে - ব্যর্থ সমাপ্ত হোক, তো সেকেন্ডে

সমাপ্ত হয়ে যাবে। যখন চাও, যেখানে চাও, যে স্থিতিতে চাও, সেকেন্ডে সেট করে নাও, সেবা যেন তোমাকে টানতে না পারে । সেকেন্ডে যেন ফুলস্টপ লেগে যায়, তাহলেই সহজে অশরীরী হয়ে যাবে।

স্লোগান - বাবার মতো হতে হলে ভুলকে নির্ভুল করার সেবায় সক্ষম হও ।

★ জিনের গল্প : জিন মালিকের কাছে কাজ চেয়েছিল, কাজ না দিলে সে মালিককে খেয়ে ফেলবে। তখন মালিক তাকে সিঁড়ি ওঠা নামার কাজ দিল। মনকেও তেমনই ব্যস্ত রাখতে হয়।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন তোমাদেরকে সুন্দর ফুল (গুল গুল) বানাতে, তোমরা ফুল সম বাচ্চারা, কখনো কাউকে দুঃখ দিতে পারো না, সর্বদা সুখ দিতে থাকো"

প্রশ্ন :- কোন্ একটি বিষয়ে বাচ্চারা, তোমাদেরকে খুব খুব সাবধান থাকতে হবে ?

উত্তর :- মন-বাণী-কর্ম এবং নিজের বক্তব্যের উপরে খুব সাবধান থাকতে হবে। বুদ্ধি দিয়ে বিকারী দুনিয়ার সব লোকলজ্জা, বংশমর্যাদা ভুলতে হবে। নিজেকে নিরীক্ষণ করতে হবে যে, আমি কতখানি দিব্যগুণ ধারণ করতে পেরেছি ? লক্ষ্মী-নারায়ণের মত আত্মিক দৃষ্টি হয়েছে ? কতখানি সুন্দর ফুল হতে পেরেছি ?

ওম্ শান্তি। শিববাবা জানেন যে, এইসকল আত্মা আমারই সন্তান। তোমরা বাচ্চারা, নিজেদেরকে আত্মা মনে করে, এই শরীরকে ভুলে, শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে। শিব বাবা বলেন, আমি তোমাদেরকে পড়াই। শিব বাবাও নিরাকার, তোমরা আত্মারাও নিরাকার। এখানে এসে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করো। বাবাও এসে নিজের ভূমিকা পালন করেন। এটাও তোমরা জেনে গেছো যে নাটকের নিয়ম অনুসারে বাবা এসে আমাদের গুল- গুল ফুল তৈরি করেন। তাই সব অবগুণগুলিকে ত্যাগ করে গুণবান হতে হবে। গুণবান কখনো কাউকে দুঃখ দেয় না। শুনেও না শোনার ভান করে না। কেউ দুঃখী হলে, তার দুঃখ দূর করে। বাবাও আসেন তো সমগ্র দুনিয়ার দুঃখ অবশ্যই দূর হবে। বাবা তো শ্রীমৎ দেন, যতখানি সম্ভব পুরুষার্থ করে সকলের দুঃখ দূর করতে থাকো। পুরুষার্থের দ্বারাই ভালো পদ পাওয়া যাবে। পুরুষার্থ না করলে পদ কম হয়ে যাবে। সেটাই আবার কল্প কল্পের ক্ষতি হয়ে যাবে। বাবা বাচ্চাদেরকে সমস্ত কথা বোঝাচ্ছেন। বাচ্চারা নিজের ক্ষতি করুক, এটা বাবা চান না। দুনিয়ার লোক লাভ আর ক্ষতির বিষয়ে জানে না, এইজন্য বাচ্চাদেরকে নিজের প্রতি দয়া করতে হবে। শ্রীমতে চলতে হবে। বুদ্ধি যদি এদিক-ওদিক চলে যায়, তবুও চেষ্টা করো আমি এরকম অসীম জগতের পিতাকে কেন স্মরণ করতে পারছি না, যে স্মরণের দ্বারাই উঁচু পদ পাওয়া যায়। অন্ততপক্ষে স্বর্গতে তো যেতে পারবে। কিন্তু স্বর্গে উঁচু পদ পেতে হবে। বাচ্চাদের বাবা-মা বলে যে, আমাদের সন্তান স্কুলে পড়াশোনা করে উঁচু পদ পাবে। এখানে তো কারোরই কিছু জানা নেই। তোমাদের সম্বন্ধীরাও এটা জানে না যে, তুমি কি পড়াশোনা করছো? লৌকিক পড়াশোনার বিষয়ে তো মিত্র-সম্বন্ধীরা সবাই জানে। এক্ষেত্রে কেউ জানে, আবার কেউ জানে না। কারোর বাবা জানলে তো ভাই-বোন জানেনা। কারোর মা জানলে তো বাবা জানেনা। কেননা এ হল বিচিত্র পড়াশোনা আর বিচিত্র শিক্ষক। নাস্ত্রারের ক্রমানুসারে বোঝে, বাবা বোঝান, ভক্তিতো তোমরা অনেক করেছে। সেটাও নাস্ত্রারের ক্রমানুসারে, যে বেশি ভক্তি করেছে, সেই এসে জ্ঞান নেয়। এখন ভক্তির রীতি-রেওয়াজ সম্পন্ন হয়েছে। আগে মীরার ক্ষেত্রে বলা হত, সে লোক-লজ্জা, বংশমর্যাদা ত্যাগ করেছিল। এখানে তো তোমাকে সমগ্র বিকারী কুলের মর্যাদা ত্যাগ করতে হবে। বুদ্ধির দ্বারা সব কিছুই সন্ধ্যাস করতে হবে। এই বিকারী দুনিয়ার কিছুই ভালো লাগেনা। যারা বিকর্ম করে, তাদের একদমই ভালো লাগে না। তারা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্যকে খারাপ করে। এইরকম কোনো বাবা হবে কি যে, বাচ্চাদের, কাউকে বিরক্ত করতে দেখা পছন্দ করবে বা পড়াশোনা না করলেও ভালবাসবে? তোমরা বাচ্চারা এখন জেনে গেছো যে, সেখানে এরকম কোনো বাচ্চা হবেই না। নামই হচ্ছে দেবী-দেবতা। কত পবিত্র নাম। নিজেকে চেক করতে হবে - আমার মধ্যে দিব্যগুণ আছে? সহনশীলও হতে হবে।

বুদ্ধিযোগের বিষয়। এই লড়াই তো খুবই মিষ্টি। বাবাকে স্মরণ করার ক্ষেত্রে কোন লড়াই আদির প্রয়োজন হয় না। তবে হ্যাঁ, এখানে মায়া বিঘ্ন ঘটায়। তার থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। মায়ার উপর বিজয় তো তোমাদেরকেই পেতে হবে। তোমরা জেনে গেছো যে, কল্প-কল্প আমরা যা কিছু করে এসেছি, ঠিক সেই রকমই পুরুষার্থ চলছে যেটা কল্প-কল্প চলে এসেছে। তোমরা জেনে গেছো যে এখন আমরা পদ্মাপদম ভাগ্যশালী হচ্ছি আবার সত্যযুগে অনেক সুখে থাকবো।

কল্প-কল্প বাবা এইরকমই বোঝান। এটা কোনো নতুন কথা নয়, এটা অনেক পুরানো কথা। বাবা তো চান যে বাচ্চারা সম্পূর্ণ সুন্দর ফুল হয়ে যায়। লৌকিক বাবারও মনে এই আশা থাকে যে, আমার সন্তান যেন ফুলের মতো তৈরি হয়। পারলৌকিক বাবা তো আসেন-ই কাঁটা থেকে ফুল তৈরি করতে। তো এইরকম হতে হবে, তাই না ! মন- বাণী-কর্ম আর নিজের বলা কথার উপর খুব সতর্কতা চাই। প্রতিটি কর্মেন্দ্রিয়ের উপর সতর্কতা চাই। মায়া বড়-ই প্রবঞ্চক । তার থেকে সাবধান থাকতে হবে কারণ, তোমাদের গন্তব্য অনেক উঁচু। আধাকল্প আমাদের দৃষ্টি ক্রিমিনাল হয়ে গিয়েছিল। এই এক জন্মে তাকে সিভিল করতে হবে। যেরকম এই লক্ষী নারায়ণের আছে। এঁনারা সর্বগুণসম্পন্ন ছিলেন, তাই না ! সেখানে ক্রিমিনাল দৃষ্টি হবেই না। রাবণ-ই থাকবে না। এটা কোনো নতুন কথা নয়। তোমরা অনেকবার এই পদ পেয়েছো। দুনিয়ার তো এ বিষয়ে কোন জ্ঞান-ই নেই যে এরা কি পড়াশোনা করছে। বাবা তোমাদের সমস্ত আশা পূর্ণ করতে আসেন। অশুভ আশা রাবণের হয়। তোমাদের হচ্ছে শুভ আশা। কোনরকমের ক্রিমিনাল আশা যেন না থাকে। বাচ্চাদের তো সুখের সমুদ্রে ঢেউ খেতে হবে। তোমাদের অসীম সুখের বর্ণনা করা হয় না, দুঃখের বর্ণনা করা হয়, সুখের বর্ণনা খুব কমই করা হয়। তোমাদের সব বাচ্চাদের একটাই আশা থাকবে যে, আমি পবিত্র হবো। কিভাবে পবিত্র হবো? সেটাও তো তোমরাই জেনে গেছো যে, পবিত্র করার জন্য এক বাবা-ই আছেন, তাঁর স্মরণে থাকলেই পবিত্র হয়ে যাবো। প্রথম নান্দারে নতুন দুনিয়াতে সম্পূর্ণ পবিত্র এই দেবী দেবতারাই হবেন। পবিত্রতায় দেখো কত শক্তি ! তোমরা পবিত্র হয়ে, পবিত্র দুনিয়ার রাজ্যপদ লাভ করো এইজন্যই বলা হয়ে থাকে এই দেবী-দেবতা ধর্মে অনেক শক্তি আছে। এই শক্তি কোথা থেকে প্রাপ্ত হয় ? সর্বশক্তিমান বাবার থেকে। ঘরে ঘরে তোমরা মূখ্য দু'চারটি চিত্র রেখে খুব সেবা করতে পারো। সেই সময় আসছে, যখন যুদ্ধ ইত্যাদি লাগবে, তখন তোমরা কোথাও যেতে আসতেও পারবে না।

তোমরা হলে ব্রাহ্মণ, সত্যিকারের গীতা শোনাও। জ্ঞান তো খুব সহজ, যার পরিবারের সবাই জ্ঞানে চলে আর শান্তিতে থাকে, তাদের কাছে তো এই জ্ঞান খুবই সহজ লাগে। দু'চারটি মূখ্যচিত্র ঘরে রেখে দাও। এই ত্রিমূর্তি, সৃষ্টি চক্র, কল্প বৃক্ষ আর সিঁড়ির চিত্রই যথেষ্ট। তার সাথে গীতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নয়, এই চিত্রটিও খুব ভালো। খুব একটা কঠিন কাজ তো নয়, এতে কোনো টাকা পয়সাও খরচ হয় না। চিত্র তো থাকেই। চিত্রগুলিকে দেখলেই জ্ঞান স্মৃতিতে আসতে থাকবে । ঘর যদি ছোট হয় তাও চলবে, তাতে তুমি শুতেও পারো। যদি শ্রীমতে চলতে থাকো তাহলে তোমরা অনেকের কল্যাণ করতে পারবে। কল্যাণ করতেই থাকবে। তবুও বাবা মনে করিয়ে দেন - এইরকম ভাবেও তুমি করতে পারো...। মানুষ বাড়িতে ঠাকুরের মূর্তি বা প্রতিমা (বিশেষতঃ বাল কৃষ্ণের) তো রাখে, তাই না! এখানেও কিছু বোঝানোর মতো জিনিস আছে। জন্ম-জন্মান্তর তোমরা ভক্তি মার্গে মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে বেড়িয়েছো, কিন্তু এটা জানা ছিল না যে, এঁনারা কে ? মন্দিরে দেবী প্রতিমার পূজা করা হয় তাকেই আবার জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। মানুষের মধ্যে কতো অজ্ঞানতা রয়েছে । পূজ্য

দেবীকে পূজা করে আবার তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়। গণেশকে, দেব দেবীকে, সরস্বতীকেও ভাসিয়ে দেয়। বাবা বসে বাচ্চাদের কল্প-কল্পের এই সমস্ত কথা বোঝাচ্ছেন। অনুভব করাচ্ছেন - তোমরা এসব কি করছো! বাচ্চাদের তো লজ্জা হওয়া উচিত, যখন বাবা এত বোঝাচ্ছেন, মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা তোমরা এসব কি করছো ! একেই বলা হয় বিষয় বৈতরণী নদী। এরকম নয় যে, ওখানে কোনো ক্ষীরের সাগর থাকবে। কিন্তু প্রতিটি জিনিস সেখানে অতি মাত্রায় পাওয়া যাবে। কোনো জিনিসের জন্য পয়সা লাগবে না। টাকা পয়সা তো সেখানে হবেই না। সোনার মোহর থাকবে, যেখানে মহল তৈরি-ই হবে সোনা দিয়ে, সোনার ইঁট লাগবে। তাহলে এটাই সিদ্ধ হয় যে, সেখানে সোনা রূপের কোনো মূল্য নেই। এখানে তো দেখো সোনা কত মূল্যবান। তোমরা জানো, বাবার এই এক এক কথা খুবই আশ্চর্য মন্ডিত। মানুষ তো মানুষই হয়, এই দেবতারাও তো মানুষ কিন্তু ঐনাদের নাম দেবতা। ঐনাদের সামনেই মানুষ নিজের খারাপ বিষয়গুলো উপস্থাপন করে - যেমন আমি পাপী, নিচ, আমার মধ্যে কোনো গুণ নেই। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এই উদ্দেশ্য আছে যে, আমরা এখন এই মানুষ থেকে দেবতা হচ্ছি। দেবতাদের মধ্যে দিব্য গুণ আছে। এসব তো তারা বোঝে, মন্দিরেও যায় কিন্তু এটা বোঝেনা যে, এরাও মানুষ-ই আছে। আমরাও মানুষ কিন্তু ঐনাদের মধ্যে দিব্য গুণ আছে, আর আমাদের মধ্যে আসুরিগুণ আছে। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, আমরা কতটা অবুঝ ছিলাম। এই মূর্তি প্রতিমার সামনে গিয়ে গুণগান করতাম, তুমি সর্বগুণসম্পন্ন....এখন বাবা বোঝাচ্ছেন, এসব তো অতীত হয়ে গেছে। এদের মধ্যে দৈবী গুণ ছিল, অনেক সুখ ছিল। তারাই এখন অনেক দুঃখী হয়ে পড়েছে। এই সময় সকলের মধ্যেই ৫ বিকারের প্রবেশ আছে। এখন তোমরা বিচার করো, কিভাবে আমরা উপর থেকে নামতে নামতে একদম জড় মূর্তি হয়ে গেছি। ভারতবাসীরা কত ধনী ছিল। এখন তো দেখো কাঁধে ভারী বোঝা তোলে। তো এইসব কথা বাবা ই এসে বোঝাচ্ছেন। আর কেউ এসব কথা বলতে পারবে না। ঋষি-মুনিরাও "নেতি-নেতি" বলে দেয় (এটাও না, ওটাও না, অর্থাৎ আমরা জানি না) । এখন তোমরা বুঝেছ যে, তারা তো সত্যই বলেছিল। তাঁরা না বাবাকে, না রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানে। এখনোও কেউ জানে না, তোমরা বাচ্চারা ছাড়া। বড়-বড় সন্ন্যাসী, মহাত্মা কেউ ই জানেন না। বাস্তবে মহান আত্মা তো হলেন এই লক্ষী-নারায়ণ, তাই না। চির পবিত্র। এইসব বিষয় তো এই সন্ন্যাসীরাই জানেন না, তো অন্যরা কি করে জানবে? কত সহজ কথা বাবা বোঝাচ্ছেন, তবুও কোনো কোনো বাচ্চা ভুলে যায়। কেউ কেউ ভালোভাবে গুণ ধারণ করে তো মিষ্টি লাগে। বাচ্চাদের মধ্যে যত মিষ্টি গুণ দেখা যায়, ততই মন খুশিতে ভরে ওঠে। কেউ কেউ আবার বাবার নাম, বদনাম করে দেয়। এখানে তো আবার বাবা-শিক্ষক-সঙ্করর তিনজনেরই নিন্দা করে - সত্য বাবা, সত্য শিক্ষক এবং সঙ্করর নিন্দা করলে আবার তিন প্রকারের শাস্তি ভোগ করতে হবে। কিন্তু কোনো কোনো বাচ্চার মধ্যে এসব কিছু-ই বোধগম্য হয় না। বাবা বলেন যে, এরকমও অবশ্যই হবে। মায়াও কিছু কম নয়। আধাকল্পের জন্য তোমাদেরকে পাপাত্মা করে দেয়। বাবা-ই পুনরায় আধাকল্পের জন্য পুণ্য আত্মা তৈরি করেন। সেটাও আবার নাস্ত্রারের ক্রমানুসারে তৈরি হয়। প্রস্তুতকারকও দুইজন আছে - রাম আর রাবণ। রামকেই পরমাত্মা বলা হয়। তারা মুখে রাম-রাম বলে, আবার তারাই শিবকে নমস্কার করে। কারণ তিনি পরমাত্মা। পরমাত্মার নাম গণনা করে। তোমাদের তো গণনা করার দরকার নেই। এই লক্ষী-নারায়ণ পবিত্র ছিলেন, তাই না ! ঐনাদের রাজত্ব ছিল, যেটা এখন অতীত হয়ে গেছে। তাকেই স্বর্গ, নতুন দুনিয়া বলা হয়। আবার যেমন বাড়ি পুরানো হয়ে গেলে, তা ভগ্নপ্রবণ হয়ে যায়। এই দুনিয়াও এইরকম হয়ে গেছে। এখন হচ্ছে কলিযুগের অন্তিম সময়। কত সহজ কথা বোঝার জন্য। ধারণ করতে হবে আর করাতেও হবে। বাবা তো

সবাইকে বোঝানোর জন্য যাবেন না। তোমরা বাচ্চারা সদা ঈশ্বরীয় সেবায় নিযুক্ত আছো। বাবা যে সেবা শেখাচ্ছেন, সেই সেবা-ই তোমাদের করতে হবে। তোমাদের হচ্ছে কেবলমাত্র ঈশ্বরীয় সেবা। তোমাদের নাম উঁচু করার জন্য বাবা জ্ঞানের কলস তোমাদের মাতাদের-ই দিয়েছেন। এমন নয় যে পুরুষরা পাবে না। সবাই তো প্রাপ্ত করে। এখন তোমরা বাচ্চারা জেনে গেছো যে, আমরা কত সুখী স্বর্গবাসী ছিলাম। সেখানে কোনো দুঃখ ছিল না। এখন হচ্ছে সঙ্গম যুগ। আবার আমরা সেই নতুন দুনিয়ার মালিক হতে চলেছি। এখন হচ্ছে কলিযুগ, পুরানো পতিত দুনিয়া, একদমই বুদ্ধিহীন মানুষ। এখন তো এসব কথাকে ভুলতে হবে। দেহ সহিত দেহের সর্ব সম্বন্ধকে ভুলে নিজেকে আত্মা মনে করো। শরীরে যদি আত্মা না থাকে, তাহলে শরীর কিছুই করতে পারেনা। ওই শরীরের প্রতি কত মোহ রাখে। শরীর দাহ হয়ে গেলে, আত্মা পুনরায় দ্বিতীয় শরীর ধারণ করে। তবুও মানুষ তার জন্য এক বছর ধরে হয় হতাশ করতে থাকে। এখন তোমাদের আত্মা শরীর ত্যাগ করলে অবশ্যই উচ্চ বংশে জন্ম নেবে নব্বরের ক্রমানুসারে। অল্প জ্ঞানযুক্ত আত্মা সাধারণ বংশে জন্ম নেবে, উঁচু জ্ঞানযুক্ত আত্মা উঁচু বংশে জন্ম নেবে। সেখানে সুখও অনেক বেশি হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবা যা কিছু শোনাচ্ছেন, সেসব শুনে, ভুলে যেওনা। গুনবান হয়ে সবাইকে সুখ দিতে হবে। পুরুষার্থ করে সকলের দুঃখ দূর করতে হবে।

২) বিকারের বশীভূত হয়ে কোনো বিকর্ম ক'রো না। সহনশীল হতে হবে। কোনো ক্রিমিনাল (অশুদ্ধ - বিকারী) আশা রেখো না।

বরদান :- আমিহু ভাবে "বাবা" কে সমর্পণ করে দিয়ে নিরন্তর যোগী, সহজযোগী ভব

ব্যখ্যা :- যে বাচ্চাদের, বাবার প্রতি প্রতিটি শ্বাসে ভালোবাসা থাকে, প্রতিটি শ্বাসে বাবা-বাবা থাকে, তাদের যোগের জন্য পরিশ্রম করতে হয় না। স্মরণে থাকার প্রমাণ হলো - কখনো মুখ থেকে "আমি" শব্দ বেরোবে না। বাবা-বাবা ই বেরোবে। "আমিহু ভাব" বাবার মধ্যে সমায়ািত হয়ে যাবে। বাবা হলেন আমাদের মেরুদণ্ড, বাবা-ই সব করিয়ে নেন। বাবা সদা সাথে থাকেন। তোমার সাথেই থাকবো, থাবো, চলবো, ফিরবো - এই স্মৃতিতে থাকলে তবেই বলা হবে সহজযোগী।

স্নোগান :- আমি - আমি করা মানে মায়া রূপী বিড়ালকে আহবান করা।

০৬-১০-১৯ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইসঃ ১৮-০২-৮৫ মধুবন

সঙ্গমযুগ তন, মন, ধন আর সময় কালোপযোগী (সফল) করার যুগ

আজ বিশ্ব কল্যাণকারী বাবা নিজের সহযোগী বাচ্চাদের দেখছেন। প্রত্যেক বাচ্চার হৃদয়ে বাবাকে প্রত্যক্ষ করার গভীর আকাঙ্ক্ষা আছে। সকলের একই শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প এবং সকলে উৎসাহ-উদ্যমের সাথে এই কার্যে যুক্ত হয়ে আছে। এক বাবার প্রতি একমনা হওয়ার কারণে সেবার জন্যও একাগ্রতা আছে। দিন-রাত তাদের সাকার কর্মে বা স্বপ্নেও তারা শুধু বাবা আর সেবা দেখে, বাবা সেবা করতে ভালোবাসেন, সেইজন্য স্নেহী সহযোগী বাচ্চারাও সেবা করতে ভালোবাসে। এটা স্নেহের প্রমাণ অর্থাৎ স্নেহের বাহ্যিক প্রকাশ। এইরকম সহযোগী বাচ্চাদের দেখে বাপদাদাও পুলকিত হন। নিজেদের তন-মন-ধন, সময় কত ভালোবাসার সাথে সম্যোপযোগী করে তুলছ তোমরা! পাপের খাতা বদল করে তোমরা পুণ্যের খাতায় বর্তমানও শ্রেষ্ঠ বানাচ্ছ এবং ভবিষ্যতের জন্যও জমা করছ। সঙ্গমযুগ তো একের লক্ষ-কোটি গুণ জমা করারই যুগ। তন সেবায় নিয়োজিত করে ২১ জন্মের জন্য সম্পূর্ণ নিরোগী তন প্রাপ্ত কর। যেকোনো রকম দুর্বল তন হোক, রোগ হোক কিম্বা বচন-কর্মে সেবায় অপারগ হলেও অন্ততঃ মন্সা সেবা অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত করতে পার। নিজেদের অতীন্দ্রিয় সুখ তোমাদের চেহারা এবং নয়নের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করতে পার, যাতে তোমার সম্পর্কে থাকা লোকে তোমাকে দেখে বলে, ইনি তো ওয়ান্ডারফুল পেশেন্ট! এমনকি, ডাক্তারও যেন পেশেন্টকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। সাধারণতঃ, ডাক্তার পেশেন্টকে খুশি দেয় এবং পেশেন্টকে খুশি দেওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু দেওয়ার বদলে ডাক্তারকে সেটা নেওয়ার অনুভব করতে দাও। যত অসুস্থই হও, যদি দিব্য বুদ্ধি অনাময় বা পরিষ্কার হয়, তবে অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত সেবা করায় তোমরা সমর্থ। কারণ তোমরা জান যে, এই তনের সেবা দ্বারা সেবার ফল ২১ জন্ম ধরে খেতে থাকবে। যেমন তোমরা তন দ্বারা কর, সেইভাবেই তোমরা মন দ্বারা সদা মনে স্বয়ং শান্তিস্বরূপ হয়ে, প্রতিটা সঙ্কল্পে সদা শক্তিশালী হয়ে, শুভ কামনা শুভ ভাবনার দাতা হয়ে সুখ-শান্তির শক্তির কিরণ বায়ুমন্ডলে ছড়িয়ে দিতে থাক। যখন তোমাদের রচনা সূর্য চারিদিকে প্রকাশের কিরণ ছড়াতে থাকে তো তোমরা সব মাস্টার রচয়িতা, মাস্টার সর্বশক্তিমান, বিধাতা, বরদাতা, ভাগ্যবান প্রাপ্তির কিরণ ছড়াতে পার না? সঙ্কল্প শক্তি অর্থাৎ মন দ্বারা একস্থানে থেকেও চারিদিকে ভাইব্রেশন দ্বারা বায়ুমন্ডল বানাতে পার। অল্প সময়ের এই জন্মে মন দ্বারা সেবা করায় ২১ জন্ম মন সদা সুখ-শান্তির আনন্দে ভরে থাকবে। তারপরে, অন্যদের জন্য অর্ধেক কল্প ভক্তি দ্বারা, তোমাদের চিত্র দ্বারা মনের শান্তি দেওয়ার নিমিত্ত হবে। এমনকি, চিত্রও এমন হবে যে তাদের অনেক শান্তি এবং শক্তি দেবে। সুতরাং, তোমাদের এক জন্মের মনের সেবা দ্বারা সারা কল্পের জন্য, হয় চৈতন্য স্বরূপ দ্বারা অথবা চিত্রের মাধ্যমে তোমরা শান্তির প্রতিমূর্তি হবে।

একইভাবে, যারা ধন দ্বারা সেবার নিমিত্ত হয় তারা ২১ জন্ম অগুনতি ধনের মালিক হয়ে যায়। সেই সঙ্গে দ্বাপর থেকে এখন পর্যন্ত এইরকম আত্মা কখনও ধনের ভিখারী হবে না। ২১ জন্ম রাজ্যভাগ্য লাভ করবে এবং সেই ধন ধূলিসম হবে অর্থাৎ সেই ধন অনেক সহজে তারা প্রাপ্ত করবে। তোমাদের প্রজারও প্রজা অর্থাৎ প্রজার সেবকও অগুনতি ধনের মালিক হবে, যার জন্য তারা তাদের ৬৩ জন্মের কোনও জন্মে ধনের ভিখারী হবে না। মহা আনন্দে ডাল-রুটি খেতে পাবে। কখনও রুটির জন্য তাদের ভিক্ষা করতে হবে না। সুতরাং, এই এক জন্ম দাতার জন্য তোমাদের ধন

কার্যকর করলে দাতা কি করবেন ? সেবাতে লাগাবেন । তোমরা তো বাবার ভাণ্ডারে দাও, না ? আর বাবা আবার সেটা সেবাতে লাগান । সুতরাং সেবার্থে বা দাতার জন্য ধননিয়োগ অর্থাৎ পুরো কল্প ভিখারী ভাব থেকে রক্ষা পাওয়া । এখন যতবেশি ধন কার্যকর করবে দ্বাপর থেকে কলিযুগ পর্যন্ত ততই আরামে খেতে থাকবে । অতএব, তন-মন-ধন, সময় কার্যকরী করে তুলতে হবে অর্থাৎ সফল করতে হবে ।

যারা তাদের সময়, সেবায় নিয়োজিত করে সৃষ্টি চক্রের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সময় সত্যযুগে তারা প্রথমে আসে । তারা যেমন সত্যপ্রধান যুগে আসে, ভক্তরা যে সময়ের গায়ন এখনও অব্যাহত রেখেছে । তারা স্বর্গের গায়ন করে, করে না ? সুতরাং যখন তারা সত্যপ্রধান সময়ে আসে, তারা ১-১-১ এর সময়ে আসে অর্থাৎ সত্যযুগের প্রথম জন্মে তারা আসে । এইরকম শ্রেষ্ঠ সময়ের অধিকার নিয়ে, প্রথম নম্বর আত্মার সাথে তাদের জীবনকাল অতিবাহিত করবে । তারা এমন আত্মার সাথে পড়বে, খেলবে, ঘুরে বেড়াবে । সুতরাং, যারা সঙ্গমে সময়কে সফল করে তাদের সম্পূর্ণ, সোনালী, সুন্দর সময়ের অধিকার প্রাপ্ত হয় ।

যদি তোমরা তোমাদের সময় কার্যকরী করে তুলতে অমনোযোগী হও, তবে প্রথম নম্বর আত্মা অর্থাৎ স্বর্গের প্রথম বর্ষে গ্রীকৃষ্ণের সাথে আসার পরিবর্তে পরে নম্বর অনুক্রমে অনুবর্তী হবে । এটাই সময়কে কার্যকরী করার মহত্ব । কি দাও আর কি নাও তোমরা ? অতএব, সবসময় চারটি বিষয়ের চেক কর, তন-মন-ধন, সময় - এই চারটিই কি তোমরা যতটা উপযোগী করতে পার ততটা করছ ? এমন তো নয় যে যতটা করতে পার ততটা কার্যে লাগাচ্ছ না ! যথাশক্তি অনুযায়ী উপযোগী বানালে প্রাপ্তিও যোগ্যতা অনুযায়ীই হবে । সম্পূর্ণ হবে না । তোমরা ব্রাহ্মণ আত্মারা বার্তারূপে সবাইকে কি বলো ? সম্পূর্ণ সুখ শান্তি তোমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার । এটা তো বলনা যে যথাশক্তি অনুযায়ী তোমাদের অধিকার । সম্পূর্ণ অধিকারই বলো, তাই না । যখন সম্পূর্ণ অধিকার তোমাদের আছে, তখন সম্পূর্ণ প্রাপ্তি করাই ব্রাহ্মণ জীবন । অসম্পূর্ণ তো ক্ষত্রিয় । চন্দ্রবংশী অর্ধপথে আসে, তাই তো ! সুতরাং যথাশক্তি অর্থাৎ অসম্পূর্ণ ভাব এবং ব্রাহ্মণ জীবন অর্থাৎ সব বিষয়ে সম্পূর্ণ । সুতরাং বুঝেছ তোমরা ? বাপদাদা বাচ্চাদের সহযোগ দেওয়ার চার্ট দেখছিলেন । সহযোগী সবাই । যখন সহযোগী হয়েছ তখন সহজ যোগীও হয়েছ । তোমরা সবাই সহযোগী, সহজ যোগী, শ্রেষ্ঠ আত্মা । বাপদাদা প্রত্যেক বাচ্চাকে সম্পূর্ণ অধিকারী বাচ্চা তৈরি করেন । তাহলে তোমরা যথাশক্তি কেন হও ? নাকি মনে কর কেউ কেউই তো তেমন হবে ! অনেকেই সেইরকম হতে চলেছে । তোমরা কি তা' নও ? সম্পূর্ণ অধিকার পাওয়ার এখনও সময় আছে । তোমাদের বলা হয়েছিল; না - টু লেট- এর বোর্ড এখনও লাগানো হয়নি । যারা লেট এসেছে অর্থাৎ যারা পরে এসেছে তারা এগিয়ে যেতে পারে, সেইজন্য এখনও গোল্ডেন চান্স আছে । যখন টু লেট-এর বোর্ড টাঙানো হবে তখন গোল্ডেন চান্সের বদলে সিলভার চান্স হয়ে যাবে । সুতরাং তোমাদের কি করা উচিত ? গোল্ডেন চান্স নেবে, তাই না ? যদি গোল্ডেন এজেই না এলে তো ব্রাহ্মণ হয়ে কি করলে ? সেইজন্য বাপদাদা এখনও তোমরা সব স্নেহী বাচ্চাকে স্মরণশক্তি (স্মৃতি) দিচ্ছেন, এখন বাবার স্নেহের কারণে একের লক্ষ-কোটি পাওয়ার চান্স আছে । এখন যতটা দাও সেই অনুপাতে তোমরা লাভ কর না, সেটা হয় একের লক্ষ-কোটি গুনে । পরে তোমরা যতটা কর তার ওপরে হিসেব-নিকেশ নির্ভর করে - সেই অনুসারেই তোমরা পাও । যাই হোক, এখন ভোলানাথের পরিপূর্ণ ভাণ্ডার উন্মুক্ত । বাচ্চারা, তোমরা যত চাও যত ইচ্ছা নিতে পার । পরে বলা হবে এখন সত্যযুগের নম্বর ওয়ানের সীট খালি নেই । অতএব, বাবা সমান সম্পূর্ণ হও । মহত্বকে জেনে মহান হও । ডবল বিদেশি গোল্ডেন চান্স তো নেবে, তাই না ! যখন এত

একগ্রতার সাথে এগিয়ে যাচ্ছ এবং তোমরা স্নেহী, সহযোগী তখন সব বিষয়ে পূর্ণ লক্ষ্য স্থির রেখে সম্পূর্ণতার লক্ষণ ধারণ কর । যদি প্রবল অনুরাগ না থাকত তবে এখানে কীভাবে পৌঁছাতে ! যেভাবে উড়তে উড়তে পৌঁছেছ, সেভাবেই সদা উড়তি কলায় উড়তে থাক । শরীর দ্বারাও উড়তে থাকো (বাপদাদার স্নেহ আর সাথে মনকে হাল্কা করে দেয়, তখন শরীরের বোধ থাকে না, ফলে মনে হয় উড়ছি) আত্মাও যেন সদা উড়তে থাকে । এটাই বাপদাদার স্নেহ । আত্মা -

সদা সফলতা স্বরূপ হয়ে সঞ্চল্ল এবং সময়কে যারা সফল করে, সর্বকর্মে সেবায় উৎসাহ-উদ্দীপনা রাখে, সদা নিজেকে সম্পন্ন বানিয়ে তাদের সম্পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত করে, তাদের দেওয়া গোল্ডেন চান্স সদা গ্রহণ করে, যারা ফলো ফাদার করে, এইরকম সুযোগ্য বাচ্চাদের, নম্বর ওয়ান বাচ্চাদের বাপদাদার স্নেহ-স্মরণ আর নমস্কার ।

কাঠমান্ডু তথা বিদেশি ভাই বোনদের গ্রুপের সাথে বাপদাদার পার্সোনাল সাক্ষাৎকার-

১) সবাই নিজেকে বিশেষ আত্মা অনুভব কর ? সমগ্র বিশ্বে এইরকম বিশেষ আত্মা কতসংখ্যক হবে ? কোটির মধ্যে কেউ এই যে গায়ন আছে, তারা কারা ? তোমরাই তো, না ! সুতরাং, সদা নিজেদের কোটির মধ্যে কিছু, আর সেই কিছুর মধ্যেও কিছুমাত্র, নিজেদের এমন শ্রেষ্ঠ আত্মা মনে কর ? কখনো স্বপ্নেও এমন ভাবতে পারনি, এত শ্রেষ্ঠ আত্মা হবে ! যাই হোক, সাকার রূপে তোমরা অনুভব করছ । সুতরাং, নিজেদের এই শ্রেষ্ঠ ভাগ্য সদা স্মৃতিতে থাকে ? বাহ আমার শ্রেষ্ঠ ভাগ্য ! স্বয়ং ভগবান তোমাদের ভাগ্য বানিয়েছেন । ভগবান স্বয়ং ডিরেক্টলি তোমাদের ভাগ্যের রেখা টেনেছেন, এমনই শ্রেষ্ঠ ভাগ্য তোমাদের ! যখন এই শ্রেষ্ঠ ভাগ্য স্মৃতিতে থাকে তো খুশিতে তোমাদের বুদ্ধিরূপী পা এই ধরায় থাকে না । এইরকমই তো মনে কর, তাই না ! কার্যতঃ, ফরিস্তাদের পা-ও ধরনীতে থাকে না । তারা সদা ওপরে থাকে । তাহলে তোমাদের বুদ্ধিরূপী পা কোথায় থাকে ? নিচে মাটিতে নয় । দেহ-অভিমানও মাটি । তোমরা দেহ-অভিমানের মাটি থেকে ওপরে থাক । একেই বলে ফরিস্তা । তো তোমাদের কত টাইটেল- ভাগ্যবান, ফরিস্তা, হারানিধি, যত শ্রেষ্ঠ টাইটেল আছে তা সবই তোমাদের । সুতরাং, এই খুশিতে নাচতে থাক । প্রত্যানীত হারাধন অর্থাৎ হারানিধি, ভূমিতে পা রাখে না, সদা দোলায় থাকে, কারণ ৬৩ জন্ম নিচে ভূমিতে থাকায় অভ্যস্ত থেকেছে । তার অনুভব তো করে দেখেছে, কীভাবে ধরনীতে মাটিতে থেকে ধূলা-মলিন হয়ে গেছে । আর এখন প্রত্যাবৃত্ত (ফিরে এসেছে এমন) হারানিধি যখন হয়েছে, তখন সদা ভূমির ওপরে থাক । ময়লা হ'য়োনা, সদা স্বচ্ছ রাখ । সৎ এবং স্বচ্ছ হৃদয়বান বাচ্চারা সদা বাবার সাথে থাকে, কারণ বাবাও তো স্বচ্ছ, তাই না ! সুতরাং বাবার সাথে যারা থাকে তারাও সদা স্বচ্ছ । খুব ভালো, মিলন মেলায় তোমরা পৌঁছে গেছ । একনিষ্ঠা মিলন উদযাপনের জন্য এখানে পৌঁছাতে তোমাদের সমর্থ বানিয়েছে । বাপদাদা বাচ্চাদের দেখে খুশি হন, কারণ বাচ্চারা যদি না থাকে তাহলে বাবাই বা একলা কী করবেন ! সুস্বাগত তোমাদের নিজের ঘরে । ভক্তরা যখন তীর্থযাত্রায় বের হয় তখন কত কঠিন রাস্তা পার (ট্রস) করে ! তোমরা তো কাঠমান্ডু থেকে বাসে এসেছ । আনন্দ করতে করতে এখানে পৌঁছে গেছ । আত্মা -

লন্ডন গ্রুপ- স্নেহ-সূত্রে বাঁধা তোমরা সবাই বাবার মালার দানা, তাই না ! মালার এত মহত্ব কেন দেওয়া হয়েছে ? কারণ স্নেহের সূত্র সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সূত্র । সুতরাং, স্নেহের সূত্রে তোমরা সবাই এখন বাবার হয়েছে আর এর স্মারকচিহ্ন হলো মালা । যাদের এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নেই, তারাই মালার দানা হয়ে একই স্নেহসূত্রে গ্রথিত হয় । সূত্র এক কিন্তু দানা অনেক । সুতরাং, এটা এক বাবার স্নেহের

লক্ষণ ! তো নিজেদের এইরকম মালার দানা মনে কর, তাই না ! নাকি মনে কর ১০৮-এ তো অল্প কিছুই আসবে ? কি মনে কর ? এই ১০৮ নম্বর শুধুই নাম মাত্র ! যারা বাবার স্নেহে সমাহিত তারা বাবার গলার মালার মোতি হয়েই আছে । যারা একভাবে একনিষ্ঠায় মগ্ন থাকে, তাদের এই মগ্ন অবস্থাই তাদের নির্বিঘ্ন করে তোলে এবং নির্বিঘ্ন আত্মাদেরই গায়ন ও পূজন হয় । সবচেয়ে বেশি গায়ন কে করে ? যদি কোনও বাচ্চার গায়ন না হয় তাহলে সেই বাচ্চা মুখ গোমড়া করবে, সেইজন্য বাবা প্রত্যেক বাচ্চার গায়ন করেন কারণ সব বাচ্চা এটা তাদের অধিকার মনে করে । এই অধিকার বোধের কারণে তারা মনে করে অবশ্যই সেটা তাদের নিজেদের অধিকার । বাবা এতই ফাস্টগতি যে আর কেউ এত ফাস্ট স্পীড নয় । এক সেকেন্ডে অনেককে তিনি পরিতুষ্ট করতে পারেন । তাইতো বাবা সবসময় বাচ্চাদের সাথে বিজি থাকেন আর বাচ্চারা বাবার সাথে বিজি থাকে । বাবার বিজনেসই বাচ্চাদের ।

তোমরা অবিনাশী রত্ন হয়েছ, আর সেইজন্য অভিনন্দন ! ১০ বছর বা ১৫ বছর ধরে মায়ার ওপরে বিজয়ী থেকেছ - এইজন্য অভিনন্দন ! যাই হোক, সঙ্গমযুগের পুরোটাই জয়ী হয়ে থাক । সবাই তোমরা পরিপক্ক, সেইজন্য বাপদাদা এইরকম পরিপক্ক, অনড় বাচ্চাদের দেখে খুশি হন । নয়তো কোটিতে কয়েক, আর কয়েকের মধ্যেও কয়েক শুধুমাত্র তোমরাই কেন হয়েছ ? তোমাদের প্রত্যেকের নিশ্চয়ই কোনও বিশেষত্ব আছে ! কেউ এক ধরনের রত্ন, অন্যরা আরেক ধরনের । ভিন্ন ভিন্ন বিশেষত্বের ৯ রত্ন গাওয়া হয়েছে । প্রত্যেক রত্ন বিশেষ বিঘ্ন-বিনাশক । সুতরাং, তোমরাও সবাই বিঘ্ন-বিনাশক ।

বিদেশি ভাই বোনেদের স্মরণ স্নেহ তথা পত্রের রেসপন্স দিচ্ছেন
বাবা সব স্নেহী বাচ্চাদের স্নেহ পেয়েছেন । সকলের হৃদয়ের উদ্যম আর উৎসাহ বাবার কাছে পৌঁছায় । উদ্যম-উৎসাহের সাথে তোমরা এগিয়ে যাচ্ছ, তো সदा অগ্রচালিত বাচ্চাদের ওপরে বাপদাদা এবং পরিবারের বিশেষ ব্লেসিং আছে । এই ব্লেসিংস দ্বারা তোমরা অগ্রচালিত হতে থাকবে এবং অন্যদেরও অগ্রচালিত করতে থাকবে । সেবায় তোমরা ভালো রেস করছ । যেভাবে তোমরা প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে রেস করছ সেইভাবেই অবিনাশী উন্নতি করতে থাক । সুতরাং, ভালো নম্বর তোমরা এগিয়ে গিয়েই নেবে । তোমরা সবাই নিজেদের নাম ও বিশেষত্বের সাথে স্মরণ স্বীকার কর । এমনকি এখনও সব বাচ্চারা তাদের নিজ নিজ বিশেষত্বের সাথে বাপদাদার সমুখে, সেইজন্য লক্ষ-কোটি স্মরণ-স্নেহ ।

দাদী চন্দ্রমণিজী পাঞ্জাবে যাওয়ার জন্য বিদায় নিতে এসেছেন-
সব বাচ্চাদের স্মরণ-স্নেহ দিও আর তাদের বিশেষ বার্তা দিও, তারা যেন উড়তি কলায় যায় । অন্যদের ওড়ানোর জন্য শক্তিশালী (সমর্থ) স্বরূপ ধারণ কর । বাতাবরণ যেমনই হোক, তোমাদের উড়তি কলার স্থিতি দ্বারা অনেক আত্মাদের ওড়ানোর অনুভব করতে পার । সেইজন্য সবাইকে বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দাও, স্মরণ আর সেবা যেন সदा একসাথে চলে । তারা সকলে হারানিধি, বিশেষ বাচ্চা । তারা ভালো বিশেষত্বযুক্ত আত্মা । প্রত্যেককে তাদের বিশেষত্ব সহ স্মরণ-স্নেহ স্বীকার করতে দাও । এটা ভালো, তোমরা ডবল পার্ট করছ । অসীম জগতের আত্মাদের এটাই লক্ষণ - যে সময় যেখানে আবশ্যক সেখানে পৌঁছানো । আচ্ছা !

বরদানঃ- সেবায় বিঘ্নকে উন্নতির সিঁড়ি মনে করে অগ্রচালিত, নির্বিঘ্ন, প্রকৃত সেবাধারী ভব

সেবা ব্রাহ্মণ জীবনকে সদা নির্বিঘ্ন বানানোর সাধন যেমন, আবার সেবাতে বিঘ্নের পরীক্ষাও (পেপার) বেশি আসে। নির্বিঘ্ন সেবাধারীকে প্রকৃত সেবাধারী বলা হয়। বিঘ্নের উপস্থিতিও ড্রামাতে নির্ধারিত। বিঘ্ন আসবেই আর আসতেও থাকবে, কারণ এই বিঘ্ন বা পরীক্ষার পেপার তোমাদের অনুভাবী বানায়। এইগুলো বিঘ্ন না মনে করে তোমাদের অনুভবের উন্নতি সাধনের উপায় হিসেবে দেখ, এই ভাবের সাথে দেখলে উন্নতির সিঁড়ি অনুভূত হবে এবং সোজা উঁচুর দিকে আরোহণ করতে থাকবে।

স্লোগান:- বিঘ্নরূপ নিয়োনা, বরং বিঘ্ন-বিনাশক হও।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- সদা খুশীতে থাকো, তাহলে স্মরণের যাত্রা সহজ হয়ে যাবে, স্মরণের দ্বারা ২১ জন্মের জন্য পুণ্য আত্মা হয়ে যাবে"

প্রশ্নঃ - তোমাদের সর্বাপেক্ষা ভাল সার্ভেন্ট (সেবক) কে ?

উত্তরঃ - প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা বিজ্ঞানের আবিষ্কার, যার দ্বারা সমগ্র বিশ্ব পরিষ্কার হয়ে যায়। এ হলো তোমাদের সর্বাপেক্ষা ভাল সার্ভেন্ট বা সেবক, যা সাফাই-এর কার্যে সাহায্য করে। সমগ্র প্রকৃতি তখন তোমাদের অধিকারে থাকে।

ওম্ শান্তি। মিষ্টি-মিষ্টি আত্মা-রূপী বাচ্চারা কী করছে ? যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দাঁড়িয়ে তো নেই, তোমরা তো বসে রয়েছ, তাই না। তোমাদের সৈন্যদল কত ভাল। এদের বলা হয় আধ্যাত্মিক পিতার আধ্যাত্মিক সেনা। আধ্যাত্মিক পিতার সঙ্গে যোগ-যুক্ত হয়ে রাবণের(বিকার) উপর বিজয়লাভ করার জন্য তিনি কত সহজ পুরুষার্থ করান। তোমাদের বলা হয় গুপ্ত-যোদ্ধা, গুপ্ত-মহাবীর। পাঁচ বিকারের উপর তোমরা বিজয়লাভ কর, এরমধ্যেও প্রথম হলো দেহ-অভিমান। বাবা বিশ্বের উপর বিজয়প্রাপ্ত করার জন্য বা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য কত সহজ যুক্তি বলেন। বাচ্চারা, তোমরা ব্যতীত একথা আর কেউই জানেনা। তোমরাই বিশ্বে শান্তির রাজ্য স্থাপন করছ। ওখানে অশান্তি, দুঃখ, রোগের কোন নাম-গন্ধই নেই। এই পড়া(জ্ঞান) তোমাদেরকে নতুন দুনিয়ার মালিক করে দেয়। বাবা বলেন -- মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, কাম-বিকারের উপর বিজয়প্রাপ্ত করলে ২১ জন্মের জন্য তোমরা জগৎ-জীত হয়ে যাবে। এ তো অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। তোমরা হলে শিববাবার আধ্যাত্মিক সেনা। রামের কথাও নয়, আর কৃষ্ণের কথাও নয়। রাম বলা হয় পরমপিতা পরমাত্মাকে। এছাড়া রামের ওই যে সৈন্যদল ইত্যাদি দেখান হয়, ওসবই হলো ভ্রান্ত কথা। গাওয়াও হয়, জ্ঞান-সূর্য উদিত (প্রকট) হয়েছে, অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশের জন্য। কলিযুগ হলো ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন। এখানে কত লড়াই-ঝগড়া, মারামারি হয়। সত্যযুগে এসব হয় না। দেখ, তোমরা নিজেদের রাজ্য কীভাবে স্থাপন কর। এখানে কোন হাত-পা চালানো অর্থাৎ মারামারি হয় না, এখানে দেহ-অভিমানকে পরিত্যাগ করতে হয়। ঘরে থাকলেও প্রথমে একথা স্মরণ কর যে --- আমরা হলাম আত্মা, শরীর নই। তোমরা আত্মারাই ৮৪ জন্ম ভোগ কর। এখন এটাই তোমাদের অন্তিম জন্ম। পুরানো দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে যাবে। একে বলা হয় লীপ যুগ, পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। শিখাবন্ধন (টিকি) তো ছোটই হয়, তাই না। ব্রাহ্মণদের শিখাবন্ধন বিখ্যাত। বাবা কত সহজ করে বোঝান। রাজত্ব প্রাপ্ত করার জন্য তোমরা প্রতি ৫ হাজার বছর পর এসে বাবার কাছে এই পাঠ (জ্ঞান) পড়। এইম অবজেক্টও সম্মুখে রয়েছে -- শিববাবার কাছে আমাদের এমনই তৈরী হতে হবে। হ্যাঁ বাচ্চারা! কেন নয়। শুধু দেহ-অভিমান পরিত্যাগ করে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমাকে অর্থাৎ পিতাকে স্মরণ কর তবেই পাপ খন্ডিত হয়ে যাবে। তোমরা জানো যে, এই জন্মে পবিত্র হয়েই আমরা ২১ জন্মের জন্য পুণ্য আত্মা হয়ে যাই, পুনরায় অধঃপতন শুরু হয়। একথাও জানো যে, আমরাই ৮৪ চক্রের পরিক্রমা করি। সমগ্র দুনিয়া তো আসবে না। ৮৪ চক্রের পরিক্রমণকারীরা বা এই ধর্মাবলম্বীরাই আসবে। সত্য আর ত্রুতা বাবা-ই স্থাপন করেন যা এখন তিনি করছেন পুনরায় দ্বাপর-কলিযুগ হলো রাবণের স্থাপনা। রাবণের চিত্রও তো রয়েছে, তাই না। উপরে (মুকুট) গর্দভের মস্তক। তারা বিকারের হাতের পুতুল হয়ে যায়। তোমরা এখন জানোও যে, আমরা কী ছিলাম ! এ তো হলো পাপাত্মাদের দুনিয়া। পাপাত্মাদের দুনিয়ায় কোটি-কোটি মানুষ। পুণ্যাত্মাদের দুনিয়া (জনসংখ্যা) শুরু হয় ৯ লক্ষ থেকে। এখন তোমরা সমগ্র বিশ্বের মালিক হও। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ বিশ্বের মালিক ছিলেন, তাই না। স্বর্গের রাজত্বও (বাদশাহী) তো অবশ্যই বাবা-ই দেবে। বাবা বলেন, আমি তোমাদের বিশ্বের রাজ্য-ভাগ্য দিতে এসেছি। এখন পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ সম্মুখে তৈরী হয়েই রয়েছে। বোমা ইত্যাদি এমন সব জিনিস তৈরী করছে যা ঘরে বসে সব শেষ করে দেবে। তারা বলেও যে, ঘরে বসে পুরানো দুনিয়াকে বিনাশ করে দেবে। এইসমস্ত বোমা ইত্যাদি ঘরে বসে এমনভাবে নিষ্ক্ষেপ করবে যে সমগ্র দুনিয়াই শেষ করে দেবে। বাচ্চারা, তোমরা ঘরে বসে যোগবলের দ্বারা বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। তোমরা যোগবলের দ্বারা শান্তি প্রতিষ্ঠা করছ। ওরা সাইন্সের শক্তির দ্বারা সমগ্র দুনিয়াকে সমাপ্ত করে দেবে। এরা তোমাদের সার্ভেন্ট। পুরানো দুনিয়াকে বিনাশ করে তোমাদের সেবা করছে। এইসমস্ত প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদি তোমাদের গোলাম। সমগ্র প্রকৃতিই তোমাদের সেবক হয়ে যায়। তোমরা শুধু বাবার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন কর। তাই বাচ্চারা, তোমাদের অন্তরে অত্যন্ত খুশী থাকা উচিত। এমন প্রেমময় পিতাকে তো কত স্মরণ করা উচিত। এই ভারতই সম্পূর্ণ শিবালয় ছিল। সত্যযুগে সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিল, এখন এখানে বিকারী। এখন তোমাদের স্মৃতি (স্মরণে) এসেছে -- সর্বদা বাবা আমাদের বলেন, হিয়ার নো ইভিল..... খারাপ

কথা শুনো না। মুখেও বলো না। বাবা বোঝান যে, তোমরা কত নোংরা অর্থাৎ বিকারী হয়ে গেছ। তোমাদের কাছে অগাধ ধনসম্পত্তি ছিল। তোমরা স্বর্গের মালিক ছিলে। এখন তোমরা স্বর্গের বদলে নরকের মালিক হয়ে গেছ। এই ড্রামাও পূর্ব-নির্ধারিত। বাচ্চারা, প্রতি ৫ হাজার বছর পর আমি তোমাদেরকে এই নরকের গহ্বর থেকে বের করে স্বর্গে নিয়ে যাই। আল্লা-রূপী বাচ্চারা তোমরা কী আমার কথা শুনবে না? পরমাত্মা বলেন, তোমরা তো পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাও, তাহলে কী তোমরা এমন হবে না?

বিনাশ তো অবশ্যই হবে। এই যোগবলের দ্বারাই তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের পাপ খন্ডন হবে। এছাড়া জন্ম-জন্মান্তরের পাপমোচন হতে সময় লাগে। যে বাচ্চারা শুরুতেই এসেছে, তাদের ১০ শতাংশও যোগ লাগে না তাই পাপখন্ডনও হয় না। নতুন-নতুন বাচ্চারা অতি শীঘ্র যোগী হয়ে যায় তাই পাপখন্ডনও হয়ে যায় আর সার্ভিসও করতে শুরু করে দেয়। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, এখন আমাদের ঘরে ফিরতে হবে। বাবা আসেন নিয়ে যেতে। পাপাত্মারা তো শান্তিধাম-সুখধামে যেতে পারবে না। তারা তো থাকে দুঃখধামে, তাই এখন বাবা বলেন -- আমাকে স্মরণ কর তবেই তোমাদের পাপ ভস্মীভূত হয়ে যাবে। আরে বাচ্চারা! খুব সুন্দর ফুল (গুল-গুল) হয়ে যাও। দৈব-কুলে কলঙ্ক লাগিও না। বিকারী হওয়ার জন্য তোমরা কত দুঃখী হয়ে গেছ। ড্রামার এই খেলাও পূর্ব-নির্ধারিত। পবিত্র না হলে তো পবিত্র দুনিয়া স্বর্গে আসতে পারবে না। ভারত স্বর্গ ছিল, কৃষ্ণপুরীতে ছিল, আর এখন হয়েছে নরকবাসী। বাচ্চারা, তাই তোমাদের আনন্দের সঙ্গে বিকারকে পরিত্যাগ করা উচিত। তৎক্ষণাৎ বিষ পান করাও ছাড়তে হবে। বিষ পান করতে-করতে কী তোমরা বৈকুণ্ঠতে যাবে, না যাবে না। এখন এঁাদের (লক্ষ্মী-নারায়ণ) মতন হওয়ার জন্য তোমাদেরকে পবিত্র হতে হবে। তোমরা বোঝাতে পারো -- এঁরা এই রাজত্ব কীভাবে প্রাপ্ত করেছে? রাজযোগের দ্বারা। এ হলো পড়াশোনা, তাই না। যেমন, ব্যারিস্টারি যোগ (ব্যারিস্টার হওয়ার একাগ্রতা), সার্জেন যোগ (সার্জেন হওয়ার একাগ্রতা) হয় এও তেমনই। সার্জেনের সঙ্গে যোগ থাকলে সার্জেন হবে। এ হলো ভগবানুবাচ। তিনি রথে (শরীরে) কীভাবে প্রবেশ করেন? তিনি বলেন, বাচ্চারা, অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে এঁার মধ্যে বসে তোমাদেরকে জ্ঞান প্রদান করি। জানি যে, ইনি বিশ্বের মালিক ছিলেন, পবিত্র ছিলেন। এখন অপবিত্র, কাঙ্গাল হয়ে গেছে পুনরায় ইনি প্রথম স্থানাধিকারী হবেন। বাচ্চারা, ওঁার মধ্যে প্রবেশ করেই তোমাদের নলেজ দিই। অসীম জগতের পিতা বলেন -- বাচ্চা, পবিত্র হও তবেই তোমরা সুখী হবে। সত্যযুগ হলো অমরলোক, দ্বাপর-কলিযুগ হলো মৃত্যুলোক। কত ভালভাবে বাচ্চাদের বোঝান। এখানে দেহী-অভিমানী হয়ে পুনরায় দেহ-অভিমাণে এসে মায়ার কাছে পরাস্ত হয়। মায়া একটাই এমন কামান(তোপ) দাগে যে একদম নর্দমায় পড়ে যায়। বাবা বলেন, এ হলো নর্দমা। এ কোন সুখ কী, না সুখ নয়। তাহলে ভাবো যে স্বর্গ কেমন, এই দেবী-দেবতাদের জীবনযাত্রা কেমন! এর নামই স্বর্গ। তোমাদের স্বর্গের মালিক বানায় তথাপি বলে যে আমরা বিষপান করব। তাহলে স্বর্গে আসতে পারবে না, অনেক সাজাভোগ করবে। বাচ্চারা, তোমাদের হলো মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ। দেহ-অভিমাণে এসে অত্যন্ত খারাপ(ছি ছি) কার্য করে। মনে করে, আমাকে কী কেউ দেখছে, না দেখছে না। ক্রোধ-লোভ গোপনীয় বা ব্যক্তিগত হয় না। কাম-বিকারে গোপনীয়তা থাকে। মুখ কালো করে দেয়। মুখ কালো করতে-করতে তোমরা গৌরবর্ণের (সুন্দর) থেকে শ্যামবর্ণ হয়ে গেছ আর তখন সমগ্র দুনিয়াই তোমাদের অনুসরণ(ফলো) করেছে। এমন পতিত দুনিয়ার অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে। বাবা বলেন -- এক জন্মের জন্যও তোমরা পবিত্র হতে পার না, এতে কী তোমরা লজ্জিত হও না?

ভগবানুবাচ -- "কাম-মহাশত্রু"। বাস্তবে তোমরা যখন স্বর্গবাসী ছিলে, তখন তোমরা এত ধনশালী ছিলে যে সেকথা আর জিজ্ঞাসা করো না! বাচ্চারা বলে যে, বাবা আমাদের শহরে চল। আমি কি কাঁটার জঙ্গলে বাদরদের দেখতে যাব? বাচ্চারা, ড্রামানুসারে তোমাদের সার্ভিস করতেই হবে। গায়নও রয়েছে, ফাদার সো'জ সন(পুত্রের মাধ্যমে পিতার প্রত্যক্ষতা)। বাচ্চাদেরই গিয়ে সকলের কল্যাণ করতে হবে। বাবা বাচ্চাদের বোঝান -- এটা ভুলে যেওনা যে আমরা যুদ্ধ-ক্ষেত্রে রয়েছি। তোমাদের যুদ্ধ হলো ৫ বিকারের সঙ্গে। এই জ্ঞান-মার্গ হলো সম্পূর্ণ আলাদা। বাবা বলেন -- আমি তোমাদের ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের মালিক বানিয়ে দিই, পুনরায় নরকবাসী তোমাদের কে বানায়? রাবণ। পার্থক্য তো দেখ, তাই না। জন্ম-জন্মান্তর তোমরা ভক্তিমার্গে গুরু করেছে, কিছুই পাও নি। ওঁনাকে বলা হয় সত্গুরু। শিখধর্মাবলম্বীরা তো বলে -- সত্গুরু অকালমূর্ত, তাই না। ওঁনাকে কখনও কোন কাল (মৃত্যু) গ্রাস করতে পারে না। ওই সত্গুরু তো কালেরও কাল (মহাকাল)। বাবা বলেন -- আমি তোমাদের সব বাচ্চাদেরকে কালের কবল থেকে রক্ষা করতে এসেছি। সত্যযুগে কাল পুনরায় আসেই না, তাকে অমরলোক বলা হয়। এখন তোমরা শ্রীমতানুসারে অমরলোক, সত্যযুগের মালিক হচ্ছে। দেখ, তোমাদের লড়াই কেমন। সমগ্র দুনিয়া পরস্পরের সঙ্গে লড়াই-ঝগড়া করতেই থাকে। আবার তোমাদের হলো ৫ বিকাররূপী রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ। তার উপর তোমরা বিজয়প্রাপ্ত কর। এ হলো তোমাদের অন্তিম জন্ম।

বাবা বলেন, আমি দীনদয়াল। এখানে গরীবরাই আসে। ধনীদের ভাগ্যেই নেই। ধনের নেশায় মশগুল হয়ে থাকে। এসব শেষ হয়ে যাবে। এছাড়া সময় এখন অল্প। এ হলো ড্রামার প্ল্যান, তাই না। এত যে বোমা ইত্যাদি বানানো হয়েছে, তা কার্যে অবশ্যই প্রয়োগ করা হবে। পূর্বে যুদ্ধ করা হতো তীর-ধনুক দ্বারা, তলোয়ার দ্বারা, বন্দুক ইত্যাদির দ্বারা। এখন বোমা নামক এমন জিনিস তৈরী হয়েছে যা ঘরে বসেই সব শেষ করে দেবে। এইসব জিনিস কি কেউ ঘরে রাখার জন্য তৈরী করেছে, না করে নি। কতদিন পর্যন্ত রাখবে। বাবা এসেছেন তাই বিনাশও অবশ্যই হবে। ড্রামার চক্র আবর্তিত হতেই থাকে। তোমাদের রাজ্য অবশ্যই স্থাপিত হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণ কখনো লড়াই করে না। যদিও শাস্ত্রতে দেখান হয়েছে -- অসুরদের আর দেবতাদের লড়াই হয়েছে কিন্তু ওরা সত্যযুগের, আর ওরা অসুর কলিযুগের। দু'পক্ষ কীভাবে মিলবে যে তাদের মধ্যে লড়াই হবে? এখন তোমরা জানো -- আমরা ৫ বিকারের সঙ্গে যুদ্ধ করছি। এর উপর বিজয়প্রাপ্ত করে সম্পূর্ণ নির্বিকারী হয়ে নির্বিকারী দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। উঠতে-বসতে বাবাকে স্মরণ করতে হবে, দৈব-গুণ ধারণ করতে হবে। এই ড্রামা পূর্ব-নির্ধারিত। কারো-কারোর ভাগ্যেই নেই। যোগবল থাকলে বিকর্ম বিনাশ হবে। সম্পূর্ণ হলে তবেই তো সম্পূর্ণ দুনিয়ায় আসতে পারবে। বাবাও শঙ্খধ্বনি করতেই থাকে। মানুষ আবার ভক্তিমার্গে শঙ্খ বা শিঙ্গা ইত্যাদি বসে বানিয়েছে। বাবা তো এই মুখ(ব্রহ্মা) দ্বারা বোঝান। এ হলো রাজযোগের পড়া(জ্ঞান)। অত্যন্ত সহজ পড়া। বাবাকে স্মরণ কর আর রাজস্বকে স্মরণ কর। অসীম জগতের পিতাকে চেনো আর রাজস্ব নাও। এই দুনিয়াকে ভুলে যাও। তোমরা হলে অসীম জগতের সন্ন্যাসী। তোমরা জানো, সমগ্র পুরানো দুনিয়াই সমাপ্ত হয়ে যাবে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্যে শুধু ভারতই ছিল। *আচ্ছা।*

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজের দৈবী-কূলে কলঙ্ক লাগানো উচিত নয়। সুন্দর ফুল হতে হবে। অনেক আত্মাদের প্রতি কল্যাণের সার্ভিস করে বাবার শো অর্থাৎ বাবাকে প্রত্যক্ষ করাতে হবে।

২) সম্পূর্ণ নির্বিকারী হওয়ার জন্য না খারাপ কথা শোনা উচিত, না মুখে বর্ণন করা উচিত। হিয়ার নো ইভিল, টক নো ইভিল..... দেহ-অভিমানের বশে কোনো বিকারী কর্ম করো না।

বরদান:- বৈরাগ্য বৃত্তির দ্বারা অন্তঃসারশূন্য(অসার) জগৎ-সংসারের মোহ থেকে মুক্ত হয়ে সত্যিকারের রাজস্বাধি ভব*

ব্যাখ্যা :- রাজস্বাধি অর্থাৎ রাজ্য থাকা সত্ত্বেও অসীম জগতের বৈরাগী, দেহ এবং দেহের পুরানো দুনিয়ায় এতটুকুও মোহ নেই। কারণ সে জানে যে, এই পুরানো দুনিয়া হলো অন্তঃসারশূন্য, এতে কোন সার নেই। এই অসার জগৎ-সংসার থেকে আমরা ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠ সংসার পেয়েছি। তাই ওই সংসারের থেকে অসীম জগতের বৈরাগ্যবৃত্তি অর্থাৎ মোহ-মুক্ত। যখন কারোর প্রতি মোহ বা পক্ষপাত থাকে না, তখন তাকে বলা হয় রাজস্বাধি বা তপস্বী।

স্লোগান:- যুক্তি-যুক্ত বাণী হলো সেটাই, যা মধুর এবং শুভ ভাবনা সম্পন্ন হয়।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - সত্য বাবার সাথে সত্য থাকো, সত্যতার চার্ট রাখো, জ্ঞানের অহংকার ছেড়ে স্মরণে থাকার সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করো।"

প্রশ্ন:- মহাবীর বাচ্চাদের প্রধান লক্ষণ কি রকম হবে?

উত্তর:- মহাবীর বাচ্চা তারাই হবে, যাদের বুদ্ধিতে নিরন্তর বাবার স্মরণ থাকবে। মহাবীর মানে শক্তিমান। মহাবীর সে, যে নিরন্তর খুশিতে থাকে, যে আত্ম-অভিমानी থাকে, একটুখানিও দেহের অহংকার থাকবে না। এইরকম মহাবীর বাচ্চাদের বুদ্ধিতে থাকে যে, আমি হলাম আত্মা, বাবা আমাকে পড়াচ্ছেন।

ওম শান্তি আত্মিক বাবা আত্মিক বাচ্চাদেরকে জিজ্ঞাসা করছেন - নিজেকে আত্মা মনে করে বসে আছে? কেননা বাবা জানেন যে এটা একটু কঠিন কাজ? এতেই পরিশ্রম আছে। যে আত্ম-অভিমानी হয়ে বসে আছে, তাকেই মহাবীর বলা হয়। যে নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করে - তাকেই মহাবীর বলা হয়। সবসময় নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে থাকো যে, আমি আত্মাভিমानी হয়েছি? স্মরণের যাত্রাতেই মহাবীর হয়, অর্থাৎ পরম হয়। আর যে সমস্ত ধর্মাত্মারা আসেন, তারা এত পরম হন না। তারা তো আসেনই দেহিতে। তোমরা নশ্বরের ক্রমানুসারে পরম তৈরি হও। পরম অর্থাৎ শক্তিমান বা মহাবীর। তাহলে নিজের মধ্যেই এতো খুশি হয় কি যে, আমি আত্মা। আমাদের সকল আত্মাদের বাবা, এখন আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। এটাও বাবা জানেন যে, কোনো কোনো আত্মা ২৫ শতাংশ চার্ট দেখায়, কেউ কেউ আবার ১০০ শতাংশ দেখায়। কেউ বলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে আধঘন্টা স্মরণ থাকে, তাহলে কত শতাংশ হলো? নিজেকে খুব সাবধানে রাখতে হবে। ধীরে ধীরে মহাবীর হতে হবে। হঠাৎ করে হতে পারবে না, পরিশ্রম আছে। তারা, যারা ব্রহ্মজ্ঞানী, তত্ত্বজ্ঞানী, এইরকম ভেবোনা যে তারা নিজেদেরকে আত্মা মনে করে। তারা তো ব্রহ্মলোককেই পরমাত্মা মনে করে আর নিজেকে বলে "অহম্ ব্রহ্মাস্মি" অর্থাৎ "আমিই ব্রহ্ম"। এখন ঘরের সঙ্গে কি যোগ যুক্ত হওয়া যায়! এখন তোমরা বাচ্চারা নিজেকে আত্মা মনে করো। নিজেদের এই চার্ট দেখতে থাকো - ২৪ ঘন্টার মধ্যে আমি কতটা সময় নিজেকে আত্মা মনে করছি? এখন তোমরা বাচ্চারা জেনে গেছো যে, আমরা ঈশ্বরীয় সেবায় নিযুক্ত আছি, অন গডলি সার্ভিস (On Godly Service)। এটাই সবাইকে বলতে হবে যে, বাবা শুধু বলেন - 'মন্বনা ভব' অর্থাৎ নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে স্মরণ করো। এটাই হচ্ছে তোমাদের সেবা। যত যত তুমি সেবা করবে, ততই ফল প্রাপ্তি হবে। এটাই ভালভাবে বুঝতে হবে। ভালো ভালো মহারথী বাচ্চারাও এই কথাটি পুরোপুরি বুঝতে পারেনা। এটার জন্য অনেক পরিশ্রম লাগে। পরিশ্রম বিনা ফল প্রাপ্ত হয় কি! বাবা দেখছেন, কোনো কোনো বাচ্চা চার্ট তৈরি করে পার্টিয়ে দেয়, কারোর চার্ট-ই তো এখানে এসে পৌঁছায় না। জ্ঞানের অহংকার আছে। স্মরণে বসার পরিশ্রমও পৌঁছায়না। বাবা বোঝান, মূল বিষয় হলো এই স্মরণের যাত্রা। নিজের উপর খেয়াল রাখতে হবে যে আমার সারাদিনের চার্ট কেমন ছিল? সেটাই নোট করতে হবে। কেউ কেউ আবার বলে চার্ট লেখার সময়ই নেই। মূল কথা তো বাবা বলেন যে, নিজেকে আত্মা মনে করে অল্ফ অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। এখানে যতটা সময় বসো তো মাঝে মাঝে হৃদয় দিয়ে নিজেকে জিজ্ঞাসা করো যে, আমি কতটা সময় স্মরণে বসে আছি? এইখানে যখনই বসো তখন তোমাদের স্মরণের যাত্রাতে থাকতে হবে আর স্বদর্শন চক্র ফেরাতে হবে, এতে কোনো অসুবিধা নেই। আমাকে বাবার কাছে অবশ্যই যেতে হবে। পবিত্র সত্যপ্রধান হয়েই যেতে হবে। এই কথাটি ভালোভাবে বুঝতে হবে। কেউ তো আবার খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যায়। নিজের সঠিক চার্ট বলে না, এরকমও অনেক মহারথী আছে। সত্য তো কখনো বলে না। আধাকল্প মিথ্যার দুনিয়ায় থেকে, মিথ্যা যেন অন্তরে জমা হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে যারা সাধারণ আত্মা থাকে, তারা খুব তাড়াতাড়ি চার্ট লেখে। বাবা বলেন - *তোমরা কেবলমাত্র স্মরণের যাত্রাতেই পাপকে ভস্ম করে পবিত্র হতে পারবে।* কেবলমাত্র জ্ঞান থাকলেই, পবিত্র হতে পারবে না। এতে লাভ কি আছে? আমাকে আহ্বান করেছিলে তো, পবিত্র হওয়ার জন্য। তার জন্য চাই স্মরণ। প্রত্যেককে সত্যতার সঙ্গে নিজেদের চার্ট বলতে হবে। এখানে তুমি যদি পৌনে ঘন্টা বসো, তাহলে দেখতে হবে এই পৌনে ঘন্টার মধ্যে আমি কতটা সময় নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করেছি? কারো তো আবার সত্য বলতে লজ্জা আসে। বাবাকে সত্য কথা বলে না। তারা সমাচার দেবে এই সেবার, এতো জনকে বুঝিয়েছি, এটা করেছি। কিন্তু সত্য চার্ট লেখে না। বাবা বলেন, স্মরণের যাত্রাতে না থাকার কারণেই তোমাদের দ্বারা কাউকে কোনো তীর লাগে না। জ্ঞান তলোয়ারে বিষ লাগাও নি। জ্ঞান তো শোনাও, বাকি যোগের তীরও লেগে যায়, এটা খুবই মুশকিল বিষয়। বাবা তো বলেন, পৌনে ঘন্টার মধ্যে পাঁচ মিনিটও স্মরণের যাত্রায় থাকো না। তারা বোঝেই না যে কিভাবে নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হয়। কেউ কেউ তো আবার বলে আমি নিরন্তর স্মরণে থাকি।

বাবা বলেন, এই অবস্থা এখন হওয়ার নয়। যদি তুমি নিরন্তর স্মরণে থাকো, তাহলে কর্মভীত অবস্থায় এসে যাবে। জ্ঞানের পরাকর্ষ্য হয়ে যাবে। একটু বোঝালেই তীর লেগে যাবে। পরিশ্রম আছে না। বিশ্বের মালিক হওয়া কি সহজ বিষয়? মায়া তোমাদের বুদ্ধির যোগ কোথায় কোথায় নিয়ে যায়। মিত্র-সম্বন্ধী আদি স্মরণ আসতেই থাকবে। কারোর যদি বিদেশ যাওয়ার প্রোগ্রাম থাকে, তাহলে সব মিত্র-সম্বন্ধী, স্টিমার, এরোপ্লেন আদি স্মরণে আসতেই থাকে। বিদেশ যাওয়ার যে প্র্যাটিক্যাল ইচ্ছা আছে, সেটাই আকৃষ্ট করতে থাকে। বুদ্ধির যোগ একদম ভেঙে যাবে। অন্য কোনো দিকে যেন বুদ্ধি না যায়, এটাই হল সব থেকে বড় পরিশ্রমের কথা। শুধুমাত্র এক বাবাই স্মরণে থাকে। এই দেহও যেন স্মরণে না আসে। এই অবস্থা তোমাদের অন্তিম সময়ে হবে।

দিন-দিন স্মরণের যাত্রাকে বৃদ্ধি করতে থাকো, এতে তোমাদেরই কল্যাণ হবে। যত যত স্মরণে থাকবে ততই তোমাদের উপার্জন হতে থাকবে। যদি শরীর ছেড়ে যায়, তবে এই উপার্জন তো আর করতে পারবে না। কোথাও ছোট বাচ্চা হয়ে জন্মগ্রহণ করবে। তাহলে উপার্জন কি করে করবে। হয়তো আত্মা এই সংস্কার নিয়ে যাবে কিন্তু শিক্ষক তো পুনরায় স্মৃতি উদঘাটন করতে চান না। বাবা-ই আমাদের স্মৃতি দেন। বাবাকে স্মরণ করো - এটা তোমরা ছাড়া আর কারোরই জানা নেই যে, বাবাকে স্মরণ করলেই পবিত্র হবে। তারা তো গঙ্গা স্নানকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে। এজন্য গঙ্গা স্নান করতে থাকে। ব্রহ্মাবাবা তো এইসব কথার অনুভবী আছেন, তাই না ! উনিও তো অনেক গুরু করেছিলেন। নদীতে স্নান ইত্যাদি করতে যেতেন। এখানে তোমাদের স্নান হয় স্মরণে যাত্রাতে। বাবার স্মরণ ছাড়া তোমাদের আত্মা পবিত্র হতেই পারবে না। এটার নামই হলো যোগ অর্থাৎ স্মরণের যাত্রা। জ্ঞানকে স্নান মনে করো না। যোগের স্নান হয়। জ্ঞান তো হল পড়াশোনা, যোগেরই স্নান হয়, যার দ্বারা পাপ মুক্ত হওয়া যায়। জ্ঞান আর যোগ দুটো আলাদা জিনিস। স্মরণের যাত্রাতেই জন্ম-জন্মান্তরের পাপ ভস্মীভূত হয়ে যায়। বাবা বলেন এই স্মরণের যাত্রাতেই তোমরা পবিত্র হয়ে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। বাবা তো খুব ভালো রীতিতে বোঝান, মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - এই কথাগুলিকে ভালো করে বোঝো। এগুলো ভুলে যেওনা। স্মরণের যাত্রাতেই জন্ম-জন্মান্তরের পাপ মুক্ত হবে, বাকি জ্ঞান তো হলো উপার্জন। স্মরণ আর পড়াশোনা দুটো আলাদা জিনিস। জ্ঞান আর বিজ্ঞান - জ্ঞান মানে পড়াশোনা আর বিজ্ঞান হল যোগ অথবা স্মরণ। কোনটা শ্রেষ্ঠ - জ্ঞান না যোগ ? স্মরণে যাত্রা অনেক বড়। এতেই পরিশ্রম করতে হয়। স্বর্গে তো সবাই যাবে। সত্যযুগ হলো স্বর্গ, ত্রেতা হলো সেমি স্বর্গ। সেখানে তো এই পড়াশোনার মান অনুসারে গিয়ে বিরাজমান হবে। বাকি মুখ্য হল স্মরণের কথা। প্রদর্শনী বা মিউজিয়াম আদিতে তোমরা জ্ঞানের-কথা বোঝাও। যোগ তো বোঝাও না। শুধু এতটাই বল যে, নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। বাকি জ্ঞান তো অনেক-ই শোনাও। বাবা বলেন প্রথমে এই কথাই বোঝাও যে, নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। এই জ্ঞান দেওয়ার জন্যই তোমরা এতো চিত্র আদি তৈরি করো। যোগের জন্য কোন চিত্রের দরকার হয় না। চিত্রসব জ্ঞান বোঝানোর জন্যই প্রয়োজন হয়। নিজেকে আত্মা মনে করলে দেহ অহংকার একদম চলে যায়। জ্ঞান বোঝানোর জন্য তো অবশ্যই মুখের প্রয়োজন হয়। যোগের জন্য তো একটাই কথা - নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। পড়াশোনার জন্য তো দেহের প্রয়োজন হয়। শরীর ছাড়া কিভাবে পড়বে বা পড়াবে।

পতিত-পাবন বাবা, তাই তাঁর সাথে যোগ লাগাতে হয়। কিন্তু এটাই কেউ জানে না। বাবা নিজে এসে শেখান, মানুষ মানুষকে কখনো শেখাতে পারে না। বাবাই বলেন - আমাকে স্মরণ করো, এটাকেই বলা হয় পরমাত্মার জ্ঞান। পরমাত্মা-ই জ্ঞানের সাগর। এটাই বোঝার বিষয়। সবাইকে এটাই বলা যে, অসীম জগতের বাবাকে স্মরণ করো। এই বাবা-ই নতুন দুনিয়া স্থাপন করেন। তারা তো জানেই না যে নতুন দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে, যার জন্যে ভগবানকে স্মরণ করবে। তারা তো এই বিষয়ে কিছুই জানে না, তাহলে খেয়াল করবে কি করে। এটাও তোমরা জানো যে, পরমপিতা পরমাত্মা শিব ভগবান এক জন-ই আছেন। তারা বলে যে - 'ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ' আবার শেষে বলে - 'শিব পরমাত্মায় নমঃ'। এই বাবা হলেন উঁচুর থেকে উঁচু। কিন্তু তিনি কেমন দেখতে, এটাও তারা জানে না। যদি পাথর, নুড়ি-কাকরের মধ্যেই হয় তাহলে নমস্কার কাকে জানায়। বিনা অর্থেই তারা বলতে থাকে। এখানে তো তোমাদেরকে আওয়াজ থেকে অনেক দূরে যেতে হবে অর্থাৎ নির্বাণধাম, শান্তিধামে যেতে হবে। শান্তিধাম, সুখধাম বলা হয়ে থাকে। সেটাই হচ্ছে স্বর্গ ধাম। নরককে ধাম বলা হয় না। এটা খুবই সহজ বিষয়। খ্রিস্টান ধর্ম কত দিন চলবে ? এটাও তাদের জানা নেই। বলতে থাকে যিশুখ্রিস্টের জন্মের তিন হাজার বছর আগে এই ভারত স্বর্গোদ্যান ছিল অর্থাৎ দেবী দেবতাদের রাজ্য ছিল তারপর আবার দুই হাজার বছর খ্রিস্টানদের হলো, এখন পুনরায় দেবী দেবতা ধর্ম হওয়া উচিত। মানুষের বুদ্ধি কিছু কাজ করে না। ডামার রহস্যকে না জানার কারণে কতইনা প্ল্যান তৈরি করতে থাকে। এইসব কথা বুদ্ধা মায়েরা তো বুঝতে পারবে না। বাবা বোঝান - এখন তোমাদের সকলের বানপ্রস্থ অবস্থা। বাণী থেকে দূরে যেতে হবে। তারা বলে যে নির্বাণধামে গমন করেছে কিন্তু যেতে কেউই পারেনা। পুনর্জন্ম অবশ্যই নিতে হয়। ফিরে যেতে কেউই পারবে না। বাণপ্রস্থে যাওয়ার জন্য গুরুদের সঙ্গ করতে

হয়। অনেক বানপ্রস্থ আশ্রম আছে। মাতাও অনেক আছে। সেখানেও তোমরা সেবা করতে পারো। বাণপ্রস্থ-র অর্থ কি, সেটা তোমাদেরকে বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। এখন তোমরা সবাই বানপ্রস্থ হয়েছো। সমগ্র দুনিয়া বানপ্রস্থী। যে মানুষমাত্রকেই দেখো না কেন, সবাই বাণপ্রস্থী। সকলের সঙ্গতি দাতা একই সঙ্গরু আছেন। সবাইকে ফিরে যেতেই হবে। যে ভালোভাবে পুরুষার্থ করবে সেই উঁচু পদ পাবে। এটাকে বলাই হয় - ভাগ্য নির্ধারণের সময়। অন্তিম সময়ের (কেয়ামত-এর) অর্থ মানুষ বোঝে না। তোমাদের বাচ্চাদের মধ্যেও নাস্তারের ক্রমানুসারে বোঝে। বড় উঁচু গন্তব্য স্থল। সবাইকে বোঝাতে হবে - এখন আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে। আত্মাদেরকে শব্দের দুনিয়া থেকে দূরে যেতে হবে। পুনরায় এই অভিনয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটবে। কিন্তু বাবাকে স্মরণ করতে করতে গেলে উঁচু পদ পাবে। দিব্য গুণও ধারণ করতে হবে। কোনো খারাপ কাজ যেমন চুরি আদি করা যাবে না। তোমরা পুণ্যাত্মা হবে এই যোগের মাধ্যমে, জ্ঞানের দ্বারা নয়। আত্মা পবিত্র চাই। শান্তিধামে পবিত্র আত্মারাই যেতে পারবে। সমস্ত আত্মারাই সেখানে থাকে। এখন তারা সেখান থেকে নেমে আসছে। এখন অবশিষ্ট যারা থাকবে তারাও এখানে নেমে আসবে।

বাচ্চারা, তোমাদেরকে সব সময় স্মরণের যাত্রায় থাকতে হবে। এখানে তোমরা খুব ভালো সহায়তা পাবে। একে অপরের শক্তি প্রাপ্ত করবে। তোমরা সংখ্যায় খুব কম হলেও তোমাদের সেই শক্তিই কাজে আসে। গোবর্ধন পাহাড়কে দেখানো হয়েছে না আঙুলের ওপর উঠিয়েছে। তোমরা হলে গোপ-গোপিকা, তাই না? সত্যযুগের দেবী-দেবতাদের গোপ-গোপিকা বলা হয় না। অঙ্গুল তোমরাই দাও। লৌহ যুগকে স্বর্ণীম যুগে বা নরককে স্বর্গ বানানোর জন্য তোমরা এক বাবার সাথে বুদ্ধি যোগ লাগাও। যোগের দ্বারাই পবিত্র হতে হবে। এই কথাকে ভুলে যেওনা। এই শক্তি তোমাদের এখানেই প্রাপ্ত হয়। বাইরে তো আসুরি মানুষদের সঙ্গে থাকতে হয়। সেখানে স্মরণে থাকা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। এতটা অচল তোমরা সেখানে থাকতে পারবে না। সংগঠন চাই, তাই না। এখানে সবাই একরস স্থিতিতে একসাথে বসে, তাই সাহায্যপ্রাপ্ত হয়। এখানে ব্যবসা-বানিজ্য, কাজকর্ম ইত্যাদি কিছুই থাকে না। বুদ্ধি কোথায় যাবে ! বাইরে থাকলে ধান্ধা ঘর আদি আকৃষ্ট করবে অবশ্যই। এখানে তো কিছুই নেই। এখানকার বায়ুমণ্ডল খুবই শুদ্ধ প্রকৃতির হয়। ড্রামা অনুসারে কত দূরে পাহাড়ের উপরে এসে তোমরা বসে আছো। স্মরণিকও তোমাদের সামনে একেবারে যথাযথ ভাবে রয়েছে (দিলওয়ারা মন্দির)। উপরে স্বর্গ দেখানো হয়েছে। না হলে কোথায় বানাবে। তাই বাবা বলেন যে, এখানে এসে বসে, নিজেকে সচেতন রাখো যে, আমি বাবার স্মরণে আছি ? স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে থাকো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজের স্মরণের চার্টের ওপর পুরোপুরি নজর রাখতে হবে, দেখতে হবে আমি বাবাকে কতক্ষণ স্মরণ করছি। স্মরণের সময় বুদ্ধি কোথায় কোথায় ছুটে বেড়াচ্ছে?

২) এই অন্তিম সময়ে শব্দের দুনিয়া থেকে অনেক উপরে গিয়ে পুরুষার্থ করতে হবে। বাবাকে স্মরণের সাথে সাথে দিব্যগুণ অবশ্যই ধারণ করতে হবে। কোনো খারাপ কাজ চুরি আদি করা যাবে না।

বরদান:- সদা সর্ব প্রাপ্তি দিয়ে ভরপুর থেকে হর্ষিত মুখ, হর্ষিত চিত্ত ভব।*

ব্যাখ্যা - যখন কোন দেবী বা দেবতার মূর্তি তৈরি করা হয়, তখন তার চেহারা সদা হর্ষিত দেখানো হয়। তাই তোমাদের এই সময়ের হর্ষিত মুখে থাকার স্মরণাগার চিত্রতেও দেখানো হয়েছে। হর্ষিত মুখ অর্থাৎ সদা সর্ব প্রাপ্তি দিয়ে ভরপুর। যে ভরপুর থাকে সেই হর্ষিত থাকে। আর যদি কোনো অপ্রাপ্তি থেকে থাকে তাহলে হর্ষিত থাকতে পারবে না। কেউ যতই হর্ষিত থাকার চেষ্টা করুক না কেন, বাইরে থেকে হাসবে কিন্তু হৃদয় থেকে নয়। তোমরা তো হৃদয় দিয়ে হাসতে থাকো, কেননা তোমরা সর্ব প্রাপ্তি দিয়ে ভরপুর হর্ষিত চিত্ত আছো।

স্লোগান:- সন্মানের সঙ্গে পাস করার জন্য প্রত্যেক খাজানার জমার খাতা ভরপুর করো।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা তোমাদের নলেজের বা গুণানের যে পাঠ দেন, এর মধ্যে ঋদ্ধি-সিদ্ধির কোনো ব্যাপার নেই, পড়াশুনায় কোনো মন্ত্র তন্ত্রের দ্বারা কাজ চলে না"

প্রশ্নঃ - দেবতাদের গুণান সম্পন্ন বলা যাবে, কিন্তু মানুষকে বলা যাবে না কেন ?

উত্তরঃ - কারণ দেবতারা হলেন সর্বগুণ সম্পন্ন আর মানুষের মধ্যে কোনো গুণ নেই। দেবতারা সর্বগুণানী, তাই তো মানুষ তাদের পূজা করে। তাদের ব্যাটারী চার্জড, সেইজন্য তাদের ওয়ার্থ পাউন্ড (অতিমূল্যবান) বলা হয়ে থাকে। যখন ব্যাটারী ডিসচার্জ হয়ে যায়, তখন ওয়ার্থ পেনী (স্বল্পমূল্যের) হয়ে যায়, তখন বলা হয় অগুণানী।

ওম্ শান্তি। বাবা বাচ্চাদের বুঝিয়েছেন যে, এটা হলো পাঠশালা। এটা হলো অধ্যয়ণ। এই অধ্যয়ণের দ্বারা এই পদ প্রাপ্ত হয়, একে স্কুল বা ইউনিভার্সিটি মনে করা উচিত। এখানে অধ্যয়ণের জন্য দূর-দূরান্ত থেকে আসে। কি অধ্যয়ণ করতে আসে ? এই এইম অবজেক্ট বুদ্ধিতে আছে। আমরা এই পাঠ অধ্যয়ণ করতে আসি, পড়ান যিনি তাঁকে টিচার বলা হয়। গীতাই হলো ভগবানুবাচ। এর কোনো বিকল্প নেই। যারা গীতা পড়ে তাদের পুস্তক আছে, কিন্তু পুস্তক ইত্যাদি কেউ অধ্যয়ণ করায় না। তিনি কোনো গীতা হাতে নিয়ে পড়ান না। এ হল ভগবানুবাচ। মানুষকে ভগবান বলা যায় না। ভগবান হলেন উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ, এক। মূলবতন, সূক্ষ্মবতন, স্থূলবতন- সবটাই হলো পুরো ইউনিভার্স। সূক্ষ্মবতন বা মূলবতনে কোনো খেলা চলে না, নাটক এখানেই চলতে থাকে। ৮৪ জন্মের চক্রও হলো এখানে। একেই বলা হয় ৮৪ জন্মের চক্রের নাটক। এটা হলো পূর্ব-পরিকল্পিত খেলা। এটা বড় রকমের বোঝার ব্যাপার, কারণ উচ্চতমেরও উচ্চ যিনি ভগবান, তোমরা তাঁর মত প্রাপ্ত করো। দ্বিতীয় কোনো বস্তু তো নেই-ই। একজনকেই বলা হয় সর্বশক্তিমান, ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি (বিশ্বের সর্বশক্তিমান কর্তা)। অথরিটির অর্থও নিজেই বোঝান। এটা মানুষ বুঝতে পারে না। কারণ তারা সকলে তমোপ্রধান, একে বলাই হয় কলিযুগ। এরকম নয় যে কারোর জন্য কলিযুগ, কারোর জন্য সত্যযুগ, কারোর জন্য ত্রেতাযুগ। না, এখন যখন হলোই নরক তো যে কোনো মানুষ এটা বলতে পারে না যে, আমার জন্য হলো স্বর্গ। কারণ আমার কাছে অনেক ধন-দৌলত আছে। এটা হতে পারে না। এই খেলা পূর্ব-নির্ধারিত। সত্যযুগ এখন পাস্ট হয়ে গেছে, এই সময় তার অস্তিত্ব থাকতে পারে না। এই সব হল বোঝার ব্যাপার। বাবা বসে এই সব কথা বোঝান। সত্যযুগে এনাদের রাজ্য ছিল। ভারতবাসীকে সেই সময় সত্যযুগী বলতো। এখন অবশ্যই কলিযুগী বলবে। সত্যযুগী ছিলো তো সেটাকে স্বর্গ বলা যেতো। এরকম নয় যে নরককেও স্বর্গ বলবে। মানুষের তো নিজের নিজের মত আছে। সম্পদ সুখ থাকলে তো নিজেকে মনে করে স্বর্গে আছে। আমার কাছে তো অনেক সম্পত্তি আছে সেইজন্য আমি স্বর্গে আছি। কিন্তু বিবেক বলবে - এটা তো হলোই নরক। যতই কারো কাছে ১০- ২০ লাখ থাকুক না কেন, এটা তো হলোই রোগগ্রস্ত দুনিয়া। সত্যযুগকে বলা হবে নিরোগী দুনিয়া। দুনিয়া এটাই। সত্যযুগে একে যোগী দুনিয়া বলা হবে, কলিযুগকে ভোগী দুনিয়া বলা হয়। সেখানে হলো যোগী, কারণ বিকারের সাথে ভোগ-বিলাস হয় না। এটা তো হলো স্কুল, এতে শক্তির ব্যাপার নেই। টিচার কি শক্তি দেখায় ? এইম-অবজেক্ট থাকে, আমি অমুক হবো। তোমরা এই অধ্যয়ণের দ্বারা মানুষ থেকে দেবতা হও। এরকম নয় যে - কোনো যাদু, ছু-মন্ত্র বা ঋদ্ধি-সিদ্ধির কোনো ব্যাপার। এটা তো হলো স্কুল। স্কুলে কোনো অতিপ্রাকৃতিক ব্যাপার হয় কি ? পড়াশুনা করে কেউ ডাক্তার, কেউ ব্যারিস্টার হয়। এই লক্ষ্মী-নারায়ণও মানুষ ছিলেন, কিন্তু পবিত্র ছিলেন, সেইজন্য দেবী-দেবতা বলা হতো। পবিত্র অবশ্যই হয়। এটা হলোই পতিত দুনিয়া।

মানুষ মনে করে দুনিয়া পুরানো হতে লক্ষ বছর পড়ে আছে। কলিযুগের পরেই সত্যযুগ আসবে। এখন তোমরা আছো সঙ্গমে। এই সঙ্গমের কথা কারোর জানা নেই। সত্যযুগের সময়কাল লক্ষ বছর করে দেয়। এই কথা বাবা এসে বোঝান। ওঁনাকে বলা হয় সুপ্রিম সোল। আত্মাদের পিতাকে বাবা বলা হবে। দ্বিতীয় কোনো নাম হয় না। বাবার নাম হলো শিব। শিবের মন্দিরেও যায়। পরমাত্মা শিবকে নিরাকার বলা হয়। ওঁনার মনুষ্য শরীর হয় না। তোমরা অর্থাৎ আত্মারা এখানে ভূমিকা পালন করতে যখন আসো, তখন তোমাদের শরীর প্রাপ্ত হয়। তিনি হলেন শিব, তোমরা হলে শালিগ্রাম। শিব আর শালিগ্রামের পূজাও হয়, কারণ চৈতন্য রূপে হয়েছিল। কিছু তো করে গিয়েছিল, তবে তো ওনাদের নাম-বন্দনা মহিমা গাওয়া হয় বা পূজা করা হয়। পূর্ব-জন্মের কথা তো কারোর জানা নেই। এই জন্মে তো মহিমা করো, দেবী-দেবতাদের পূজা করো। এই জন্মে তো অনেকে লিডারও হয়েছে। যারা ভালো-ভালো সাধু-সন্ত ইত্যাদি এসেছিলেন যারা সুখ্যাতির জন্য

স্ট্যাম্পও তৈরী করা হয়েছে । এখানে আবার সবচেয়ে বড় নাম কার মহিমাম্বিত ? সবচেয়ে বড়োর থেকেও বড়ো কে ? উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ এক হলেনই ভগবান। তিনি নিরাকার, ঔঁনার মহিমা একদম আলাদা। দেবতাদের মহিমা আলাদা, মানুষের আলাদা। মানুষকে দেবতা বলা যায় না। দেবতাদের মধ্যে সর্বগুণ ছিলো, লক্ষ্মী-নারায়ণ আগেও হয়েছিলেন ! তারা পবিত্র ছিলো, বিশ্বের মালিক ছিলো, তাদের পূজাও করা হয়। কারণ পবিত্র পূজ্য হয়, অপবিত্রকে পূজ্য বলা হবে না, অপবিত্র সর্বদা পবিত্রকে পূজা করে। কন্যা পবিত্র বলে পূজা করা হয়, পতিত হলে তো সকলের পায়ে পড়তে হয়। এই সময় সকলে পতিত, সত্যযুগে সকলে পবিত্র ছিলো। সেটা ছিলোই পবিত্র দুনিয়া, কলিযুগ হলো পতিত দুনিয়া, তাই পতিত পাবন বাবাকে ডাকা হয়। যখন পবিত্র থাকে তখন ডাকে না। বাবা নিজেই বলেন, আমাকে সুখের সময় কেউ স্মরণ করে না। এ হল ভারতেরই কথা। বাবা আসেনই ভারতে। ভারতই এই সময় পতিত হয়ে গেছে, ভারতই পবিত্র ছিলো। পবিত্র দেবতাদের দেখতে হলে মন্দিরে গিয়ে দেখো। দেবতারা সবাই পবিত্র, তাদের মধ্যে যারা যারা প্রধান অর্থাৎ হেড তাদেরই মন্দিরে দেখানো হয়। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্যে সবাই পবিত্র ছিলো, যেমন রাজা-রাণী তেমন প্রজা, এই সময় হলো সবাই পতিত। সকলে ডাকতে থাকে - হে পতিত পাবন এসো। সন্ন্যাসীরা কৃষ্ণকে কখনো ভগবান বা ব্রহ্মা মানে না। তারা মনে করে ভগবান তো নিরাকার, তাঁর চিত্রও নিরাকার ভাবে পূজা করা হয়। ঔঁনার অ্যাকুউরেট নাম হলো শিব। তোমরা অর্থাৎ আত্মারা যখন এসে শরীর ধারণ করো, তখন তোমাদের নাম রাখা হয়। আত্মা হলো অবিনাশী, শরীর বিনাশী। আত্মা এক শরীর ছেড়ে গিয়ে দ্বিতীয় শরীর নেয়। ৮৪ জন্ম চাই যে । ৮৪ লক্ষ হয় না। তাই বাবা বোঝান, এই পুরানো দুনিয়া সত্যযুগে ছিল না, রাইটিয়াস(পাপ মুক্ত) ছিলো। এই দুনিয়াই আবার আনরাইটিয়াস (পাপ যুক্ত) হয়ে যায়। সেটা হল সত্য-ভূমি, সকলেই সেখানে সত্য বলে। ভারতকে সত্য-ভূমি বলা হয়। মিথ্যা-ভূমিই সত্য-ভূমিতে পরিণত হয়। সত্য বাবা এসেই সত্য-ভূমি তৈরী করেন। ঔঁনাকে সত্যিকারের রাজাধিরাজ, টুথ বা সত্য বলা হয়। এটা হলই মিথ্যা-ভূমি। মানুষ যা বলে সেটা মিথ্যা। দেবতাদের সেম্বিবল বুদ্ধি, ওনাদের মানুষ পূজা করে। জ্ঞানী আর অজ্ঞানী বলা হয়। জ্ঞানী কে তৈরী করে আর অজ্ঞানী কে বানায় ? এটাও বাবা বলেন। জ্ঞানী, সর্বগুণ সম্পন্ন তৈরী করেন বাবা। তিনি স্বয়ং এসে নিজের পরিচয় দেন। যেমন তোমরা হলে আত্মা আবার শরীরে প্রবেশ করে ভূমিকা পালন করো। আমিও একবারই এনার মধ্যে প্রবেশ করি। তোমরা জানো তিনি হলেনই এক। ঔঁনাকেই সর্বশক্তিমান বলা হয়। দ্বিতীয় কোনো মানুষ নেই যাকে আমরা সর্বশক্তিমান বলবো। লক্ষ্মী-নারায়ণকেও বলা যায় না কারণ ওনাদেরও শক্তি দেওয়ার জন্য কেউ আছেন। পতিত মানুষের মধ্যে শক্তি থাকতে পারে না। আত্মাতে যে শক্তি থাকে সেটা আবার আস্তে আস্তে ডিগ্রেট (নিম্নেজ) হয়ে যায় অর্থাৎ আত্মাতে যে সতোপ্রধান শক্তি ছিলো সেটা তমোপ্রধান শক্তি হয়ে যায়। যেমন মোটর গাড়ীর তেল শেষ হয়ে গেলে মোটর দাঁড়িয়ে পড়ে। এই ব্যাটরী ক্ষণে-ক্ষণে ডিসচার্জ হয় না, এর সম্পূর্ণ টাইম পাওয়া গেছে। কলিযুগের শেষে ব্যাটরী ঠান্ডা হয়ে যায়। প্রথমে যে সতোপ্রধান বিশ্বের মালিক ছিলো, এখন তমোপ্রধান হলে তো শক্তি কম হয়ে গেছে। শক্তি থাকে না। ওয়ার্থ নট পেনী (মূল্যহীন) হয়ে যায়। ভারতে দেবী-দেবতা ধর্ম ছিলো তো ওয়ার্থ পাউন্ড (মহামূল্যের) ছিলো। রিলিজন ইজ মাইট বলা হয়। দেবতা ধর্মতে শক্তি আছে। বিশ্বের মালিক হয়। কি শক্তি ছিলো? কোন লড়াই করার শক্তি ছিলো না। শক্তি প্রাপ্ত হয় সর্বশক্তিমান বাবার থেকে। শক্তি কি বস্তু?

বাবা বোঝান-মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, তোমাদের আত্মা সতোপ্রধান ছিলো, এখন তমোপ্রধান। বিশ্বের মালিকের পরিবর্তে বিশ্বের গুলাম হয়ে গেছে। বাবা বোঝান- এই পাঁচ বিকার রূপী রাবণ তোমাদের সমস্ত শক্তি কেড়ে নেয়, সেইজন্য ভারতবাসী কাণ্ডাল হয়ে পড়েছে। এরকম মনে করো না যে সাইন্সের লোকেদের অনেক শক্তি, সেই শক্তি নেই। এটা আত্মিক শক্তি, যা সর্বশক্তিমান বাবার সাথে যোগ যুক্ত হলে প্রাপ্ত হয়। এই সময় যেন সাইন্স আর সাইলেন্সের লড়াই। তোমরা সাইলেন্সে যাও, তার শক্তি তোমরা প্রাপ্ত করছো। সাইলেন্সের শক্তি নিয়ে তোমরা সাইলেন্স দুনিয়াতে চলে যাবে। বাবাকে স্মরণ করে নিজেকে শরীর থেকে ডিটাচ (পৃথক) করে দাও। ভক্তি মার্গে ভগবানের কাছে যাওয়ার জন্য তোমরা অনেক মাথা ঠুকেছো। কিন্তু সর্বব্যাপী বলার কারণে রাস্তাই প্রাপ্তি হয় না। তমোপ্রধান হয়ে গেছে। এটা হলো অধ্যয়ণ, অধ্যয়ণকে শক্তি বলা হবে না। বাবা বলেন প্রথমে তো পবিত্র হও আর তারপর সৃষ্টির চক্র কীভাবে আবর্তিত হয় তার নলেজ বোঝো। নলেজফুল তো একমাত্র বাবা, এতে শক্তির ব্যাপার নেই। বাচ্চাদের এটা জানা নেই যে সৃষ্টি চক্র কীভাবে আবর্তিত হয়, তোমরা অ্যাক্টররা তোমাদের ভূমিকা পালন করে থাকো । এ হল অসীম জগতের ড্রামা। আগে এই সাকার লোকে যে সব নাটক অভিনীত হত, তখন সেখানে অভিনেতার পরিবর্তন হতে পারতো। এখন তো আবার বাইসকোপ তৈরী হয়েছে। বাবারও বাইসকোপের উদাহরণ দিয়ে বোঝানো সহজ হয়। ওটা ছোট বাইসকোপ, এটা হলো বড় (অবিনাশী যে নাটক) । জাগতিক নাটকে অ্যাক্টর্স ইত্যাদিকে চেঞ্জ করতে পারে। কিন্তু এটা তো হলো অনাদি ড্রামা। একবার যা শুট হয়ে গেছে, সেটার আবার পরিবর্তন করা যায় না। এই সমগ্র দুনিয়া হলো অসীম জগতের বাইসকোপ। এখন শক্তির কোনো প্রশ্ন নেই। অত্মকে শক্তি বলা হয় কিন্তু তবুও তার নাম তো আছে। ওনাকে অত্মা বলা হয় কেন ? উনি কি করে গেছেন ? এখন

তোমরা মনে করো যে, উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ হলো অশ্বা আর লক্ষ্মী। অশ্বাই আবার লক্ষ্মী হন। এটাও তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা বোঝো। তোমরা নলেজফুল হও আর তোমাদের পবিত্রতাও শেখানো হয়। সেই পবিত্রতা অর্ধ-কল্প চলে। আবার বাবা এসেই পবিত্রতার রাস্তা বলে দেন। ওনাকে ডাকা হয়ই এইসময়ের জন্য যে, এসে রাস্তা বলে দাও আর আবার গাইডও হও। তিনি হলেন পরমাত্মা, সুপ্রিমের পঠন-পাঠনের দ্বারা আত্মা সুপ্রিম হয়। সুপ্রিম পবিত্রতাকে বলা হয়। এখন তো হলে পতিত, বাবা তো হলেন এভার (সর্বক্ষণের) পবিত্র। পার্থক্য হয়ে যায়, তাই না। সেই এভার পবিত্রই যখন আসেন সকলকে উত্তরাধিকার দেন আর শেখান। এতে নিজে এসে বলে দেন যে আমি তোমাদের বাবা। আমার তো অবশ্যই রথ চাই, সেটা না হলে আত্মা বলবে কি ভাবে। রথও সুপ্রসিদ্ধ। মহিমা আছে ভাগ্যশালী রথ। তো ভাগ্যশালী রথ হলো মানুষের, ঘোড়ার গাড়ীর কোনো ব্যাপার নেই। মানুষেরই রথ চাই, যে পথে বসে ত মানুষকে বসে বোঝাবে। তারা আবার ঘোড়ার গাড়ীতে বসে আছে দেখিয়ে দিয়েছে। ভাগ্যশালী রথ মানুষকে বলা হয়। এখানে তো কোনো-কোনো জানোয়ারেরও খুব ভালো ভাবে সেবা হয়, যা মানুষেরও হয় না। কুকুরকে কতো ভালোবাসে। ঘোড়াকে, গরুকেও কতো ভালোবাসে। কুকুরের এক্সিজিভিশন করে। এসব ওখানে (সত্যযুগে) হয় না। লক্ষ্মী-নারায়ণ কি আর কুকুর পুষবে !

বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে এই সময়ের মানুষরা সব তমোপ্রধান বুদ্ধি সম্পন্ন, ওদের সতোপ্রধান করতে হবে। সেখানে তো ঘোড়া ইত্যাদি ওরকম হয় না যে, কোনো মানুষ তাদের সেবা করবে। তাই বাবা বোঝান- তোমাদের অবস্থা দেখো কেমন হয়ে গেছে। রাবণ এই অবস্থা করে দিয়েছে, এই রাবণ তোমাদের শত্রু হয়। কিন্তু তোমাদের জানা নেই যে এই শত্রুর জন্ম কবে হয়। শিবের জন্মও জানা নেই তো রাবণের জন্মও জানা নেই। বাবা বলেন ত্রেতার শেষে আর দ্বাপরের শুরুতে রাবণ আসে। ওর দশটি মাথা কেন দেখায় ? প্রত্যেক বছর কেন জ্বালায় ? এটাও কেউ জানে না। এখন তোমরা দেবতার থেকে মানুষ হওয়ার জন্য অধ্যয়ন করছো, যারা অধ্যয়ন করে না তারা দেবতা হতে পারে না। তারা আবার আসবে যখন রাবণ রাজ্য শুরু হবে। এখন তোমরা জানো, আমরা দেবতা ধর্মের ছিলাম আবার স্যাপলিং (কলমের সারি) লাগানো হচ্ছে। বাবা বলেন আমি প্রতি ৫ হাজার বছর পরে এসে তোমাদের এরকম পড়িয়ে থাকি। এই সময় সমগ্র সৃষ্টির বৃক্ষ পুরানো। যখন নূতন ছিলো তো একই দেবতা ধর্ম ছিলো আবার ধীরে-ধীরে নীচে নামতে থাকে। বাবা তোমাদের জন্মের হিসাব বলেন, কারণ বাবা তো হলেন নলেজফুল ! আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

*১) * সাইলেন্সের শক্তি জমা করতে হবে। সাইলেন্স শক্তি দ্বারা সাইলেন্স দুনিয়াতে যেতে হবে। বাবার স্মরণে থেকে শক্তি নিয়ে গোলামী থেকে মুক্ত হতে হবে, মালিক হতে হবে।

*২) * সুপ্রিমের পাঠ অধ্যয়ন করে আত্মাকে সুপ্রিম হতে হবে। পবিত্রতার রাস্তাতে চলেই পবিত্র হয়ে অপরকেও পবিত্র বানাতে হবে। গাইড হতে হবে।

বরদানঃ- বিঘ্নসৃষ্টিকারী আত্মাকে শিক্ষক মনে করে তার দ্বারা পাঠ পড়ে অনুভবের প্রতিমূর্তি ভব*
যে আত্মারা বিঘ্ন ঘটানোর নিমিত্ত হয়, তাদের বিঘ্নকারী আত্মা হিসেবে দেখো না। বরং তাদের সর্বদা পাঠ পড়ানোর, উল্লতিতে সাহায্যকারী নিমিত্ত আত্মা মনে করো। অনুভাবী করে তোলার শিক্ষক মনে করো। যখন তোমরা বলো যে, যে নিন্দা করছে সে হলো বন্ধু, তো যে বিঘ্নকে পাশ করিয়ে অনুভাবী করে তুলছে, সে তো শিক্ষকই হল । সেইজন্য বিঘ্নকারী আত্মাকে সেই দৃষ্টিতে দেখার পরিবর্তে সদা কালের জন্য বিঘ্নকে পার করে দেওয়ার নিমিত্ত, অচল করে তোলার নিমিত্ত মনে করো, এর দ্বারা আরও অনুভবের অর্থরিটি বৃদ্ধি হতে থাকবে।

স্লোগানঃ- কমপ্লেইনস (অভিযোগ) এর ফাইল সমাপ্ত করে ফাইন (নিখুঁত) আর রিফাইন (পরিশুদ্ধ) হও।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের হলো বুদ্ধির যাত্রা, একে বলে আধ্যাত্মিক (রুহানী) যাত্রা, তোমরা নিজেকে আত্মা মনে কর ।
শরীর নয়, শরীর মনে করা অর্থাৎ উল্টো ঝুলে পড়া"*

প্রশ্নঃ - মায়ার আড়ম্বর পূর্ণ ব্যক্তির কি ধরনের সম্মান প্রাপ্ত করে থাকে ?

উত্তরঃ - আসুরি সম্মান । মানুষ যদি আজ কাউকে কিছুমাত্র সম্মান দিয়ে থাকে, কাল তাকেই অসম্মান করে, গালিগালাজ করে, মায়া সবাইকেই অসম্মান করেছে, পতিত বানিয়েছে । বাবা এসেছেন তোমাদের দৈবী সম্মানে বিভূষিত করতে ।

ওম শান্তি । রুহানী বাবা তাঁর আত্মা রুপী সন্তানদের জিজ্ঞাসা করছেন -- কোথায় বসেছ? তোমরা উত্তরে বলবে বিশ্বের রুহানী ইউনিভার্সিটিতে । রুহানী শব্দ লৌকিক জগতের মানুষ জানে না । দুনিয়াতে বিশ্ববিদ্যালয় তো অনেক আছে, এ হলো সমগ্র বিশ্বে একটাই রুহানী বিদ্যালয়, একজনই শিক্ষা প্রদান করেন । কোন্ বিষয়ে পড়ান ? রুহানী নলেজ (আত্মিক জ্ঞান, আত্মা ও পরমাত্মার জ্ঞান) । সুতরাং এ হলো স্পিরিচুয়াল বিদ্যালয় অর্থাৎ আধ্যাত্মিক (রুহানী) পাঠশালা । স্পিরিচুয়াল অর্থাৎ রুহানী নলেজ প্রদান করেন কে ? এটাও তোমরা বাচ্চারা এখন জেনেছ । রুহানী বাবাই রুহানী নলেজ প্রদান করেন, সেইজন্য তাঁকে শিক্ষকও বলা হয় । স্পিরিচুয়াল ফাদার পড়ান । আত্মা, তারপর কি হবে ? তোমরা বাচ্চারা জান এই রুহানী নলেজ দ্বারা আমরা আমাদের আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করে থাকি । এক ধর্মের স্থাপনা বাদবাকি যা ধর্ম আছে সবই বিনাশ হয়ে যাবে । এই স্পিরিচুয়াল নলেজের সাথে সব ধর্মের কি সম্পর্ক আছে-- এও তোমরা জান । *এক ধর্মের স্থাপনা এই রুহানী নলেজ দ্বারাই গড়ে ওঠে* । লক্ষ্মী-নারায়ণও বিশ্বের মালিক ছিল, তাই না! সেই দুনিয়াকে বলে রুহানী দুনিয়া (স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড) । এই স্পিরিচুয়াল নলেজ দ্বারা তোমরা রাজযোগ শিখছে, এর মাধ্যমেই রাজত্ব স্থাপন হয় । আত্মা, অন্য ধর্মের সাথে এর কি সম্পর্ক আছে ? অবশিষ্ট সব ধর্মের বিনাশ ঘটবে, কেননা তোমরা পবিত্র হলে তোমাদের নতুন দুনিয়া প্রয়োজন । অনেক ধর্ম শেষ হয়ে গিয়ে এক ধর্ম থাকবে । *তাকেই বলা হবে বিশ্বে শান্তির রাজ্য* । এখন হলো পতিত অশান্তির রাজ্য, তারপর হবে পবিত্র শান্তির রাজ্য । এখন তো অনেক ধর্ম, কত অশান্তি, সব পতিত থেকে পতিত হয়ে গেছে, রাবণের রাজ্য যে ! এখন বাচ্চারা জানে, ৫ বিকারকে অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে । একে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া যাবে না । আত্মাই ভালো বা মন্দ সংস্কার নিয়ে যায় । এখন বাবা তোমরা বাচ্চাদের পবিত্র হওয়ার কথা বলেন । ঐ পবিত্র দুনিয়াতে কোনওরকম দুঃখ থাকে না । এই স্পিরিচুয়াল নলেজ কে দিচ্ছেন? স্পিরিচুয়াল ফাদার, সব আত্মাদের পিতা । স্পিরিচুয়াল ফাদার কি পড়াবেন ? স্পিরিচুয়াল নলেজ প্রদান করবেন । এখানে কোনও বইপত্রের প্রয়োজন নেই, শুধু নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে, পবিত্র হতে হবে । বাবাকে স্মরণ করতে করতে অন্তিম সময়ে যেমন মতি তেমনই গতি হবে । এটাই হলো স্মরণের যাত্রা । যাত্রা শব্দটি সুন্দর । লৌকিকে হলো শরীরী যাত্রা, এ হলো রুহানী যাত্রা । ঐ যাত্রায় পায়ে হেঁটে যেতে হয়, হাত পা চালাতে হয়, এখানে এসব কিছুই নেই । শুধু স্মরণ করতে হবে । ঘোরো, বেড়াও, ওঠো, বসো নিজেকে আত্মা মনে করে শুধু বাবাকে স্মরণ কর । কঠিন বিষয় নয়, শুধু স্মরণ করতে হবে । এটাই তো প্রকৃত সত্য, তাই না ! আগে তোমরা উল্টো পথে চলেছিলে । *নিজেকে আত্মা মনে করার পরিবর্তে শরীর ভাবা, একে বলে উল্টো ঝুলে পড়া* । নিজেকে আত্মা মনে করা -- এ হলো সোজা । আল্লাহ (ঈশ্বর) যখন আসেন তখনই এসে পবিত্র করে তোলেন । আল্লাহ-র পবিত্র দুনিয়া, রাবণের পতিত দুনিয়া । দেহ অভিমানে সবাই উল্টো হয়ে গেছে, এখন একবারই দেহী-অভিমানী হতে হবে । সুতরাং তোমরা হলে আল্লাহ-র সন্তান । তোমরা বলবে না যে, আল্লাহ হ (আমিই আল্লাহ, Allah, just He), আঙুল দ্বারা উপরেই ইশারা করা হয়ে থাকে । সুতরাং এর দ্বারাই প্রমাণ হয় যে, আল্লাহ তিনি-ই । সুতরাং এখানে নিশ্চয়ই অন্য কিছু আছে । আমরা সবাই ঐ আল্লাহ-র সন্তান, আমরা সবাই ভাই-ভাই । আল্লাহ হ বললে ভুল বলা হয়ে থাকে যে আমরা সবাই পিতা, কিন্তু তা নয় । পিতা একজনই, তাঁকেই স্মরণ করতে হবে । আল্লাহ চির পবিত্র, আল্লাহ-ই বসে পড়ান । এই সামান্য বিষয়েই মানুষ কত বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে । অথচ শিব জয়ন্তীও পালন করে, তাই না ! কৃষ্ণকে এমন পদ কে দিয়েছেন? শিববাবা । শ্রী কৃষ্ণ হলেন স্বর্গের প্রথম রাজকুমার । অনন্ত জগতের পিতাই এনাকে রাজ্য ভাগ্য দিয়ে থাকেন । বাবা যে নতুন দুনিয়াতে স্বর্গ স্থাপনা করেন, ওখানে শ্রী কৃষ্ণ হলেন নম্বর ওয়ান প্রিন্স । বাবা বাচ্চাদের পবিত্র হওয়ার যুক্তিও বলে দেন । বাচ্চারা জানে স্বর্গ যাকে বৈকুণ্ঠ, বিষ্ণুপুরী বলা হয়, তা অতীত হয়ে গেছে আবারও ভবিষ্যতে হবে । চক্র ঘুরতেই থাকে, তাইনা । এই জ্ঞান এখনই তোমরা বাচ্চারা প্রাপ্ত করে থাক । এই জ্ঞান ধারণ করে অন্যদেরও করতে হবে । প্রত্যেকেই টিচার হতে হবে । এমনটাও

নয় যে টিচার হলেই লক্ষ্মী-নারায়ণ হবে । তা নয় । টিচার হয়ে তোমরা প্রজা তৈরি করবে, যত অনেকের কল্যাণ করতে পারবে, ততই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারবে, স্মৃতিতে থাকবে । বাবা বলেন, ট্রেনে করে আসলেও ব্যাজ দ্বারা বোঝাও, বাবা হলেন পতিত-পাবন, মুক্তিদাতা, পবিত্রতা প্রদানকারী । অনেক কিছুই স্মরণ করতে হয় । মানুষ জন্তু জানোয়ার, হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি এমনকি কচ্ছ-মচ্ছকেও অবতার বলে দেয়, তাদের পূজা করতে থাকে । ভাবে ভগবান সর্বব্যাপী, অর্থাৎ এদের সবার মধ্যেই আছে । তারা সবাইকেই খাওয়াবে । আচ্ছা, প্রতিটি কণায় কণায় যদি ভগবান থাকে, তবে তাঁকে তারা কিভাবে খাওয়াবে ! সব কিছুই তাদের সম্পূর্ণ বুদ্ধির বাইরে চলে গেছে । লক্ষ্মী-নারায়ণ ইত্যাদি দেবী-দেবতারা তো এই কাজ করবে না । দেবতারা পিঁপড়াদের খাওয়াবে, অমুককে খাওয়াবে ? তাই বাবা বোঝান, তোমরা হলে ধর্মীয় রাজনীতিবিদ (Religio-political) । তোমরা জান আমরা ধর্ম স্থাপনা করছি। রাজ্য স্থাপন করার জন্য মিলিটারি থাকে । কিন্তু তোমরা হলে গুপ্ত । তোমাদের হলো স্পিরিচুয়াল ইউনিভার্সিটি । সম্পূর্ণ দুনিয়ায় প্রতিটি মানুষ মাত্রই এইসব ধর্ম থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে চলে যাবে । ওটা হলো আত্মাদের নিবাস স্থান । এখন তোমরা সঙ্গম যুগে আছ তারপর সত্য যুগে গিয়ে রাজত্ব করবে তখন আর কোনো ধর্ম থাকবে না । গানেও আছে না — বাবা তুমি যা দাও তা অন্য কেউ দিতে পারে না । সম্পূর্ণ আকাশ, সম্পূর্ণ ধরিত্রী তোমাদের । তোমরা সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক হয়ে যাও । এখনই তোমরা এসব কথা বুঝেছ, নতুন দুনিয়াতে গিয়ে এসবই ভুলে যাবে । একেই বলে রহনী স্পিরিচুয়াল নলেজ । বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে, আমরা প্রতি ৫ হাজার বছর রাজ্য গ্রহণ করি তারপর আবার হারিয়ে ফেলি। এই ৮৪ চক্র ঘুরতেই থাকে। সুতরাং ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন করলে তবেই যেতে পারবে । পড়াশোনা না করলে নতুন দুনিয়াতে যেতে পারবে না । ওখানে তো জনসংখ্যা সীমিত সংখ্যক থাকবে । নম্বরানুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী ওখানে গিয়ে পদ প্রাপ্ত হবে । সবাই তো পড়াশোনা করবে না, যদি সবাই পড়াশোনা করে তবে পরবর্তী জন্মেও রাজ্য পাবে । ঈশ্বরীয় পাঠধারীদের সংখ্যা সীমিত ।

সত্য যুগ-ত্রৈতাতে যারা আসবে তারাই পড়াশোনা করবে । তোমাদের অসংখ্য প্রজা তৈরি হতে থাকে । দেরিতে যারা আসবে, তারা তো পাপ ভস্ম করতে পারবে না । পাপ আত্মা হলে সাজা খেয়ে সামান্য পদের অধিকারী হবে । অসম্মান হবে । যাদের মায়া এখনও সম্মান করে (মায়ার বশীভূত যারা) তারাই অসম্মানিত হবে । এ হলো ঈশ্বরীয় সম্মান, আর ওটা হল আসুরি সম্মান । ঈশ্বরীয় বা দৈবী সম্মান আর আসুরি সম্মানের মধ্যে দিন-রাতের পার্থক্য । আমরা বাচ্চারা আসুরি সম্মান প্রদর্শনকারী ছিলাম এখন আবার দৈবী সম্মান প্রাপ্ত করতে চলেছি। আসুরি সম্মান দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন হয়ে পড়তে হয় । এ হলো কাঁটার দুনিয়া সুতরাং অসম্মানিত হওয়া তাইনা ! তারপর কত সম্মানের অধিকারী হয়ে ওঠে । যেমন রাজা-রাণী তেমনই প্রজা । অসীম জগতের পিতা তোমাদের সম্মানকে শ্রেষ্ঠ করে তোলেন সুতরাং এতটা পুরুষার্থ তো করা উচিত । সবাই বলে আমি নিজের সম্মান এমনই বৃদ্ধি করব যাতে নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী হয়ে যাব । এদের থেকে উচ্চ সম্মান কারও নেই । কথাও শোনে নর থেকে নারায়ণ হওয়ার, অমরকথা, তিজরীর (ভক্তি মার্গের তৃতীয় নয়ন লাভের কাল্পনিক গল্প কথা) কথা একই । এই কথাই এখন তোমরা শুনছ ।

তোমরা বাচ্চারা বিশ্বের মালিক ছিলে, আবার ৮৪ জন্ম নিতে নিতে নীচে নেমে গেছ। তারপর আবার প্রথম নম্বরে জন্ম গ্রহণ করবে । প্রথম নম্বরে জন্ম গ্রহণ করলে অনেক উচ্চ পদ প্রাপ্ত করে থাক । রাম সম্মানিত করে তোলেন, রাবণ তোমাদের অসম্মানিত করে তোলে। এই নলেজ দ্বারাই তোমরা মুক্তি-জীবনমুক্তি প্রাপ্ত কর । অর্ধকল্প রাবণের নাম পর্যন্ত থাকে না । এসব বিষয় এখন তোমরা বাচ্চাদের বুদ্ধিতে ধারণ হচ্ছে সেটাও নম্বরানুসারে। কল্পে-কল্পে এভাবেই তোমরা নম্বরানুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী বিচক্ষণ হয়ে ওঠে । কিন্তু মায়া ভুল করিয়ে দেয় । অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করতেই ভুলে যাও । ভগবান এসে পড়ান, উনি আমাদের শিক্ষক, তারপরও অ্যাবসেন্ট (অনুপস্থিত) থাকে, পড়াশোনা করে না । দরজায় দরজায় ধাক্কা খাওয়ার অভ্যাস তৈরি হয়ে গেছে। পড়াশোনার প্রতি যারা অমনোযোগী থাকে তাদের কাজকর্মে লাগিয়ে দেওয়া উচিত। ধোপা ইত্যাদি কাজ করে থাকে। সেখানে তো পড়াশোনা করার প্রয়োজনীয়তাই নেই । ব্যবসা করে কোটিপতি হয়ে যায় । চাকরি করে এতো বিত্তবান হওয়া যায় না, চাকরিতে তো ফিক্সড মাইনে ধার্য করা হয় । এখান তোমাদের পড়াশোনা হলো বিশ্বের বাদশাহীর জন্য । এখান সবাই বলে থাকে না আমরা ভারতবাসী, পরে তোমাদের বলবে বিশ্বের মালিক । ওখানে দেবী-দেবতা ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম থাকে না, বাবা তোমাদের বিশ্বের মালিক করে তোলেন সুতরাং ঐশ্বর্য শ্রীমতে চলা উচিত । কোন রকম বিকারের ভূত থাকা উচিত নয় । এই ভূত খুব খারাপ । কামুকদের স্বাস্থ্যের অবনতি হতে থাকে, শক্তি কমে যায় । এই কামনার বিকার তোমাদের শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে শেষ করে দিয়েছে । ফল এটাই হয়েছে যে আয়ু কমে গেছে । ভোগী হয়ে গেছে । কামুক ভোগী, রোগী সব কিছুতেই আক্রান্ত হয়ে পড়ে। সত্য যুগে কোনও বিকার নেই সুতরাং যোগী হয় এবং সবসময় স্বাস্থ্যবান থাকে আর আয়ু ও হয় ১৫০ বছরের । ওখানে অকাল মৃত্যু হয় না। এ বিষয়ে উল্লেখ করে একটা কথা প্রচলিত রয়েছে -- একজনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল,

প্রথমে সুখ চাই নাকি দুঃখ চাই ? উত্তরে সে বলে - প্রথমে সুখ চাই, কেননা সুখের মধ্যে গেলে সেখানে কাল আসতে পারবে না । ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না। এই সব গল্প কথা বানিয়ে বলে দিয়েছে। বাবা বুঝিয়ে বলেছেন, তোমরা সুখধামে থাক, সুতরাং ওখানে অকালে মৃত্যু হয় না। রাবণ রাজ্যই নেই । তারপর যখন বিকারী হয়ে যাও তখনই কাল আসে। ওরা কত ধর্মীয় গল্প বানিয়ে দিয়েছে, কাল নিয়ে গেছে তারপর এই হয়েছে, সেই হয়েছে । না কালকে দেখা যায়, না আত্মাকে দেখা যায়। একে বলে দন্তকথা । কণ্ঠসের অনেক কাহিনী আছে । এখন বাবা বুঝিয়ে বলেন ওখানে অকাল মৃত্যু কখনোই হয় না, আয়ুও বৃদ্ধি হয় আর সবাই পবিত্র থাকে । ১৬ কলা সম্পন্ন আত্মাদের ধীরে ধীরে কলা হ্রাস পেতে পেতে সম্পূর্ণ শূন্য কলা হয়ে যায় । তারপর বলে আমি নিগুণ আমার মধ্যে কোনো গুণ নেই । বাচ্চাদের নিগুণ নামে একটা সংস্থাও রয়েছে । বলে থাকে আমার মধ্যে কোনও গুণ নেই, আমাকে গুণবান করে তোল, সর্বগুণ সম্পন্ন করে তোল । এখন বাবা বলেন পবিত্র হতে হবে । মরতেও হবে সবাইকে। সত্য যুগে অধিক সংখ্যক মানুষ থাকবে না । এখন তো অগুনতি মানুষ । ওখানে সন্তান ও যোগবল দ্বারা হয় । এখানে দেখ কত সন্তান জন্ম দিতেই থাকে । তারপরও বাবা বলেন বাবাকে স্মরণ কর । বাবাই এসে পড়ান, স্মরণে আসে যে টিচার পড়ান । তোমরা জান শিববাবা আমাদের পড়াচ্ছেন, কি পড়ান, সেটাও তোমরা জেনেছ, সুতরাং বাবা অথবা শিক্ষকের সাথে যোগযুক্ত হতে হবে । নলেজ অনেক উচ্চস্তরের । এখন তোমাদের সবার স্টুডেন্ট লাইফ । এমন ইউনিভার্সিটি কখনও দেখেছ যেখানে বাচ্চা, বৃদ্ধ, জোয়ান সবাই একসাথে পড়াশোনা করে । একটাই স্কুল, টিচার ও একজন আছেন আর যেখানে ব্রহ্মা স্বয়ং পড়াশোনা করেন । চমকপ্রদ তাইনা । শিববাবা তোমাদের পড়াচ্ছেন । ব্রহ্মাও শুনছেন । বাচ্চা হোক বা বৃদ্ধ প্রত্যেকেই পড়াশোনা করতে পারে । তোমরাও এই নলেজ এখন নিচ্ছ, তাইনা । এখন পড়াতেও শুরু করে দিয়েছ । প্রতিদিন একটু একটু করে সময় কমে যাচ্ছে । এখন তোমরা অনন্ত জগতে যেতে চলেছ । জেনে গেছ এই ৫ হাজার বছরের চক্র কিভাবে অতিক্রম হয়েছে, প্রথমে এক ধর্ম ছিল, এখন কত ধর্ম । এখন শাসনকর্তা বলা যাবে না । এখন বলা হয় প্রজার উপর প্রজার রাজ্য পরিচালনা করা । সর্বপ্রথম খুব পাওয়ারফুল ধর্ম ছিল, সবাই মালিক ছিলে । এখন অধর্মী হয়ে গেছে, কোনও ধর্ম নেই। সবার মধ্যেই ৫ বিকার ।

অনন্ত জগতের পিতা বলেন - বাচ্চারা এখন ধৈর্য্য ধর, খুব অল্প সময়ের জন্য তোমরা এখন রাবণ রাজ্যে আছ । ভালোভাবে পড়াশোনা করলে সুখধামে যেতে পারবে, এ হলো দুঃখ ধাম । তোমরা নিজের শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ কর, এই দুঃখ ধামকে ভুলে যাও ।

আত্মাদের পিতা ডায়রেকশন দিচ্ছেন - হে রুহানী বাচ্চারা ! আত্মা রূপী (রুহানী) বাচ্চারা এই অরগ্যানস (কান) দ্বারা শুনছে । তোমরা আত্মারা যখন সত্য যুগে সতাপ্রধান ছিলে তখন তোমাদের শরীরও ফার্স্টক্লাস সতাপ্রধান ছিল । তোমরা অনেক ধনবান ছিলে তারপর পুনর্জন্ম নিতে নিতে কি হয়ে গেছে ! দিন-রাতের পার্থক্য। দিনে আমরা স্বর্গে ছিলাম, রাতে আমরা নরকে আছি।

একেই বলে ব্রহ্মা এবং ব্রাহ্মণদের দিন আর রাত । ৬৩ জন্ম ধরে ধাক্কা খেতে থাকে, অন্ধকার রাত, তাইনা ! বিভ্রান্ত হয়ে ছুটে বেড়ায় । ভগবানকে কেউ-ই পায় না । একেই বলে ভুলভুলাইয়ার খেলা, সুতরাং বাচ্চারা বাবা তোমাদের সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের খবর শোনান । আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) দরজায় দরজায় ধাক্কা খাওয়ার অভ্যাস ছেড়ে ঈশ্বরীয় পড়াশোনা মনোযোগী হয়ে পড়তে হবে । কখনও অ্যাবসেন্ট হওয়া উচিত নয় । অবশ্যই বাবার মতো টিচার হতে হবে । পড়াশোনা করে অন্যদেরও পড়াতে হবে ।

২) সত্য নারায়ণের সত্য কথা শুনে নর থেকে নারায়ণ হতে হবে, এমন সম্মানীয় নিজেকেই নিজে করে তুলতে হবে । কখনও ভূতের (বিকারের) বশীভূত হয়ে সম্মান হারানো উচিত নয় ।

বরদানঃ- -- পুরানো বিষয় বা বৃত্তিকে সমাপ্ত করে সম্পূর্ণ সফলতা অর্জনকারী স্বচ্ছ আত্মা ভব*

সেবায় স্বচ্ছ বুদ্ধি, স্বচ্ছ বৃত্তি আর স্বচ্ছ কর্মই সফলতার সহজ আধার । যে কোনও সেবার কাজ আরম্ভ করার পূর্বে প্রথমে চেক কর যে, বুদ্ধিতে কোনও আত্মার প্রতি অতীতে ঘটে যাওয়া কোনও কথার স্মৃতি

আছে কিনা । সেই বৃত্তি, দৃষ্টি দ্বারা সেই আত্মাকে দেখে যদি কথা বলো, তবে সম্পূর্ণ সফলতা প্রাপ্ত হতে পারে না। সেইজন্য ঘটে যাওয়া কথা বা বৃত্তিকে সমাপ্ত করে স্বচ্ছ আত্মা হও, তবেই সম্পূর্ণ সফলতা প্রাপ্ত হবে ।

স্লোগান:-

যে নিজেকে পরিবর্তন করে - বিজয় মালা তারই গলায় পড়ে* ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- অসীম জগতের অপার খুশীর অনুভব করতে হলে প্রতিষ্ফণ বাবার সঙ্গে থাকো "

প্রশ্নঃ - বাবার থেকে কোন্ বাচ্চাদের অনেক-অনেক শক্তি প্রাপ্ত হয় ?

উত্তরঃ - যাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস (নিশ্চয়) আছে যে, আমরা অসীম বিশ্বের পরিবর্তনকারী, আমাদের এই অসীম বিশ্বের মালিক হতে হবে। আমাদের যিনি পড়ান, তিনি হলেন পিতা স্বয়ং বিশ্বের মালিক । এমন বাচ্চাদের অনেক শক্তি প্রাপ্ত হয় ।

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে আত্মাদের পিতা, পরম পিতা পরমাত্মা বসে পড়ান এবং বোঝান, কারণ বাচ্চারা ই আবার পবিত্র হয়ে স্বর্গের মালিক হবে। সম্পূর্ণ বিশ্বের পিতা তো হলেন একজন-ই। এই কথাটি বাচ্চাদের নিশ্চয় হয়। বাচ্চারা, সম্পূর্ণ বিশ্বের পিতা, সকল আত্মাদের পিতা তোমাদের পড়াচ্ছেন। এত কথা বুদ্ধিতে বসে কি ? কারণ বুদ্ধি হল তমোপ্রধান, লোহার পাত্র, লৌহ যুগ। বুদ্ধি থাকে আত্মায়। অতএব এত কথা বুদ্ধিতে আছে ? বুদ্ধিবার জন্য এতখানি শক্তি প্রাপ্ত হয় যে যথাযথ ভাবে বোঝা যায় অসীমের পিতা আমাদের পড়াচ্ছেন, আমরা অসীম বিশ্বের পরিবর্তন করি। এই সময় অসীম সৃষ্টিকে নরক বলা হয়। এই কথা জানো বা বুদ্ধিতে পারো যে গরিব মানুষ নরকে আছে আর অন্যরা সন্ন্যাসী, ধনী মানুষ, উঁচু পদের অধিকারীরা স্বর্গে আছে ? বাবা বোঝান এই সময় যে মানুষ মাত্র আছে সবাই নরকে আছে। এই সব হল বুদ্ধিবার কথা যে আত্মা কত সূক্ষ্ম। এত সূক্ষ্ম আত্মায় সম্পূর্ণ নলেজ স্থির থাকে নাকি ভুলে যাও ? বিশ্বের সর্ব আত্মাদের পিতা তোমাদের সম্মুখে বসে তোমাদের পড়াচ্ছেন। সারা দিন বুদ্ধিতে এই কথা কি স্মরণে থাকে যে যথাযথভাবে এখানে বাবা আমাদের সঙ্গে আছেন ? কত ক্ষণ বসেন ? এক ঘন্টা, আধা ঘন্টা কিংবা সারা দিন ? এই কথাটি বুদ্ধিতে রাখার জন্যেও শক্তি চাই। ঈশ্বর পরমপিতা পরমাত্মা তোমাদের পড়ান। বাইরে যখন নিজের ঘরে থাকো তখন সেখানে সঙ্গে নেই। এখানে প্রাক্টিক্যালি তোমাদের সঙ্গে আছেন। যেমন কোনও স্ত্রীর স্বামী বাইরে গেল, স্ত্রী এখানে আছে তখন এমন বলবে কি স্বামী আমার সঙ্গে আছে। অসীমের পিতা তো হলেন একজন-ই। বাবা তো সবার মধ্যে উপস্থিত নন তাইনা। বাবা নিশ্চয়ই একটি স্থানে বিরাজিত হবেন। তো এই কথা কি বুদ্ধিতে থাকে যে অসীমের পিতা আমাদের নতুন দুনিয়ার মালিক হওয়ার উপযুক্ত করছেন ? মনে মনে নিজেকে এতখানি যোগ্য বিবেচনা করো কি যে আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক হতে চলেছি ? এই টি তো খুবই খুশীর কথা। এর চেয়ে বেশি খুশীর খাজানা তো আর কেউ পায় না। এখন তোমরা জেনেছ এমন স্বরূপে পরিণত হচ্ছি। এই দেবতারা কোন স্থানের মালিক সে কথাও বুঝেছ। ভারতেই দেবতারা বাস করে গেছেন। সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক হতে চলেছি। এই কথা বুদ্ধিতে আছে ? সেই রকম চাল-চলন আছে ? সেই রূপ কথাবার্তার ধরন, সেসব বুদ্ধিতে আছে ? কারো কোনো কথায় ক্রোধ করলে, কারো ক্ষতি করলে, কারো অপমান করলে, তোমাদের এমন চলন নয় তো ? সত্যযুগে দেবতারা কখনও কারো গ্লানি করেন কি ? সেখানে গ্লানি করার কুসঙ্কল্প আত্মাদের থাকবেই না। বাবা তো কত জোর দিয়ে বাচ্চাদের উপরে তোলেন। তোমরা বাবাকে স্মরণ করো তাহলে পাপ বিনষ্ট হবে। তোমরা হাত উপরে তোলো কিন্তু তোমাদের এমন চলন কি আছে ? বাবা বসে পড়ান, এই কথা বুদ্ধিতে দৃঢ় ভাবে থাকে ? বাবা জানেন অনেকের নেশা সোডা ওয়াটারের মতো হয়ে যায় (নেশা ফুরিয়ে যায়)। সবার খুশীর পারদ এতো উর্ধ্ব থাকে না। যখন জ্ঞান বুদ্ধিতে থাকবে তখন নেশা বাড়বে। বিশ্বের মালিক করতে একমাত্র বাবা পড়ান।

এখানে তো সবাই হল পতিত, রাবণ সম্প্রদায়। কাহিনী আছে না - রাম বানরদের সেনা নিয়েছিলেন। তারপরে এই এই কাজ করেছিলেন। এখন তোমরা জানো বাবা রাবণকে পরাজিত করে লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বরূপ প্রদান করেন। এখানে বাচ্চারা তোমাদের কেউ জিজ্ঞাসা করলে, তোমরা চট করে বলবে আমাদের ভগবান পড়ান। ভগবানুবাচ, টিচার যেমন বলবে আমরা তোমাদের ব্যারিস্টার বা অমুক তৈরি করব। নিশ্চয়ের সাথে পড়ায় এবং তারা সেই পদ প্রদান করে। যারা পড়ে তারাও নম্বর অনুসারে থাকে তাইনা। তারপরে তারা পদও প্রাপ্ত করে নম্বর অনুসারে, এও হল পড়াশোনা। বাবা মুখ্য উদ্দেশ্যটি সামনে দেখাচ্ছেন। তোমরা বুঝেছ এই ঈশ্বরীয় পাঠ পড়ে আমরা এমন স্বরূপধারী হব। খুশীর কথা, তাই না। আই. সি.এস যারা পড়ে, তারাও বুঝবে -আমরা এই পড়া করে এই কাজ করব, ঘর তৈরি করব, এমন করব। বুদ্ধিতে চলতে থাকে। এখানে আবার বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদের বাবা বসে পড়ান। সবাইকে পড়তে হবে, পবিত্র হতে হবে। বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে আমরা কোনও অপবিত্র কর্ম করব না। বাবা বলেন যদি কোনও উল্টো কর্ম করলে উপার্জিত জমা ধন নষ্ট হয়ে যাবে। এই মৃত্যুলোক হল পুরানো দুনিয়া। আমরা পড়া করি নতুন দুনিয়ার জন্য। এই পুরানো

দুনিয়া তো শেষ হয়ে যাবে। পরিস্থিতি গুলি এমন আছে। বাবা আমাদের পড়ান অমরলোকের জন্য। সম্পূর্ণ দুনিয়ার চক্র সম্পর্কে বাবা বোঝান। হাতে কোনও পুস্তক ইত্যাদি নেই, মুখে মুখেই বাবা বোঝান। সর্ব প্রথম কথা যা বাবা বোঝান - নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। আত্মা হল ভগবান পিতার সন্তান। পরমপিতা পরমাত্মা পরমধামে থাকেন। আমরা আত্মারাও সেখানেই থাকি। তারপর সেখান থেকে এখানে আসি পার্ট প্লে করতে। এ হল অসীমের বৃহত্তর মঞ্চ। এই মঞ্চে প্রথমে পার্ট প্লে করতে অ্যাক্টররা আসে ভারতে, নতুন দুনিয়ায়। এইরূপ তাঁদের অ্যাক্টিভিটি। তোমরা তাঁদের মহিমা বর্ণনাও কর। তাঁদের কি মাল্টি-মিলিনিওর বলা হবে? তাঁদের কাছে তো অপারিসীম অগাধ ধন সম্পদ থাকে। বাবা তো এমনই বলবেন, তাইনা - এই লোকেদের কথাই। কারণ বাবা তো হলেন অসীম জগতের পিতা। এইরূপও ড্রামায় নির্দিষ্ট আছে। অতএব যেমন শিববাবা তাঁদের এমন ধনসম্পদশালী করেন, তেমনই ভক্তিমার্গে আবার বাবার (শিবের) মন্দির তৈরি করে পূজার জন্য। সর্ব প্রথমে তাঁরই পূজা করা হয়, যিনি পূজ্য রূপে পরিণত করেন। বাবা রোজ রোজ অনেক বোঝান, নেশা বৃদ্ধির জন্য। কিন্তু নম্বর অনুযায়ী, পুরুষার্থ অনুসারে যারা বোঝে, তারা সার্ভিস করে, ফলে ফ্রেশ থাকে। অন্যথায় পুরানো বাসি হয়ে যায়। বাচ্চারা জানে, যথার্থ ভাবেই তাঁরা ভারতে রাজত্ব করতেন, অন্য কোনও ধর্ম ছিল না। দৈবী ধর্ম-ই ছিল। তারপরে অন্য অন্য ধর্ম এসেছে। এখন তোমরা বুঝেছ, এই সৃষ্টি চক্র কীরূপ পরিক্রমা করে। স্কুলে মুখ্য উদ্দেশ্য তো চাই, তাইনা। সত্যযুগের আদি কালে তাঁরা রাজত্ব করতেন, তারপরে ৮৪-র চক্রে এসেছেন। বাচ্চারা জানে, এ হল অসীম জগতের পঠন পাঠন। জন্ম জন্মান্তর তো জাগতিক দুনিয়ার পড়াশোনা করেছে, এই অসীমের পড়াশোনায় দৃঢ় নিশ্চয় থাকা চাই। সম্পূর্ণ সৃষ্টির আমূল পরিবর্তন করেন যিনি, রিজুভিনেট (মৃতবৎ অবস্থা থেকে তরতাজা করা) করেন যিনি, অর্থাৎ নরককে স্বর্গে পরিবর্তনকারী পিতা, আমাদের পড়ান। এইটুকু নিশ্চিত যে, মুক্তিধাম তো সবাই যেতে পারে। স্বর্গে সবাই আসবে না। এই কথা এখন তোমরা জানো, বাবা আমাদের এই বিষয় সাগর বেশ্যালয় থেকে মুক্ত করেন। এখন হল সঠিক অর্থেইবেশ্যালয়। কখন আরম্ভ হয়, সে কথাও তোমরা জেনেছ। ২৫০০ বছর হয়েছে যখন এই রাবণ রাজ্য আরম্ভ হয়েছে। ভক্তি শুরু হয়েছে। সেই সময় দেবী-দেবতা ধর্মের মানুষ ছিলেন যারা, তারা-ই বাম মার্গে এসে যায়। ভক্তির জন্য মন্দির নির্মাণ করে। সোমনাথের মন্দির কীরূপ বিশাল নির্মাণ করা হয়েছে। হিন্দু তো শুনেছ। মন্দিরে কি ছিল! সুতরাং সেই সময় কতখানি বিত্তশালী ছিলেন তারা! শুধু একটি মন্দির তো ছিল না তাইনা। হিন্দুতে কেবল একটি নাম (সোমনাথ) দেওয়া হয়েছে। মন্দির তো অনেক রাজারা নির্মাণ করেছে। একে অপরকে দেখে পূজা তো সবাই করবে তাইনা। অসংখ্য মন্দির ছিল। শুধু একটি মন্দির তো লুট করা হয় নি। অন্য মন্দির গুলিও আশেপাশে ছিল। তখন গ্রাম দূরে দূরে থাকত না। একে অপরের কাছাকাছি থাকত, কারণ যাতায়াতের জন্য ট্রেন ইত্যাদি তো ছিল না। খুব কাছে কাছে ছিল, পরে ধীরে ধীরে সৃষ্টি বিস্তৃত হয়েছে।

এখন তোমরা বাচ্চারা পড়াশোনা করছ। বৃহত্তর পিতা তোমাদের পড়াচ্ছেন। এই নেশা তো থাকা উচিত, তাইনা। বাড়িতে কখনও কান্নাকাটি করবে না। এখানে তোমাদের দৈব গুণ ধারণ করতে হবে। এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদের পড়ানো হয়। এ হল মধ্যখানের সময়, যখন তোমরা চেক্স হও। পুরানো দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়ায় যেতে হবে। এখন তোমরা পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে পড়াশোনা করছ। ভগবান তোমাদের পড়াচ্ছেন। তিনি সম্পূর্ণ দুনিয়াটি পরিবর্তন করেন। পুরানো দুনিয়াকে নতুন করেন, যে দুনিয়ার মালিক তোমাদের হতে হবে। বাবা বাচ্চাদের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তোমাদের যুক্তি বলে দেওয়ার জন্য। অতএব বাচ্চারা, তোমাদের সেই মতামত অনুসারে চলতে হবে। এই কথা তো বুঝতে পেরেছো যে, আমরা এখানকার বাসিন্দা নই। তোমরা কি আর জানতে যে আমাদের রাজধানী ছিল। এখন বাবা বুঝিয়েছেন -রাবণের রাজ্যে তোমরা খুব দুঃখে আছো। একেই বলে বিকারী দুনিয়া। এই দেবতারা হলেন সম্পূর্ণ নির্বিকারী। নিজেকে বিকারী বলে পরিচয় দেয়। এবারে এই রাবণের রাজ্য কবে আরম্ভ হয়েছে, কি হয়েছে একটুও কারো জানা নেই। বুদ্ধি একেবারে তমোপ্রধান হয়ে গেছে। সত্যযুগে ছিল পরশ বুদ্ধি, অতএব বিশ্বের মালিক ছিলে, অসীম সুখে ছিলে। তার নাম-ই ছিল সুখধাম। এখানে তো অসীম দুঃখ আছে। সুখের দুনিয়া ও দুঃখের দুনিয়া কীরকম হয় - সে কথাও বাবা বুঝিয়েছেন। কত সময় সুখ থাকে, কত সময় দুঃখ থাকে, মানুষ তো কিছুই জানে না। তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী বুঝতে পারে। একমাত্র অসীমের পিতা এই কথা বুঝিয়ে দেন। কৃষ্ণকে কি অসীমের পিতা বলা হবে? মন স্বীকার করে না। অথচ পিতা কাকে বলবে - সেই বোধও নেই। ভগবান বোঝান, আমার গ্লানি করে, আমি তোমাদের দেবতায় পরিণত করি, আমার কত গ্লানি করেছে তারপরে দেবতাদেরও গ্লানি করেছে, এমন বুদ্ধিহীন হয়েছে মানুষ। বলে ভজ গোবিন্দ। বাবা বলেন - হে বুদ্ধিহীন, গোবিন্দ-গোবিন্দ, রাম-রাম জপ করে বুদ্ধিতে এই কথা নেই যে কার ভজন করছে। পাথর-বুদ্ধিদের বুদ্ধিহীন বলা হবে। বাবা বলেন, এখন আমি তোমাদের বিশ্বের মালিক করি। বাবা হলেন সকলের সদগতি দাতা। বাবা বোঝান, তোমরা নিজের পরিবারের কর্তব্য কর্মে কতখানি আবদ্ধ থাকো! ভগবান যে কথা বলেন সেসব বুদ্ধিতে ধারণ করা উচিত। কিন্তু অসুরী মতানুযায়ী এমন জড়িয়ে আছে যে ঈশ্বরীয় মতানুসারে চলবে কীভাবে!

গোবিন্দ কে, কি বস্তু, সে কথা জানে না। বাবা বোঝান, তোমরা বলবে বাবা আপনি তো অনেকবার আমাদের বুঝিয়েছেন। এই রকম ড্রামায় নির্দিষ্ট আছে, বাবা আমরা আবার আপনার কাছে এই অবিনাশী অধিকার প্রাপ্ত করছি। আমরা নর থেকে নারায়ণ অবশ্যই হব। স্টুডেন্টদের সর্বদা পড়াশোনার নেশা থাকে, আমরা এমন হব। নিশ্চয় থাকে। এখন বাবা বলেন তোমাদের সর্বগুণ সম্পন্ন হতে হবে। কারো সঙ্গে ক্রোধ ইত্যাদি করবে না। দেবতাদের ৫-টি বিকার থাকে না। শ্রীমৎ অনুসারে চলা উচিত। শ্রীমৎ সবচেয়ে প্রথমে বলে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। তোমরা আত্মারা পরমধাম থেকে এসেছ এখানে পার্ট প্লে করতে, এই তোমাদের শরীরটি হল বিনাশী। আত্মা তো হল অবিনাশী। অতএব তোমরা নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো -আমি আত্মা পরমধাম থেকে এখানে এসেছি পার্ট প্লে করতে। এখন এখানে দুঃখে থাকো, তাই তো বল মুক্তিধামে যাব। কিন্তু তোমাদের পবিত্র করবে কে ? একজনকেই আহ্বান করা হয়, সেই পিতা এসে বলেন - আমার মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো, দেহ নয়। আমি বসে আত্মাদের বোঝাই। আত্মারা-ই ডাকে - হে পতিত-পাবন এসে পবিত্র করুন। ভারতই পবিত্র ছিল। এখন আবার আহ্বান করে - পতিত থেকে পবিত্র করে সুখধামে নিয়ে চলুন। কৃষ্ণের সঙ্গে তোমাদের প্রীতি তো আছেই। কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সবচেয়ে বেশি ব্রত, জপ, তপ ইত্যাদি কুমারীরা, মাতাগণ করে থাকে। নির্জলা উপবাস করে। যাতে কৃষ্ণপূরী অর্থাৎ সত্যযুগে যেতে পারে। কিন্তু জ্ঞান নেই, তাই এত বড় বড় হঠ ইত্যাদি করে। তোমরাও এতটাই কর, কিন্তু কাউকে জ্ঞান শোনাতে নয়, নিজেই কৃষ্ণপূরী যাওয়ার জন্য। তোমাদের কেউ বাধা দেয় না। তারা গভর্নমেন্টের সামনে উপবাস ইত্যাদি করে, হঠ করে - বিরক্ত করার জন্য। তোমাদেরকে কারো সামনে ধর্না দিয়ে বসতে হবে না। কেউ তোমাদের এইসব করতে শেখায়নি।

শ্রীকৃষ্ণ তো হলেন সত্যযুগের ফার্স্ট প্রিন্স। কিন্তু এই কথা কেউ জানতে পারে না। কৃষ্ণকে তারা দ্বাপর যুগে নিয়ে গেছে। বাবা বোঝান - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, ভক্তি এবং জ্ঞান দুই-ই হল আলাদা জিনিস। জ্ঞান হল দিন, ভক্তি হল রাত। কার ? ব্রহ্মার দিন ও রাত। কিন্তু এই কথাটির অর্থ না গুরুরা বোঝে, না তাদের শিষ্যরা। বাচ্চারা, জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্যের রহস্য বাবা তোমাদের বুঝিয়েছেন। জ্ঞান দিন, ভক্তি হল রাত এবং তার পরে হল বৈরাগ্য। তারা জানে না। জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য শব্দ গুলি হল অ্যাকিউরেট, কিন্তু অর্থ জানে না। এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ, বাবা জ্ঞান প্রদান করেন, ফলে দিন হয়ে যায়। ভক্তি আরম্ভ হলে রাত বলা হয়। কারণ ধাক্কা খেতে হয়। ব্রহ্মার রাত হল ব্রাহ্মণদের রাত, তারপরে হয় দিন। জ্ঞান দ্বারা দিন, ভক্তি দ্বারা হয় রাত। রাতে তোমরা বনবাসে বসে আছে পরে দিনে তোমরা কত ধনী হয়ে যাও। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

***নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে* :-**

***১)* বাবার কাছে এত যে খুশীর খাজানা প্রাপ্ত কর, সে কথা বুদ্ধিতে থাকে ?**

***২)* বাবা আমাদের বিশ্বের মালিক করতে এসেছেন, অতএব আমার আচার-আচরণ এমন আছে ? কথাবার্তার ধরন এমন আছে ? কখনও কারো গ্লানি বা অপমান করো না তো ?** ***৩)*- বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করার পরেও কোনও অপবিত্র কর্ম হয় না তো ?**

বরদান:- অতীতকে শ্রেষ্ঠ বিধি দ্বারা পার করে স্মরণীয় স্বরূপ প্রাদান করে পাস উইথ অনার ভব*
ব্যাখা: "পাস্ট ইজ পাস্ট " তো হতেই হবে। সময় এবং দৃশ্য সবই পার হয়ে যাবে, কিন্তু পাস অনার হয়ে প্রতিটি সঙ্কল্প বা সময়কে পার করো, অর্থাৎ অতীতকে এমন শ্রেষ্ঠ বিধি দ্বারা পাস করো, যে অতীতের স্মৃতি মনে পড়লেই বাঃ বাঃ -এর অনুভব হয়। অন্য আত্মারা তোমাদের অতীতের স্টোরি (কাহিনী) শুনে যেন শিক্ষা লাভ করে। তোমাদের অতীত, যদি স্মরণীয় - স্বরূপ হয়ে যায়, তাহলে কীর্তন করবে অর্থাৎ কীর্তির গান গাইবে।

স্লোগান:- স্ব কল্যাণের শ্রেষ্ঠ প্ল্যান বানাও, তবেই বিশ্বের সেবায় সকাশ প্রাপ্ত হবে।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার সাথে মাত্র একবার দৃষ্টির মিলনেই সমগ্র বিশ্বের মানুষেরাই উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, তাই তো বলা হয় পরমাত্মা বাবার দৃষ্টিতে আত্মার কি অপার আনন্দ.... "

প্রশ্ন :- বাচ্চারা, তোমাদের মনে খুশীর ঢোলক বাজতে থাকা উচিত - কিন্তু কেন ?

উত্তর :- যেহেতু তোমরা জানো, বাবা এসেছেন সবাইকে সাথে করে নিয়ে যেতে। এবার তোমরা তোমাদের অতি আপন বাবার সাথে আপন ঘরেই ফিরে যাবে। হাহাকারের পরেই হবে জয়জয়কার। বাবার একটিবারের দৃষ্টিতেই সমগ্র বিশ্বের মুক্তি ও জীবনমুক্তির অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। ফলে সমগ্র বিশ্বই তখন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠবে।

ওঁম্ শান্তি! আত্মাদের পিতা এখানে বসে ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে এই বিশেষ জ্ঞানের পাঠ পড়াচ্ছেন। বাচ্চারা, তোমরা তো জানো- তৃতীয় নেত্রেরও অস্তিত্ব আছে। বাবা তো সমগ্র দুনিয়ার আত্মাদেরকেই অবিনাশী উত্তরাধিকার দিতে আসেন। বাবার হৃদয়ে তো সবার জন্যই সেই উত্তরাধিকারের কথা স্মরণে থাকে। যেমন লৌকিক পিতার হৃদয়েও তার সন্তানের জন্য উত্তরাধিকারের কথা স্মরণে থাকে, কিভাবে সে তার সন্তানকে তা দেবে। আর তার যদি কোনো সন্তান না থাকে, তখন সে বিভ্রান্ত হয়ে ভাবে কাকে তা দেওয়া যায় ! তখন সে দত্তক নেয়। আর এখানে তো স্বয়ং বাবা প্রত্যক্ষ বসে আছেন, যিনি লক্ষ্য রাখেন সমগ্র বিশ্বের যত আত্মা আছে, সবার প্রতিই। বাবা চান সবাইকেই সবাইকে সেই উত্তরাধিকার দিতে। যদিও এইখানে বসে আছেন উনি, দৃষ্টি কিন্তু সমগ্র বিশ্বের প্রতি আর সমগ্র বিশ্বের আত্মাধারী মানুষদের প্রতি- কিভাবে সমগ্র দুনিয়াকে অপার আনন্দে রাখা যায়। এই কারণেই বাবা বোঝাচ্ছেন- বর্তমানের এই সময়টা হলো পুরুষোত্তম সপ্তমযুগ। তোমরাও জেনেছো, বাবা এসেছেন সবাইকে শান্তিধাম আর সুখধামে নিয়ে যাবার জন্য। যাতে সবাই অপার আনন্দে থাকতে পারে। অবিনাশী ড্রামার চিত্রনাট্য অনুসারে এইভাবেই কল্প-কল্প ধরে যেন বাচ্চারা অপার আনন্দেই থাকতে পারে। বাবা ওঁনার সব সন্তানকেই যে মনে রাখে। তা বাচ্চা যেখানেই থাকুক না কেন, বাবার দৃষ্টি তো থাকবেই বাচ্চার প্রতি। তবুও প্রত্যেক বাচ্চাই এই বিশেষ জ্ঞানের পাঠ পড়ে না। এদিকে ড্রামার চিত্রপট অনুসারে সবাইকেই যে ঘরে ফিরে যেতে হবে, তবেই তো ড্রামা সম্পূর্ণ হবে। অল্প সময় পরেই নিজেরাই তা বুঝতে পারবে, বিনাশ যে প্রায় দোরগোড়ায়। তারপর আবার নতুন দুনিয়ার স্থাপন হবে। যেহেতু আত্মা চৈতন্য সত্ত্বা, তাই বুদ্ধিতে তা আসবেই আসবে যে, এখন যখন বাবা এসেই পড়েছেন, স্বর্গ-রাজ্য তো স্থাপন হবেই হবে। আর আমরা আত্মারা শান্তিধাম চলে যাব । যদিও প্রত্যেকেরই গতি হবে আর সেই সাথে বি.কে.-দের হবে সদগতি। আর সেই উদ্দেশ্যই বাবা এসেছেন বি.কে.-রা যেন স্বর্গ-রাজ্যে পৌঁছাতে পারে। তবেই তো তোমাদের জয়জয়কার হবে। যেখানে বর্তমান দুনিয়ায় কেবলই হাহাকার অবস্থা। যেখানে-সেখানে আকালের দৃশ্য, কোথাও চলছে যুদ্ধ-বিগ্রহ, কোথাও বা ভূমিকম্প। এইসব কারণে হাজারে-হাজারে মৃত্যুও ঘটছে। যদিও এভাবেই তো মৃত্যু হওয়ারই আছে। কিন্তু সত্যযুগে এমন কিছু হয় না। বাবা সম্যক জানেন, উনি এলেই সমগ্র বিশ্ব আবারও হাহাকার থেকে মুক্ত হয়ে জয়জয়কার হয়ে উঠবে। বাবার এই আগমন হয় এই ভারত ভূ-খণ্ডেই। সমগ্র বিশ্বের তুলনায় ভারত যেন তখন ছোট্ট একটি গ্রাম। অর্থাৎ অসীম জগতের তুলনায় বাবার কাছে ভারত যেন ছোট্ট একটি গ্রাম। সত্যযুগও তেমনি অসীমের সমগ্র বিশ্বের তুলনায় ছোট্ট একটি গ্রামের মতনই হবে। অথচ এখন তার কতই না বিস্তার।

বাবার স্মৃতিতে কিন্তু সবকিছুই আছে। যিনি এই ব্রহ্মার শরীরের সাহায্য নিয়ে বি.কে.-দেরকে বোঝাচ্ছেন এসব। বাচ্চারাও তাদের পুরুষার্থ সেই ধারায় করে চলেছে, যেমনটা করে আসছে কল্প-কল্প ধরে। এই বাবা সেই কল্পবৃক্ষের বীজ স্বরূপ। পৃথিবীতে যেসব বৃক্ষ, তা তো জাগতিক বৃক্ষ। কিন্তু উর্ধ্বে তো বিমূর্ত (বিদেহী) বৃক্ষ। একমাত্র তোমরা বি.কে.-রাই তা জানো, কিভাবে থাকে সেই বৃক্ষের অবস্থান। লোকেরা তা বুঝেই উঠতে পারবে না। বুদ্ধিমান আর নির্বোধের মধ্যে এটাই হলো তফাৎ। একমাত্র সুবুদ্ধিসম্পন্নরাই সেই স্বর্গ-রাজ্যে রাজত্ব করতো, যে রাজ্যকে বলা হতো সত্যভূমি বা সত্যযুগ - অর্থাৎ স্বর্গরাজ্য।

বাচ্চারা, তোমাদের মনে এখন খুশীর জোয়ার বইতে থাকা উচিত। যেখানে বাবা স্বয়ং এখন এসেই গেছেন, এবার তো এই পুরোনো দুনিয়ার পরিবর্তন হবেই হবে। যে যত বেশী করে পুরুষার্থ করবে, সে তত উচ্চ পদের অধিকারী হতে পারবে। বাবা স্বয়ং যে তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন এখন। তোমাদের এমন স্কুলের আরও অনেক বৃদ্ধিও পেতে থাকবে। শীঘ্রই তা অনেক সংখ্যায় পরিণত হবে। যদিও সবার স্কুল একই স্থানে হবে না। তা হলে এত সংখ্যায় বি.কে. থাকবেই বা কোথায় ? বাচ্চারা, একথা যেন অবশ্যই স্মরণে থাকে তোমাদের, তোমরা এবার সুখধামবাসী হতে চলেছো। ঠিক যেমন কেউ ৮-১০ বছরের জন্য বিদেশে গিয়ে বসবাস করে আবার সে তার স্বদেশ ভারতে ফিরে আসে। ভারত গরীব দেশ হওয়ায় বিদেশীরা তেমন সুখভোগ করতে পারে না এখানে। তেমনি বর্তমানের এই ধরাধামে তোমরাও প্রকৃত সুখ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এখন অবশ্য তোমরা বুঝতে পারছো, তোমরা যে উন্নত পঠন-পাঠন করছো, তার দ্বারাই তোমরা দেবতা হয়ে স্বর্গ-রাজ্যের মালিক হতে পারবে। সেখানে তো অপার সুখ। তাই সবাই সেই সুখধামকেই স্মরণ করে। দুঃখধামের অজ-পাড়াগাঁ অর্থাৎ এই কলিযুগকে স্মরণ করবে না মোটেই, এখানে যে কেবল দুঃখ আর দুঃখ। রাবণের রাজ্য এই পতিত দুনিয়ায় আজ অপরম্ অপার দুঃখই দুঃখ। পরিবর্তনের আগামীতে আবার অপরম্ অপার সুখ আর সুখ। তোমরাই যোগবলের দ্বারা সেই অপার সুখের দুনিয়ার স্থাপন করছো। এই যোগ হলো রাজযোগ। বাবা স্বয়ং তা জানাচ্ছেন- এই যোগের দ্বারাই বি.কে.-দেরকে রাজার-ও রাজা করে গড়ে তুলবেন উনি। অতএব এমন উন্নত করে গড়ে তোলার টিচারকে কত মনোযোগ সহকারে স্মরণ করা উচিত --তাই না! টিচারের সাহায্য ছাড়া ব্যারিস্টার, ইঞ্জিনিয়ার, ইত্যাদি কিছুই যে হওয়া যায় না। যদিও এমন ধারার কথা একেবারে নতুন কথা যে, আত্মার সাথে আত্মার পিতা পরমাত্মার মিলন যোগই প্রকৃত যোগ। যারা একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল বহুকাল -কিন্তু তা কত সময় ধরে ? বাবা স্বয়ং তা ব্যাখ্যাসহ বোঝান তোমাদের। লোকেরা তো তা লক্ষ-কোটি বছর বলে। কিন্তু বাবা জানাচ্ছেন- তা সঠিক নয়, এই বিচ্ছেদ ৫-হাজার বছর পূর্বের। যে বাচ্চারা প্রথম দিকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছিল বাবার থেকে, ৫-হাজার বছর বাদে তারাই আবার সর্বাগ্রে এসে মিলিত হচ্ছে বাবার সাথে।

বাচ্চারা, তোমাদের অবশ্যই খুব তীব্র পুরুষার্থী হতে হবে। বাবা ওঁনার মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের দিয়ে কোনও কষ্টের কাজ করান না। উনি কেবল বলেন, নিজেদেরকে আত্মা অনুভব করতে। জীব আত্মা (জীবাত্মা) বলা হয়, তাই না ! আত্মা অবিনাশী আর জীব বিনাশী। এই আত্মাই এক শরীর ত্যাগ করে অন্য কোনও নতুন শরীর গ্রহণ করে। আত্মা কখনই পুরোনো হয় না। সত্যি কি আশ্চর্যের কথা। তোমাদেরকে যিনি পড়ান তিনি যেমন ওয়াল্ডারফুল, তোমাদের পঠন-পাঠনও তেমনই ওয়াল্ডারফুল। যদিও সবাই তা স্মরণে রাখতে পারে না, অনেকেই তা ভুলে যায়। আগের জন্মে কে কি পড়েছিল, তা কি কারও স্মরণে থাকে ? কিন্তু এই পঠন-পাঠন এমনই যে, এখন তোমরা যা

কিছু পড়ছো, জানছো, শিখছো তার রেজাল্ট অর্থাৎ ফল পাবে নতুন দুনিয়ায় গিয়ে। যা কেবল বি.কে.-রাই তা জানে। অতএব তোমাদের অবশ্যই তা মনে রাখতে হবে- বর্তমান সময়কালটা পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ, এর পরেই তোমাদের অবস্থান হবে নতুন দুনিয়াতে। এই কথা সঠিকভাবে স্মরণে থাকলে বাবা-ও স্মরণে থাকবে। তাই তো স্মরণের যোগে থাকার জন্য বাবা কতই না উপায় জানান। একাধারে ইনি যেমন বাবা, অন্যদিকে তিনিই আবার টিচার এবং সদগুরুও তিনিই। তাই তিন রূপেই ওনাকে স্মরণ করবে। স্মরণের যোগে যোগযুক্ত হবার কি সুন্দর যুক্তি দেন বাবা। কিন্তু মায়া-ই সেসব ভুলিয়ে দেয় তোমাদের। বাবা এই নতুন দুনিয়া স্থাপন করাচ্ছেন, এবং উনিই তোমাদের জানাচ্ছেন- তোমরা সর্বদাই স্মরণে রাখবে বর্তমান এই সময়কালটাই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। তবুও কেন যে তোমরা তা স্মরণে রাখতে পারো না। স্মরণে যোগযুক্ত থাকার জন্য এমন কতই তো যুক্তি বলছেন তোমাদের। তার সাথে সাথে এই সতর্ক-বার্তাও জানিয়ে দিচ্ছেন- মায়া কিন্তু খুবই পাওয়ারফুল। মুহূর্তে মুহূর্তে তোমাদেরকে ভুলিয়ে দেবে এবং দেহ-অভিমानी বানিয়ে দেবে। তাই যতক্ষণ সময় পাবে, ততক্ষণই স্মরণ করতে থাকবে বাবাকে। উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে দেহ-ভাবকে ভুলে থেকে নিজেকে দেহী-ভাবে অর্থাৎ আত্মিক স্থিতিতে থাকবে। ব্যস্ এইটুকুই যা পরিশ্রম। এর তুলনায় জ্ঞানের পাঠ অনেক সহজ। বাচ্চারা, তোমরা সবাই বলো যে, স্মরণে যোগযুক্ত হয়ে বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারো না। যখনই তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে থাকো, তখনই মায়া তার আকর্ষণ শক্তি দ্বারা তোমাদেরকে তার দিকে টানতে থাকে। অবিনাশী নাটকের এই খেলার চিত্রনাট্য তো এর উপরেই রচিত। তোমরা নিজেরাও তা জানো, তোমাদের বুদ্ধির যোগ ও জ্ঞানের এই পাঠ যা কেবলমাত্র বাবার সাথেই থাকার কথা, তবুও তা ভুলে যাও। অথচ তা ভোলা উচিত নয় মোটেই। বাস্তবে ক্লাসে এইসব চিত্রাদির দরকার পড়ে না। তবুও পঠন-পাঠনের সময় সামনে কিছু তো থাকা দরকার। কত প্রকারেরই চিত্র বানানো হয়।

বাচ্চারা, পাণ্ডব গভর্নমেন্টের প্ল্যান-প্রোগ্রাম কেমন, তা লক্ষ্য করো। যেমন জাগতিক অন্যসব গভর্নমেন্টেরও অনেক প্ল্যান-প্রোগ্রাম থাকে। একমাত্র বি.কে.-রাই বুঝতে পারে নতুন দুনিয়ায় কেবল ভারত ভূ-খণ্ডেরই অস্তিত্ব থাকে। যেহেতু নতুন সেই দুনিয়া হয় ছোট আকারের। তখন সমগ্র বিশ্বের মালিক হয় এই ভারত ভূখণ্ড। দুনিয়ার সবকিছুই তখন থাকে নতুন। দুনিয়া কিন্তু এই একটাই অর্থাৎ এই দুনিয়াই। বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের কর্ম-কর্তব্যের ভূমিকায় পার্টধারীরাও একই। এইভাবেই কল্প-চক্রের পটচিত্র ঘুরতেই থাকে। তোমরা তা হিসেব মিলিয়ে দেখতেও পারো, কত সেকেন্ড, কত মিনিট, কত ঘন্টা, কত দিন, কত বছর সম্পূর্ণ করে চিত্রনাট্য সেই একই অবস্থানে আবার ফিরে আসে। এই হিসেব মিলাতে মিলাতে দেখবে তা পুরো ৫-হাজার বছর হয়েছে। সেই একই সীন-সীনারী, একই ধরনের খেলা-ধূলা, একই অবস্থানে ফিরে আসে। এবার ভাবো, কত বিশাল অসীমের এই কল্প-বৃক্ষ। যার পাতা ও ডালপালা গুনেও শেষ করা যায় না। এই বৃক্ষের গোড়া অর্থাৎ ফাউন্ডেশনই হলো দেবী-দেবতা ধর্ম ! পরে এর থেকে তিনটি প্রধান শাখা অর্থাৎ মুখ্য ধর্মের উৎপত্তি হয়। অবশ্য ডাল-পাতার মতন অনেক কিছুই বেরিয়ে আসে সেই মুখ্য ধর্মগুলির সাথে। কারও সাধের মধ্যে নেই এতগুলো সব গুনে হিসেব করবে। বর্তমানে তো সবগুলি ধর্মেরই অনেক অনেক বিস্তার হয়েই চলেছে। এই সব মিলেই অসীমের এই বিশাল কল্প-বৃক্ষ। কিন্তু এরপর আর কোনও ধর্মের অস্তিত্বই থাকবে না। যদিও এখন সেই বৃক্ষই দাঁড়িয়েই আছে, কিন্তু তার ফাউন্ডেশন অর্থাৎ আদি মূল কাণ্ডটাই যে নেই। ঠিক যেন কলকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনের উদাহরণ। এমন ওয়ান্ডারফুল বৃক্ষ কেবল একটাই আছে। বাবা এর অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছেন উদাহরণস্বরূপ তোমাদেরকে ড্রামার প্লট

বোঝাবার জন্য। গাছ আছে অথচ তার ফাউন্ডেশন মূলটাই নেই। এটাই বোঝার ব্যাপার। এইভাবেই বাবা তোমাদেরকে কত বুঝদার করে গড়ে তোলেন। তেমনি দেবতা ধর্মেরও ফাউন্ডেশন আজ আর নেই। পরিবর্তিত সামান্য যা আছে, তা যেন আটা মাথার সময় যেটুকু নুন দেওয়া হয় তেমনই। যার চিহ্ন প্রায় লোপ হয়ে গেছে, সামান্য একটু অবশিষ্ট আছে। অতএব বাচ্চারা, এই সমস্ত জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে অবশ্যই ধারণ করা উচিত। তোমাদের এই বাবা যে জ্ঞানের সাগর, তাই ওনার বুদ্ধিতে এসব জ্ঞান ধারণ করা আছে। বাবা সেই জ্ঞানগুলিই জানিয়ে তোমাদেরও ওঁনার সমান জ্ঞানী করে গড়ে তুলতে চাইছেন। অসীমের এই কল্প-বৃক্ষ উলটানো অবস্থায় থাকে, আর বাবা হলেন সেই বৃক্ষের বীজরূপ। এটাই অসীম জগতের এ এক আশ্চর্য ড্রামা। অতএব তোমাদের বুদ্ধির যোগ এখন সেই উপরের অসীম জগতেই থাকা উচিত। যেহেতু এখন তোমরা অবগত হয়েছো বাবা আর ওনার রচনাকে। যদিও অনেক কিছুই লেখা আছে শাস্ত্রগুলিতে, কিন্তু ঋষি মুনিরা সেসব জানবেই বা কি প্রকারে ? একজনও যদি তা জানতো, তবে তো পরম্পরায় তা চলেই আসতো। তবে আর এই বিশেষ জ্ঞানের পাঠ পড়ানোর জন্য বাবাকে আসতে হতো না। তাতেই সবার সদগতি হয়ে যেত। বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের এই ড্রামা থেকে মাঝপথে কেউ ছেড়ে ফিরে যেতে পারে না। নাটক সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ভূমিকা পালনকারীরা সবাই তাদের নিজ নিজ কর্ম-কর্তব্যের ভূমিকা চালিয়েই যেতে থাকে, যতক্ষণ না পর্যন্ত বাবা এসে হাজির হন। এরপর আত্মাদের সবার ভূমিকা সম্পূর্ণ করে সবাই এই দুনিয়াকে একেবারে খালি করে বাবার সাথেই যাবে আপন গৃহে বরযাত্রীর মতন হয়ে। তার পূর্বে তো আর সেখানে গিয়ে বসে থাকবে না। এইভাবেই বাচ্চাদেরকে সামনে বসিয়ে যুক্তিযুক্ত নানান জ্ঞানের পাঠ পড়ান এই বাবা। কিভাবেই বা বিশ্বের এই সৃষ্টি-চক্র বারংবার পুনরাবৃত্তি ঘটে। সত্যযুগ, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগ - তারপর পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। সঙ্গমযুগের আলোচনা তো করে লোকেরা, কিন্তু ঠিক কোন সময়কালটা যে সঙ্গমযুগ, তারই প্রকৃত ধারণা নেই কারও।

বাচ্চারা, এখন তো তোমাদের সম্যক ধারণা হয়েছে - যুগ চারটি। আর বর্তমান সময়কালটা হলো লিপিমার যুগ, যাকে "মিডগেট" অর্থাৎ বামনযুগ বা ছোটযুগ বলা হয়। কৃষ্ণকে সেই বামনযুগেই দেখানো হয়। এটাই হলো বিশেষ জ্ঞান। ভক্তি-মার্গে এই জ্ঞানকেই বিকৃত করে কি থেকে কি বানিয়েছে ! এইভাবেই সমস্ত জ্ঞানকেই জট পাকিয়ে রেখেছে। আর তা সঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারে একমাত্র এই বাবা। প্রাচীন রাজযোগ শেখার জন্য এখান থেকে বিদেশে যায় লোকেরা। এটাই তো ঘটনা - তাই না ! প্রাচীন অর্থাৎ শুরুর আদি। সেই সহজ রাজযোগ শেখাবার জন্যই তো বাবার আগমন এখানে। সুতরাং কত মনোযোগ দেওয়া উচিত। তেমনি তোমরা বি.কে.-রাও এই দুনিয়াতে স্বর্গ-রাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে কতই না মনোযোগ দিচ্ছো। তোমরা আত্মাধারীরা সেই স্মরণের যোগেই যে যোগযুক্ত থাকো। বাবা আরও জানাচ্ছেন- এই বিশেষ জ্ঞানের শিক্ষা আবারও আমিই এসে দেবো তোমাদেরকে, যা এখন তোমাদেরকে শোনাচ্ছি। নতুন দুনিয়া স্থাপনের উদ্দেশ্যে এটাই নতুন জ্ঞান। এই বিশেষ জ্ঞান বুদ্ধিতে ধারণ করলে মনে খুশীর জোয়ার বইতে থাকে। এদিকে আর খুব অল্প সময়ই অবশিষ্ট আছে। তারপরেই তো আপন ঘরে ফেরার পালা। একদিকে যেমন খুশীর জোয়ার অন্যদিকে আবার মনে হয় যে, এমন মিষ্টি বাবাকে বাচ্চারা দেখতে পাবে আবার অন্য কল্পের সঙ্গমযুগে। একমাত্র এই বাবা-ই যে বাচ্চাদের জন্য এত সুখের বন্দোবস্ত করেন। বাবা স্বয়ং আসেন বাচ্চাদের শান্তিধাম ও সুখধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তাই তো যখন তোমরা শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করো, সেইসঙ্গে বাবাও যে স্মরণে এসে যায়। অতএব এখন এই দুঃখধামকে একেবারেই ভুলে যাও। এটাই অসীমের বাবার অসীমের উপদেশ। এই পুরোনো

দুনিয়ার আকর্ষণ ঝেড়ে ফেলতে পারলে অবশ্যই খুশী আসবে। তবেই তো তার বদলে সুখধামে পৌঁছাতে পারবে। এই পদ্ধতিতেই তো ধীরে ধীরে সতোপ্রধান অবস্থায় পৌঁছে যাবে। কল্প-কল্প ধরে যারা এমন হয়ে এসেছে আবারও তারাই তা হবে। এই কারণেই সে খুশীর জোয়ারে ভাসতে থাকবে। তখন অনায়াসেই সে তার এই পুরনো শরীর ত্যাগ করতে পারবে। পরবর্তীতে নতুন শরীর গ্রহন করে সতোপ্রধান দুনিয়ায় আসবে। যদিও তখন এই বিশেষ জ্ঞানের অবলুপ্তি ঘটবে। কত সহজ-সরল এই কথা। রাতে শোবার সময় এইসব কথাগুলিকে স্মরণ করলে খুশীর জোয়ারে ভাসতে থাকবে। মনে হবে আমি তো এমনই হতে চলেছি। নিজেই নিজেকে পরীক্ষা করো- সারাদিন আমি তো কোনও দুষ্কর্ম করিনি ? ৫-বিকারের মধ্যে কোনও বিকারের বশবর্তী হয়ে কোনও দুষ্কর্ম তো করিনি ? কোনও প্রকার লোভের বশবর্তী তো হইনি ? এইভাবে নিজেকেই নিজের চেকিং করতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সূমন আর সুপ্রভাত।
আম্মাদের পিতা পরমাত্মা ঔঁনার আম্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) যোগবলের দ্বারাই অপার সুখের দুনিয়া স্থাপন করতে হবে। পুরোনো এই দুঃখের দুনিয়াকে ভুলে যেতে হবে। মনে এই খুশী যেন থাকে, আমি সত্য-খণ্ডের মালিক হতে চলেছি এবার।

২) রোজই নিজের চেকিং নিজেকেই করতে হবে- সারাদিনের মধ্যে কোনও বিকারের বশবর্তী হইনি তো আমি ? কোনও দুষ্কর্ম করিনি তো আমি ? কোনও প্রকার লোভের বশবর্তী হইনি তো আমি ?

বরদান :- সদা এক ও একমাত্র বাবার স্নেহের সাগরে নিমজ্জিত হয়ে সহযোগী ও সহজযোগী আম্মা ভব

ব্যাখ্যা :- বাবার প্রতি অতি ভালবাসার প্রিয় বাচ্চারা, তারাই স্নেহী আম্মা হয়ে সদা বাবার শ্রেষ্ঠ কার্যে সহযোগী হয়। যে যত বেশী সহযোগী হয়, সে তত সুন্দর সহজযোগী হতে পারে। সে হয় বাবার স্নেহের সাগরে নিমজ্জিত সহযোগী আম্মা, সে কখনই মায়ার সহযোগী হয় না। তার প্রতিটি সংকল্পে কেবল বাবা আর সেবা বিরাজ করে। তাই ঘুমের সময় তাদের খুব আরামেই নিদ্রা হয়, যার ফলস্বরূপ শান্তি আর শক্তির প্রাপ্তিও হয়। তাদের সেই নিদ্রা যেন নিদ্রা নয়, মনে হয় যেন, অনেককিছু উপার্জন করার আনন্দে খুশীতে গা এলিয়ে শুয়ে আছ। এমনই বিশাল পরিবর্তন আসে তাদের।

স্লোগান :- প্রেমের অশ্রু হৃদয়ের মণিকোঠায় মুক্তো হয়ে যায়।

. ঔঁম্ শান্তি!

১৩-১০-১৯ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইসঃ ২১-০২-৮৫ মধুবন

শীতলতার শক্তি

আজ জ্ঞান সূর্য, জ্ঞান চন্দ্রমা তাঁদের লাকি আর লাভলি নক্ষত্রদের দেখছেন। এই আধ্যাত্মিক তারামন্ডল সারা কল্পে কেউ দেখতে সক্ষম নয়। তোমরা সব আধ্যাত্মিক নক্ষত্র আর জ্ঞান সূর্য, জ্ঞান চন্দ্রমা এই অতি মনোরম এবং অনন্যসুলভ তারামন্ডল দেখছ। যাদের সায়েন্সের শক্তি আছে, তারা এই আধ্যাত্মিক তারামন্ডল দেখতে অপারগ। যাদের সাইলেন্সের শক্তি আছে তারা এই তারামন্ডল দেখতে এবং জানতে পারে। তাইতো, আজ তারামন্ডল পরিভ্রমণ করাকালীন ভিন্ন ভিন্ন তারাগণ দেখে বাপদাদা পুলকিত হচ্ছেন, কীভাবে প্রত্যেক নক্ষত্র জ্ঞান সূর্যের থেকে সত্যতার লাইট আর মাইট নিয়ে বাবা সমান সত্যতার শক্তিসম্পন্ন সত্য স্বরূপ হয়ে উঠেছে। আর জ্ঞান চন্দ্রমার থেকে শীতলতার শক্তি ধারণ করে চন্দ্রমা সমান শীতল স্বরূপ হয়েছে। এই দুই শক্তি সত্যতা আর শীতলতা সদা সহজেই তোমাদের সফলতা প্রাপ্ত করতে সমর্থ বানায়। একদিকে সত্যতার শক্তির অতি মহান নেশা, অপরদিকে যতটা উঁচু নেশা ততটাই শীতলতার আধারে তোমরা যে কোনও রকম অশুদ্ধ নেশায়ুক্ত বা ক্রোধিত আত্মাকে শীতল বানাতে পার। 'আমি আমি' - এই আমিষ বোধের যে কোনরূপ অহংকারের নেশা অন্যদের হতে পারে, কিন্তু তোমাদের শীতলতার শক্তি দ্বারা 'আমি আমি' বলার পরিবর্তে তারা 'বাবা বাবা' বলতে শুরু করে। শীতলতার শক্তি দ্বারা সত্যতা প্রমাণ করলে সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়। নয়তো, যখন শীতলতার শক্তি ব্যতীত তোমরা সত্যতা প্রমাণের চেষ্টা কর, আর তা' প্রমাণ হলেও অজ্ঞানী যারা, তারা তোমাদের প্রমাণ করার লক্ষ্যকে জিদ মনে করে। সেইজন্য সত্যতা আর শীতলতা উভয়ই সমানভাবে একসঙ্গে প্রয়োজন, কারণ আজকের বিশ্বে প্রত্যেক মানুষ কোনও না কোন অগ্নিতে জ্বলছে। এইরকম অগ্নিতে জ্বলন্ত আত্মাকে প্রথমে শীতলতার শক্তি দ্বারা অগ্নিকে শীতল কর। শুধুমাত্র শীতলতার আধারে তারা সত্যতাকে জানতে পারবে।

শীতলতার শক্তি অর্থাৎ আত্মিক স্নেহের শক্তি। চন্দ্রমা মা স্নেহের শীতলতা দ্বারা যে কোনও ব্রষ্ট বাচ্চাকে পরিবর্তন করে দেন। সুতরাং স্নেহ অর্থাৎ শীতলতার শক্তি যে কোনও অগ্নিদগ্ধ আত্মাকে শীতল বানিয়ে সত্যতা ধারণ করানোর যোগ্য করে তোলে। সর্বাগ্রে চন্দ্রমার শীতলতার মাধ্যমে তোমরা যোগ্য হও, পরে জ্ঞান সূর্যের সত্যতার শক্তিতে যোগী হয়ে যাও! সুতরাং জ্ঞান চন্দ্রমার শীতলতার শক্তি বাবার সামনে আসার যোগ্য বানায়। যোগ্য না হলে তোমরা যোগীও হতে পারবে না। সুতরাং, সত্যতা জানার আগে তোমাদের শীতল হতে হবে। সত্যতা ধারণ করার জন্য শক্তি প্রয়োজন। সুতরাং, যে আত্মার শীতলতার শক্তি আছে, সে তার সঙ্কল্পের গতিতে, বোলে, সম্পর্কে সব পরিস্থিতিতে শীতল হবে। সঙ্কল্পের গতি ফাস্ট (দ্রুত) হওয়ার কারণে অনেক ওয়েস্টও হয় আর কন্ট্রোল করতেও সময় নষ্ট হয়। তারপরে, সেই সমস্ত যখনই তোমরা কন্ট্রোল করতে বা পরিবর্তন করতে চাও, তা'তে আরও সময় আর শক্তি বেশি লাগতে হয়। যথার্থ গতিতে যারা চলে অর্থাৎ যারা শীতলতার শক্তির প্রতিমূর্তি হয়ে থাকে, তারা ব্যর্থ থেকে রক্ষা পায়। অ্যাঙ্কিডেন্ট থেকে রক্ষা পায়। এটা কেন, কি, এইরকম নয় ওইরকম - ফাস্ট স্পিডের এই ব্যর্থ থেকে তারা রেহাই পায়। ঠিক যেমন বৃষ্টির ছায়া যে কোনও পথিককে আরাম দেয়, সহযোগী হয়, একইভাবে শীতলতার শক্তিও অন্য আত্মাদের নিজের শীতলতার ছায়া দিয়ে সদা সহযোগের আরাম দেয়। সবাই আকৃষ্ট হবে এবং উপলব্ধ হবে এই আত্মার কাছে গিয়ে কয়েক মুহূর্ত তার শীতলতার ছায়ায় শীতলতার সুখ, আনন্দ

নিই । যেমন চারিদিকে খুব কড়া রোদ থাকলে তোমরা ছায়াবৃত স্থানই খুঁজবে, তাই না ! ঠিক একইভাবে আত্মাদের নজর বা আকর্ষণ এইরকম আত্মাদের দিকে যায় । এখন বিশ্বে বিকার অগ্নি আরও তীব্র হতে চলেছে । আগুন লাগলে যেমন মানুষ চিংকার করে, শীতলতার আশ্রয় খোঁজে, নয় কি ! সেরকমই এই মানব আত্মারা হতাশায় তোমরা সব শীতল আত্মাদের কাছে আসবে । শীতলতার কয়েক ফোঁটা দিয়ে আমাদের সিঞ্চন কর - এইভাবে তারা চিংকার করবে । একদিকে বিনাশ অগ্নি, অন্যদিক বিকার অগ্নি ; তৃতীয় দিক - তাদের দেহ আর দেহগত সম্বন্ধ, পদার্থের মোহাগ্নি ; চতুর্থ দিক - অনুশোচনার অগ্নি । চতুর্দিকে তোমরা আগুন ব্যতীত আর কিছুই দেখবে না । সুতরাং, এইরকম সময়ে তারা তোমরা সব শীতলতার শক্তির কাছে দৌড়ে দৌড়ে আসবে, 'সেকেন্ডের জন্যও আমাদের শীতল কর ।' এইরকম সময়ে শীতলতার শক্তি নিজেদের মধ্যে এত জমা হওয়া প্রয়োজন, যাতে চারদিকের অগ্নিতাপে তোমরা আক্রান্ত না হও । চারদিকের অগ্নি নিবারণ করে শীতলতার বরদাত্রী শীতলা হও । যদি চার প্রকার অগ্নির সামান্যতম অংশও থাকে, তবে সেই সামান্য থেকে যাওয়া অগ্নির অংশ চতুর্দিকে আগুন ছড়িয়ে দেবে, ঠিক যেমন ভাবে আগুন ছড়িয়ে পড়ে । সুতরাং, এটা চেক কর ।

বিনাশ জ্বালার অগ্নি থেকে রক্ষা পাওয়ার সাধন নির্ভীকতার শক্তি । নির্ভীকতা বিনাশ জ্বালার প্রভাবে তোমাদের অস্থির হতে দেয় না, চঞ্চলতার মধ্যে নিয়ে আসে না । বিনাশ জ্বালায় ভয়ভীত আত্মাদের তোমরা নির্ভীকতার আধারে শীতলতার শক্তি দেবে । তারপরে, সেই আত্মারা ভয়-অগ্নি থেকে রক্ষা পেয়ে শীতলতার কারণে খুশিতে নাচবে । বিনাশ দেখেও স্থাপনার দৃশ্যও দেখবে । তাদের এক নয়নে মুক্তি-সুইট হোম, আরেক নয়নে জীবনমুক্তি অর্থাৎ স্বর্গ সমাহিত হয়ে থাকবে । তারা শুধু দেখবে নিজের ঘর নিজের রাজ্য । লোকে হয় হয় করবে, চিংকার করবে, 'সবকিছু শেষ হয়ে গেল, আমি মরে যাচ্ছি !' আর তোমরা বলবে, 'নিজের মিষ্টি ঘরে, নিজের রাজ্যে যাচ্ছি ।' নাথিং নিউ ! 'আমাদের ঘর, আমাদের রাজ্য' - তোমরা এই ঘুঙুর পরবে ; এই খুশিতে তোমরা নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে একসাথে ঘরে ফিরবে । লোকে আর্তনাদ করবে, আর তোমরা একসাথে ফিরে যাবে । শুনেই তোমরা খুশি হচ্ছে, তবে সেই সময় কত খুশি হবে ! তাহলে, চার অগ্নি থেকে তোমরা শীতল হয়ে গেছ, হয়েছে না ? তোমাদের তো শোনানো হয়েছে, বিনাশ জ্বালা থেকে রক্ষা পাওয়ার সাধন নির্ভীকতা । একইভাবে, বিকারের অংশমাত্র থেকে বাঁচার সাধন - নিজেদের আদি অনাদি বংশ স্মরণ করা । অনাদি বাবার বংশভূত আমি সতঃপ্রধান আত্মা । আদি বংশভূত আমি দেব আত্মা । দেব আত্মা ১৬ কলা সম্পন্ন, সম্পূর্ণ নির্বিকারী । সুতরাং অনাদি আদি বংশ স্মরণ করলে বিকারের অংশমাত্রেরও সমাপ্তি ঘটবে ।

একইভাবে, তৃতীয় অগ্নি হলো দেহের প্রতি এবং দেহ সম্বন্ধীয়দের এবং স্থূল পদার্থের প্রতি মমত্ব-অগ্নি । এই অগ্নি থেকে রক্ষা পাওয়ার সাধন - বাবাকে তোমাদের জগৎ বানিয়ে নেওয়া । বাবাই যদি হন সারা সংসার, তবে সবকিছু অসার হয়ে যায় । কিন্তু কার্যত তোমরা কী কর, সেটা বাবা পরে অন্যদিন শোনাবেন । বাবাই সংসার, এটা স্মরণে থাকলে, না থাকবে দেহ, না থাকবে সম্বন্ধ আর না থাকবে স্থূল পদার্থ । সবকিছুর অবসান !

চতুর্থ বিষয় - অনুশোচনার অগ্নি । এর সহজ সাধন সর্বপ্রাপ্তি স্বরূপ হওয়া । অপ্রাপ্তি অনুশোচনা করায় । প্রাপ্তি অনুশোচনার অবসান ঘটায় । এখন সব প্রাপ্তি সামনে রেখে চেক কর, কোনও প্রাপ্তির

অনুভব থেকে বঞ্চিত হওনি তো ! প্রাপ্তির লিস্ট আছে তো, তাই না ! অপ্রাপ্তি সমাপ্ত অর্থাৎ অনুতাপ সমাপ্ত । এখন এই চার বিষয়কে চেক কর, তবেই শীতলতা স্বরূপ হয়ে যাবে । অন্যদের তাপ শীতল করে শীতল যোগী বা শীতলা দেবী হয়ে যাবে । সুতরাং বুঝেছ শীতলতার শক্তি কী ! সত্যতার শক্তি সম্বন্ধে তোমাদের আগেই বলা হয়েছে । বাবা পরেও তোমাদের বলবেন । সুতরাং, শুনেছ তোমরা, বাবা তারামন্ডলে কী দেখেছেন ! বাবা তোমাদের অন্য সময়ে বলবেন । আচ্ছা -

সদা চন্দ্রমা সমান শীতলতার শক্তিস্বরূপ বাচ্চাদের, সত্যতার শক্তি দ্বারা যারা সত্যযুগ নিয়ে আসে, সদা শীতলতার ছায়ায় সকলকে হৃদয়ের আরাম দেয় এমন বাচ্চাদের, সদা চতুর্দিকের অগ্নি থেকে সেফ থাকে, শীতল যোগী শীতলা দেবী সেই বাচ্চাদের জ্ঞান সূর্য, জ্ঞান চন্দ্রমার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

বিদেশি টিচার্স ভাই বোনেদের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎকার

এটা কোন্ গ্রুপ ? (রাইটহ্যান্ড সেবাধারীদের) আজ বাপদাদা তাঁর ফ্রেন্ডস-এর সাথে মিলিত হতে এসেছেন । ফ্রেন্ডসের সম্পর্ক অতি মনোরম । বাবা যেমন সদা বাচ্চাদের স্নেহে সমাহিত হয়ে আছেন, ঠিক একইভাবে বাচ্চারও বাবার স্নেহে সমাহিত হয়ে আছে । সুতরাং এটা লাভলীন গ্রুপ অর্থাৎ স্নেহে নিমজ্জিত হওয়া গ্রুপ । ভোজনপান করতে করতে, চলতে ফিরতে কোথায় লীন হয়ে থাক ? তোমরা ভালোবাসায় ডুবে থাক, তাই না ? ভালোবাসায় নিমজ্জিত থাকার স্থিতি সদা সব পরিস্থিতিতে সহজেই বাবা সমান বানিয়ে দেয়, কারণ বাবার ভালোবাসায় লীন হলে তাঁর সঙ্গে রঙে তোমরা রঙিন হবে, তাই না ? পরিশ্রম বা যে কোন সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়ার সহজ সাধন লাভলীন থাকা অর্থাৎ ভালোবাসায় নিমজ্জিত হওয়া । ভালোবাসায় নিমজ্জমান হওয়ার এই স্থিতি ভাগ্যের ব্যাপার (লাকি) । তোমাদের এই স্থিতিতে মায়া আসতে পারে না । সুতরাং, এই গ্রুপ বাপদাদার অতি স্নেহী, কাছের এবং সমান । তোমাদের সঙ্কল্প আর বাবার সঙ্কল্পে ফারাক নেই । তোমরা এত কাছের, নয় কি ? আর শুধুমাত্র তখনই বাবা সমান বিশ্ব কল্যাণকারী হতে পার । যা বাবার সঙ্কল্প তা' বাচ্চাদের সঙ্কল্প । যা বাবার বোল, তা' বাচ্চাদের । তাহলে তোমার প্রতিটা কর্ম কেমন হওয়া উচিত ? (আয়না) সুতরাং তোমাদের সব কর্ম এমন আয়না হতে দাও যাতে বাবা প্রতীয়মান হন । এমনই গ্রুপ, তাই না ? অনেক রকম আয়না হয়, দুনিয়াতেও এমন অনেক আয়না বানানো হয়, যাতে ছোট জিনিস বড় আর বড় জিনিস ছোট দৃশ্যগোচর হয় । সুতরাং, তোমাদের প্রতিটা কর্মরূপী দর্পণ কী দেখাবে ? সবকিছু যেন ডবল দেখা যায়, তুমি আর বাবা । তোমার মধ্যে বাবাকে প্রতীয়মান হতে দাও । তোমরা ব্রহ্মা বাবার মধ্যে সদা ডবল দেখেছ, দেখেছ না ? একইভাবে, তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে বাবাকে প্রতীয়মান হতে দাও । তাহলে ডবল তো দেখা যাচ্ছে, তাই না ? তোমরা কি এমনই আয়না ? তোমরা সব সেবাধারী বিশেষ কোন্ সেবার নিমিত্ত ? বাবাকে প্রত্যক্ষ করারই বিশেষ সেবা । সুতরাং, নিজেদের প্রতিটা কর্ম, বোল, সঙ্কল্প দ্বারা বাবাকে দেখানো । এইরকম কার্যে সদা থাক তো ! কখনও কোন আত্মা যদি আত্মাকে দেখে ভাবে যে সেই আত্মা খুব ভালো বলে, খুব ভালো সেবা করে, খুব ভালো দৃষ্টি দেয়, তাহলে সেটা বাবাকে দেখেছ না, সেই আত্মাকেই দেখেছ । সুতরাং এটাও রং । তোমাকে দেখে তাদের মুখ থেকে বের হতে দাও 'বাবা', শুধুমাত্র তখনই বলা হবে পাওয়ারফুল দর্পণ । এককভাবে আত্মা প্রতীয়মান হবে না, বাবাকেও প্রতীয়মান হতে দাও । একেই বলে যথার্থ সেবাধারী । বুঝেছ তোমরা ! তোমাদের প্রতিটা সঙ্কল্পে, বোলে যতটা 'বাবা বাবা' হবে, অন্যরা সেই অনুপাতেই তোমাদের মাধ্যমে বাবাকে দেখতে সমর্থ হবে । আজকাল, সায়েন্সের সাধন দ্বারা এমন অনেক জিনিস

দেখা যায়, যা প্রথমে দৃশ্যগোচর হয় আর পরে তা' অন্তর্হিত হয় আর সেই জায়গায় অন্য কিছু দেখা যায় । ঠিক একইভাবে, যখন তারা তোমাদের দেখে, তখন তোমাদের সাইলেন্সের শক্তি তোমাদের অন্তর্হিত করে দেয় এবং বাবাকে প্রত্যক্ষ করায় । সেবা এইরকমই শক্তিশালী হতে হবে । বাবার সঙ্গে যখন আল্লার সম্বন্ধ জুড়ে যায়, আল্লারা সদা শক্তিশালী হয়ে ওঠে । যদি আল্লার সঙ্গে সম্বন্ধ জুড়ে যেত তবে সবসময়ের জন্য শক্তিশালী হতে পারত না । বুঝেছ তোমরা ! সেবাধারীদের বিশেষ সেবা কী ? তোমাদের নিজেদের দ্বারা বাবাকে দেখানো । যখনই তারা তোমাদের দিকে দেখবে, তারা যেন 'বাবা' 'বাবা' গীত গাইতে পারে । এইরকম সেবা তো কর, তাই না ! আচ্ছা -

অমৃতবেলায় সবাই দিলখুশ মিঠাই খাও ? সেবাধারী আল্লারা রোজ দিলখুশ মিঠাই খেলে, তারা অন্যদেরও খাওয়াতে পারবে । তখন নিরুৎসাহিত হওয়ার পরিস্থিতি তোমাদের কাছে আসবে না । জিজ্ঞাসু এমন বিষয় নিয়ে আসবে না । নয়তো এতেও তোমাদের সময় দিতে হয়, তাই না ! তখন সেই সময় বেঁচে যাবে আর অন্য অনেককে দিলখুশ মিষ্টি সেই সময়ে খাওয়াতে থাকবে । আচ্ছা-

তোমরা সবাই প্রফুল্লহৃদয় (দিলখুশ) থাক ? কোনও সেবাধারী কখনও রোদন কর না তো ! কখনো কখনো মনও কাঁদে, শুধু চোখের কান্না নয় । তাহলে তোমরা কান্নাকাটি কর না, তাই না ! আচ্ছা তোমরা কী অভিযোগ কর ? তোমরা বাবার কাছে অভিযোগ কর ? 'কেন আমার সঙ্গে এমন হয় ? আমারই পার্ট কেন এইরকম ? শুধু আমারই সংস্কার কেন এইরকম ? কেন আমি এমন জিজ্ঞাসু পাই না ? অথবা এমন দেশই বা কেন আমায় দেওয়া হ'লো ! তোমরা এইরকম অনুযোগ কর না তো ? অভিযোগ অর্থাৎ ভক্তির অংশ । যেমনই হোক, কিন্তু পরিবর্তন করাই সেবাধারীদের বিশেষ কর্তব্য । দেশ হোক বা জিজ্ঞাসু (শিক্ষার্থী), কিংবা নিজের সংস্কার বা সাথী, অভিযোগ করার পরিবর্তে পরিবর্তনের কার্যে নিজেকে নিযুক্ত কর । সেবাধারী কখনও অন্যদের দুর্বলতার দিকে দেখে না । যদি অন্যদের দুর্বলতা দেখ, তাহলে নিজেও দুর্বল হয়ে যাবে, সেইজন্য সদা প্রত্যেকের বিশেষত্ব দেখ । বিশেষত্ব ধারণ কর । বিশেষত্বেরই বর্ণন কর । এটাই সেবাধারীর উদ্ভৃতি কলার বিশেষ সাধন । বুঝেছ তোমরা ! আর কি করে সেবাধারী ? খুব ভালো ভালো প্ল্যান তৈরি করে, তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনাও খুব ভালো । বাবা আর সেবার প্রতি প্রবল স্নেহও থাকে । এখন কি করতে হবে ?

এখন বিশ্বে বিশেষ দু'টো সত্ত্বা আছে - ১) রাজ্য সত্ত্বা ২) ধর্ম সত্ত্বা । ধর্ম নেতা আর রাজ্য নেতা । আলাদা আলাদা অক্যুপেশনের লোক হলেও সত্ত্বা এই দুইয়েরই সাথে । সুতরাং এই দুই সত্ত্বা যেন এখন এমন স্পষ্ট অনুভব হয় যে ধর্মসত্ত্বাও সত্ত্বাহীন হয়ে গেছে আর রাজ্য সত্ত্বার লোকেও যেন অনুভব করে যে তাদের মাত্র নামেই রাজ্য সত্ত্বা আছে কিন্তু সত্যিই এখন কোনও সত্ত্বা নেই । কীভাবে তোমরা তাদের এই অনুভব করাবে, সেই সাধন কি ? যে ধর্ম নেতা বা রাজ্য নেতারা আছে তাদের পবিত্রতা এবং একতার অনুভব করাও । এই দু'টো জিনিসের অভাবে উভয় সত্ত্বাই দুর্বল । সুতরাং যখন তারা পিওরিটি কী, ইউনিটি কী -এর স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাবে, বুঝতে পারবে তারা দুর্বল আর তোমরা শক্তিশালী । এটা বিশেষভাবে মনন কর । ধর্মসত্ত্বার তারা যে সত্ত্বাহীন, তা' উপলব্ধি করানোর বিশেষ উপায়, পবিত্রতা প্রমাণ করা । আর যাদের রাজ্য সত্ত্বা, তাদের সামনে একতা প্রমাণ করা । এই টপিক মনন কর । প্ল্যান তৈরি কর আর তাদের কাছে পৌঁছে দাও । এই দুই শক্তিকে প্রমাণ করলে ঈশ্বরীয় সত্ত্বার ধ্বজা তোমরা সহজেই ওড়াতে পারবে । এখন এই দুই দিকেই বিশেষ অ্যাটেনশন প্রয়োজন । অভ্যন্তরীণভাবে তারা এটা বোঝে, কিন্তু এখনও বাহ্যিক দাঙ্কিতা আছে ।

তোমাদের পিওরিটি আর ইউনিটির শক্তি যেমন যেমন বাড়তে থাকবে, তারা তোমাদের কাছের সম্বন্ধে আসতে থাকবে আর তারা নিজেরাই এই সবকিছুর বর্ণন করতে শুরু করবে। বুঝেছ ! যখন তোমরা উভয় সত্ত্বাকেই দুর্বল প্রতিপন্ন করবে অর্থাৎ যুক্তি দ্বারা নিজেদের মত সমর্থন করতে পারবে, তখনই প্রত্যক্ষতা হবে। আচ্ছা !

এমনিতে সেবাধারী গ্রুপ তো সদাই সন্তুষ্ট। তোমরা নিজের প্রতি, সাথীদের প্রতি, সেবার প্রতি সর্বপ্রকারে সন্তুষ্ট যোগী। এই সন্তুষ্টতার সার্টিফিকেট তো তোমরা নিয়েছ, তাই না ! বাপদাদা, নিমিত্ত দাদী দিদিরা সবাই তোমাদের সার্টিফিকেট দেবেন, 'হ্যাঁ এরা সন্তুষ্ট যোগী।' ঘুরতে-ফিরতে তোমরা সার্টিফিকেট লাভ কর। আচ্ছা, কখনো মূড অফ কর না তো ? কখনো সেবায় ক্লান্ত হয়ে মূড অফ হয় না তো ? 'কি করার আছে, এত তাড়াহড়োরই বা কি আছে ? এইরকম ভাবো না তো ! সুতরাং, এখন এইসব ব্যাপারগুলো নিজের মধ্যে চেক কর। যদি কিছুই ঘাটতি থাকে তো নিজেকে চেক করে নাও, কারণ সেবাধারী অর্থাৎ যে স্টেজে সব কর্ম করে। স্টেজে থাকাকালীন তোমাদের সদা শ্রেষ্ঠ আর যুক্তিযুক্ত পদক্ষেপ করতে হবে। এমন কখনও ভেবো না, 'আমি অমুক দেশে সেন্টারে বসে আছি', কিন্তু তোমরা বিশ্বের স্টেজে বসে আছ। এই স্মৃতিতে থাকলে প্রতিটা কর্ম নিজে থেকেই শ্রেষ্ঠ হবে। তোমাদের যারা ফলো করছে তারা অনেক, অতএব, যদি তোমরা সদা বাবাকে ফলো কর, তখন যারা তোমাদের ফলো করছে তারা বাবাকেও ফলো করবে। সুতরাং ইনডিপেন্ডেন্সি তাদের বাবাকেই ফলো করা হবে, কারণ তোমাদের প্রতিটা কর্ম হয় ফলো ফাদার করে, অতএব, সদা এই স্মৃতি রাখ। আচ্ছা- তোমাদের ভালোবাসার কারণে তোমরা পরিশ্রমের উর্ধ্বে।

বরদানঃ- এক বাবাকে কম্প্যানিয়ন (সব সময়ের সাথী) বানিয়ে বা তাঁর কম্পানীতে থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র আত্মা ভব

সম্পূর্ণ পবিত্র আত্মা সে, যার সঙ্কল্প এবং স্বপ্নেও ব্রহ্মচারীর পবিত্রতা ধারণ হয়েছে, যে প্রতি পদে ব্রহ্মাবাবার আচরণ অনুসরণ করে। পবিত্রতার অর্থ, সদা বাবাকে কম্প্যানিয়ন বানানো এবং বাবার কম্পানীতেই থাকা। সংগঠনের কম্পানী, পরিবারের স্নেহের মর্যাদা আলাদা ব্যাপার, কিন্তু এটা শুধুমাত্র বাবার জন্য সংগঠনের স্নেহের কম্পানী তোমরা লাভ করেছ, বাবা যদি না হতেন তবে ফ্যামিলি কোথা থেকে আসত ! বাবা বীজ, বীজকে কখনও ভুলো না।

স্লোগানঃ- কারও প্রভাবে প্রভাবিত না হয়ে, জ্ঞানের প্রভাবে অন্যকে প্রভাবান্বিত কর।

"মিষ্টি বাচ্চারা - সর্বশক্তিমান বাবা এসেছেন তোমাদের শক্তি প্রদান করতে, তাঁকে যত স্মরণ করবে, ততই শক্তি মিলতে থাকবে"

প্রশ্ন :-- বাচ্চারা, এই ড্রামাতে সবথেকে ভালো পার্ট তোমাদের -- তা কিভাবে ?

উত্তর :-- বাচ্চারা, তোমরাই এই অসীম জগতের বাবার হও । ভগবান শিক্ষক হয়ে তোমাদের পড়ান, তাহলে তোমরা তো ভাগ্যশালী হলে, তাই না । বিশ্বের মালিক তোমাদের অতিথি হয়ে এসেছেন, তিনি তোমাদের সহযোগিতায় এই বিশ্বের কল্যাণ করেন । বাচ্চারা, তোমরা তাঁকে ডেকেছো আর বাবাও এসেছেন, এই হলো দুই হাতের তালি । এখন বাবার কাছ থেকে বাচ্চারা, তোমরা সম্পূর্ণ বিশ্বে রাজত্ব করার শক্তি প্রাপ্ত করো ।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চারা আত্মাদের পিতার সামনে বসে আছে । তারা শিক্ষকের সামনে বসে আছে, আর তারা এও জানে যে, এই বাবা গুরু রূপে এসেছেন বাচ্চাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য । বাবাও বলেন - হে আত্মা রূপী বাচ্চারা, আমি এসেছি তোমাদের এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য । এই দুনিয়া পুরানো হয়ে গেছে আর তোমরা এও জানো যে, এই দুনিয়া হলো ছিঃ ছিঃ । বাচ্চারা, তোমরাও ছিঃ ছিঃ হয়ে গেছো । তোমরা নিজেরাই নিজের বলা, পতিত - পাবন বাবা, তুমি এসে আমাদের মতো পতিতদের দুঃখধাম থেকে শান্তিধামে নিয়ে যাও । এখন তোমরা যখন এখানে বসে আছো, তখন তোমাদের এই কথা মনে আসা চাই । বাবাও বলেন, আমি তোমাদের ডাকে, তোমাদের আমন্ত্রণে এখানে এসেছি । বাবা স্মরণ করিয়ে দেন, বরাবর তোমরাই তো ডাকতে, এসো । এখন তোমাদের সেই স্মৃতি জাগ্রত হয়েছে যে, আমরাই ডেকেছি । ড্রামা অনুসারে বাবা এখন এসেছেন, পূর্ব কল্পের উদাহরণ স্বরূপ । ওরা তো প্ল্যান বানায় । এও শিববাবার প্ল্যান । এই সময় সকলেরই তো নিজের - নিজের প্ল্যান আছে, তাই না । পাঁচ বছরের প্ল্যান বানায়, তাতে এই - এই করবে, দেখো, কথা কিভাবে মিলে যায় । আগে এই প্ল্যান ইত্যাদি বানাতো না, এখন প্ল্যান বানাতে থাকে । বাচ্চারা তোমরা জানো, আমাদের বাবার প্ল্যান হলো এই । ড্রামার নিয়ম অনুসারে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে আমি এই প্ল্যান বানিয়েছিলাম । তোমরা মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, যারা এখানে খুব দুঃখী হয়ে গেছো, বেশ্যালয়ে পড়ে আছো, আমি এখন এসেছি তোমাদের শিবালয়ে নিয়ে যেতে । ওই শান্তিধাম হলো নিরাকারী শিবালয় আর সুখধাম হলো সাকারী শিবালয় । বাচ্চারা, এই সময় বাবা তোমাদের রিফ্রেশ করছেন । তোমরা তো বাবার সম্মুখে বসে আছো, তাই না । বুদ্ধিতে তো এই নিশ্চয়তা এসেছে যে, বাবা এসেছেন । 'বাবা' শব্দটি খুব মিষ্টি । তোমরা এও জানো, আমরা আত্মারা ওই বাবার সন্তান, এরপর ভূমিকা পালন করার জন্য এই বাবার হই । তোমরা কতো সময় এই লৌকিক বাবাকে পেয়েছো ? তোমরা সত্যযুগ থেকে শুরু করে সুখ আর দুঃখের অভিনয় করে এসেছো । তোমরা এখন জানো, আমাদের দুঃখের পার্ট সম্পূর্ণ হয়েছে, সুখের পার্টও সম্পূর্ণ ২১ জন্মের জন্য করেছি । এরপর অর্ধেক কল্প দুঃখের পার্ট করেছি । বাবা তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, বাবা জিজ্ঞাসা করেন, বরাবর এমনই তো ছিলো তাই না । এখন আবার তোমাদের অর্ধেক কল্প সুখের অভিনয় করতে হবে । এই জ্ঞানে তোমাদের আত্মা পরিপূর্ণ থাকে, পরে আবার খালি হয়ে যায় । বাবা আবার তোমাদের পরিপূর্ণ করেন, তোমাদের গলায় তো বিজয় মালা রয়েছে । তোমাদের গলায় জ্ঞানের মালা রয়েছে । বরাবর আমরাই চক্র অতিক্রম করি । সত্যযুগ, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগ,

তারপর আসি এই মিষ্টি সঙ্গম যুগে । এই যুগকে মিষ্টি বলা হবে । শান্তিধাম কোনো মিষ্টি নয় । সবথেকে মিষ্টি হলো পুরুষোত্তম কল্যাণকারী সঙ্গমযুগ । এই ড্রামাতে তোমাদেরও ভালোর থেকে ভালো পার্ট আছে । তোমরা কতো ভাগ্যবান । তোমরা এই অসীম জগতের বাবার হয়ে যাও । বাচ্চারা, তিনি এসেই তোমাদের পড়ান । এই পড়া কতো উচ্চ আর কতো সহজ । তোমরা কতো ধনবান হও, তোমাদের কোনো পরিশ্রম করতে হয় না । ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়াররা কতো পরিশ্রম করে, তোমরা তো অবিনাশী উত্তরাধিকার পাও, বাবার উপার্জনে বাচ্চাদের তো অধিকার থাকে, তাই না । তোমরা এই পার্ট গ্রহণ করে ২১ জন্মের জন্য প্রকৃত উপার্জন করো । ওখানে তোমাদের কোনো অভাব হয় না, যে বাবাকে স্মরণ করতে হয়, একেই অজপাজপ বলা হয় ।

তোমরা জানো যে বাবা এসেছেন । বাবাও বলেন, আমি এসেছি, দুই হাতেই তো তালি বাজবে, তাই না । বাবা বলেন, তোমরা আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের জন্ম জন্মান্তরের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে । পাঁচ বিকার রূপী রাবণ তোমাদের পাপাত্মা বানিয়েছে, তোমাদের আবার পুণ্যাত্মা হতে হবে, এই কথা বুদ্ধিতে আসা উচিত । আমরা বাবার স্মরণে পবিত্র হয়ে বাবার সঙ্গে ঘরে ফিরে যাবো । এই পড়ার থেকে আমরা শক্তি পাই । দেবী - দেবতা ধর্মের জন্য বলা হয়, ধর্মই হলো শক্তি । বাবা তো হলেন সর্বশক্তিমান । তাই বাবার থেকে আমরা এই বিশ্বে শান্তি স্থাপনের শক্তি পাই । ওই বাদশাহী আমাদের থেকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না । এতটাই আমাদের শক্তি প্রাপ্ত হয় । রাজাদের হাতে দেখো, কতখানি শক্তি এসে যায় । কতো মানুষ তাদের ভয় পায় । এক রাজার কতো প্রজা, লক্ষের ইত্যাদি থাকে, কিন্তু সে হলো অল্পকালের শক্তি । এ হলো ২১ জন্মের শক্তি । তোমরা এখন জানো, আমরা এই বিশ্বে রাজত্ব করার জন্য সর্বশক্তিমান বাবার থেকে শক্তি পাই । তাই তাঁর প্রতি প্রেম তো থাকেই । দেবতার প্রত্যক্ষভাবে নেই, তবুও তাঁদের প্রতি কতো ভালোবাসা থাকে । তাঁরা যখন সামনে থাকবেন তখন প্রজাদের তাঁদের প্রতি কতো প্রেম থাকবে । এই স্মরণের যাত্রায় তোমরা এই শক্তি গ্রহণ করছো । এই কথা তোমরা ভুলো না । এই স্মরণ করতে করতে তোমরা অনেক শক্তিমান হয়ে যাও । সর্বশক্তিমান আর কাউকেই বলা হয় না । এই স্মরণে সকলেই শক্তি প্রাপ্ত করে, এইসময় কারোরই কোনো শক্তি নেই, সকলেই তমোপ্রধান । এরপর সমস্ত আত্মারা একের থেকেই শক্তি পায়, তারপর নিজের রাজধানীতে গিয়ে নিজের - নিজের ভূমিকা পালন করে । তারপর নিজের হিসেব - নিকেশ শোধ করে নশ্বর অনুযায়ী আবার শক্তিমান হয় । প্রথম নশ্বরে এই দেবতাদের শক্তি । এই লক্ষ্মী - নারায়ণ বরাবর সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক ছিলেন, তাই না । তোমাদের বুদ্ধিতে এখন সম্পূর্ণ সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান আছে । তোমাদের আত্মার মধ্যে যেমন এই জ্ঞান আছে, তেমনই বাবার আত্মার মধ্যেও সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে । তিনি এখন তোমাদের এই জ্ঞান দান করছেন । এই ড্রামাতে সম্পূর্ণ পার্ট ভরা আছে যা বারে বারে রিপিট হতে থাকে । এরপর ওই পার্ট আবার পাঁচ হাজার বছর পরে রিপিট হবে । বাচ্চারা, তোমরা এ কথাও জানো । তোমরা যখন সত্যযুগে রাজত্ব করো তখন বাবা অবসর জীবনে থাকেন, এরপর আবার কখন এই স্টেজে আসেন ? তোমরা যখন দুঃখী হও । তোমরা জানো যে, তাঁর ভিতরে সম্পূর্ণ রেকর্ড ভরা আছে । আত্মা কতো ছোটো কিন্তু তার কতো বোধজ্ঞান । বাবা এসে কতো বুদ্ধি দান করেন । এরপর সত্যযুগে তোমরা সব ভুলে যাও । সত্যযুগে তোমাদের এই জ্ঞান থাকে না । ওখানে তোমরা সুখ ভোগ করতে থাকো । এও তোমরা বুঝতে পারো, সত্যযুগে আমরা দেবতা হয়ে সুখ ভোগ করি । এখন আমরাই আবার ব্রাহ্মণ । আমরাই আবার দেবতা হচ্ছি । এই জ্ঞান - বুদ্ধি খুব ভালোভাবে ধারণ করতে হবে । কাউকে বোঝালে খুশী উৎপন্ন হয়, তাই না । তোমরা যেন তাদের প্রাণ দান দাও ।

মানুষ তো বলে, কাল এসে সবাইকে নিয়ে যায় । এমন কাল ইত্যাদি কিছুই নেই । এ তো হলো বানানো ড্রামা । আত্মা বলে, আমি এক শরীর ত্যাগ করে চলে যাই তারপর অন্য শরীর ধারণ করি । আমাকে কখনো কাল গ্রাস করে না । আত্মার অনুভূতি আসে । আত্মা যখন গর্ভে থাকে তখন সাক্ষাৎকার করে দুঃখ ভোগ করে । ভিতরে থেকে সাজা ভোগ করে তাই তাকে বলা হয় গর্ভ জেল । এই আশ্চর্যজনক ড্রামা কেমন ভাবে বানানো আছে । গর্ভ জেলে সাজা ভোগ করতে করতে সাক্ষাৎকার করতে থাকে । কেন সাজা পেয়েছে সেই সাক্ষাৎকার তো করাবেই, তাই না, যেমন - এই - এই ভুল কাজ করেছে, একে দুঃখ দিয়েছে । ওখানে সব সাক্ষাৎকারই হয় তবুও বাইরে এসে পাপাত্মা হয়ে যায় । এই সমস্ত পাপ কিভাবে ভস্ম হবে ? তাই বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে - এই স্মরণের যাত্রায় আর স্বদর্শন চক্র ঘোরালে তোমাদের পাপ কেটে যায় । বাবা এও বলেন - মিষ্টি - মিষ্টি স্বদর্শন চক্রধারী বাচ্চারা, তোমরা যদি এই ৮৪ জন্মের স্বদর্শন চক্র ঘোরাও তাহলে তোমাদের পাপ কেটে যাবে । চক্রকেও যেমন স্মরণ করতে হবে, তেমনই যিনি জ্ঞান দান করেছেন, তাঁকেও স্মরণ করতে হবে । বাবা আমাদের স্বদর্শন চক্রধারী তৈরী করছেন । তিনি তো আমাদের তৈরী করেনই তবুও প্রতিদিনই নতুন - নতুন আসে, তাই তাদেরও রিফ্রেশ করতে হয় । তোমরা সমস্ত জ্ঞান পেয়েছো, এখন তোমরা জানো যে, আমরা এখানে অভিনয় করতে এসেছি । আমরা ৮৪ চক্র সম্পূর্ণ করেছি, এখন আবার আমাদের ফিরে যেতে হবে । এমনভাবে চক্র ঘোরাও কি ? বাবা জানেন যে, বাচ্চারা খুবই ভুলে যায় । এই চক্র ঘোরাতে কোনো অসুবিধা নেই, অবসর তো তোমরা অনেকই পাও । পরের দিকে তোমাদের এই স্বদর্শন চক্রধারীর অবস্থা থাকবে । তোমাদের এমন হতে হবে । সন্ন্যাসীরা তো এই শিক্ষা দিতে পারে না । এই স্বদর্শন চক্রকে গুরুরাও জানেন না । ওরা তো কেবল বলবেন - গঙ্গা দর্শনে চলো । কতো মানুষ সেখানে স্নান করে । অনেকে স্নান করলে গুরুদেরও দক্ষিণা প্রাপ্ত হয় । বারে বারে তারা তীর্থ যাত্রায় যায় । এখন তোমরা দেখো, ওই যাত্রা আর এই যাত্রায় কতো তফাৎ । এই যাত্রা ওইসব তীর্থযাত্রা ছাড়িয়ে দেয় । এই যাত্রা কতো সহজ । তোমরা চক্রও ঘোরাও । এমন গানও তো আছে ---চারিদিকে পরিক্রমা করলাম, তবুও প্রতি মুহূর্তে দূরে । অসীম জগতের পিতার থেকে তোমরা দূরে থেকেছো । তোমাদের এই অনুভব হয় । ওরা এর অর্থ জানে না । তোমরা এখন জানো যে, আমরা অনেক পরিক্রমা করেছি । এখন এই পরিক্রমা থেকে তোমরা মুক্তি পেয়েছো । এই পরিক্রমা করে তোমরা কাছাকাছি তো আসোই নি বরং দূরে চলে গেছো ।

এখন এই ড্রামার নিয়ম অনুসারে সবাইকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাবাকে আসতে হয় । বাবা বলেন, আমার মতে তোমাদের চলতেই হবে, পবিত্র হতেই হবে । এই দুনিয়াকে দেখেও দেখবে না । যতক্ষণ না নতুন গৃহ তৈরী হচ্ছে ততক্ষণ পুরানো গৃহতেই থাকতে হয় । বাবা তাঁর অবিনাশী উত্তরাধিকার দিতে এই সঙ্গম যুগেই আসেন । অসীম জগতের পিতার এ হলো অসীম এবং অবিনাশী উত্তরাধিকার । বাচ্চারা জানে যে, বাবার এই অবিনাশী উত্তরাধিকার হলো আমাদের । তারা সেই খুশীতেই মগ্ন থাকে । তারা নিজের উপার্জনও করে আবার বাবার অবিনাশী উত্তরাধিকারও পায় । তোমরা তো অবিনাশী উত্তরাধিকারই পাও । ওখানে তোমরা জানতেই পারবে না যে স্বর্গের উত্তরাধিকার তোমরা কিভাবে পেয়েছো ? ওখানে তো তোমাদের জীবন খুব সুখের হবে, কেননা তোমরা বাবাকে স্মরণ করে শক্তি গ্রহণ করো । পাপ মুক্তকারী পতিত - পাবন একমাত্র বাবাই । বাবাকে স্মরণ করলে এবং স্বদর্শন চক্র ঘোরালেই তোমাদের পাপ মুক্ত হয় । এ কথা খুব ভালো করে নোট করে নাও । এটা বোঝাই হলো যথেষ্ট । ভবিষ্যতে তোমাদের বারে বারে বলতে হবে না । এক ইশারাই যথেষ্ট

। তোমরা যদি অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের পাপ কেটে যাবে । তোমরা এখানে নর থেকে নারায়ণ আর নারী থেকে লক্ষ্মী হতে আসো । এ কথা তো স্মরণে আছে, তাই না । আর কারোর বুদ্ধিতেই এই কথা আসে না । এখানে তোমরা আসো, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, আমরা বাপদাদার কাছে যাই, তাঁর থেকে নতুন দুনিয়া স্বর্গের অবিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে ।

বাবা বলেন যে, স্বদর্শন চক্রধারী হলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে । এখন যিনি তোমাদের জীবন হীরে তুল্য করেন, তাঁকে দেখো । এও তোমরা জানো যে, এখানে চাক্ষুষ দেখার কোনো কথা নেই । এ তোমরা দিব্যদৃষ্টির দ্বারাই জানো । আত্মাই এই শরীরের দ্বারা পাঠ গ্রহণ করে - এই জ্ঞান তোমরা এখন পেয়েছো । আমরা যে কর্ম করি, আত্মাই এই শরীর ধারণ করে কর্ম করে । বাবাকেও পড়াতে হয়, তাঁর নাম সর্বদাই শিব । শরীরের নামের পরিবর্তন হয় । এই শরীর তো আমাদের নয় । এ হলো এনার সম্পত্তি । শরীর হলো আত্মার সম্পত্তি, যার দ্বারা অভিনয় করে । এ তো খুব সহজ সরল, বোঝার মতো কথা । আত্মা তো সকলের মধ্যেই আছে, কিন্তু সকলেরই শরীরের নাম পৃথক । আর ইনি হলেন পরম আত্মা, সুপ্রীম আত্মা । উঁচুর থেকেও উঁচু । এখন তোমরা বুঝতে পারো, ভগবান তো একজনই, তিনিই সৃষ্টিকর্তা । বাকি সকলেই হলো রচনা, যারা অভিনয় করে । এও তোমরা জেনে গেছো, কিভাবে আত্মারা আসে, প্রথম দিকে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের আত্মারা থাকে, অল্প সংখ্যক । আবার শেষের দিকে তাঁরাই যোগ্য হয় প্রথমে আসার জন্য । এ হলো যেন সৃষ্টিচক্রের এক মালা, যা ঘুরতেই থাকে । তোমরা যখন মালা ঘোরাও তখন দানার চক্র তো ঘুরতে থাকে । সত্যযুগে সামান্যতম ভক্তিও থাকে না । বাবা বুঝিয়েছেন - হে আত্মারা, তোমরা আমাকে (মামেকম্) স্মরণ করো । তোমাদের অবশ্যই ঘরে ফিরে যেতে হবে, বিনাশ তো সামনে উপস্থিত । এই স্মরণের দ্বারাই তোমরা পাপ মুক্ত হবে আর তখন সাজা ভোগ করা থেকে মুক্তি পাবে । পদও তখন ভালো পাবে । তা না হলে অনেক সাজা ভোগ করতে হবে । বাচ্চারা, আমি তোমাদের কাছে কতো ভালো এক অতিথি । আমি সম্পূর্ণ বিশ্বের পরিবর্তন করি । আমি পুরাতন বিশ্বকে নতুন করে দিই । তোমরাও জানো যে, বাবা কল্পে - কল্পে এসে বিশ্বকে পরিবর্তন করে পুরানো বিশ্বকে নতুন করে দেন । এই বিশ্ব তো পুরাতন থেকে নতুন আর নতুন থেকে পুরাতন হয়, তাই না । তোমরা এই সময় চক্র ঘোরাতে থাকো । বাবার বুদ্ধিতে জ্ঞান আছে, তিনি তার বর্ণনা করেন, তোমাদের বুদ্ধিতেও আছে যে চক্র কিভাবে ঘোরে । তোমরা জানো যে, বাবা এসেছেন, আমরা তাঁর শ্রীমতে চলে পবিত্র হই । তোমরা এই স্মরণের দ্বারাই পবিত্র হতে থাকবে, তারপর উঁচু পদ পাবে । পুরুষার্থ করাও আবশ্যিক । এই পুরুষার্থ করানোর জন্য কতো চিত্র ইত্যাদি বানানো হয় । যারা আসে তাদের তোমরা ৮৪ জন্মের চক্রের উপর বোঝাও । বাবাকে স্মরণ করলে তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যাবে । আত্মা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) জ্ঞানকে খুব ভালোভাবে বুদ্ধিতে ধারণ করে অনেক আত্মাদের প্রাণ দান করতে হবে, স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে ।

২) এই মিষ্টি সঙ্গম যুগে নিজের উপার্জনের সঙ্গে সঙ্গে বাবার শ্রীমতে চলে সম্পূর্ণ অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে হবে । নিজের জীবন সর্বদা সুখের করে তুলতে হবে ।

বরদান :-- সংগঠনে থেকে, সকলের স্নেহী হয়ে বুদ্ধিতে এক বাবাকে আশ্রয় করে কর্মযোগী ভব

কোনো কোনো বাচ্চা সংগঠনে স্নেহী হওয়ার পরিবর্তে পৃথক হয়ে যায় । তারা ভয় পায়, কোথাও না আটকে যাই, এর থেকে দূরে থাকা তো ঠিক, কিন্তু তা নয়। ২১ জন্ম পরিবারে থাকতে হবে, যদি ভয় পেয়ে দূরে থাকো, তাহলে এও হলো কর্ম - সন্ন্যাসীর সংস্কার । তোমাদের কর্ম যোগী হতে হবে, কর্ম সন্ন্যাসী নয় । সংগঠনে থাকো, সকলের স্নেহী হও, কিন্তু বুদ্ধির আশ্রয় যেন এক বাবাই হয়, দ্বিতীয় আর কেউ নয় । বুদ্ধি যেন কোনো আত্মার সঙ্গে কোনো গুণ বা বিশেষত্বে আকৃষ্ট না হয়, তখনই বলা হবে কর্মযোগী পবিত্র আত্মা ।

স্নোগান :- বাপদাদার লেফট হ্যান্ড নয়, রাইট হ্যান্ড হও ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- সদ্ধরুর সর্বপ্রথম শ্রীমত হলো দেহী-অভিমানী হও, দেহ-অভিমান পরিত্যাগ কর"

প্রশ্ন :- বাচ্চারা, তোমরা এইসময় কোন্ ইচ্ছা বা চাহিদা রাখতে পারো না -- কেন ?

উত্তর :- কারণ তোমরা হলে বাণপ্রস্তু। তোমরা জানো যে, এই নেত্র দ্বারা যাকিছু দেখছি তা বিনাশ হয়ে যাবে। এখন তোমাদের কিছুই চাহিদা নেই, সম্পূর্ণরূপে ভিক্ষুক হতে হবে। যদি এমন কোন দামী জিনিস পরিধান কর তবে তা আকর্ষণ করবে, পুনরায় দেহ-অভিমাণে আবদ্ধ হয়ে পড়বে। এতেই পরিশ্রম। যখন পরিশ্রম করে সম্পূর্ণ দেহী-অভিমানী হবে তখন বিশ্বের রাজত্ব পাবে।

ওম্ শান্তি। এই যে ১৫ মিনিট বা আধা ঘণ্টা বাচ্চারা বসে রয়েছে, বাবাও ১৫ মিনিটের জন্য বসায় কারণ এটাই যে, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ কর। এই শিক্ষা একবারই পাওয়া যায়, পুনরায় আর কখনো পাওয়া যাবে না। সত্যযুগে এভাবে বলবে না যে, আত্মা-অভিমানী হয়ে বসো। এই এক সত্ত্বগুরুই বলেন অর্থাৎ ঔনার উদ্দেশ্যই বলা হয় যে, এক সত্ত্বগুরুর সঙ্গে স্বর্গবাস, আর সব সঙ্গে(অসৎসঙ্গে) নরকবাস বা ডুবে যাওয়া। এখানে এক পিতাই তোমাদের দেহী-অভিমানী বানান। কারণ তিনি নিজেই তো দেহী(অশরীরী), তাই না। বোঝাবার জন্য বলেন, আমি সকল আত্মাদের পিতা। ঔনার তো অশরীরী অর্থাৎ আত্মা হয়ে বাবাকে অর্থাৎ নিজেকে স্মরণ করার প্রয়োজন নেই। স্মরণও তারাই করবে যারা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের হবে। এমন(দেবতা) তো অনেকেই হয় কিন্তু পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে। এ অতি বোঝাবার মতন এবং বোঝাবার মতন বিষয়(কথা)। পরমপিতা পরমাত্মা তোমাদের পিতাও আবার তিনি নলেজফুলও। আত্মাতেই জ্ঞান থাকে, তাই না। তোমাদের আত্মা সংস্কার নিয়ে যায় (পরজন্মে)। বাবার মধ্যে প্রথম থেকেই সংস্কার থাকে। তিনিই পিতা একথা তো সকলেই মানে। এছাড়া ঔনার মধ্যে দ্বিতীয় আরেকটি গুণ রয়েছে যে, ঔনার মধ্যে ওরিজিনাল নলেজ (সত্যজ্ঞান) রয়েছে। তিনি বীজ-স্বরূপ। বাবা যেমন বসে-বসে তোমাদের-কে বোঝান, ঠিক তেমনই তোমাদেরও অন্যদের বোঝাতে হবে বাবা মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। তুমি তিনিই সত্য, চৈতন্য, নলেজফুল, ঔনার মধ্যেই এই সমগ্র সৃষ্টি রূপী কল্পবৃক্ষের (ঝাড়) নলেজ রয়েছে। আর কারোরই এই বৃক্ষের নলেজ নেই। বৃক্ষের বীজ হলেন বাবা, যাঁকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়। যেমন আমগাছ, এর অর্থাৎ আমগাছের সৃষ্টি তো বীজকেই বলা হবে, তাই না। তাহলে এ(বীজ) হয়ে গেল বাবা(বৃক্ষের সৃষ্টিকর্তা), কিন্তু ওটা হলো জড়। যদি চৈতন্য হতো তবে তো এ(বৃক্ষ) জানত, তাই না যে -- আমার থেকে বৃক্ষের সৃষ্টি কীভাবে হয়। কিন্তু ওটা হলো জড় বীজ যার বীজ (মাটির) নীচে বপন করা হয়। আর এ হলো চৈতন্য বীজ-স্বরূপ। এই বীজ থাকে উপরে, তোমরাও মাস্টার বীজরূপ হয়ে যাও। বাবার কাছ থেকে তোমরা নলেজ পাও। তিনি হলেন সর্বোচ্চ। তোমরা পদও উচ্চ প্রাপ্ত কর। স্বর্গে তো উচ্চপদ চাই, তাই না। একথা মানুষ জানে না। স্বর্গে দেবী-দেবতাদের রাজধানী থাকে। রাজধানীতে রাজা, রানী, প্রজা, ধনী-গরীব ইত্যাদি এসব পদ কীভাবে হবে। এখন তোমরা জানো যে, আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা কীভাবে হচ্ছে ? কে করছেন ? ভগবান। আবার বাবা বলেন যে, বাছা! যাকিছু হচ্ছে তা ড্রামার প্ল্যান অনুসারে। সকলেই ড্রামার বশে অর্থাৎ ড্রামার প্লানে আবদ্ধ। বাবা বলেন, আমিও ড্রামার বশে। আমারও ড্রামায় ভূমিকা(পার্ট) রয়েছে। আমি সেই ভূমিকাই পালন করি। তিনি হলেন সুপ্রীম আত্মা। ঔনাকে পরমপিতা বলা হয়, আর সকলকে বলা হয় ব্রাদার্স। আর কাউকে ফাদার, টীচার, গুরু বলা হয় না।

তিনি সকলেরই পরমপিতা, শিক্ষক, সংগুরু। একথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু কিছু বাচ্চারা ভুলে যায়, কারণ পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে রাজধানী স্থাপিত হচ্ছে। প্রত্যেকে যেমন পুরুষার্থ করে তা (স্কুলে) শীঘ্রই স্পষ্টভাবে জানতে পারা যায় -- এরা বাবাকে স্মরণ করে কি করে না ? দেহী-অভিমानी হয়েছ কি হওনি ? এ জ্ঞানে তীক্ষ্ণ -- তা তার অ্যাক্টিভিটি থেকেই বোঝা যায়। বাবা কাউকে কিছু সরাসরি বলেন না। যেন তারা অচৈতন্য না হয়ে যায়। যেন অনুতাপ না করে যে, বাবা একথা কী বললেন, আর সকলেই বা কী বলবে! বাবা বলতে পারেন যে, অমুকে-অমুকে কেমন সার্ভিস করছে। সার্ভিসের উপরেই তো সবকিছু। বাবাও তো এসে সার্ভিস করেন, তাই না। বাচ্চাদেরই তো বাবাকে স্মরণ করতে হবে। স্মরণের সাবজেক্টই কঠিন। বাবা যোগ আর জ্ঞান শেখান। জ্ঞান অতি সহজ। স্মরণেই তো অনুত্তীর্ণ হয়, দেহ-অভিমান চলে আসে। তখন এই চাই, এই ভাল জিনিসটা চাই। এমন-এমন চিন্তা-ভাবনা আসে।

বাবা বলেন, এখানে তো তোমরা বনবাসে রয়েছ, তাই না। তোমাদের এখন বাণপ্রস্থে যেতে হবে। তাই এমন কোনও জিনিসই(দামী) তোমরা পরিধান করতে পারো না। তোমরা তো বনবাসে রয়েছ, তাই না। যদি এমন কোন পার্থিব বস্তু থাকে তবে তা আকর্ষণ করবে। এমনকি শরীরও আকর্ষণ করবে। মুহূর্তে-মুহূর্তে দেহ-অভিমাণে নিয়ে আসবে। এতে পরিশ্রম আছে। পরিশ্রম ব্যতীত বিশ্বের রাজত্ব (বাদশাহী) কি পাওয়া যাবে, না পাওয়া যাবে না। পরিশ্রমও তো পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে প্রতিকল্পে করে এসেছে, এখনও করছে। রেজাল্টের প্রত্যক্ষতাও হতে থাকবে। স্কুলেও যেমন নশ্বরের ক্রমানুসারে ট্রান্সফার হয়। শিক্ষক বুঝতে পারে যে, অমুকে ভাল পরিশ্রম করেছে। এর পড়াবার শখ আছে, এমনই মনে (ফীলিং) হয়। সেখানে তারা এক ক্লাস থেকে ট্রান্সফার হয়ে দ্বিতীয় ক্লাসে, আবার তৃতীয়তে চলে যায়। এখানে একবারই পড়তে হয়। পরে যত তোমরা এগিয়ে যেতে থাকবে ততই সবকিছু জানতে পারবে। অনেক পরিশ্রম করতে হয়। অবশ্যই উচ্চপদ প্রাপ্ত করবে। একথা তো জানে যে, কেউ রাজা-রানী হয়, কেউ-কেউ অন্যকিছু হয়ে যায়। প্রজাও অনেক হয়। সবকিছু তাদের অ্যাক্টিভিটির দ্বারা বোঝা যায়। এরা কত দেহ-অভিমাণে থাকে, এদের সঙ্গে বাবার কতটা ভালবাসা রয়েছে। বাবার সঙ্গেই তো প্রেম থাকা উচিত, তাই না। ভাইদের সঙ্গে নয়। ভাইদের ভালবাসা থেকে কিছু প্রাপ্ত হয় না। সকলেই একই পিতার থেকে উত্তরাধিকার পাবে। বাবা বলেন -
- বাচ্চা! নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ কর তবেই তোমাদের পাপ খন্ডন হবে। মুখ্যকথাই হলো এটা। স্মরণের দ্বারাই শক্তি প্রাপ্ত করবে। দিনে-দিনে ব্যাটারী চার্জড (পরিপূর্ণ) হতে থাকবে। কারণ জ্ঞানের ধারণা হতে থাকে, তাই না। তীর নিশানায় বিদ্ধ হতে থাকে। দিনে-দিনে তোমাদের উন্নতি পুরুষার্থের নশ্বর অনুসারে হতে থাকে। ইনিই একমাত্র বাবা, শিক্ষক, সংগুরু, যিনি দেহী-অভিমानी হওয়ার শিক্ষা দেন। আর কেউ দিতে পারে না। আর সকলে হলো দেহ-অভিমानी, আত্ম-অভিমानीর নলেজ কেউ পায় না। কোনো মানুষ একাধারে বাবা, শিক্ষক, গুরু হতে পারে না। প্রত্যেকেই নিজ-নিজ ভূমিকা পালন করে। তোমরা সাক্ষী হয়ে দেখ। সম্পূর্ণ নাটকই তোমাদের সাক্ষীদ্রষ্টা হয়ে দেখতে হবে। অভিনয়ও করতে হবে। বাবা হলেন ক্রিয়েটর, ডায়রেক্টর, অ্যাক্টর। শিববাবা এসে নিজ ভূমিকা (অভিনয়) পালন করেন। তিনি তো সকলের পিতা, তাই না। তিনি আসেন তাঁর পুত্র এবং কন্যাসন্তানদের উত্তরাধিকার দিতে। একমাত্র তিনিই হলেন পিতা, আর বাকি সকলে হলো পরম্পরের ভাই। উত্তরাধিকার একমাত্র বাবার কাছ থেকেই পাওয়া যায়। এই দুনিয়ার কোন জিনিস বুদ্ধিতে অর্থাৎ স্মরণে যেন না আসে। বাবা বলেন, যা কিছু দেখ, এসবই বিনাশী। এখন তোমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে। ওসব লোকেরা(সল্যাসী) তো ব্রহ্মকে

স্মরণ করে অর্থাৎ ঘরকে স্মরণ করে। মনে করে, ব্রহ্ম-তে বিলীন হয়ে যাবে। একেই বলা হয় অজ্ঞানতা। মানুষ মুক্তি-জীবনমুক্তির বিষয়ে যাকিছু বলে তা ভুল, যা কিছু যুক্তি রচনা করে, তা সবই ভুল। সঠিক পথ একমাত্র বাবা-ই বলেন। বাবা বলেন, ড্রামা প্ল্যান অনুসারে আমি তোমাদের রাজারও রাজা বানিয়ে দিই। কেউ বলে, আমাদের বুদ্ধিতে বসে না, বাবা আমাদের মুখ খোলাও, কৃপা কর। বাবা বলেন, এখানে বাবার কিছু করার কোন কথাই নয়। মুখ্যকথা হলো তোমাদের ডায়রেকশন অনুসারে চলতে হবে। সঠিক ডায়রেকশন বাবার কাছ থেকেই পাওয়া যায়, বাকি সব হলো মানুষের ভুল মত (ডায়রেকশন) কারণ এইসবের মধ্যে ৫ বিকার রয়েছে, তাই না। অধঃপতনে যেতে-যেতে অপবিত্র হতে থাকে। কী-কী ধরণের অলৌকিক শক্তি (রিদ্ধি-সিদ্ধি) ইত্যাদির প্রয়োগ করতে থাকে। তাতে কিন্তু সুখ নেই। তোমরা জানো যে, এ হলো অল্পকালের সুখ। একে বলা হয় কাক-বিষ্ঠাসম সুখ। সিঁড়ির চিত্রের মাধ্যমে খুব ভালভাবে বোঝাতে হবে আর বৃক্ষের উপরেও বোঝাতে হবে। যেকোন ধর্মাবলম্বীকে তোমরা দেখাতে পারো, তোমাদের ধর্ম যারা স্থাপন করে (ধর্মস্থাপক), তারা অমুক-অমুক সময়ে আসে। ক্রাইস্ট অমুক সময়ে আসবে। যারা অন্যান্য ধর্মে পরিবর্তিত (কনভার্ট) হয়ে গেছে, তাদের এই ধর্ম ভাল লাগবে, তৎক্ষণাৎ তারা বেরিয়ে আসবে। এছাড়া অন্য কারোর ভাল লাগবে না, তাহলে তারা পুরুষার্থ করবে কীভাবে। মানুষ মানুষকে ফাঁসী কাঠে ঝোলায়। তোমাদের একমাত্র বাবার স্মরণেই থাকতে হবে। এ হলো অতি মিষ্টি-মধুর ফাঁসী (স্মরণের যোগ)। আত্মার বুদ্ধিযোগ বাবার দিকেই থাকে। আত্মাকে বলা হয় বাবাকে স্মরণ কর। এ হলো স্মরণের ফাঁসী। বাবা তো উপরে থাকেন, তাই না। তোমরা জানো যে, আমরা হলাম আত্মা, আমাদের বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। এই শরীর এখানেই ত্যাগ করতে হবে। তোমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ জ্ঞানই রয়েছে। তোমরা এখানে বসে কী করছ ? বাণীর উর্ধ্বে যাওয়ার (সাইলেন্স) জন্য তোমরা পুরুষার্থ কর। বাবা বলেন, সকলকেই আমার কাছ আসতে হবে। তবে তো তিনি হলেন কালেরও কাল (মহাকাল), তাই না। ওই কাল (মৃত্যু) তো একজনকে নিয়ে যায়, সেই কাল বলেও কেউ নেই যে এসে নিয়ে যায়। এ ড্রামায় নির্ধারিত হয়েই রয়েছে। আত্মা সময় হলে নিজে থেকেই চলে যায়। এই বাবা সকল আত্মাদের-কেই নিয়ে যাবেন। তোমাদের সকলের বুদ্ধিযোগ এখন নিজেদের ঘরে ফিরে যাওয়ার দিকেই রয়েছে। শরীর ত্যাগ করাকে মৃত্যু বলা হয়। শরীর শেষ হয়ে গেছে, তাই আত্মা চলে গেছে। বাবাকে ডাকাও হয় এইজন্য যে, বাবা এসে আমাদের এই সৃষ্টির থেকে নিয়ে যাও। এখানে আমরা থাকব না। ড্রামার প্ল্যান অনুসারে এখন ফিরে যেতে হবে। তারা বলা, বাবা এখানে অপার দুঃখ রয়েছে। এখন এখানে থাকতে চাই না। এ অতি অপবিত্র (ছি-ছি) দুনিয়া। মরতে তো অবশ্যই হবে। সকলেরই এখন বাণপ্রস্থ অবস্থা। এখন বাণীর উর্ধ্বে যেতে হবে। তোমাদেরকে কোন কাল (অকালমৃত্যু) গ্রাস করবে না। তোমরা তো খুশী-পূর্বক যাও। শাস্ত্রাদি যা কিছু আছে তা সবই হলো ভক্তিমার্গের, এসব পুনরায় হবে। এটাই ড্রামার বিস্ময়কর (ওয়ান্ডারফুল) কথা। এসব টেপ, ঘড়ি যা কিছু এইসময় দেখছ, এসব পুনরায় হবে। এতে বিভ্রান্ত হওয়ার মতন কিছু নেই। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রী-জিওগ্রাফী রিপোর্টের অর্থই হলো তার হুবহু পুনরাবৃত্তি। তোমরা এখন জানো, আমরা পুনরায় শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ থেকে দেবী-দেবতা হচ্ছি, এমনই আবার (৫ হাজার পর) হবে। এর থেকে এতটুকুও পৃথক কিছু হতে পারে না। এসব বোঝার মতো বিষয়।

তোমরা জানো, তিনি অসীম জগতের পিতাও, শিক্ষক-সংগুরুও। এমন কোন মানুষ হতে পারে না। ঐনাকে তোমরা বাবা বল। ঐনাকে প্রজাপিতা ব্রহ্মা বল। ইনিও বলেন, তোমরা আমার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাবে না। বাপু গান্ধীজীও প্রজাপিতা ছিলেন না, তাই না। বাবা বলেন, এই কথায়

তোমরা বিভ্রান্ত হয়োনা। তাদেরকে বল যে, আমরা ব্রহ্মাকে ভগবান বা দেবতা ইত্যাদি বলিই না। বাবা বলেছেন, এঁনার অনেক জন্মের অস্তিত্বে, বাণপ্রস্থ অবস্থায় আমি এঁনার মধ্যে প্রবেশ করি সমগ্র বিশ্বকে পবিত্র করার জন্য। বৃক্ষেও দেখাও, দেখ একদম পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখন সকলেই তমোপ্রধান জর্জরিত অবস্থায় রয়েছে, তাই না। ইনিও তমোপ্রধান হয়েই দাঁড়িয়ে রয়েছেন, সেইরকমই ফীচার্স (আকৃতি)। এঁনার মধ্যে বাবা প্রবেশ করে এঁনার নাম রাখেন ব্রহ্মা। তা নাহলে তোমরা বল, ব্রহ্মার নাম কোথা থেকে এলো ? ইনি হলেন পতিত, উনি হলেন পবিত্র। ওই পবিত্র দেবতারাই পুনরায় ৮৪ জন্ম নিয়ে পতিত মানুষ হয়ে যায়। ইনিও(ব্রহ্মা) মানুষ থেকে দেবতায় পরিনত হবেন। মানুষ থেকে দেবতায় পরিনত কর, এ তো বাবারই কাজ। এসব অতি আশ্চর্যজনক বোঝার মতো বিষয়। ইনিই (ব্রহ্মা) উনি (বিষ্ণু) হন মাত্র এক সেকেন্ডে, উনি ৮৪ জন্ম নিয়ে পুনরায় ইনি(ব্রহ্মা) হন। এঁনার মধ্যে বাবা প্রবেশ কর, বসে পড়ান, তোমরাও পড়। এঁনাদেরও তো কুল (ঘরানা) রয়েছে। লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাধা-কৃষ্ণের মন্দির আছে। কিন্তু একথা কেউ জানে না যে, প্রথমে রাধা-কৃষ্ণ হলো প্রিন্স-প্রিন্সেস, যারা পরে লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়। ইনিই বেগার তথা প্রিন্স হবেন। প্রিন্স থেকে আবার বেগারে পরিনত হয়। কত সহজ কথা। ৮৪ জন্মের কাহিনী এই দুই চিত্রে রয়েছে। ইনিই(ব্রহ্মা) উনি (বিষ্ণু) হয়ে যান। তারা হলেন যুগল, তাই ৪ ভূজা দেওয়া হয়েছে। এটাই প্রবৃত্তি মার্গ, তাই না। এক সৎগুরুই তোমাদের পার করে দেন। বাবা কত ভালভাবে বোঝান, আবার দৈব-গুণও ধারণ করা চাই। স্ত্রী-দের বিষয়ে স্বামীদের বা স্বামীদের বিষয়ে স্ত্রী-দের যদি জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তাহলে তৎক্ষণাৎ এরা পরস্পরের কমজোরী বা খুঁত বের করে দেবে। এই বিষয়ে হয় তারা বলবে, এ আমাকে বিরক্ত করে অথবা একথা বলবে, আমরা দুজনেই সঠিকভাবে চলি। আর তা নাহলে বলবে, কেউ কাউকে বিরক্ত করি না, দুজনেই পরস্পরের সাহায্যকারী, সাথী হয়ে চলি। কেউ-কেউ আবার পরস্পরকে অধঃপতনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। বাবা বলেন, এখানে স্বভাবকে পরিবর্তন করতে হয়। ওসব হলো আসুরী স্বভাব। দেবতাদের হয় দৈব-স্বভাব। এইসবই তোমরা জানো, অসুরদের আর দেবতাদের যুদ্ধ কখনই হয় নি। পুরানো দুনিয়া আর নতুন দুনিয়া - - পরস্পরের মধ্যে মিলন কীভাবে হতে পারে। বাবা বলেন, অতীতে যা ঘটে গেছে সেগুলো বসে লিখেছে, ওগুলোকে গল্পকথা বলা হয়। উৎসবাদি সবই এখানকার। দ্বাপর থেকে পালন করা হয়। সত্যযুগে পালন করা হয় না। এসব বুদ্ধির দ্বারা বোঝার মতন বিষয়। দেহ-অভিমানের কারণে বাচ্চারা অনেক পয়েন্টস্ ভুলে যায়। জ্ঞান অতি সহজ। ৭ দিনেই সমগ্র জ্ঞান ধারণ করা যেতে পারে। প্রথমে অ্যাটেনশন চাই স্মরণের যাত্রায়। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত।
আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এই অসীম জগতের নাটকে অভিনয় করতে-করতে সম্পূর্ণ নাটককে সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে। এতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ো না। এই দুনিয়ার কোন বস্তু দেখলেও, বুদ্ধির মাধ্যমে যেন তা স্মরণে না আসে।

২) নিজের আসুরী স্বভাবকে পরিবর্তন করে দৈব-স্বভাব ধারণ করতে হবে। পরস্পরের সাহায্যকারী হয়ে চলতে হবে, কাউকে বিরক্ত করা উচিত নয়।

বরদান :- হৃদয়ে একমাত্র হৃদয়রাজকে (দিলারাম) সমাযিত করে, ংকের সঙ্গে সৰ্ব সস্বন্ধের অনুভূতি প্রাপ্ত করা সন্তুষ্ট আত্মা ভব

ব্যাখা:- নলেজকে সমাযিত করার স্থান হলো মস্তিষ্ক, কিন্তু প্রিয়তমকে সমাযিত করার স্থান হলো হৃদয়। কোনো কোনো প্রেমী মস্তিষ্ক বা বুদ্ধি বেশী প্রয়োগ করে বা খরচ করে কিন্তু বাপদাদা সত্যিকারের হৃদয়বানদের উপর সমর্পিত। তাই হৃদয়ের অনুভব তো হৃদয়ই জানে, আর হৃদয়রাজই জানে। যারা হৃদয় দিয়ে সেবা করে অথবা স্মরণ করে তাদের পরিশ্রম কম হয় আর সন্তুষ্টতা অধিক লাভ করে। হৃদয়বানরা সদাই সন্তুষ্টতার গান গায়। সঠিক সময়ে তাদের ংকের সঙ্গে সৰ্বসস্বন্ধের অনুভূতি হয়।

স্লোগান :- অমৃতবেলায় সরল বুদ্ধি হয়ে বসো, তাহলে সেবায় নতুন-নতুন পদ্ধতির অনুভব (টাচিং) হবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - আত্মার থেকে সমস্ত বিকার রূপী ময়লাকে বের করে শুদ্ধ ফুল হও। বাবার স্মরণে থাকলেই সমস্ত ময়লা বেরিয়ে যাবে"

প্রশ্ন :- পবিত্র হওয়ার জন্য বাচ্চাদের কোন্ বিষয়ে বাবাকে অনুসরণ করতে হবে?

উত্তর :- বাবা যেমন পরম পবিত্র, তিনি কখনও অপবিত্র নোংরা আত্মাদের সাথে একত্রিত হন না, সদা পবিত্র থাকেন, এইরকম তোমরাও পবিত্র হওয়ার জন্য বাবাকে অনুসরণ করতে থাকো, খারাপ কিছু দেখো না।

ওম্ শান্তি। বাবা বসে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। এই দুই বাবা-ই তো আছেন। একজনকে আত্মিক, আর অন্যজনকে দৈহিক বাবা বলা হয়ে থাকে। শরীর তো দু'জনেরই এক, যেন মনে হয় দু'জন বাবা-ই বোঝাচ্ছেন। কিন্তু একজন বোঝান, অন্যজন বোঝেন। তবুও বলা হয়ে থাকে দু'জনেই বোঝাচ্ছেন। এই যে এত ছোট একটা আত্মা, তাতে কতই না ময়লা জমা হয়ে আছে। ময়লা জমলে কত ক্ষতি হয়ে যায়। এই লাভ আর ক্ষতি তো তখনই দেখা যায়, যখন এসব শরীরের সাথে হয়। তোমরা জানো যে আমরা আত্মা যখন পবিত্র হব, তখন এই লক্ষ্মী-নারায়ণের মত পবিত্র শরীর পাব। এখন আত্মার মধ্যে কতই-না ময়লা জমে আছে। যখন মধু বের করা হয়, তখন তাকে পরিশোধন করে নেওয়া হয়। তখন কতই না ময়লা বেরিয়ে আসে আর শুদ্ধ মধু আলাদা করে রাখা হয়। আত্মাও অনেক ময়লা হয়ে যায়। আত্মা-ই শুদ্ধ ছিল, একদম পবিত্র ছিল। শরীর কি রকম সুন্দর ছিল। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের শরীর দেখো কত সুন্দর। মানুষ তো শরীরকেই পূজা করে, তাইনা। আত্মাকে তো দেখতেই পায় না। আত্মাকে তো চেনেই না। প্রথমে আত্মা সুন্দর ছিল। শরীরও সুন্দর পাওয়া যায়। তোমরাও এখন এইরকম লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে চলেছো। তাই আত্মাকে কতই না শুদ্ধ হতে হবে। আত্মাকেই তমোপ্রধান বলা হয়ে থাকে, কেননা তাতে নোংরা ভর্তি আছে। এক হচ্ছে দেহ-অভিমানের ময়লা আর দ্বিতীয় কাম-ক্রোধের ময়লা। ময়লা বের করার জন্য পরিশোধন করা হয়। পরিশোধনের দ্বারা রং-ও পরিবর্তিত হয়ে যায়। তোমরা ভালোভাবে বিচার করলে অনুভব করতে পারবে যে, তোমাদের মধ্যে কত ময়লা ভরা হওয়া আছে। আত্মার মধ্যেই রাবণের প্রবেশ হয়। এখন বাবার স্মরণে থাকলেই সমস্ত ময়লা বেরিয়ে যাবে। এতেও সময়ের প্রয়োজন হয়। বাবা বোঝান যে, দেহ অভিমানের কারণে বিকারের কত ময়লা জমা হয়। ক্রোধের ময়লাও কম নয়। ক্রোধী, অন্তরে অন্তরে জ্বলতে থাকে। কোনো না কোনো কথাতে হৃদয় জ্বলতেই থাকে। মুখটাও তামার মত হয়ে যায়। এখন তোমরা বুঝে গেছো যে, আমাদের আত্মাও জ্বলেছিল। আত্মার মধ্যে কত ময়লা আছে - এখন জানা গেছে। এইসব কথা বোঝার জন্য খুব কম সংখ্যক আত্মাই আছে। এখানে তো ফার্স্ট ক্লাস বুদ্ধি চাই, তাই না। এখনো তো অনেক ঘাটতি আছে। তোমাদেরকে তো সমস্ত ঘাটতিগুলি পূরণ করে একদম পবিত্র হতে হবে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ কত পবিত্র। বাস্তব ক্ষেত্রে তাদেরকে স্পর্শ করার জন্যও আদেশ নেই। পতিতরা এত উঁচু পবিত্র দেবতাদের স্পর্শ করতে পারবে না। স্পর্শ করার যোগ্যই নয়। শিবকে তো স্পর্শ করতেই পারবে না। তিনি তো হলেনই নিরাকার, তাকে তো স্পর্শ করাই যায় না। তিনি হচ্ছেন পবিত্রতম। হয়তো বা তাঁর প্রতিমা অনেক বড় করা হয়। কেননা এত ছোট বিন্দু তাতে তো কেউ স্পর্শ করতেই পারবে না। আত্মা

শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে, তাই শরীর বড় হয়। আত্মা তো বড় ছোট হয় না। এটা তো হলই নোংরা দুনিয়া। আত্মার মধ্যে কত নোংরা জমা হয়ে আছে। শিব বাবা হলেন অত্যন্ত সেক্রেড (পবিত্র) খুবই পবিত্র। এখানে তো সবাইকে এক সমান বানিয়ে দেয়। একে অপরকে বলে তুমি তো জানোয়ার। সত্য যুগে এরকম ভাষা হবেই না। এখন তোমরা অনুভব করতে পেরেছো যে, আত্মার মধ্যে অনেক ময়লা জমে আছে। আত্মার সেই যোগ্যতাই নেই যে বাবাকে স্মরণ করে। অযোগ্য বুদ্ধে মায়াও তাকে একদম সরিয়ে দেয়।

বাবা কত পবিত্র এবং শুদ্ধ । আমরা আত্মারাও কি থেকে কি হতে চলেছি। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন যে, তোমরা আমাকে ডেকেছিলে আত্মাকে শুদ্ধ করানোর জন্য। অনেক নোংরা ভর্তি হয়ে আছে। বাগানের মধ্যে সব ফুলই সুন্দর হয় না। নম্বরের ক্রমানুসারে হয়। বাবা হলেন বাগানের মালি। আত্মা কত পবিত্র হয়। পুনরায় অনেক ময়লা জমে একদম কাঁটা হয়ে যায়। আত্মার মধ্যেই দেহ অভিমানের, কাম-ক্রোধের ময়লা ভরা আছে। ক্রোধও মানুষের মধ্যে অনেক আছে। যখন তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে, তখন তো কারোর মুখ দেখতেই ইচ্ছা করবে না। খারাপ কিছু দেখো না।

অপবিত্রদেরকে তো দেখাই উচিত নয়। আত্মা পবিত্র হয়ে পবিত্র নতুন দেহ ধারণ করে। তাহলে নোংরা তো দেখবেই না। নোংরা দুনিয়াই সমাপ্ত হয়ে যাবে। বাবা বোঝাচ্ছেন যে, তোমরা দেহ অভিমানে এসে কতই না নোংরায় পড়ে গেছো। পতিত হয়ে গেছো। বাচ্চারা বলে যে - বাবা আমার মধ্যে ক্রোধের ভূত আছে। বাবা, আমরা তোমার কাছে এসেছি পবিত্র হওয়ার জন্য। আমরা জানি যে, বাবা হচ্ছেন চির পবিত্র। এইরকম সর্বোচ্চ অথরিটিকে সর্বব্যাপী বলে কতই না অপমান করা হয়েছে। নিজের উপরেও কত ঘৃণাভাব জন্মায়। আমরা কি ছিলাম, পুনরায় কি থেকে কি হতে চলেছি। এসব কথা তোমরা বাচ্চারাও বুঝতে পারো, আর অন্য কোনো সংসঙ্গ বা বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি কোথাও এই রকম লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকে কেউ বোঝাতে পারবে না। এখন তোমরা বাচ্চারা জেনে গেছো যে আমাদের আত্মার মধ্যে কিভাবে নোংরা ময়লা জমেছে। দুই কলা কম হলো, তারপর চার কলা কম হলো, নোংরা জমতেই থাকছে। এইজন্য বলা হয়ে থাকে যে তমোপ্রধান। কেউ লোভে বশীভূত হয়ে, কেউ মোহে জর্জরিত হয়ে জ্বলে মরে, এই অবস্থাতেই জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এখন বাচ্চারা, তোমাদের তো শিব বাবার স্মরণে থেকেই শরীর ত্যাগ করতে হবে, যে শিব বাবা এই রকম তৈরি করেছেন। এই লক্ষ্মী-নারায়ণকে এই শিব বাবা-ই তৈরি করেছেন, তাই না। অতএব নিজের উপর অনেক সতর্ক থাকতে হবে। তুফান তো অনেক আসবে। তুফান মায়ার হয়েই আসে, তুফান আর কিছুই নয়। তারা তো শাস্ত্রে হনুমান ইত্যাদির গল্প লিখে দিয়েছে । আরো বলে থাকে যে, ভগবান শাস্ত্র রচনা করেছেন। ভগবান তো সব বেদ শাস্ত্রের সার শোনায় । ভগবান তো সঙ্গতি করে দিয়েছেন, তাঁর আবার শাস্ত্র রচনা করার কি দরকার ? এখন বাবা বলেন - খারাপ কিছু শুনো না। এই শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে তোমরা শ্রেষ্ঠ হতে পারবে না। আমি তো এইসব থেকে আলাদা থাকি। কেউ আমাকে চিনতেই পারে না। বাবা কি, কারোরই তা জানা নেই। বাবা জানেন, কে কে আমার সেবা করে অর্থাৎ কল্যাণকারী হয়ে অন্যদেরও কল্যাণ করে, সে-ই আমার হৃদয় সিংহাসনে বসে। কেউ তো আবার এমনও আছে, যার সেবার বিষয়ে কোনো জ্ঞানই নেই। বাচ্চারা, তোমাদের তো এ বিষয়ে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে যে নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। হয়তো আত্মা শুদ্ধ হয়, শরীর তো সেই পতিতই থাকে, তাই না। যাদের আত্মা শুদ্ধ হয়, তাদের

কার্যকলাপের মধ্যে রাত-দিনের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আচার-আচরণে বোঝা যায়। কারোরই নাম নেওয়া হয় না। যদি নাম বলা হয় তবে আরো খারাপ হয়ে যেতে পারে।

এখন তোমরা পার্থক্য দেখতে পাবে যে, তোমরা কি ছিলে, আর তোমাদের কি হতে হবে ! তো শ্রীমতে চলতে হবে, তাই না। অন্তরে যে খারাপ জিনিস জমা হয়ে আছে, সেগুলোকে বের করতে হবে। লৌকিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রেও কোনো কোনো বাচ্চা অনেক খারাপ হয়, তাদের প্রতি তাদের বাবাও বিরক্ত বোধ করে। বলে থাকে যে এরকম বাচ্চা থাকার থেকে না থাকা ভালো। ফুলের বাগান সুরভিত হয়ে থাকে। কিন্তু ড্রামা অনুসারে নোংরাও হয়। আকন্দ ফুল দেখতেও ভালো লাগে না। কিন্তু বাগানে গেলে সব ফুলের ওপরই তো নজর পড়ে, তাই না। আত্মা বলে এটা অমুক ফুল। সুগন্ধি ফুলের-ই তো আঘ্রাণ নেবে সবাই, তাইনা। বাবাও দেখেন যে, এনার আত্মাও কতক্ষণ স্মরণের যাত্রায় থাকে। কত পবিত্র হয়েছে আর অন্যদেরও নিজের সমান তৈরি করেছে। জ্ঞান শোনায়। মূল কথাই হলো মন্বনা ভব। বাবা বলেন যে, আমাকে স্মরণ করো, তাহলে পবিত্র ফুল হয়ে যাবে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ কত পবিত্র ফুল ছিল। এর থেকেও শিববাবা অনেক অনেক পবিত্র। মানুষের কি জানা আছে যে এই লক্ষ্মী-নারায়ণকে এই শিব বাবা-ই তৈরি করেছেন। তোমরা এখন জেনেছ যে, এই পুরুষার্থের দ্বারাই এনারা এইরকম হয়েছেন। রাম কম পুরুষার্থ করেছেন, তাই চন্দ্রবংশী হয়েছেন। বাবা তো অনেক বোঝান। এক তো স্মরণের যাত্রায় থাকতে হবে, যার দ্বারা খারাপ সব বেরিয়ে যাবে, আর আত্মা পবিত্র হবে। তোমাদের কাছে মিউজিয়াম ইত্যাদিতে অনেক আত্মা আসে। বাচ্চাদেরকে সেবা করার জন্য অনেক শখ রাখতে হবে। সেবা ছেড়ে কখনো ঘুমাতে না। সেবার ক্ষেত্রে সর্বদা নির্ভুল থাকতে হবে। মিউজিয়ামেও তোমরা বিশ্রাম করবার সময় টুকু পর্যন্ত তোমরা নাও না। গলায় ব্যাথা হয়ে যায়। ভোজনাডিও খেতে হবে, কিন্তু অন্তরে দিনরাত এই উৎসাহই থাকবে যে কিভাবে সেবা করব। কেউ এলে তাকে রাস্তা বলতে হবে। ভোজনের সময় কেউ এসে গেলে তবে প্রথমে তাকে বুম্বিয়ে তারপর ভোজন খেতে হবে। এইরকম সেবাধারী হয়েছো ? কারো কারো আবার অনেক দেহ অভিমান এসে যায়। আরাম পছন্দ করে। তখন সে নবাব হয়ে যায়। বাবাকে তো সবকিছুই বোঝাতে হয়, তাই না। এইসব নবাবী ছাড়ো। পুনরায় বাবা সাক্ষাৎকারও করাবেন। নিজের পদ দেখো। দেহ অভিমানের নোংরা নিজেরাই নিজদের পায়ে লাগিয়েছে। অনেক বাচ্চা বাবাকেও ঈর্ষা করে। আরে ! ইনি তো শিব বাবার রথ। এনাকে তো যত্ন করতেই হবে। এখানে তো এমনও অনেকে আছে যাদের ডাক্তারের নির্দেশে অনেক ওষুধ খেতে হয়। যদিও বাবা বলে থাকেন শরীরকে সুস্থ রাখতে হবে, কিন্তু নিজের স্থিতিকেও দেখতে হবে, তাই না। তোমরা বাবার স্মরণে থেকে থাও, তাহলে কোনো ক্ষতি হবে না। স্মরণে থাকলেই শক্তি ভরে যাবে। ভোজন অনেক শুদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু এখন এই স্থিতি নেই। বাবা তো বলেন যে, ব্রাহ্মণদের (ব্রহ্মা বংশদের) হাতে তৈরি হওয়া ভোজন হল উত্তমের থেকেও উত্তম, কিন্তু তখন-ই, যখন সেটা বাবার স্মরণে থেকে তৈরি করা হয়। স্মরণে থেকে রান্না হলে, যে করেছে তারও লাভ, আর যে খাবে তারও লাভ হবে।

আকন্দ ফুল তো অনেক আছে, তাইনা। এরা কি পদ পাবে ? বাবার তো খুব দয়া হয়। কিন্তু ড্রামা অনুসারে দাস-দাসী হতেও হবে। এতে খুশি হয়ে যেও না। অনেকেই এটা ভাবে না যে, আমাকে এইরকম হতে হবে। দাস-দাসী হওয়ার পর যদি ধনী হও তাহলে ঠিক আছে, দাস-দাসী রাখতেও পারবে। বাবা তো বলেন যে, নিরন্তর এক আমাকে স্মরণ করো আর সুখের দোলনায় দুলতে থাকো। ভক্তরা আবার জপমালা তৈরি করে। ওটা ভক্তদের কাজ। বাবা তো শুধু বলেন যে, নিজেকে আত্মা

মনে করো আর বাবাকে স্মরণ করো। ব্যস্, বাকি কিছু জপ করতে হবে না, না মালা ঘোরাতে হবে। বাবাকে যথাযথ রূপে জানতে হবে আর তাঁকে স্মরণ করতে হবে। মুখে শুধু "বাবা বাবা" বললেই হবে না। তোমরা এখন জেনেছ যে, তিনি হলেন আমরা আত্মাদের অসীম জগতের পিতা। তাঁকে স্মরণ করলেই আমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবো অর্থাৎ আত্মা শুদ্ধ হয়ে যাবে। কত সহজ বিষয়। যুদ্ধের ময়দান আছ এখন তোমরা, তাইনা। তোমাদের হল মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ। সে প্রতিমুহূর্তে তোমাদের বুদ্ধিযোগ ভাঙার চেষ্টা করছে। বিনাশ কালে যত যত প্রীত বুদ্ধি থাকবে, ততই উঁচু পদ পাবে। এক বাবাকে ছাড়া আর কাউকে স্মরণ করো না। কল্প পূর্বেও এইরকম অনেক আত্মাই বেরিয়েছেন, যাঁরা বিজয় মালার দানা হয়েছেন। তোমরা ব্রাহ্মণ কুলের হয়েছো। ব্রাহ্মণদেরও মালা তৈরি হয়, যারা অনেক গুপ্ত সেবা করেছেন, তাদের। জ্ঞানও গুপ্ত, তাইনা। বাবা তো প্রত্যেককে খুব ভালোভাবে জানেন। ভালো ভালো প্রথম নম্বরের মহারথী বলে তোমরা যাদের জানো, তারা তো আজ নেই। দেহ অভিমান অনেক আছে। বাবার স্মরণ স্থায়ী হয় না। মায়া অনেক জোরে খাপ্পড় মারে। অনেক কম সংখ্যকই আছে যাদের মালা তৈরি হয়। বাবাও বাচ্চাদেরকে বোঝান যে, নিজেকে দেখতে থাকো। আমি কতটা পবিত্র দেবতা ছিলাম, পুনরায় আমি কি থেকে কি হয়ে গিয়েছিলাম, একদম নোংরা হয়ে গিয়েছিলাম। এখন শিব বাবাকে পেয়েছি, তাই তাঁর শ্রীমতে চলতেই হবে। কোনো দেহধারীকে স্মরণ ক'রো না। কারোর স্মরণ যেন বুদ্ধিতে না আসে। নিজের কাছে কারোর চিত্র রেখো না। এক শিব বাবাকে স্মরণ করো। শিব বাবার তো শরীর নেই। এটা তো কিছুদিনের জন্য লোন নিয়েছেন। তোমাদেরকে এইরকম দেবী দেবতা লক্ষ্মী-নারায়ণ তৈরি করার জন্য কতই না পরিশ্রম করতে হয়। বাবা বলেন, তোমরা আমাকে পতিত দুনিয়াতে আহ্বান করেছিলে। আমি তোমাদেরকে পবিত্র বানাই, কিন্তু তোমরা পবিত্র দুনিয়াতে আমাকে আহ্বান ক'রো না। সেখানে এসেই বা আমি কি করবো। তাঁর সেবা-ই হল পতিতদেরকে পবিত্র করা। বাবা জানেন যে, তোমরা একদম জ্বলে পুড়ে কালো কয়লা হয়ে গিয়েছিলে। বাবা এসেছেন তোমাদেরকে সুন্দর বানানোর জন্য। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সেবার ক্ষেত্রে একদম নির্ভুল থাকতে হবে। দিনরাত সেবার জন্য উৎসাহের ঢেউ আসতে থাকবে। সেবা ছেড়ে কখনো আরাম ক'রো না। বাবার সমান কল্যাণকারী হতে হবে।

২) একের-ই স্মরণে থেকে প্রীত বুদ্ধি হয়ে অন্তরের সমস্ত ময়লাকে বের করে দিতে হবে। সুগন্ধি ফুল হতে হবে। এই নোংরা দুনিয়াতে বুদ্ধি যোগ লাগিও না।

বরদান :- "প্রথমে আপনি" - এই মন্ত্র দ্বারা সকলের স্বপ্ন প্রাপ্ত করে নির্মাণ তথা মহান ভব

ব্যখ্যা - এই মহামন্ত্র সদা স্মরণে থাকে যে "নির্মাণ - ই হলো সবথেকে মহান"। "প্রথমে আপনি" করা-ই হলো সবার থেকে স্বপ্ন প্রাপ্ত করার আধার। মহান হওয়ার এই মন্ত্র বরদান রূপে সদা সাথে রাখবে। বরদানের দ্বারাই প্রতিপালিত হয়ে, উড়ে গিয়ে নিজের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাও। পরিশ্রম তো তখন করতে হয়, যখন বরদানগুলিকে কাজে লাগাও না। যদি বরদানের দ্বারা

প্রতিপালিত হও বা বরদানকে ব্যবহারিক কাজে লাগিয়ে থাকো, তাহলে পরিশ্রম সমাপ্ত হয়ে যাবে।
সর্বদা সফলতা আর সন্তুষ্টি অনুভব করতে থাকবে।

স্লোগান :- চেহারার দ্বারা সেবা করার জন্য নিজের হাস্যময়, আনন্দদায়ী এবং গম্ভীর স্বরূপকে ধারণ
করো।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবাকে স্মরণ করার সাথে সাথে জ্ঞান ধনের দ্বারা সম্পন্ন হও, বুদ্ধিতে সমগ্র জ্ঞান আবর্তিত হতে থাকলে তখন অপার খুশী থাকবে, সৃষ্টি চক্রের জ্ঞানের দ্বারা তোমরা চক্রবর্তী রাজা হবে"

প্রশ্ন :- কোন্ বাচ্চাদের (মানব সন্তানদের) বাবার প্রতি ভালোবাসা হতে পারে না ?

উত্তর : - যাদের ভালোবাসা খুব গভীর ভাবে নরকে থাকা বিকারের সাথে হয়, সেরকম মানুষদের ভালোবাসা বাবার সাথে থাকতে পারে না। তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা বাবাকে জেনেছ, সেইজন্য বাবার প্রতি তোমাদের ভালোবাসা আছে।

প্রশ্ন :- কাদের সত্যযুগে প্রবেশ করার অধিকার নেই ?

উত্তর : - বাবাকে সত্যযুগে আসতে হয় না, তাই সেখানে মৃত্যুও আসতে পারে না ।

ওম্ শান্তি। আত্মাদের পিতা বসে আত্মা রূপী বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। আত্মা রূপী বাচ্চারা স্মরণে বসেছো ? ভিতরে এই জ্ঞান আছে তো যে, আমরা আত্মারা স্মরণের যাত্রায় আছি। যাত্রা শব্দটি তো অবশ্যই হৃদয়ে থাকা উচিত । যে রকম হরিদ্বার বা অমরনাথ যাত্রা করা হয়, যাত্রা সম্পূর্ণ হলে আবার ফিরে আসে। বাচ্চারা, তোমাদের এক্ষেত্রে আবার বুদ্ধিতে থাকে আমরা শান্তিধামে যাই। বাবা এসে হাত ধরেছেন। হাত ধরে পারাপার হতে হয় যে না ! বলাও হয়, হাত ধরে নাও। কারণ বিষয়-সাগরে পড়ে আছি। এখন তোমরা শিববাবাকে স্মরণ করো আর পরমধাম গৃহকে স্মরণ করো। নিজেদের মধ্যে এটা আসা উচিত যে আমরা চলছি। এতে মুখেও কিছু বলার নেই। ভিতরে-ভিতরে শুধুমাত্র স্মরণ থাকুক - বাবা এসেছেন নিয়ে যেতে। অবশ্যই স্মরণের যাত্রায় থাকতে হবে। এই স্মরণের যাত্রার দ্বারাই তোমাদের পাপ খন্ডন হয়, তবেই আবার সেই লক্ষ্যে পৌঁছাবে। বাবা কতো ক্লীয়ার করে (পরিষ্কার) বোঝান। যেরকম ছোট বাচ্চাদের পড়ানো হয়। সর্বদা বুদ্ধিতে থাক যে আমরা বাবাকে স্মরণ করেই চলেছি। বাবার কাজই হলো পবিত্র করে পবিত্র দুনিয়াতে নিয়ে যাওয়ার। বাচ্চাদের নিয়ে যান। আত্মাদেরই যাত্রা করতে হবে। আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের বাবাকে স্মরণ করেই পরমধাম গৃহে যেতে হবে। গৃহে পৌঁছালে তবে বাবার কাজ সম্পূর্ণ হবে। বাবা আসেনই পতিত থেকে পবিত্র করে গৃহে (পরমধামে) ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। পড়াশুনা তো এখানেই পড়তে হবে। যদি বা ঘোরো-ফেরো, যে কোনো কাজ-কর্ম করো, বুদ্ধিতে এটা স্মরণ থাক। যোগ হলো সন্ন্যাসীদের। সে তো হলো সব মানুষের মত। অর্ধ-কল্প তোমরা মানুষের মতে চলেছো। অর্ধ-কল্প দেবী মতে চলেছিলে। এখন তোমাদের ঈশ্বরীয় মতের প্রাপ্তি হয়েছে।

যোগ শব্দটা বলা না, স্মরণের যাত্রা বলা। আত্মাকে এই যাত্রা করতে হবে। সেটা হলো শারীরিক যাত্রা, শরীরের সাথে চলে। এতে, অর্থাৎ স্মরণের যাত্রায় তো শরীরের কাজই নেই। আত্মারা জানে, আমাদের এই আত্মাদের সেই সুইট পরমধাম গৃহ আছে। বাবা আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন, যার দ্বারা আমরা পবিত্র হচ্ছি। স্মরণ করতে করতে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে। এই হলো স্মরণের যাত্রা। আমরা বাবার স্মরণে বসি, কারণ পরমধাম গৃহে বাবার কাছেই যেতে হবে। বাবা আসেনই

পবিত্র করতে। তাই তো তোমাদের পবিত্র দুনিয়াতে যেতে হবে। বাবা পবিত্র করে তোলেন, তারপর নম্বরঅনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে তোমরা পবিত্র দুনিয়াতে যাবে। এই জ্ঞান বুদ্ধিতে থাকা উচিত। আমরা স্মরণের যাত্রাতে আছি। এই মৃত্যুলোকে আমাদের ফিরে আসতে হবে না। বাবার কাজ হলো আমাদের পরমধাম গৃহ পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া। বাবা পথ বলে দেন, এখন তো তোমরা মৃত্যুলোকে আছো, এরপর নূতন দুনিয়া-অমরলোকে থাকবে। বাবা নতুন দুনিয়ার উপযুক্ত বানিয়েই ছাড়েন। বাবা সুখধামে নিয়ে যান না। পরমধাম গৃহ পর্যন্ত পৌঁছালে এর লিমিট হয়ে যায়। এই সমস্ত জ্ঞান বুদ্ধিতে থাকা উচিত। শুধুমাত্র যে বাবাকে স্মরণ করা উচিত তা নয়, সাথে জ্ঞানও থাকা চাই। জ্ঞানের দ্বারা তোমরা ধন উপার্জন করো যে না ! এই সৃষ্টিচক্রের নলেজ দ্বারা তোমরা চক্রবর্তী রাজা হও। বুদ্ধিতে এই জ্ঞান আছে, এর দ্বারা চক্র আবর্তিত করতে হবে। আবার আমরা পরমধামে (গৃহে) যাবো, আবার নূতন করে চক্র শুরু হবে। এই সমস্ত জ্ঞান বুদ্ধিতে থাকলে তবে খুশীর পারদ উপর দিকে উঠবে। বাবাকেও স্মরণ করতে হবে, শান্তিধাম, সুখধামকেও স্মরণ করতে হবে। ৮৪ জন্মের চক্র যদি স্মরণ না করো, তবে চক্রবর্তী রাজা হবে কি ভাবে? শুধুমাত্র একক কে স্মরণ করা সন্ন্যাসীদের কাজ, কারণ সেই এক কে, সে বিষয়ে তারা জ্ঞাত নয়। তারা ব্রহ্মকেই স্মরণ করে। বাবা তো বাচ্চাদের ভালো ভাবে বোঝান। স্মরণ করতে করতেই তোমাদের পাপ খন্ডিত হয়। প্রথমে তো গৃহে যেতে হবে, এটা হলো আত্মিক যাত্রা। গাওয়াও হয় চতুর্দিকে ঘুরে বেড়ালে তবুও বারংবার দূরে রইলে অর্থাৎ বাবার থেকে দূরে রইলে। যেই বাবার থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় তাঁকে তো জানেই না। কতো ঘুরতে থাকে। প্রতি বছরই কোনো যাত্রা করে থাকে। পয়সা অনেক থাকলে যাত্রার শখ থাকে। এটা তো হলো তোমাদের আত্মিক যাত্রা। তোমাদের জন্য নূতন দুনিয়া তৈরী হয়ে যাবে আবার তো নূতন দুনিয়াতেই আসার মতো হও, যাকে অমরলোক বলা হয়। সেখানে মৃত্যু থাকে না, যা কাউকে নিয়ে যাবে। নূতন দুনিয়াতে মৃত্যুর প্রবেশ অধিকারই নেই। রাবণের তো এই পুরানো আছে যে। তোমরা এখানে তাকে ডেকেও থাকো। বাবা বলেন আমি পুরানো দুনিয়াতে পুরানো শরীরে আসি। আমারও নূতন দুনিয়াতে আসার অধিকার নেই। আমি তো পতিত কে পবিত্র করতে আসি। তোমরা পবিত্র হয়ে আবার অপরকেও পবিত্র করো। সন্ন্যাসী তো পালিয়ে যায়। একদম বিলুপ্ত হয়ে যায়। জানাই যায় না, কোথায় চলে গেছে, কারণ সে ড্রেসই পরিবর্তন করে নেয়। যেরকম এক্টর্স রূপ পরিবর্তন করে নেয়। কখনো মেল থেকে ফিমেল হয়ে যায়, কখনো ফিমেল থেকে ভেল হয়ে যায়। এটাও রূপ পরিবর্তন করে। সত্যযুগে কি আর এই সব ব্যাপার থাকবে !

বাবা বলেন, আমি আসি নূতন দুনিয়া গড়তে। বাচ্চারা, তোমরা অর্ধ-কল্প রাজত্ব করো আবার ড্রামার প্ল্যান অনুসারে দ্বাপর শুরু হয়, দেবতার বাম মার্গে চলে যায়, তাদের অনেক ঘৃণ্য চিত্রও জগন্নাথপুরীতে আছে। জগন্নাথের মন্দির আছে। তাঁর তো রাজধানী ছিলো, তাই না ! স্বয়ং বিশ্বের মালিক ছিলেন। আবার মন্দিরে এসে বন্দী হয়েছেন, তাকে কালো দেখানো হয়েছে। এই জগত নাথের মন্দিরের উপর তোমরা অনেক কিছুর বোঝাতে পারো। আর কেউ এর অর্থ বোঝাতে পারবে না। দেবতাই পূজ্য থেকে পূজারী হয়। সে-সব লোক তো বলে ভগবানের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যাপারে বলে দেয়- আপনিই পূজার, আপনিই পূজারী। আপনিই সুখ দেন, আপনিই দুঃখ দেন। বাবা বলেন আমি তো কাউকে দুঃখই দিই না। এটা তো বোঝার ব্যাপার। বাচ্চা জন্মালে তো খুশী হয়, বাচ্চা মারা গেলে তো কাঁদতে থাকে। বলে ভগবান দুঃখ দিয়েছেন। আরে, এই অল্প সময়ের সুখ-দুঃখ তোমাদের রাবণ রাজ্যতেই প্রাপ্ত হয়। আমার রাজ্য দুঃখ নাম মাত্রও থাকে না। সত্যযুগকে বলা হয়

অমরলোক। এর নামই হলো মৃত্যুলোক। অকালে মৃত্যু হয়। সেখানে তো অনেক খুশী পালন করা হয়, আয়ুও অনেক লম্বা হয়। দীর্ঘতম আয়ু ১৫০ বছরের হয়। এখানেও কখনো কখনো এরকম কারোর হয়, কিন্তু এখানে তো স্বর্গ নেই ! কেউ শরীরকে খুব সামলে রাখে, তাই আয়ুও দীর্ঘ হয়, আবার বাচ্চাও কতো হয়ে যায়। পরিবার বৃদ্ধি হতে থাকে, বৃদ্ধি তাড়াতাড়ি হয়। যেরকম বৃক্ষ থেকে শাখা-প্রশাখা বের হয়- ৫০টা শাখা আর তার থেকে আরো ৫০ বের হবে, কতো বৃদ্ধি হতে থাকে। এখানেও সেরকম, সেইজন্য এর উদাহরণ বৃহৎ বৃক্ষের সাথে দেওয়া হয়। সমস্ত বৃক্ষ দাঁড়িয়ে আছে, ফাউন্ডেশন (গোঁড়া) নেই। এখানেও আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের ফাউন্ডেশন নেই। কারোর জানাই নেই দেবতার কবে ছিলো, তারা তো লক্ষ বছর বলে দেয়। পূর্বে তোমরা কখনো খেয়ালও করেনি। বাবা এসেই এসব ব্যাপার বোঝান। এখন তোমরা বাবাকেও জেনে গেছো আর সমস্ত ড্রামার আদি-মধ্য-অন্ত, ডিউরেশন ইত্যাদি সব কিছুকে জেনে গেছো। নূতন দুনিয়া থেকে পুরানো, পুরানো থেকে নূতন কি ভাবে গড়ে ওঠে, এটা কেউ জানে না। এখন তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা স্মরণের যাত্রায় বসছো। এই যাত্রা তো তোমাদের নিত্য চলে। ঘোরো-ফেরো কিন্তু এই স্মরণের যাত্রায় থাকো। এ হলো আত্মিক যাত্রা। তোমরা জানো ভক্তি মার্গে আমরাও সেই যাত্রাতে ছিলাম। অনেকবার যাত্রা করে থাকবে যে সুপরিপক্ক ভক্ত হবে। বাবা বুঝিয়েছেন এক শিবের ভক্তি করতে, সেটা হলো অব্যাভিচারী ভক্তি। আবার দেবতাদের ভক্তি করে, তারপর ৫ তন্ত্রকে ভক্তি করে। দেবতাদের ভক্তি করা তাও ভালো কারণ ওনাদের শরীর তাও সতোপ্রধান, মানুষের শরীর তো হলো পতিত যে না! তারা তো হলো পবিত্র, আবার দ্বাপর থেকে সব পতিত হয়ে পড়ে। নীচে নামতে শুরু করে। সিঁড়ির চিত্র বোঝানোর জন্য তোমাদের পক্ষে খুবই ভালো। জিনের কাহিনী আছে এ বিষয়ে । এই সব দৃষ্টান্ত ইত্যাদি এই সময়েরই। সব তোমাদের উপরেই তৈরী। ভ্রমরের দৃষ্টান্তও তোমাদের যারা কোটি (আত্মাকে) নিজের সমান ব্রাহ্মণ তৈরী করে। এখানকারই সব দৃষ্টান্ত।

বাচ্চারা, তোমরা প্রথমে শারীরিক যাত্রা করতে। এখন আবার বাবার সাহায্যে আত্মিক যাত্রা শেখো। এটা তো অধ্যয়ণ যে না! ভক্তিতে দেখো কি-কি করে। সবার সামনে মাথা ঠুকতে থাকে, একজনেরও অক্যুপেশন (কর্ম-কর্তব্য) জানে না। হিসেব করা হয় যে না! সব থেকে বেশী জন্ম কে নেয় আবার কম হতে থাকে। এই জ্ঞানও তোমাদের এখন প্রাপ্ত হয়। তোমরা মনে করো স্বর্গ সব-সময় ছিলো। ভারতবাসী তো এতো পাথর বুদ্ধি সম্পন্ন হয়েছে যে তাদের জিগ্ঞাসা করো স্বর্গ কবে ছিলো তো লক্ষ বছর বলে দেবে। এখন তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা জানো যে আমরা বিশ্বের মালিক ছিলাম, কতো সুখী ছিলাম-এখন আবার আমাদের বেগর টু প্রিন্স হতে হবে। দুনিয়া নূতন থেকে পুরানো হচ্ছে যে না। তাই বাবা বলেন পরিশ্রম করো। এটাও জানা আছে মায়া ক্ষণে-ক্ষণে বিস্মৃত করে সব কিছু।

বাবা বোঝান বুদ্ধিতে সর্বদা এটা স্মরণে রাখো যে আমরা চলেছি, আমাদের এই পুরানো দুনিয়া থেকে নোঙর উঠে গেছে। নৌকা ওপারে যাবে। গাওয়া হয় যে আমার নৌকা তীরে নিয়ে যাও। কবে তীরে যেতে হবে, সেটা জানে না। তাই মুখ্য হলো স্মরণের যাত্রা। বাবার সাথে স্বর্গীয় উত্তরাধিকারও স্মরণে আসা উচিত। বাচ্চার বয়স বাড়ার সাথে সাথে বাবার উত্তরাধিকারও বুদ্ধিতে থাকে। তোমরা তো বড় হয়েই গেছো। আত্মা তাড়াতাড়ি জেনে যায়, একথা তো সব-সময়ের। অসীম জগতের পিতার উত্তরাধিকার হলই স্বর্গ। বাবা স্বর্গের স্থাপনা করেন, তাই বাবার শ্রীমতে চলতে হয়। বাবা বলেন অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। পবিত্রতার কারণেই ঝগড়া হয়ে থাকে। তারা তো একদম যেন নরকের অনেক ভিতরে পড়ে আছে। আরো বেশী করে বিকারে নীচে নামতে থাকে, তাই বাবার প্রতি

ভালোবাসা রাখতে পারে না। বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি হয় যে না। বাবা আসেনই প্রীত বুদ্ধি সম্পন্ন করে তুলতে। অনেকেই আছে যাদের সামান্যতমও প্রীত-বুদ্ধি নেই। কখনো বাবাকে স্মরণও করে না। শিববাবাকে জানেই না, মানেই না। সম্পূর্ণ ভাবে মায়ার গ্রহণ লেগে আছে। স্মরণের যাত্রা একদমই নেই। বাবা তো পরিশ্রম করান, এটাও জানো সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী রাজধানী এখানে স্থাপন হচ্ছে। সত্যযুগ-ত্রৈতাতে কোন ধর্মই স্থাপন হয় না। রাম কোনো ধর্ম স্থাপন করে না। ইনি যা স্থাপনা করেন সে তো বাবার দ্বারাই তৈরী। অন্যান্য ধর্ম স্থাপক আর বাবার ধর্ম স্থাপনাতে রাত-দিনের পার্থক্য আছে। বাবা আসেনই সঙ্গমে যখন দুনিয়াকে পরিবর্তন করতে হয়। বাবা বলেন প্রতি কল্পে, কল্পের সঙ্গম যুগে আসি, তারা আবার যুগে-যুগে রঙ (ভুল) শব্দ লিখে দিয়েছে। অর্ধ-কল্প ভুক্তি মার্গও চলবেই। তাই বাবা বলেন বাচ্চারা এই কথাকে ভুলো না। এটা বলে যে বাবা আমরা আপনাকে ভুলে যাই। আরে, বাবাকে তো জানোয়ারও ভোলে না। তোমরা কেন ভুলে যাও? নিজেকে কি আত্মা মনে করো না! দেহ-অভিমানী হওতেই তোমরা বাবাকে ভুলে যাও। এখন যেরকম বাবা বোঝাচ্ছেন, সেরকম তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদেরও অভ্যাস রাখতে হবে। আত্মবিশ্বাসের সাথে কথা বলতে হবে। এমন না যে গণ্য-মান্য ব্যক্তিদের সামনে তোমরা কুণ্ঠিত হয়ে যাবে। তোমরা এই কুমারীরা হলে বড়-বড় বিদ্বান, পণ্ডিতদের সামনে গেলে নির্ভয়তার সাথে বোঝাতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত।
আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) সর্বদা বুদ্ধিতে যেন স্মরণ থাকে যে আমরা ফিরে যাচ্ছি, আমাদের নৌকার নোঙর এই পুরানো দুনিয়া থেকে উঠে গেছে। আমরা আত্মিক যাত্রায় চলমান। এই যাত্রাই করতে আর করাতে হবে।

২) কোনো গণ্য-মান্য ব্যক্তির সামনে নির্ভয়তার সাথে কথা বলতে হবে, কুণ্ঠিত হতে নেই। দেহী-অভিমানী হয়ে বোঝানোর অভ্যাস করতে হবে।

বরদান : - সর্বদা হাল্কা হয়ে বাবার নয়নে অন্তর্লীন হওয়ার মতো সহজযোগী ভব
সঙ্গমযুগে খুশীর যে পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্তি হয়, সেটা আর কোনো যুগে প্রাপ্ত হয় না। এই সময় হলো পিতার সাথে সন্তানের মিলনের, উত্তরাধিকার আছে, বরদান আছে। উত্তরাধিকার বা বরদান এই দুটোতে পরিশ্রম হয় না, সেইজন্য তোমাদের টাইটেলই হলো সহজযোগী। বাপদাদার বাচ্চাদের পরিশ্রম করা ভালো লাগে না। বলেন, বাচ্চারা নিজেদের সব বোঝা বাবাকে দিয়ে নিজে হাল্কা হয়ে যাও। এতো হাল্কা হও যে বাবা নিজের নয়নের উপর বসিয়ে সাথে করে নিয়ে যাবেন। বাবার স্নেহের নিশানি হলো- সর্বদা হাল্কা হয়ে বাবার দৃষ্টিতে অন্তর্লীন হয়ে যাওয়া।

শ্লোগান :- নেগেটিভ (নেতিবাচক) চিন্তা করার রাস্তা বন্ধ করে দিলে সফলতা স্বরূপ হয়ে যাবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- অঁড়ার করো, হে ভূতেরা তোমরা আমাদের কাছে আসতে পারো না। বাচ্চারা, তোমরা তাদের ভয় দেখাও তাহলে তারা পালিয়ে যাবে"

প্রশ্ন :- ঈশ্বরীয় নেশায় থাকা বাচ্চাদের জীবনের শোভা কি ?

উত্তর :- সার্ভিস-ই হল তাদের জীবনের শোভা। যখন এই নেশা থাকে যে, আমরা ঈশ্বরীয় লটারি পেয়েছি, তখন সার্ভিস করার শখও থাকা উচিত। কিন্তু তীর তখনই লাগবে যখন ভিতরে কোনও ভূত থাকবে না অর্থাৎ বিকার থাকবে না ।

প্রশ্ন :- শিববাবার সন্তান রূপে পরিচিত হওয়ার অধিকার কাদের আছে ?

উত্তর :- যাদের এই নিশ্চয় থাকে যে, ভগবান হলেন আমাদের পিতা, আমরা এমন উঁচু থেকে উঁচু পিতার সন্তান, এমন নেশায় স্থিত থাকার উপযুক্ত বাচ্চাদেরই শিববাবার সন্তান রূপে পরিচয় পাওয়ার অধিকার আছে। যদি চরিত্র ঠিক নয়, চলনে রয়্যালটি নেই তাহলে শিববাবার সন্তান বলা যাবে না ।

ওম্ শান্তি। শিববাবা স্মরণে আছেন ? স্বর্গের রাজস্ব স্মরণে আছে ? এখানে যখন বসে থাকো, তখন বুদ্ধিতে আসা উচিত - আমরা হলাম অসীম জগতের পিতার সন্তান এবং আমরা নিত্য পিতাকে স্মরণ করি। স্মরণ না করলে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারব না। কিসের উত্তরাধিকার ? পবিত্রতার। অতএব এর জন্য পুরুষার্থ তো করা উচিত। কখনও কোনো বিকারের কথা আমাদের সামনে আসতে পারবে না, শুধু বিকারের কথা নয়। একটি ভূত নয় কোনও ভূতই আসতে পারবে না। এমন বিশুদ্ধ অহংকার থাকা উচিত। অতীব উচ্চ পিতার সন্তান আমরাও উচ্চ তাই না। কথাবার্তা, চালচলন খুব রয়্যাল হওয়া উচিত। বাবা চলন দ্বারা বুঝতে পারেন এই আত্মা তো যোগ্য নয় (ওয়ার্থ নট এ পেনি)। আমার সন্তান রূপে পরিচিত হওয়ার যোগ্য নয়। লৌকিক পিতারও অযোগ্য সন্তান কে দেখে এমনটাই অনুভব হয়। ইনিও হলেন পিতা। বাচ্চারা জানে বাবা আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন কিন্তু কেউ কেউ এমন আছে যারা একটুও বোঝে না। অসীম জগতের পিতা আমাদের বোঝাচ্ছেন সেই নিশ্চয়টুকু নেই, নেশা নেই। বাচ্চারা আমাদের বুদ্ধি কতখানি উচ্চ মানের হওয়া উচিত। আমরা কত সর্বোচ্চ পিতার সন্তান। বাবা কত বোঝান। মনে মনে চিন্তন করো আমরা সর্বোচ্চ পিতার সন্তান, আমাদের চরিত্র কত উচ্চ মানের হওয়া উচিত। এই দেবী দেবতাদের যেরূপ মহিমা, সেইরূপ আমাদের হওয়া উচিত। প্রজাদের কি আর মহিমা হয়। এক লক্ষ্মী নারায়ণকে দেখানো হয়েছে। অতএব বাচ্চাদের কত ভালো রীতি সার্ভিস করা উচিত। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ দুইজনেই এইরূপ সার্ভিস করেছেন তাইনা। কতখানি উচ্চ বুদ্ধি হওয়া উচিত। অনেক বাচ্চাদের তো কোনও পরিবর্তন-ই হয়না। মায়ার কাছে পরাজিত হয়ে আরও বেশি পতিত হয়ে যায়। নাহলে অন্তরে কত নেশা থাকা উচিত। আমরা অসীম জগতের পিতার সন্তান। বাবা বলেন সবাইকে আমার পরিচয় দিতে থাকো। সার্ভিস করলেই শোভনীয় হবে, তবেই বাবার হৃদয়ে স্থান পাবে। সন্তান সে যে পিতার হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত করে। সন্তানের প্রতি পিতার স্নেহ থাকে অসীম। বাচ্চাদের মাথায় করে রাখেন। এতই মোহ থাকে কিন্তু সে তো হল জাগতিক মায়াবী মোহ। এই টি তো হল অসীমের।

এমন কোনও পিতা আছে যে সন্তানকে দেখে খুশী হয় না। মা - বাবার তো অসীম খুশী হয়। এখানে যখন বসে তখন বোঝা উচিত বাবা আমাদের পড়ান। বাবা হলেন আমাদের বিশ্বস্ত শিক্ষক। অসীমের পিতা নিশ্চয়ই কোনও সার্ভিস করেছেন তবেই তো গায়ন হয় তাইনা। কতখানি ওয়ান্ডারফুল এই কথা। তাঁর কত মহিমা বর্ণনা করা হয়। এখানে বসে আছে তো বুদ্ধিতে নেশা থাকা উচিত। সন্ন্যাসীরা তো হলেন নিবৃত্তি মার্গের। তাদের ধর্মই আলাদা। এই কথাও এখন বাবা-ই বোঝান। তোমরা কি আর জানতে সন্ন্যাস মার্গের কথা। তোমরা তো গৃহস্থ আশ্রমে থেকে ভক্তি করেছিলে, তারপরে তোমরাই জ্ঞান প্রাপ্ত করো, তাদের তো এই জ্ঞান প্রাপ্তির কথা নেই। তোমরা কত উঁচু মানের পড়াশোনা কর আর বসে থাকো খুবই সাধারণ ভাবে, নীচে। দিলওয়াড়া মন্দিরেও তোমরা নীচে তপস্যায় বসে, উপরে থাকে বৈকুণ্ঠ। উপরে বৈকুণ্ঠ দেখে মানুষ ভাবে স্বর্গ তো উপরেই হয়।

তো বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে এইসব কথা থাকা উচিত যে এই হল স্কুল। আমরা পড়াশোনা করছি। কোথাও ভ্রমণে গিয়েও বুদ্ধিতে এই চিন্তন চললে খুব আনন্দ হবে। অসীম জগতের পিতাকে তো দুনিয়ায় কেউ জানে না। বাবার সন্তান হয়ে বাবার জীবন কাহিনী জানেনা, এমন বোকা কখনও দেখেছি। না জানার দরুন বলে দেয় সর্বব্যাপী। ভগবানকেই বলে দেয় নিজেই পূজ্য, নিজেই পূজারী। বাচ্চারা তোমাদের অন্তরে খুব খুশী হওয়া উচিত - আমরা কতখানি উচ্চ পূজ্য ছিলাম। পরবর্তীকালে আমরাই পূজারী তে পরিণত হই। যে শিববাবা তোমাদের এতখানি উচ্চ স্বরূপ প্রদান করেন সেই ড্রামা অনুসারে তোমরাই তাঁর পূজো আরম্ভ করে দাও। এইসব কথা দুনিয়া কি জানে যে ভক্তি কবে আরম্ভ হয়। বাবা তোমাদের প্রতিদিন বোঝান, এখানে বসে আছে তো মনে খুশীর অনুভূতি হওয়া উচিত তাই না। আমাদের কে পড়াচ্ছেন ! ভগবান এসে পড়াচ্ছেন - এই কথা তো কখনও শোনোনি। তারা তো ভাবে গীতার ভগবান হলেন কৃষ্ণ, সুতরাং কৃষ্ণই পড়াচ্ছেন হয়তো। আচ্ছা, কৃষ্ণই যদি হয়, তাহলেও তো কতখানি উচ্চ অবস্থা থাকা উচিত। একটি বই-ও আছে মনুষ্য মত এবং ঈশ্বরীয় মতের। দেবতাদের তো মতামত নেওয়ার প্রয়োজন নেই। মানুষ চায় ঈশ্বরীয় মত। দেবতারা তো পূর্ব জন্মে মত প্রাপ্ত করেন যার ফলে উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েছে। এখন বাচ্চারা তোমরা শ্রেষ্ঠ হওয়ার শ্রীমং প্রাপ্ত করছ। ঈশ্বরীয় মত এবং মনুষ্য মতে কত তফাৎ রয়েছে। মনুষ্য মত কি বলে, ঈশ্বরীয় মত কি বলে। তাই অবশ্যই ঈশ্বরীয় মতানুযায়ী চলা উচিত। কারো সঙ্গে দেখা করতে গেলে কিছু উপহার তো নিয়ে যাওয়া হয় না। স্মরণেই থাকে না কাকে কি উপহার দেওয়া উচিত। এই মনুষ্য মত এবং ঈশ্বরীয় মতের কন্ট্রাস্ট খুবই জরুরি। তোমরা মানুষ ছিলে তখন অসুরী মত ছিল এবং এখন ঈশ্বরীয় মত প্রাপ্ত কর। তাতে কতখানি তফাৎ আছে। এই শাস্ত্র ইত্যাদি সব মানুষের দ্বারা নির্মিত। বাবা কি কোনও শাস্ত্র পাঠ করে আসেন ? বাবা বলেন আমি কি কোনও পিতার সন্তান ? আমি কোনও গুরুর শিষ্য নাকি, যার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছি ? অতএব এইসব কথাও বোঝানো উচিত। যদিও জানে যে এদের বানর বুদ্ধি কিন্তু মন্দির যোগ্য হবেও তো তাইনা। এমন অনেকে মনুষ্য মতানুসারে চলে তারপরে তোমরা শোনাও যে আমরা ঈশ্বরীয় মতানুসারে কি রূপে পরিণত হই, তিনি আমাদের পড়ান। ভগবানুবাচ - আমরা তাঁর কাছে পড়তে যাই। আমরা রোজ এক ঘন্টা, পয়তালিশ মিনিট পড়তে যাই। ক্লাসে বেশি সময় ও নেওয়া উচিত নয়। স্মরণের যাত্রা তো চলতে ফিরতে হতেই পারে। জ্ঞান ও যোগ দুই ই খুব সহজ। অল্ক - এর একটি ই শব্দ আছে। ভক্তি মার্গে তো অসংখ্য শাস্ত্র আছে, একত্র করলে পুরো বাড়ি শাস্ত্রে ভরে যাবে। কত টাকা খরচ হয়েছে এইসবে। এখন বাবা তো খুব সহজ কথা বলেন, শুধুমাত্র

বাবাকে স্মরণ করো। সুতরাং বাবার অবিনাশী উত্তরাধিকার হল স্বর্গের রাজত্ব। তোমরা বিশ্বের মালিক ছিলে তাইনা। ভারত স্বর্গ ছিল তাইনা। তোমরা সে কথা কি ভুলে গেছ ? এও ড্রামার ভবিষ্যৎ। এখন বাবা এসেছেন । প্রতি ৫ হাজার বছর পরে আসেন পড়তে। অসীম জগতের পিতার অবিনাশী উত্তরাধিকার অবশ্যই নতুন দুনিয়া হবে তাইনা। এই কথা তো খুব সিম্পল। লক্ষ বছর বলে দেওয়াতে বুদ্ধিতে যেন তালা লেগে গেছে। তালা খোলেই না। এমন তালা লেগেছে যে এত সহজ কথাও বুঝতে পারে না। বাবা বোঝান একটি মাত্র কথা আছে। বেশি কিছু পড়ানো উচিত নয়। এখানে তোমরা এক সেকেন্ডে যাকে চাও স্বর্গবাসী করতে পারো। কিন্তু এইটি হল স্কুল, তাই তোমাদের পড়াশোনা চলতেই থাকে। জ্ঞান সাগর বাবা তোমাদের এত জ্ঞান প্রদান করেন যে সাগর দিয়ে কালি বানাও, সম্পূর্ণ জঙ্গল দিয়ে কলম বানালেও শেষ হবে না। জ্ঞান ধারণ করে কত সময় হয়েছে। ভক্তির তো অর্ধকল্প হয়েছে। জ্ঞান তো তোমরা একটি জন্মেই প্রাপ্ত কর। বাবা তোমাদের পড়াচ্ছেন নতুন দুনিয়ার জন্য। ওই দৈহিক স্কুলে তো তোমরা কত সময় পড়া করো। ৫ বছর বয়স থেকে ২০-২২ বছর পর্যন্ত পড়াশোনা করো। উপার্জন কম এবং খরচ বেশি হলে তো ক্ষতি হয়ে যাবে তাইনা।

বাবা কতখানি সলভেন্ট করেন, তারপরে ইনসলভেন্ট হয়ে যাও। এখন ভারতের অবস্থা দেখো কি হয়েছে। দূততা সহ বোঝানো উচিত। মাতাদের উঠে দাঁড়ানো উচিত। তোমাদেরই গায়ন আছে বন্দে মাতরম্। পৃথিবীকে বন্দে মাতরম্ বলা হয় না। বন্দে মাতরম্ মানুষকে করা হয়। যে বাচ্চারা বন্ধনমুক্ত হয় তারাই সার্ভিস করে। তারাও কল্প পূর্বে যে রূপ বন্ধনমুক্ত হয়েছিল, তেমনই হয়। অবলাদের উপরে কত নির্যাতন হয়। তারা জানে আমরা বাবাকে পেয়েছি, তাই বুঝতে পারে এবার তো বাবার সার্ভিস করতে হবে। বন্ধন আছে, এমন যারা বলে তারা হল দুর্বল (ছাগল সম)। গভর্নমেন্ট কখনোই বলবে না তোমরা ঈশ্বরীয় সেবা কোরোনা। কথা বলার জন্য সাহস থাকা চাই। যার জ্ঞান আছে, তারা তো এতেই সহজ ভাবে বন্ধনমুক্ত হতে পারে। জজকেও বোঝাতে পারো - আমরা আত্মিক সেবা করতে চাই। আত্মিক পিতা আমাদের পড়াচ্ছেন। খ্রিস্টানরা তবুও বলে, লিবারেট করো, গাইড হও। ভারতবাসীদের তুলনায় তাদের বুদ্ধি খুব ভালো। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যে যারা বোধযুক্ত, তাদের সার্ভিস করার শখ থাকে। তারা বোঝে ঈশ্বরীয় সার্ভিস দ্বারা অনেক লটারি প্রাপ্ত হবে। অনেকে তো লটারি ইত্যাদি কিছু বোঝে না। সেখানে গিয়েও দাস-দাসীই হবে। মনে মনে ভাবে, আচ্ছা দাস দাসী হওয়াও ভালো, চন্দাল হওয়াও ভালো। স্বর্গে তো থাকব তাইনা ! তাদের চাল চলনও সেই রকমই দেখতে পাওয়া যায়। তোমরা বুঝেছ যে, অসীম জগতের পিতা আমাদের বোঝাচ্ছেন। ব্রহ্মাবাবাও বোঝান, শিববাবা এনার দ্বারাই বাচ্চাদের পড়াচ্ছেন। কেউ এটুকু কথাও বোঝে না। এখান থেকে বাইরে গিয়েই শেষ হয়ে যায়। এখানে বসেও কিছুই বুঝতে পারে না। বুদ্ধি বাইরে ঘুরে বেড়ায় ধাক্কা খায়। একটি ভূতও বেরোয় না। পড়াচ্ছেন কে এবং কি পদমর্যাদা প্রাপ্ত হয় ! ধনীজনের দাস-দাসী হবে তাইনা। এখনও ধনীদের কাছে অনেক চাকর-বাকর থাকে। সার্ভিসের জন্য তো একদম উড়ে যাওয়া উচিত। তোমরা বাচ্চারা শান্তি স্থাপনের কার্যে নিমিত্ত হয়েছে, বিশ্বে সুখ-শান্তি স্থাপন করছ। প্রাক্টিক্যালি তোমরা জানো আমরা শ্রীমৎ অনুসারে স্থাপন করছি, এতে অশান্তির কোনও কথা হওয়া উচিত নয়। বাবা এখানেও এমন অনেক ভালো ভালো ঘর পরিবার দেখেছেন। একই ঘরে ৬-৭ জন বৌমা-রা একসাথে এমন ভালোবেসে সুন্দর করে থাকে, যে শান্তি বজায় থাকে। তারা বলতেন - আমাদের কাছে তো স্বর্গ আছেই। কোনও খিটিমিটি নেই। সবাই খুবই আন্তরিক, সেই সময় বাবারও সন্তোষী চিন্তাধারা ছিল। দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য ভাব ছিল।

এখন তো রয়েছে অসীমের বৈরাগ্য ভাব । কিছুই স্মরণে থাকে না। বাবা সবার নামও ভুলে যান। বাচ্চারা বলে বাবা আপনি আমাদের স্মরণ করেন ? বাবা বলেন আমার সবাইকে ভুলে যেতে হবে। না স্মরণ করো, না স্মরণে থাকো। অসীমের বৈরাগ্য কিনা। সবাইকে ভুলতে হবে। আমরা কি আর এখানকার বাসিন্দা। বাবা এসেছেন - নিজের স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রদান করতে। অসীমের পিতা বলেন আমায় স্মরণ করো তাহলে তোমরা বিশ্বের মালিক হবে। এই ব্যাজ টি খুব ভালো বোঝানোর জন্য। কেউ চাইলে বলো জ্ঞান বুঝে নাও। এই ব্যাজের কথা বুঝলে তোমাদের বিশ্বের রাজত্ব প্রাপ্তি হবে। শিববাবা এই ব্রহ্মাবাবার দ্বারা নির্দেশ দেন আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমরা এমন স্বরূপ ধারণ করবে। যাদের গীতা জ্ঞান আছে তারা খুব ভালোভাবে বুঝবে। যারা দেবতা ধর্মের হবে। কেউ কেউ প্রশ্ন করে - দেবতাদের পতন কেন হয় ? আরে, এই চক্র তো ঘুরতেই থাকে। পুনর্জন্ম নিতে নিতে নীচে তো নামবে তাইনা ! চক্র তো ঘুরবেই। প্রত্যেকের মনে এই প্রশ্ন অবশ্যই থাকে আমরা সার্ভিস কেন করতে পারি না। নিশ্চয়ই আমার মধ্যে কোনও খামতি আছে। মায়ার ভূতেরা নাক দিয়ে ধরে আছে।

এখন বাচ্চারা, তোমরা বুঝেছ আমাদের এখন ঘরে (পরমধাম) ফিরতে হবে, তারপরে নতুন দুনিয়ায় এসে রাজত্ব করব। তোমরা হলে যাত্রী তাইনা। দূর দেশ থেকে এখানে এসে পাট প্লে কর। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে আমাদের অমরলোক যেতে হবে। এই মৃত্যুলোক এবার শেষ হয়ে যাবে। বাবা খুব ভালো ভাবে বোঝান। ভালো রীতি ধারণ করতে হবে। এই জ্ঞানের মনন করতে থাকা উচিত। এই কথাও বাবা বুঝিয়েছেন কর্ম ভোগের অসুখ বিসুখ জোর দিয়ে আসবে। মায়া অস্থির করবে কিন্তু বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। একটু কিছু হলেই অশান্ত হয়ে যায়। অসুখ করলে মানুষ আরও বেশি করে ভগবানকে স্মরণ করে। বেঙ্গলে যখন কেউ খুব অসুস্থ হয়ে তখন তাকে বলা হয় রাম নাম বলো... রাম বলো...। যখন দেখে এইজন মৃত্যু শয্যায়, তখন গঙ্গা তীরে নিয়ে গিয়ে হরি বোল, হরি বোল করে তারপরে তাকে নিয়ে এসে পোড়ানোর কি দরকার। গঙ্গায় ভাসিয়ে দাও না। বড় বড় কুমীর-মাছের শিকার হয়ে যাবে। কাজে লেগে যাবে। পার্সি রা দেহ রেখে দেয় তো হাড় ইত্যাদি কাজে লেগে যায়। বাবা বলেন তোমরা অন্য সব কথা ভুলে আমায় স্মরণ করো। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত ।
আম্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) বন্ধনমুক্ত হয়ে ভারতের প্রকৃত সেবা করতে হবে। দূততার সঙ্গে বোঝাতে হবে যে, আমাদের আত্মিক পিতা পড়াচ্ছেন, আমরা আত্মাদের সেবায় নিয়োজিত আছি। ঈশ্বরীয় সেবার জন্য উৎসাহ যেন বিদ্যমান থাকে।

২) কর্ম ভোগের অসুখ বা মায়ার ঝড়ে বিভ্রান্ত হবে না। বাবা যে জ্ঞান প্রদান করেছেন, সেসব চিন্তন করে বাবার স্মরণে আনন্দে থাকতে হবে।

বরদান :- সর্ব সম্বন্ধের অনুভূতি সহ প্রাপ্তির খুশী অনুভবকারী তৃপ্ত আত্মা ভব

ব্যাখ্যা: যে বাচ্চারা প্রেমে মগ্ন, তারা প্রতিটি পরিস্থিতিতে, প্রতিটি কর্মে সদা প্রাপ্তির খুশীতে থাকে। অনেক বাচ্চারা অনুভূতি করে যে, উনি হলেন আমার পিতা, প্রিয়তম, সন্তান কিন্তু যতখানি প্রাপ্তি হওয়া উচিত ততখানি হয় না। অতএব অনুভূতির সাথে সর্ব সস্বন্ধের দ্বারা প্রাপ্তির অনুভব করো। এমন প্রাপ্তি ও অনুভূতির অধিকারী বাচ্চারা সর্বদা তৃপ্ত থাকে। তাদের কোনো বস্তুই অপ্রাপ্ত লাগে না। যেখানে প্রাপ্তি আছে সেখানে তৃপ্তি অবশ্যই আছে।

স্লোগান - নিমিত্ত হও তাহলেই সেবার সফলতায় শেয়ার প্রাপ্ত হবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - দেহী-অভিমানী হওয়ার অভ্যাস করো, এই অভ্যাসের দ্বারা-ই তোমরা পুণ্য আত্মা হতে পারবে"

প্রশ্ন:- কোন্ জ্ঞান থাকার জন্য তোমরা বাচ্চারা সর্বদা হাসিখুশি থাকো?

উত্তর:- তোমরা জ্ঞান লাভ করেছ যে এই বিশ্ব-নাটক খুবই ওয়ান্ডারফুল (আশ্চর্যজনক) ভাবে নির্মিত, এই নাটকে প্রত্যেক অ্যাক্টরের (অভিনেতা) অবিনাশী ভূমিকা রয়েছে। সবাই নিজ নিজ ভূমিকা পালন করছে। এই জন্যই তোমরা সর্বদা হাসিখুশি থাকো।

প্রশ্ন:- কোন্ বিশেষ কলা কেবল বাবার মধ্যেই রয়েছে, অন্য কারোর কাছে নেই?

উত্তর:- দেহী-অভিমানী বানানোর কলা কেবল বাবার মধ্যেই রয়েছে। কারণ তিনি সর্বদাই দেহী এবং সুপ্রীম। এই বিশেষ কলা কোনো মানুষের কাছেই নেই।

ওম্ শান্তি বাবা নিজে বসে থেকে আত্মিক সন্তান অর্থাৎ আত্মাদেরকে বোঝাচ্ছেন। নিজেকে আত্মা অনুভব করা উচিত। বাবা বাচ্চাদেরকে বুঝিয়েছেন যে প্রথমে এইরকম অভ্যাস করো যে আমি আত্মা না কি শরীর। *নিজেকে আত্মা অনুভব করলেই পরমপিতাকে স্মরণ করতে পারবে। নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব না করলে অবশ্যই শারীরিক সম্বন্ধ যুক্ত ব্যক্তি এবং ব্যবসার কথা স্মরণে আসবে। তাই প্রথমে এইরকম অভ্যাস করতে হবে যে আমি একটা আত্মা। তাহলেই আত্মিক পিতাকে স্মরণ করা সম্ভব।* বাবা শিক্ষা দিচ্ছেন যে নিজেকে শরীর বলে ভেবো না। গোটা কল্পে কেবল একবারই বাবা এই জ্ঞান দেন। আবার ৫ হাজার বছর পরে এইরকম ভাবে বোঝাবেন। নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করলে বাবার কথাও স্মরণে আসবে। অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা নিজেকে শরীর বলে ভেবেছ। এখন নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করো। তোমাদের মতো আমিও এক আত্মা। কিন্তু আমি হলাম সুপ্রীম। আমি তো আত্মা রূপেই থাকি, তাই কোনো দেহ আমার স্মরণে আসে না। এই ঠাকুরদাদা তো শরীরধারী। কিন্তু ওই পিতা নিরাকার। প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন সাকার শরীরধারী। শিব-ই হলো শিববাবার আসল নাম। তিনিও আত্মা, কিন্তু তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সুপ্রীম আত্মা। কেবল এই সময়েই এই শরীরে এসে প্রবেশ করি। তিনি কখনোই দেহ-অভিমানী হন না। সাকার শরীরধারী মানুষরা দেহ-অভিমানী হয়ে যায়। কিন্তু তিনি তো সর্বদাই নিরাকার। তাই তিনি এসেই এই অভ্যাস করান। তিনি বলছেন - তোমরা নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করো। মন দিয়ে বসে শিক্ষা গ্রহণ করো যে 'আমি হলাম আত্মা', 'আমি হলাম আত্মা'। আমি আত্মা শিববাবার সন্তান। সবকিছুই তো অভ্যাস করতে হয়। বাবা নুতন কিছু বোঝাচ্ছেন না। *তোমরা যখন নিজেকে পাকাপাকি ভাবে আত্মা রূপে অনুভব করবে তখন বাবাও পাকাপাকি ভাবে স্মরণে থাকবে।* দেহ-অভিমান থাকলে বাবাকে স্মরণ করতে পারবে না। অর্ধেক কল্প ধরে তোমাদের শারীরিক অহংকার থাকে। এখন তোমাদেরকে শেখাচ্ছি যে নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করো। সত্যযুগে কেউ এইভাবে শেখাবে না যে নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করো। শরীরের তো অবশ্যই একটা নাম থাকবে। নাহলে একে অপরকে ডাকবে কিভাবে। এখানে তোমরা বাবার কাছ থেকে যে উত্তরাধিকার পেয়েছ, সেটাই ওখানে তোমরা পুরস্কার হিসেবে প্রাপ্ত করবে। একে অপরকে তো নাম ধরেই ডাকবে, তাই না? কৃষ্ণও তো শরীরের নাম। নাম না থাকলে তো কাজকর্মই করা যাবে না। এমন না যে ওখানেও নিজেকে আত্মা অনুভব করার শিক্ষা দেওয়া হবে। ওখানে তো সকলেই আত্ম-অভিমানী থাকবে। এখন অনেক পাপের বোঝা রয়েছে বলে এখানেই তোমাদেরকে এইরকম অভ্যাস করানো হয়। ধীরে ধীরে একটু একটু করে পাপ করতে করতে এখন ফুল পাপ আত্মা হয়ে গেছ। অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা যা কিছু করেছ, সেইসব তো অবশ্যই বিনাশ হবে। ধীরে ধীরে কমছে। সত্যযুগে তোমরা সতোপ্রধান থাকো, তারপর ত্রেতাযুগে সতো অবস্থা প্রাপ্ত করো। উত্তরাধিকার এই সময়েই পাওয়া যায়। নিজেকে আত্মা অনুভব করে বাবাকে স্মরণ করলেই উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। এই সময়েই বাবা দেহী-অভিমানী হওয়ার শিক্ষা দিচ্ছেন। সত্যযুগে কেউ এইরকম শিক্ষা দেবে না। নিজ-নিজ নাম অনুসারেই সবকিছু চলবে। এখানে তোমাদের প্রত্যেককে স্মরণের শক্তি দ্বারা পাপ আত্মা থেকে পুণ্য আত্মা হতে হবে। সত্যযুগে এই শিক্ষার কোনো প্রয়োজন নেই। এই শিক্ষা তোমরা ওখানে নিয়ে যাবে না। জ্ঞানও নিয়ে যাবে না, যোগও নিয়ে যাবে না। এখনই তোমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র হতে হবে। তারপর ধীরে ধীরে কলা কমতে থাকবে। যেভাবে চাঁদের কলা কম হতে হতে শেষে কেবল একটা দাগ রয়ে যায়। সংশয় প্রকাশ করো না। কোনো কিছু বুঝতে না পারলে জিজ্ঞেস করো।

আগে তো নিশ্চিত হও যে, আমি হলাম আত্মা। তোমরা আত্মারাই এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছ। আগে সতোপ্রধান ছিলে,

তারপর ধীরে ধীরে কলা কম হয়েছে। *‘আমি হলাম আত্মা’ - এটা সঠিকভাবে বুঝতে পারিনি বলেই তোমরা বাবাকে ভুলে যাও।* এটা হলো সর্বপ্রথম এবং মুখ্য বিষয়। আত্ম-অভিমানী হলে বাবা এবং উত্তরাধিকার দুটোই স্মরণে আসবে। আর উত্তরাধিকার স্মরণে থাকলে পবিত্রও থাকবে, দিব্য গুণ গুলোও ধারণ হবে। এম অবজেক্ট তো সামনেই আছে। এটা হলো গডলী ইউনিভার্সিটি। এখানে স্বয়ং ভগবান শিক্ষা দেন। তিনিই দেহী-অভিমানী বানাতে পারেন। অন্য কারোর মধ্যেই এই কলা নেই। এই শিক্ষা কেবল বাবা-ই দেন। ঠাকুরদাদাও এখন পুরুষার্থ করছেন। বাবা তো কখনোই শরীর ধারণ করেন না। তাই তাঁকে দেহী-অভিমানী হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হয় না। তিনি কেবল এই সময়েই তোমাদেরকে দেহী-অভিমানী বানানোর জন্য আসেন। কথিত আছে - যার মাথায় মামলার (অনেক দায়িত্ব) বোঝা, সে কিভাবে ঘুমাবে...। অনেক রকমের ব্যবসার অতিরিক্ত বৃদ্ধি হয়ে গেলে সময় পাওয়া যায় না। যার সময় আছে সে-ই বাবার কাছে পুরুষার্থ করতে আসে। অনেক নুতন বাচ্চাও আসে। ওরা বুঝতে পারে যে এটা খুব ভালো জ্ঞান। গীতাতেও লেখা আছে - আমাকে অর্থাৎ পিতাকে স্মরণ করলেই তোমার বিকর্ম বিনষ্ট হবে। সুতরাং বাবা-ই এইসব বোঝাচ্ছেন। বাবা কাউকে দোষ দিচ্ছেন না। তিনি তো জানেন যে তোমরা পবিত্র থেকে পতিত অবশ্যই হবে এবং তারপর আমাকেও এসে পতিত থেকে পবিত্র করতে হবে। এটা তো পূর্বনির্মিত নাটক। তাই কারোর নিন্দা করার প্রশ্নই আসে না। তোমরা বাচ্চারা এখন জ্ঞানটাকে সঠিকভাবে জেনেছ। অন্য কেউ তো ঈশ্বরকে জানেই না। তাই তারা হলো অনাথ বা নাস্তিক। বাচ্চারা, বাবা এখন তোমাদেরকে কতই না বিচক্ষণ বানিয়ে দিচ্ছেন। শিক্ষক রূপে শিক্ষা দিচ্ছেন। কিভাবে এই সৃষ্টিচক্র আবর্তিত হয়, সেই শিক্ষা পেয়ে তোমরাও শুধরে যাও। যে ভারত এক সময়ে শিবালয় ছিল, সেটাই এখন বেশ্যালয় হয়ে গেছে। তবে এর জন্য নিন্দা করার দরকার নেই। এটাই তো খেলা। বাবা তো এটাই বোঝাচ্ছেন যে তোমরা কিভাবে দেবতা থেকে অসুর হয়েছ। ‘কেন হয়েছ’ - সেটা বলছেন না। বাবা কেবল বাচ্চাদেরকে নিজের পরিচয় এবং সৃষ্টিচক্র কিভাবে আবর্তিত হয় সেই জ্ঞান দেওয়ার জন্যই এসেছেন। মানুষরাই তো এই জ্ঞান জানবে। তোমরা এখন এই জ্ঞান জেনে দেবতা হয়ে যাচ্ছ। এটা হলো মানুষ থেকে দেবতা বানানোর শিক্ষা। স্বয়ং বাবা বসে থেকে শেখান। এখানে সকলেই মানুষ। দেবতাদের পক্ষে তো এই দুনিয়ায় আসা সম্ভব নয় যে তারা শিক্ষক হয়ে শিক্ষা দেবে। শিক্ষক শিববাবাকে দেখা যে তিনি কীভাবে পড়ানোর জন্য আসেন। গায়ন করে যে পরমপিতা পরমাত্মাকে কোনো রথ নিতে হয়। কিন্তু তিনি কোন্ রথ নেন সেটা সঠিকভাবে লেখা নেই। ত্রিমূর্তির ছবির রহস্যও কেউ বোঝে না। পরমপিতা হলেন পরম আত্মা। তিনি তাঁর প্রকৃত পরিচয় তো অবশ্যই দেবেন। এটা কোনো অহংকার নয়। বুঝতে পারে না বলে অনেকে বলে দেয় যে এনার মধ্যে অহংকার রয়েছে। ব্রহ্মা তো কখনও বলে না যে আমি পরমাত্মা। এইগুলো বোঝার বিষয়। এটা তো বাবার মহাবাক্য যে সকল আত্মার পিতা এক। এনাকে তো ঠাকুরদাদা বলা হয়। ইনি হলেন ভাগ্যবান রথ। যেহেতু ব্রাহ্মণদেরকে প্রয়োজন, তাই এনার নাম ব্রহ্মা রাখা হয়েছে। আদি দেব প্রজাপিতা ব্রহ্মা। প্রজাদের পিতা। কিন্তু প্রজা কারা ? *যেহেতু প্রজাপিতা ব্রহ্মা শরীরধারী, তাই তিনিই সবাইকে দত্তক নিয়েছেন। বাচ্চাদেরকে শিববাবা বোঝাচ্ছেন যে আমি কখনও দত্তক নিই না। তোমরা সকল আত্মারা তো সর্বদাই আমার সন্তান। আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করি না। আমি তোমাদের অর্থাৎ সকল আত্মার অনাদি পিতা।* বাবা কত ভালো করে বোঝাচ্ছেন। কিন্তু সবকিছু বোঝানোর পরেও নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করতে বলছেন। তোমরা সমগ্র পুরাতন দুনিয়ার থেকে সন্ধ্যাস করো। বুদ্ধি দ্বারা জেনেছ যে এই দুনিয়া থেকে সবাই ফেরত যাবে। এমন নয় যে সন্ধ্যাস গ্রহণ করে জঙ্গলে চলে যেতে হবে। সমগ্র দুনিয়ার থেকে সন্ধ্যাস করে ঘরে ফিরে যাব। তাই কেবল বাবা ব্যতীত অন্য কিছুই যেন স্মরণে না আসে। যেহেতু ৬০ বছরের অধিক আয়ু হয়ে গেছে, তাই বাণীর থেকে ওপরে বানপ্রস্থতে যাওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। এই সময়েই প্রকৃত বানপ্রস্থে যাওয়া হয়। ভক্তিমার্গে তো কেউ বানপ্রস্থের ব্যাপারে জানবেও না। বানপ্রস্থ কথার সঠিক অর্থই বলতে পারবে না। বাণীর থেকে ওপরে মানে মূলবতন। ওখানে যখন আত্মারা নিবাস করে তখন সকলে বাণপ্রস্থ অবস্থায় থাকে। সবাইকে এখন ঘরে ফিরতে হবে।

শান্ত্রে দেখানো হয়েছে যে আত্মা দুই ভ্রুর মাঝে অবস্থিত ঝলমলে এক তারা। অনেকে মনে করে আত্মা বুড়ো আঙুলের ছাপের মতো আকৃতি বিশিষ্ট। ঐরকম আকৃতিকেই স্মরণ করতে থাকে। তারার মতো বিন্দুকে কীভাবে স্মরণ করবে ? কীভাবেই বা পূজা করবে ? বাবা বোঝাচ্ছেন যে তোমরা যখন দেহ-অভিমানের বশে এসে যাও, তখন পূজারী হয়ে যাও। তখন থেকে ভক্তি করা আরম্ভ হয়। ওটাকে ভক্তিমার্গ বলা হয়। জ্ঞানমার্গ সম্পূর্ণ আলাদা। *যেভাবে দিন এবং রাত্রি কখনো একসঙ্গে হয় না, সেইরকম জ্ঞান এবং ভক্তিও কখনো একসঙ্গে হয় না।* সুখের সময়কে দিন বলা হয় আর দুঃখ অর্থাৎ ভক্তিকে রাত্রি বলা হয়। প্রজাপিতা ব্রহ্মার দিন এবং রাত্রির কথা বলা হয়। প্রজা এবং ব্রহ্মা নিশ্চয়ই একসঙ্গেই থাকবে। তোমরা বুঝেছ যে আমরা ব্রাহ্মণরাই অর্ধেক কল্প ধরে সুখ ভোগ করি এবং তারপর অর্ধেক কল্প দুঃখ ভোগ করি। এটা তো বুদ্ধি দ্বারা বোঝার বিষয়। এটাও জানো যে সবাই তো বাবাকে স্মরণ করতে পারবে না কিন্তু তা সত্ত্বেও বাবা স্বয়ং বোঝাচ্ছেন যে নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করে আমাকে স্মরণ করলে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। সবাইকে এই

বার্তা দিতে হবে। সেবা করতে হবে। যে সেবা করে না তাকে ফুল বলা যাবে না। বাগানের মালিক যখন বাগানে আসে তখন তো সে ফুল-ই দেখতে চায়। ফুল অর্থাৎ যারা সার্ভিসেবল, অনেকের কল্যাণ করে। যার মধ্যে দেহ-অভিমান রয়েছে, সে নিজেও বুঝতে পারে যে আমি তো ফুলের মতো নয়। বাবার সম্মুখে তো ভালো ভালো ফুল বসে আছে। ওদের দিকে বাবার নজর যাবে। তখন সুন্দরভাবে নৃত্য করবে। স্কুলের টিচার তো জানে যে কে নম্বর ওয়ান, কে দুই নম্বর, কে তিন। সেইরকম, সেবাধারী বাচ্চাদের দিকেই বাবার অ্যাটেনশন যাবে। ওরাই বাবার অন্তরে জায়গা করে নেবে। যাদের দ্বারা ডিস-সার্ভিস হয়ে যায় তারা মোটেও বাবার অন্তরে (মনে) স্থান পাবে না। যে মুখ্য বিষয়টা বাবা সবার আগে বোঝান সেটা হলো নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করলেই বাবাকে স্মরণ করতে পারবে। দেহ-অভিমান থাকলে বাবাকে স্মরণ করতে পারবে না। শারীরিক সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তি কিংবা ব্যবসার দিকেই বুদ্ধি চলে যাবে। দেহী-অভিমानी হলে কেবল পারলৌকিক পিতার কথাই স্মরণে আসবে। বাবাকে তো খুব ভালোবাসার সহিত স্মরণ করতে হবে। নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করার জন্য তো পরিশ্রম করতে হবে। একান্তবাসী হতে হবে। কারন এই সাত দিনের কোর্সটা খুবই কঠিন। কারোর কথা যেন মনে না আসে। কাউকে পত্র লেখাও যাবে না। তোমরা শুরুর দিকে এইরকম ভাঙি করেছিলে। এখানে তো সবাইকে রাখা যাবে না। তাই বলা হয় ঘরে বসে প্র্যাকটিস করো। ভক্তরাও ভক্তি করার জন্য আলাদা স্থান তৈরি করে। সেখানে বসে মালা জপ করে। এই স্মরণের যাত্রার জন্যও একান্ত প্রয়োজন। কেবল বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। এর জন্য মুখে কিছু উচ্চারণও করতে হবে না। স্মরণের অভ্যাস করার জন্য সময় দিতে হবে। তোমরা জানো যে লৌকিক পিতা হলেন সীমিত বিষয়ের রচয়িতা। ইনি হলেন অসীম জগতের রচয়িতা। প্রজাপিতা ব্রহ্মাও অসীম জগতের। তিনি বাচ্চাদেরকে দওক নেন। শিববাবা দওক নেন না। সবাই তো সর্বদাই তাঁর সন্তান। তোমরা বলো যে আমরা হলাম শিববাবার অনাদি সন্তান। ব্রহ্মা তোমাদেরকে দওক নিয়েছেন। প্রতিটা বিষয় ভালো করে বুঝতে হবে। বাবা প্রতিদিন বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। অনেকে বলে বাবার কথা স্মরণে থাকে না। বাবা বলেন, এর জন্য তো একটু সময় বার করতে হবে। অনেকে এমন রয়েছে যারা একটুও সময় বার করতে পারে না। বুদ্ধিতে অনেক কাজের কথা ঘুরতে থাকে। তারা কীভাবে স্মরণের যাত্রা করবে? বাবা বোঝাচ্ছেন - আসল কথা হলো নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করে আমাকে অর্থাৎ পিতাকে স্মরণ করলেই তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। *আমি হলাম আত্মা, শিববাবার সন্তান - এটাই হলো মন্ত্রনা ভব।* এর জন্য পরিশ্রম করতে হবে। আশীর্বাদের কোনো প্রশ্নই নেই। এটা তো পড়াশুনা। এক্ষেত্রে আশীর্বাদ কিংবা কৃপা করার প্রশ্নই আসে না। আমি কি কখনো তোমাদের মাথায় হাত রাখি? তোমরা জানো যে আমরা অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিষি। অমর ভব, আয়ুষ্মান ভব... এর মধ্যেই সব বিষয় রয়েছে। তোমরা পূর্ণ আয়ু পেয়ে যাও। ওখানে কখনো অকালে মৃত্যু হবে না। ওই উত্তরাধিকার তো কোনো সাধু-সন্ত দিতে পারবে না। ওরা তো বলে পুত্রবান ভব। মানুষ ভাবে যে ওনার কৃপাতেই বুদ্ধি সন্তান হয়েছে। যার সন্তান হয়নি সে তখন তার কাছে গিয়ে শিষ্য হবে। এই জ্ঞান তো কেবল একবার পাওয়া যায়। এটা হলো অব্যাভিচারী জ্ঞান। অর্ধেক কল্প ধরে এর ফল পাওয়া যায়। তারপর অজ্ঞানের সময় আসে। ভক্তি হলো অজ্ঞান। প্রত্যেকটা বিষয়কে খুব ভালো করে বোঝানো হয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) এখন বানপ্রস্থ অবস্থা, তাই বুদ্ধি দ্বারা সবকিছু থেকে সন্ধ্যাস নিয়ে কেবল বাবাকে স্মরণ করতে হবে। একান্তে বসে অভ্যাস করতে হবে যে আমি আত্মা...আমি আত্মা।

২) সার্ভিসেবল ফুল হতে হবে। দেহ-অভিমানের বশীভূত হয়ে এমন কোনো কাজ করা উচিত নয়, যাতে ডিস-সার্ভিস হয়ে যায়। অনেকের কল্যাণ করার নিমিত্ত হতে হবে। স্মরণ করার জন্য অবশ্যই কিছুটা সময় বার করতে হবে।

বরদানঃ- পবিত্রতার বরদানকে নিজ সংস্কার বানিয়ে পবিত্র জীবন বানাতে সক্ষম পরিশ্রম-মুক্ত ভব*
অনেক বাচ্চাকে পবিত্র থাকার জন্য পরিশ্রম করতে হয়। এর দ্বারা-ই প্রমাণিত হয় যে, তারা বরদাতা বাবার কাছ থেকে জন্মগত বরদান নেয়নি। বরদানকে ফলপ্রসূ করার জন্য পরিশ্রম করতে হয় না। প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মাই জন্মের পর প্রথম বরদান পেয়েছে - “পবিত্র ভব, যোগী ভব।” যেভাবে জন্মগত সংস্কার খুব কড়া হয়, সেইরকম পবিত্রতা হলো ব্রাহ্মণ জীবনের আদি সংস্কার, নিজস্ব সংস্কার। এই স্মৃতির দ্বারা জীবনকে পবিত্র বানাও। পরিশ্রম থেকে মুক্ত হয়ে যাও।

স্লোগান:- যার মধ্যে সেবার শুদ্ধ ভাবনা রয়েছে, সে-ই প্রকৃত ট্রাস্টি।*

২০-১০-১৯ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইসঃ ২৪-০২-৮৫ মধুবন

সঙ্গমযুগ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তির যুগ

আজ বাপদাদা চতুর্দিকের প্রাপ্তিস্বরূপ বিশেষ আত্মাদের দেখছিলেন। একদিকে অনেক আত্মার প্রাপ্তি অল্পকালীন অর্থাৎ প্রাপ্তির সাথে সাথে অপ্রাপ্তিও আছে। আজ প্রাপ্তি তো কাল অপ্রাপ্তি। সুতরাং, একদিকে অনেক প্রাপ্তি, সেইসঙ্গে কিছু অপ্রাপ্তিও থাকে। অন্যদিকে সদাকালের প্রাপ্তিস্বরূপ অল্প কিছু বিশেষ আত্মা। বাবা দুইয়ের মধ্যে বিশাল প্রভেদ দেখেছিলেন। বাপদাদা প্রাপ্তিস্বরূপ বাচ্চাদের দেখে উৎফুল্ল হচ্ছিলেন। তোমরা প্রাপ্তিস্বরূপ বাচ্চারা কত পদমাপদম ভাগ্যবান! এত প্রাপ্তি করেছ যে তোমরা সব বিশেষ আত্মার প্রতিটা কদমে পদম লাভ হয়। জাগতিক জীবনে প্রাপ্তিস্বরূপ হয়ে উঠতে বিশেষ চার বিষয়ের প্রাপ্তি আবশ্যিক। ১) সুখময় সম্বন্ধ। ২) স্বভাব আর সংস্কার যা সদা শীতল আর স্নেহী। ৩) প্রকৃত উপার্জনের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি। ৪) শ্রেষ্ঠ কর্ম শ্রেষ্ঠ সম্পর্ক। যদি এই চার বিষয়ই প্রাপ্ত হয় তাহলে লৌকিক জীবনেও সফলতা আর খুশি থাকে। যতই হোক, লৌকিক জীবনের প্রাপ্তিসকল অল্পকালীন প্রাপ্তি, আজ সম্বন্ধ সুখময় তো কাল সেই সম্বন্ধই দুঃখময় হয়ে যায়। আজ সাফল্য তো কাল নেই। এর বিপরীতে, তোমরা সব প্রাপ্তিস্বরূপ শ্রেষ্ঠ আত্মার অলৌকিক শ্রেষ্ঠ জীবনেও এই চার বিষয়েরই সদা প্রাপ্তি, কারণ ডিরেক্টলি সুখদাতার সাথে তোমাদের অবিনাশী সম্বন্ধ আছে। যে অবিনাশী সম্বন্ধ কখনও দুঃখ দেয় না বা বঞ্চিত করে না। বিনাশী সম্বন্ধে বর্তমান সময়ে দুঃখও আছে বা বঞ্চনাও আছে। অবিনাশী সম্বন্ধে প্রকৃত স্নেহ আছে, সুখ আছে। সেইজন্য বাবার থেকে সদা স্নেহ আর সুখের সর্ব সম্বন্ধের প্রাপ্তি, একটা সম্বন্ধও কম নয়। যে সম্বন্ধ চাও সেই সম্বন্ধ থেকে প্রাপ্তির অনুভব করে নাও। যে আত্মার যে সম্বন্ধ প্রিয় সেই সম্বন্ধের মাধ্যমে ভগবান তাঁর প্রেম-প্রীতি- ভালোবাসার দায়িত্ব পরিপূর্ণ করছেন। ভগবানকে তোমরা সর্ব সম্বন্ধী বানিয়ে নিয়েছ। এইরকম শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধ সারা কল্পে আর প্রাপ্ত হতে পারে না। সুতরাং সম্বন্ধও প্রাপ্ত করেছ তোমরা। সেইসঙ্গে, এই অলৌকিক দিব্য জন্মে সদা শ্রেষ্ঠ স্বভাব, ঈশ্বরীয় সংস্কার হওয়ার কারণে স্বভাব সংস্কার কখনও দুঃখ দেয় না। যা বাপদাদার সংস্কার সেটাই বাচ্চাদের সংস্কার, যা বাপদাদার স্বভাব সেটাই বাচ্চাদের স্বভাব। স্ব-ভাব অর্থাৎ সদা প্রত্যেকের প্রতি স্ব-এর অর্থাৎ আত্মার ভাব। স্ব-এর অর্থ শ্রেষ্ঠও বটে! স্ব-এর ভাব বা শ্রেষ্ঠ ভাবই স্বভাব। সদা মহাদানী, দয়াশীল, বিশ্ব কল্যাণকারী - এই সংস্কার বাবার, সুতরাং এটাই তোমাদের সংস্কার হওয়া উচিত। সেইজন্য স্বভাব আর সংস্কার সদা খুশির প্রাপ্তি করায়। এইভাবেই, তোমাদের প্রকৃত উপার্জনের সুখময় সম্পত্তি আছে। তাহলে অবিনাশী রত্ন ভান্ডার তোমরা কত পেয়েছ? তোমরা প্রত্যেকে রত্নভান্ডারের খনির মালিক। শুধুই ভান্ডার পাওনি, বরং অক্ষয়, অফুরন্ত ভান্ডার তোমরা লাভ করেছ যা তোমরা নিরন্তর খরচ করে, খেয়ে বাড়াতে পার। যতই খরচ কর ততই বাড়ে। তোমরা তো অনুভাবী, তাই না! স্থূল সম্পত্তি কিসের জন্য উপার্জন কর? যাতে ডাল রুটি খেতে পার আর তোমাদের পরিবার সুখী হয় এবং বিশ্বে তোমাদের পরিচিতি গড়ে ওঠে! তোমরা নিজেদের দেখ কত সুখ আর খুশির ডাল রুটি পাচ্ছ। গায়নও আছে, ডাল রুটি খাও, প্রভুর গীত গাও। এইভাবেই তোমাদের ডাল রুটি খাওয়ার গায়ন হয়েছে। তোমরা সব ব্রাহ্মণ বাচ্চার প্রতি বাপদাদার গ্যারান্টি আছে, ব্রাহ্মণ বাচ্চারা ডাল রুটি থেকে বঞ্চিত হতে পারে না। আসক্তি আছে এমন খাবার পাবে না, কিন্তু ডাল রুটি অবশ্যই পাওয়া যাবে। ডাল রুটিও আছে, পরিবারও ঠিক আছে আর তোমাদের নাম তো কত মহিমাযুক্ত! তোমাদের নাম এতই মহিমান্বিত যে আজ তোমরা তোমাদের লাস্ট জন্ম পর্যন্ত পৌঁছে গেছ, অনেক আত্মা তোমাদের

জড় চিত্রের নামের দ্বারা তাদের কাজ সফলতার সাথে সম্পন্ন করেছে। তারা তোমরা সব দেবী-দেবতার নাম নিয়ে তাদের কাজে অতীষ্ট লাভ করেছে। তোমাদের নাম এতটাই মহিমান্বিত ! শুধুমাত্র এক জন্মের জন্য তোমাদের নাম মহিমাযুক্ত হয় না, বরং সারা কল্প তোমরা মহিমান্বিত হও। সেইজন্যই তোমরা প্রকৃত সুখের সম্পত্তিবান। বাবার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় তোমাদের সাথেও শ্রেষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। তোমাদের সাথে সম্পর্ক এমন শ্রেষ্ঠ যে তোমাদের জড় চিত্রের সাথে সেকেন্ডের সম্পর্কের জন্যও সেই আত্মারা তৃষিত ! সারা রাত ধরে তারা জেগে থাকে। শুধু সেকেন্ডের পলকমাত্র দর্শনের সম্পর্কের জন্য তারা ডাকতে থাকে। তারা অনবরত চিৎকার করে যায় শুধু সামনে যাওয়ার জন্য, সেইজন্য কত সহন করে ! শুধুই তো চিত্র, এমন চিত্র তাদের ঘরেও আছে, তবুও এক সেকেন্ডের সমুখ-সম্পর্কের জন্য কতই না তৃষিত ! অসীম জগতের এক বাবার হওয়ার কারণে সমগ্র বিশ্বের আত্মাদের সাথে তোমাদের সম্পর্ক হয়ে গেছে। তোমরা এখন অসীম জগতের পরিবারের হয়ে গেছ। বিশ্বের সকল আত্মার সাথে তোমাদের সম্পর্ক হয়ে গেছে। সুতরাং চার বিষয়ই তোমরা অবিনাশীরূপে প্রাপ্ত করেছ, সেইজন্য তোমাদের সদা সুখী জীবন। প্রাপ্তিস্বরূপ জীবন। ব্রাহ্মণ জীবনে কোনও অপ্রাপ্ত বস্তু নেই। এটা তোমাদের গীত। এইরকম প্রাপ্তিস্বরূপ তো তোমরা নাকি হতে হবে ? তাইতো, তোমাদের বলা হয়েছিল বাবা আজ প্রাপ্তিস্বরূপ বাচ্চাদের দেখছিলেন। যে শ্রেষ্ঠ জীবনের জন্য দুনিয়ার লোকে কত পরিশ্রম করে ! আর তোমরা কি করেছ ? পরিশ্রম করেছ নাকি ভালোবেসেছ ? তোমাদের ভালোবাসাতেই বাবাকে তোমরা আপন করে নিয়েছ। সুতরাং দুনিয়ার সবাই পরিশ্রম করে আর তোমরা তাঁকে প্রাপ্ত করেছ তাঁর প্রতি তোমাদের অনুরাগে। বাবা বলেছ, আর রত্নভান্ডারের চাবি পেয়েছ। তোমরা যদি তাদের জিজ্ঞাসা কর তো তারা কী বলবে ? কিছু উপার্জন করা খুব কঠিন, আর তোমরা কী বলো ? কদমে পদম উপার্জন ! আর এই জীবনের সাথে চলা তোমাদের জন্য কত সহজ ! তোমরা উড়তি কলায় হলে তো চলা থেকেও বেঁচে যাবে। তোমরা বলো, 'চলব কি, উড়তে হবে।' কত তফাৎ হয়ে যায় ! বাপদাদা আজ সারা বিশ্বের সব বাচ্চাকে দেখছিলেন। সবাইই তাদের নিজ নিজ প্রাপ্তির ভালোবাসায় ব্যস্ত। কিন্তু রেজাল্ট কী ? তারা সকলেই কিছুই খোঁজে ব্যস্ত হয়ে আছে। সাইন্টিস্টদের দেখ, তারা নিজেদের খোঁজে এতই মগ্ন যে আর কিছু ভাবতে পারে না। দেখ, মহান আত্মারা কীভাবে ঈশ্বরের খোঁজে রত ! সামান্য ভ্রান্তির কারণে তারা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত। আত্মাই পরমাত্মা বা পরমাত্মা সর্বব্যাপী, এই ভ্রান্ত চিন্তনের জন্যই তারা এখনও খুঁজে চলেছে। প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত থেকে গেছে। সাইন্টিস্টরাও এখনো ভেবে যাচ্ছে তাদের আরও সামনে যেতে হবে, আরও সামনে... চন্দ্রমাত্রে, নক্ষত্রে দুনিয়া বানাতে, এইরকম অনুসন্ধান করতে করতে তারা তাদের গবেষণায় হারিয়ে গেছে। শাস্ত্রের অর্থ খোঁজ করার লক্ষ্যে সেই অর্থ থেকেই বঞ্চিত হয়েছে। রাজনৈতিক নেতারা দেখ কীভাবে নিজেদের হারিয়ে ফেলেছে সামাজিক অবস্থানের আসন দখলের ছোট্টাছুটিতে। দেখ কীভাবে দুনিয়ার অ-জ্ঞানী আত্মারা বিনাশী প্রাপ্তির ছোট টুকরোর ভরসাকে প্রকৃত ভরসাস্থল ভেবে বসে আছে। আর তোমরা কি করেছ ? তারা সবাই ভাবনাতেই হারিয়ে গেছে আর তোমরা সবকিছু প্রাপ্ত করেছ। বিভ্রান্তির অবসান ঘটিয়েছ। সেইজন্য তোমরা প্রাপ্তিস্বরূপ হয়ে গেছ, সদা প্রাপ্তিস্বরূপ শ্রেষ্ঠ আত্মা !

বাপদাদা ডবল বিদেশি বাচ্চাদের বিশেষভাবে অভিনন্দিত করেন, কারণ বিশ্বের অনেক আত্মার মধ্যে তোমরা সব শ্রেষ্ঠ আত্মার চেনার নেত্র শক্তিশালী থেকেছে, সেইজন্যই তোমরা চিনেছ আর তাঁকে পেয়েছ। সুতরাং, বাপদাদা ডবল বিদেশি বাচ্চাদের চেনার নেত্র দেখে বাচ্চাদের গুণগান গাইছেন বাহ বাচ্চারা বাহ ! কারণ দূরদেশী হয়েও, ভিন্ন ধর্মের হয়েও, ভিন্ন নিয়ম নীতির হয়েও তোমরা নিজের

প্রকৃত বাবাকে কাছ থেকে চিনে নিয়েছ। কাছের সম্বন্ধে এসে গেছ। ব্রাহ্মণ জীবনের নিয়ম-নীতিকে নিজের আদি নিয়মনীতি উপলব্ধি করে সহজেই নিজেদের জীবনে আপন করে নিয়েছ। একেই বলা হয়, বিশেষ লাভনী আর লাকি বাচ্চা। বাচ্চাদের যেমন বিশেষ খুশি থাকে, বাপদাদারও বিশেষ খুশি থাকে। ব্রাহ্মণ পরিবারের আত্মারা বিশ্বের কোনায় কোনায় চলে গেছে, কিন্তু প্রতিটা কোন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া শ্রেষ্ঠ আত্মারা আবারও নিজেদের পরিবারে ফিরে এসেছে। বাবা খুঁজেছেন, আর তোমরা চিনেছ, সেইজন্য প্রাপ্তির অধিকারী হয়ে গেছ। আচ্ছা -

এইরকম অবিনাশী প্রাপ্তিস্বরূপ বাচ্চাদের, সদা সর্ব সম্বন্ধ অনুভবকারী বাচ্চাদের, সদা অবিনাশী সম্পত্তিবান বাচ্চাদের, সদা বাবা সমান শ্রেষ্ঠ সংস্কার আর সদা স্ব-ভাবে থাকা সর্ব প্রাপ্তির ভান্ডার তথা সর্বপ্রাপ্তির মহান দানী বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

যুগলদের সাথে- অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎকার

প্রবৃত্তিতে থেকে সর্ব বন্ধন থেকে তোমরা স্বতন্ত্র আর বাবার প্রিয়, তাই না? তোমরা আটকে পড়নি তো? খাঁচার পাখি নও, উড়ন্ত বিহঙ্গ, নয় কি! সামান্যও বন্ধন ফাঁদে আটকাতে পারে। তোমরা বন্ধন থেকে মুক্ত হলে সদা উড়তে থাকবে। সুতরাং কোনরকম বন্ধন থাকবে না, না দেহের, না সম্বন্ধের, না প্রবৃত্তির, না পদার্থের। কোনও বন্ধন না থাকাকেই বলা হয় পৃথক হয়েও প্রিয় হওয়া। যারা স্বতন্ত্র তারা উড়তি কলায় হবে আর পরতন্ত্র অর্থাৎ যারা পরনির্ভরশীল তারা অল্প উড়বেও কিন্তু বন্ধন তাদের আবার নীচে নামিয়ে আনবে। সুতরাং তারা কখনো নীচে, কখনো উপরে হয়, তাদের সময় এতে চলে যাবে। সদা একরস উড়তি কলার অবস্থা আর কখনো নীচে, কখনো উপরের অবস্থা, দুইয়ের মধ্যে রাত-দিনের তারতম্য! তোমরা কোন অবস্থায় আছ? সদা নির্বন্ধন, সদা স্বতন্ত্র বিহঙ্গ? সদা বাবার সঙ্গে থাক? কোনও আকর্ষণে আকৃষ্ট হও না, এই জীবনই প্রিয়। যে বাবার প্রিয় হয় তার জীবন সদা প্রিয়। কোনরকম দ্বন্দ্বের জীবন নয়। আজ এই হয়েছে, কাল এই হয়েছে, না। কিন্তু সদা বাবার সাথে থাকে, একরস স্থিতিতে থাকে। সদা আনন্দের জীবন। যদি আনন্দ না থাকে, তাহলে অবশ্যই বিভ্রান্ত হবে। আজ এই প্রবলেম, কাল সেই প্রবলেম, এইসব কিছু দুঃখধামের ব্যাপার, দুঃখধামে তো অবশ্যই আসবে, কিন্তু তোমরা সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ সুতরাং সমস্ত দুঃখ নীচে থেকে যাবে। দুঃখধাম থেকে তোমরা সরে এসেছ, সুতরাং দুঃখ দেখলেও সেটা তোমাদের স্পর্শ করবে না। কলিযুগ ছেড়ে দিয়েছ, কিনারা ছেড়ে দিয়েছ, এখন সঙ্গমযুগে পৌঁছেছ যখন সঙ্গম সদা উঁচু দেখায়। সঙ্গমযুগী আত্মারা সদা উঁচু, তারা নীচে হয় না। যখন বাবা এসেছেন ওড়ানোর জন্য তখন উড়তি কলা থেকে নীচে এসেছই কেন! নীচে আসা মানেই আটকে পড়া। এখন পাখা পেয়েছ তো উড়তে থাক, নীচে এসে না। আচ্ছা?

অধরকুমারদের সাথে :- সবাই একনিষ্ঠায় মগ্ন থাক, তাই না? এক বাবা আর আমরা, তৃতীয় কেউ নেই। একেই বলা হয়ে থাকে নিষ্ঠায় মগ্ন হওয়া। আমি আর আমার বাবা। এই ছাড়া অন্য কেউ 'আমার' আছে? আমার বাচ্চা, আমার নাতি ... এইরকম নয় তো! 'আমার' - এতে মমতা থাকে। আমিই ভাব সমাপ্ত হওয়া অর্থাৎ মমতা সমাপ্ত হওয়া। অতএব, তোমাদের সব মমতা বাবার প্রতি। এর রূপান্তর ঘটে শুদ্ধ মোহ হয়ে গেছে। বাবা সদা শুদ্ধ, সেইজন্য মোহ রূপান্তরিত হয়ে প্রীতি হয়ে গেছে। এক আমার বাবা, শুধু 'আমার এক বাবা' এতেই সব কিছুর অবসান হয়ে যায় এবং একের স্মরণ সহজ হয়ে যায়। অতএব, তোমরা সদা সহজ যোগী। 'আমি শ্রেষ্ঠ আত্মা আর আমার বাবা',

শুধু এটুকুই । নিজেকে শ্রেষ্ঠ আত্মা মনে করলে শ্রেষ্ঠ কর্ম নিজে থেকেই হবে, শ্রেষ্ঠ আত্মার সামনে মায়া আসতে পারে না ।

মাতাদের সাথে :- মাতারা সদা বাবার সাথে খুশির দোলায় দুলতে থাক, তাই না ! গোপ-গোপীরা সদা খুশিতে নাচে অথবা দোলায় দোলে । সুতরাং যারা সদা বাবার সাথে থাকে তারা খুশিতে নাচে । বাবা যখন তোমাদের সাথে, সর্বশক্তিও তোমাদের সাথে আছে । বাবার সাহচর্য তোমাদের শক্তিশালী বানায় । যারা বাবার সঙ্গে থাকে, তারা সদা নির্মোহ হয়, কারও প্রতি মোহ তাদের কষ্ট দেয় না । তাহলে তোমরা নষ্টমোহ হয়েছ ? যে পরিস্থিতিই আসুক না কেন, তোমরা সব পরিস্থিতিতেই 'নষ্টমোহ' । যত নষ্টমোহ হবে, ততই স্মরণ আর সেবায় এগিয়ে যেতে থাকবে ।

মধুবনে আগত সেবাধারীদের সাথে :- সেবার খাতায় তোমরা জমা করেছ, তাই না ! এখনও মধুবনের বাতাবরণে তোমাদের স্থিতি শক্তিশালী বানানোর চান্স পেয়েছ এবং ভবিষ্যতের জন্য তোমরা জমা করেছ, সুতরাং তোমাদের ডবল প্রাপ্তি হয়েছে । যজ্ঞ সেবা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সেবা শ্রেষ্ঠ স্থিতিতে থেকে করলে লক্ষ-কোটি গুণ ফল জমা হয়ে যায় । যে সেবাই কর, প্রথমে এটা দেখ, তোমরা শক্তিশালী স্থিতিতে স্থিত হতে সেবাধারী হয়ে সেবা করছ কিনা ! সাধারণ সেবাধারী নয়, আধ্যাত্মিক সেবাধারী । আধ্যাত্মিক সেবাধারীর মধ্যে আধ্যাত্মিক নেশা এবং আধ্যাত্মিক ঝলক সদা ইমার্জ রূপে থাকা উচিত । যখন রুটি বেলছ তখনও স্বদর্শন চক্রে যেন ঘুরতে থাকে । হতে পারে তোমরা লৌকিক নিমিত্ত স্থূল কার্য করছ, কিন্তু স্থূল এবং সূক্ষ্ম সেবা উভয়ই একসাথে একই সময়ে হতে দাও, হাতে স্থূল কাজ আর বুদ্ধি দ্বারা মন্থা সেবা কর, তাহলে ডবল হয়ে যাবে । হাত দিয়ে কর্ম করাকালীন স্মরণের শক্তি দ্বারা এক স্থানে থেকেও অনেক সেবা করতে পার । যতই হোক, মধুবন তো লাইটহাউস, লাইট হাউস এক জায়গায় স্থির থাকে, কিন্তু চতুর্দিকে সেবা করে । এইভাবে সেবাধারী তাদের নিজেদের এবং অন্যদের জন্য অনেক শ্রেষ্ঠ প্রালব্ধ তৈরি করতে পারে । আচ্ছা ! ওম্ শান্তি । আজ বাপদাদা সারারাত সব বাচ্চাদের সাথে মিলন উদযাপন করেছেন এবং সকাল ৭ টার সময় স্মরণ-স্নেহ দিয়ে তাদের বিদায় জানিয়েছেন, সকালের ক্লাস বাপদাদাই করিয়েছেন রোজ বাপদাদার থেকে মহাবাক্য শুনতে শুনতে তোমরা মহান আত্মা হয়ে গেছ । সুতরাং, আজকের দিনের এই সার সারাদিন মনের সূরের সাথে শোন, মহাবাক্য শুনে কীভাবে তোমরা মহান হয়েছ ! সর্বাপেক্ষা মহান কর্তব্য করার জন্য তোমরা সদা নিমিত্ত হও প্রত্যেক আত্মার প্রতি মন্থা দ্বারা, বচন দ্বারা, সম্পর্ক দ্বারা তোমরা মহাদানী আত্মা এবং সদা মহান যুগের আহ্বানকারী অধিকারী আত্মা । শুধু এটাই স্মরণে রেখ । সদা এই মহান স্মৃতি যারা বজায় রাখে এমন শ্রেষ্ঠ আত্মাদের হারানিধি বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং গুড মর্নিং । আগামী এবং বর্তমান বাদশাহদের বাবার নমস্কার । আচ্ছা ।

বরদানঃ- শুদ্ধ আর শক্তিশালী সঙ্কল্পের শক্তি দ্বারা ব্যর্থ ভাইব্রেশন সমাপ্ত করে প্রকৃত সেবাধারী ভব বলা হয়ে থাকে সঙ্কল্পও সৃষ্টি বানাতে পারে । যখন দুর্বল আর ব্যর্থ সঙ্কল্প কর তখন ব্যর্থ বায়ুমন্ডলের দুনিয়া সৃষ্টি হয় । প্রকৃত সেবাধারী তারাই, যারা নিজের শুদ্ধ শক্তিশালী সঙ্কল্প দ্বারা পুরানো ভাইব্রেশনও সমাপ্ত করে । ঠিক যেমন সাইন্স অস্ত্র দ্বারা অস্ত্রকে ধ্বংস করে, এক বিমান দ্বারা অন্য বিমানকে আছড়ে ফেলে, ঠিক সেভাবেই তোমাদের শুদ্ধ ও শক্তিশালী সঙ্কল্পের ভাইব্রেশন, ব্যর্থ ভাইব্রেশনের সমাপ্তি ঘটায় । এখন এইরকম সেবা কর ।

স্লোগান:- বিঘ্নরূপী সোনার সূক্ষ্ম সুতো থেকে মুক্ত হও আর মুক্তি-বর্ষ উদযাপন কর ।

সূচনা:- আজ মাসের তৃতীয় রবিবার, সবাই সংগঠিতভাবে সন্ধ্যা ৬ :৩০ থেকে ৭:৩০ পর্যন্ত অন্তর্রাষ্ট্রীয় যোগে সম্মিলিত হবেন, কস্মাইন্ড স্বরূপের স্মৃতিতে থেকে নিজের সূক্ষ্ম বৃত্তি দ্বারা শক্তিশালী বায়ুমন্ডল বানানোর সেবা করবেন ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবার স্মরণে থেকে প্রতিটি কর্ম করো, তাহলে তোমাদের অনেকের সাক্ষাৎকার হতে থাকবে"

প্রশ্ন :- সঙ্গমযুগে কোন্ বিধান বা প্রণালীর মাধ্যমে নিজের হৃদয়কে শুদ্ধ (পবিত্র) করতে পারো ?

উত্তর :- স্মরণে থেকে ভোজন তৈরী করো এবং (বাবার) স্মরণে থেকেই খাও তবেই হৃদয় শুদ্ধ হয়ে যাবে। সঙ্গমযুগে তোমরা ব্রাহ্মণদের বানানো ব্রহ্মাভোজন দেবতাদেরও খুব পছন্দ। যারা ব্রহ্মাভোজনের কদর অর্থাৎ গুরুত্ব জানে, তারা খালা ধুয়েও তার জল পান করে। এর মহিমাও অনেক। স্মরণে থেকে বানানো ভোজন খেলে শক্তি পাওয়া যায়, হৃদয় শুদ্ধ হয়ে যায়।

ওম শান্তি। সঙ্গমেই বাবা আসেন। প্রত্যহ বাচ্চাদের বলতে হয় যে, আত্মাদের (রুহানী) পিতা তাঁর আত্মা-রূপী সন্তানদের বোঝাচ্ছেন। কেন এমন বলেন যে, বাচ্চা ! নিজেকে আত্মা মনে কর ? তাহলে একথা বাচ্চাদের স্মরণে আসে যে, সত্যিই অসীম জগতের পিতাই আত্মাদের পড়ান। সার্ভিসের জন্য বিভিন্ন রকমের পয়েন্টসের উপর বোঝান। বাচ্চারা বলে যে, কোনো সেবা নেই, আমরা বাইরে গিয়ে কীভাবে সেবা করব ? বাবা সার্ভিসের যুক্তি অনেক সহজ করে বলেন। চিত্র যেন হাতে থাকে। রঘুনাথের শ্যামবর্ণের চিত্র যেন থাকে, আর গৌরবর্ণেরও যেন থাকে। কৃষ্ণ বা নারায়ণের গৌরবর্ণের চিত্রও যেন থাকে, শ্যামবর্ণেরও যেন থাকে। চিত্র ছোট হলেও চলবে। কৃষ্ণের একেবারে ছোট চিত্রও তৈরী করে। তোমরা মন্দিরের পূজারীকেও জিজ্ঞাসা করতে পারো যে ঐক্যে শ্যাম কেন বানানো হয়েছে, যখন কিনা তিনি আসলে সুন্দর ! বাস্তবে শরীর তো কালো হয় না, তোমাদের কাছে তো সুন্দর সুন্দর চিত্র বা মূর্তিও আছে, তবে এদের মূর্তি কালো কেন বানানো হয়েছে ? বাচ্চারা, তোমাদের তো এটা ভালো ভাবেই বোঝানো হয়েছে যে, আত্মা কীভাবে ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ ধারণ করে নীচে নামতে থাকে। আত্মা কাম চিতাতে চড়ে কালো বা অসুন্দর হয়ে যায়। জগন্নাথ বা শ্রীনাথ দ্বারে যাত্রীদের খুব ভীড় হয়। সেখানে তোমাদেরকেও আমন্ত্রণ জানায়। তোমরা বলো, আমরা ঐদের ৮৪ জন্মের কাহিনী শোনাচ্ছি, ভাই এবং বোনেরা আপনারা এসে সে কাহিনী জানুন। এমন ভাষণ আর তো কেউ করতে পারবে না। তোমরা তাদের বলতে পারো, এরা কীকরে কালো বা অসুন্দর হয়ে গেছে। প্রত্যেকেই পতিত থেকে পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। দেবতারা যখন বাম মার্গে যায়, তখন থেকেই তাদের মূর্তি কালো বানানো হয়েছে। কাম চিতাতে বসার ফলে তারা আইরন এজেড হয়ে যায়। আয়রনের কালার হল কালো আর সোনার কালার হল গোল্ডেন, তাকে বলা হবে সুন্দর । তারাই ৮৪ চক্রের পরে অসুন্দর হয়ে যায়। সিঁড়ির ছবিও হাতে থাকতে হবে। সিঁড়ির চিত্র বড় হলে দূর থেকেও ভালো ভাবে দেখতে পাওয়া যাবে। এরপর তোমরা বোঝাবে যে এই ভাবেই ভারতের এমন গতি হয়েছে। এটা তো লেখাও আছে, উত্থান আর পতন। সার্ভিসের খুব শখ থাকা উচিত বাচ্চাদের। বোঝানো উচিত যে, দুনিয়ার চক্র কীভাবে আবর্তিত হয় - গোল্ডেন এজ, সিলভার এজ, কপার এজ, আয়রন এজ এবং পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগের কথাও উল্লেখ করতে হবে । একসাথে বেশি চিত্র নেওয়ার প্রয়োজন নেই। সিঁড়ির চিত্র প্রধান, বিশেষতঃ ভারতের জন্য। তোমাদের বোঝাতে পারো তোমরা পতিত থেকে পবিত্র কীকরে হতে পারো। বাবা-ই হলেন একমাত্র পতিত-পাবন। ওঁনাকে স্মরণ করলে সেকেন্ডে জীবনমুক্তি পাওয়া যায়। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যে (চক্রের) সম্পূর্ণ এই জ্ঞান রয়েছে। বাকিরা তো সকলে অজ্ঞানতার নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। ভারত যখন জ্ঞানে ছিল তখন

অত্যন্ত ধনশালী ছিল। এখন ভারত অজ্ঞানতার মধ্যে বিরাজ করছে তাই কত কাঙ্গাল হয়ে গেছে। জ্ঞানী মানুষ আর অজ্ঞানী মানুষ তো হয়, তাই না। দেবী-দেবতা আর মানুষ তো বিখ্যাত। দেবতার সত্যযুগ-ত্রৈলোক্য, মানুষ দ্বাপর-কলিতে। বাম্বাদের বুদ্ধিতে একথা সর্বদা থাকা উচিত যে, আমরা সার্ভিস কীভাবে করব ? সেটাও বাবা বোঝাতে থাকেন।, সিড়ির চিত্র বোঝানোর জন্য খুব ভাল। বাবা বলেন, গৃহস্থ ব্যবহারে থাকো, শরীর নির্বাহের জন্য কাজ-কর্মাদি তো করতেই হবে। লৌকিক পড়াশোনাও করতে হবে। বাকি যেটুকু সময় পাওয়া যাবে তা সার্ভিসের জন্য, স্মরণে রাখা উচিত যে -- আমরা অন্যদের কল্যাণ কীভাবে করব ? এখানে তো তোমরা অনেকের কল্যাণ করতে পারো না। এখানে তোমরা আসোই বাবার মুরলী শুনতে। এতেই জাদু আছে। বাবাকে জাদুকর বলা হয়, তাই না। গায়নও করা হয়, তোমার মুরলীতে জাদু..... তোমাদের মুখ দ্বারাও যে মুরলী ধ্বনিত হয় তারমধ্যেও জাদু আছে। মানুষ থেকে দেবতা হয়ে যায়। বাবা ব্যতীত আর এমন কোন জাদুকর হয় না। গায়নও আছে যে, মানুষ থেকে দেবতা হতে বেশী সময় লাগে না। দুনিয়া পুরানো থেকে নতুন অবশ্যই হবে। পুরানোর বিনাশও অবশ্যই হবে। এইসময় তোমরা রাজযোগ শিখছে তাহলে রাজাও অবশ্যই হবে। বাম্বারা, এখন তোমরাই জানো যে ৮৪ জন্ম পরে পুনরায় প্রথম স্থানাধিকারীর জন্ম হওয়া উচিত কারণ ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রী-জিওগ্রাফী রিপিট হয়। সত্যযুগ-ত্রৈলোক্য যাকিছুই অতিবাহিত হয়ে গেছে তা পুনরায় অবশ্যই রিপিট হবে।

তোমরা এখানে বসে থাকলেও বুদ্ধির দ্বারা একথা স্মরণ করতে হবে যে, আমরা ফিরে গিয়ে পুনরায় সত্যপ্রধান দেবী-দেবতা হয়ে যাই। ওঁনাদের দেবতা বলা হয়। এখন মানুষের মধ্যে দৈব-গুণ নেই। তাহলে সার্ভিস তোমরা যেকোন কোথাও করতে পারো। যতই কাজ-কর্মাদি থাকুক না কেন গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও উপার্জন করতে হবে। এরমধ্যে মুখ্য বিষয়ই হলো পবিত্রতা। পবিত্রতা থাকলে শান্তি-সমৃদ্ধিও থাকে। সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে গেলে তখন আর এখানে থাকতে পারবে না কারণ আমাদের শান্তিধামে অবশ্যই যেতে হবে। আত্মা পবিত্র হয়ে গেলে তখন আর আত্মার এই শরীরের সঙ্গে থাকা হবে না। এ(শরীর) তো অপবিত্র, তাই না। ৫ তন্ত্রই অপবিত্র। শরীরও এইসব দিয়েই তৈরী হয়, একে মাটির পুতুল বলা হয়। ৫ তন্ত্রের এক শরীর শেষ হয়ে গেলে আরেকটা তৈরী হয়। আত্মা তো রয়েছেই (অবিনাশী)। আত্মা কোন তৈরী হওয়ার মতন জিনিস নয়। শরীর প্রথমে কত ছোট, পরে কত বড় হয়ে যায়। (আত্মা) কত কর্মেন্দ্রিয় প্রাপ্ত করে যার দ্বারা আত্মা (নিজের) সমস্ত ভূমিকা পালন করে। এই দুনিয়াই বিস্ময়কর। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর হলেন বাবা, যিনি আত্মাদের পরিচয় দেন। আমরা আত্মারা কত ছোট। আত্মা প্রবেশ করে। প্রতিটি জিনিসই বিস্ময়কর (ওয়াল্ডারফুল)। পশুদের শরীরাদি কীভাবে তৈরী হয়, বিস্ময়কর তাই না। সবকিছুর মধ্যে আত্মাই ছোট। হাতী কত বড়, তারমধ্যে এত ছোট আত্মা গিয়ে বসে। বাবা মনুষ্যজন্মের কথা বোঝান। মানুষ (মোট) কত জন্ম নেয় ? ৮৪ লক্ষ জন্ম তো হয়ই না। তোমাদের জানা আছে যে, যত ধর্ম রয়েছে, বিভিন্নতাও ততই রয়েছে। প্রত্যেক আত্মা কত আকৃতির (ফীচার্স) শরীর গ্রহণ করে, বিস্ময়কর তাই না। পুনরায় যখন চক্র রিপিট হয়, প্রত্যেক জন্মে ফীচার্স, নাম, রূপ ইত্যাদি বদলে যায়। এমন বলা হবে না যে, কৃষ্ণই শ্যামবর্ণের, আবার কৃষ্ণই গৌরবর্ণের। না, ওঁনার (ব্রহ্মা) আত্মা প্রথমে গৌরবর্ণের ছিল পুনরায় ৮৪ জন্ম নিতে-নিতে শ্যামবর্ণের হয়ে যায়। তোমাদের আত্মাও বিভিন্ন ফীচার্স, বিভিন্ন শরীর ধারণ করে ভূমিকা পালন করে। এও ড্রামা।

বাচ্চারা, তোমাদের কখনও কোনো চিন্তা করা উচিত নয়। তোমরা সকলেই অভিনেতা। এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে (নিজ) ভূমিকা পালন করতেই হবে। প্রত্যেক জন্মে সম্বন্ধ ইত্যাদি বদলে যায়। তাই বাবা বোঝান যে, এই ড্রামা পূর্ব-নির্ধারিত। আত্মাই ৮৪ জন্ম নিতে-নিতে তমোপ্রধান হয়েছে, এখন আবার আত্মাকে সতোপ্রধান হতে হবে। পবিত্র তো অবশ্যই হতে হবে। সৃষ্টি পবিত্র ছিল এখন পতিত, পুনরায় পবিত্র হতে হবে। সতোপ্রধান, তমোপ্রধান শব্দগুলো তো আছে, তাই না। সতোপ্রধান সৃষ্টি পুনরায় সতো, রজো, তমো সৃষ্টি হয়। এখন যা তমোপ্রধান হয়ে গেছে সেটাই আবার সতোপ্রধান হবে কীভাবে? পতিত থেকে পবিত্র হবে কীভাবে, বৃষ্টির জলে তো হবে না। বৃষ্টিতে মানুষের মৃত্যুও হয়ে যায়। বন্যা হয়ে গেলে তখন কত (মানুষ) ডুবে যায়। এখন বাবা বোঝান যে, এইসব খন্ড থাকবে না। প্রাকৃতিক বিপর্যয় সাহায্য করবে, কত অসংখ্য মানুষ, পশু ইত্যাদি বয়ে চলে যায়। এমন নয় যে, জলে পবিত্র হয়ে যায়, সে তো শরীর হয়ে যায়। শরীরকে তো আর পতিত থেকে পবিত্র হতে হবে না। পবিত্র হতে হবে আত্মাকে। আর পতিত-পাবন হলো একমাত্র বাবা। যদিও ওদের জগৎগুরু বলা হয় কিন্তু গুরুর কাজ তো সঙ্গতি প্রদান করা, সে তো এক বাবা-ই হলেন সঙ্গতি দাতা। সত্গুরু বাবা-ই সঙ্গতি দেন। বাবা অনেককিছু বোঝাতে থাকেন, ইনিও তো শোনে, তাই না। গুরুরাও পাশে শিষ্যদের বসায় শেখানোর জন্য। ইনিও ওঁনার পাশে বসেন। বাবা যখন বোঝান, তখন ইনিও বোঝাবেন, তাই না। সেইজন্য গুরু ব্রহ্মা প্রথম স্থানে চলে যান। শঙ্করের উদ্দেশ্যে বলা হয় যে, নয়ন খুললেই ভস্ম করে দেয়, তবে তো তাকে গুরু বলা যাবে না। তথাপি বাবা বলেন, বাচ্চারা, মামেকম্ (একমাত্র আমাকে) স্মরণ করো। অনেক বাচ্চারা বলে যে -- এত কাজ-কর্মের (পেশা) চিন্তায় থেকে আমরা নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে কীভাবে স্মরণ করব? বাবা বোঝান, ভক্তিমার্গেও তোমরা -- হে ঈশ্বর, হে ভগবান বলে স্মরণ কর, তাই না। স্মরণ তখনই কর যখন কোন দুঃখ হয়। মৃত্যুর সময়েও বলা হয় যে, রাম-রাম বল। অনেক সংস্থাও রয়েছে যারা রাম নাম দান করে। যেভাবে তোমরা স্তন দান কর, ওরা আবার বলে, রাম বল, রাম বল। তোমরাও বল যে, শিববাবাকে স্মরণ কর। ওরা তো শিবকে জানেই না। এভাবেই রাম-রাম বলতে থাকে। এখন এও কেন বলে যে, রাম বল, যখন পরমাত্মা সকলের মধ্যেই বিরাজমান? বাবা বসে বোঝান, রাম বা কৃষ্ণকে পরমাত্মা বলা যায় না। কৃষ্ণ-কেও দেবতা বলা হয়। রামের উদ্দেশ্যেও বোঝান হয় -- উনি হলেন সেমী দেবতা। দুইকলা কম হয়ে যায়। প্রতিটি বস্তুর কলা (উৎকর্ষ) কম হয়েই যায়। বস্ত্রাদিও প্রথমে নতুন, পরে পুরানো হয়ে যায়।

বাবা এসব কথা বোঝান, তথাপি এও বলেন -- আমার মিষ্টি-মিষ্টি আত্মা-রূপী বাচ্চারা, নিজেদেরকে আত্মা নিশ্চয় কর, প্রতি মুহূর্তের স্মরণে সুখ অনুভব কর। এখানে তো দুঃখধাম রয়েছে। বাবাকে আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ কর। স্মরণ করতে-করতে অগাধ সুখ পাও। কলহ-ক্লেশ, রোগ ইত্যাদি যা কিছু রয়েছে, এসবকিছু সমাপ্ত হয়ে যাবে। তোমরা ২১ জন্মের জন্য নিরোগী হয়ে যাও। শরীরের সবকিছু সমাপ্ত হয়ে যাক, জীবন-মুক্তির পদ প্রাপ্ত কর। তারা গায়ন করে কিন্তু কর্ম নিয়ে আসে না। বাবা তোমাদের প্রাক্টিক্যালি বোঝান, বাবাকে স্মরণ কর তবেই তোমাদের সকল মনোকামনা পূর্ণ হয়ে যাবে, তোমরা সুখী হয়ে যাবে। সাজাভোগ করে খাবারের টুকরো পাওয়া অর্থাৎ তুচ্ছ পদলাভ করা, ভালকথা নয়। তাজা রুটি তো সকলেই পছন্দ করে। এখন সর্বত্র তেলের ব্যবহার রয়েছে (অপ্রাপ্তির প্রতীক) আর ওখানে ঘি-এর নদী বয়ে যায় (সমৃদ্ধির প্রতীক)। তাই বাচ্চাদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা এমনও বলেন না যে, এখানে বসে বাবাকে স্মরণ কর। না, চলতে-ফিরতে-ঘুরতে শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে। নিজ পেশায় (কাজ-কর্ম) নিযুক্ত থাকতে হবে। বুদ্ধি

বাবার স্মরণে থাকা উচিত। লৌকিক পিতার বাচ্চারা যখন কাজ-কর্মাদি করে তখন (লৌকিক পিতা) স্মরণে তো থাকেই, তাই না। কেউ জিজ্ঞাসা করলে তৎক্ষণাৎ বলে দেবে যে, আমরা কার সন্তান। বুদ্ধিতে বাবার ধন-সম্পত্তিও স্মরণে থাকে। তোমরাও এখন বাবার বাচ্চা হয়েছ তাই প্রপাটীও স্মরণে রয়েছে। বাবাকেই স্মরণ করতে হবে আর কারোর সঙ্গে সম্বন্ধ নেই। আত্মাতেই সম্পূর্ণ পার্ট ভরা আছে যা ইমার্জ হয়ে যায়। এই ব্রাহ্মণকূলে প্রতি কল্পে তোমরা যেমন ভূমিকা পালন করেছ সেটাই ইমার্জ হতে থাকে। বাবা বোঝান -- ভোজন তৈরী কর, মিষ্টি বানাও কিন্তু শিববাবাকে স্মরণ করতে থাকো। শিববাবাকে স্মরণ করে বানালে তাতে মিষ্টি যারা খাবে তাদেরও কল্যাণ হবে। কোথাও সাক্ষাৎকারও হতে পারে। ব্রহ্মার সাক্ষাৎকারও হতে পারে। শুদ্ধ অন্ন ভোজন করলে তোমরা ব্রহ্মার, কৃষ্ণের, শিবের সাক্ষাৎকারও করতে পারো। ব্রহ্মা হলেন এখানে। ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারীদের অনেক নাম হয়, তাই না। অনেকেরই সাক্ষাৎকার হতে থাকবে কারণ বাবাকে তো স্মরণ কর, তাই না। বাবা অনেক যুক্তি বলে দেন। ওরা মুখে রাম-রাম বলে, তোমরা মুখে কিছু বোলো না। যেমন ওইসমস্ত লোকেরা মনে করে, গুরুনানক-কে ভোগ অর্পণ করি তেমনই তোমরাও মনে কর, আমরা শিববাবাকে ভোগ অর্পণ করার জন্য তৈরী করি। শিববাবাকে স্মরণ করে বানালে তাতে অনেকের কল্যাণ হতে পারে। ওই ভোগ ভোজন করলে শক্তি পাওয়া যায়, তাই বাবা ভোজন প্রস্তুতকারীকেও বলেন যে, শিববাবাকে স্মরণ করে তৈরী কর কী ? লেখাও রয়েছে যে, শিববাবা স্মরণে রয়েছে কী ? স্মরণে থেকে তৈরী করলে ভোজনকারীদের-ও শক্তি প্রাপ্ত হবে, হৃদয় শুদ্ধ হয়ে যাবে। ব্রহ্মাভোজনের গায়নও তো রয়েছে, তাই না। ব্রাহ্মণদের বানানো ভোজন দেবতারাও পছন্দ করে। এও শাস্ত্রেই রয়েছে। ব্রাহ্মণদের বানানো ভোজন গ্রহণ করলে বুদ্ধি শুদ্ধ হয়ে যায়, শক্তি প্রাপ্ত হতে থাকে। ব্রহ্মাভোজনের অনেক মহিমা। যাদের কাছে ব্রহ্মাভোজনের কদর বা মর্যাদা রয়েছে তারা খালা ধুয়েও তার জল পান করে। (নিজেকে) অতি ভাগ্যবান মনে করে, ভোজন ব্যতীত থাকতে পারে না। খরায় ভোজনের অভাবে মারা যায়। আত্মাই ভোজন করে, এই কর্মেন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে স্বাদগ্রহণ করে, ভাল কি মন্দ তা আত্মাই বলে, তাই না। এ অত্যন্ত সুস্বাদু, শক্তিবর্ধক। ভবিষ্যতে তোমরা যেমন-যেমন উন্নতি করতে থাকবে, ভোজনও তেমনই প্রাপ্ত হতে থাকবে তাই বাচ্চাদেরকে বলা হয়, শিববাবাকে স্মরণ করে ভোজন বানাও। বাবা যা বোঝান তাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত, তাই না ?

তোমরা এখন পিতৃগৃহবাসী, যেতে হবে স্বশুড়গৃহে। সূক্ষ্মলোকেও পরস্পর(ব্রাহ্মণ ও দেবতা) মিলিত হও, ভোগ নিয়ে যাও। দেবতাদের ভোগ অর্পণ করা হয়, তাই না। দেবতারা আসে আর তোমরা ব্রাহ্মণেরা সেখানে (সূক্ষ্মলোকে) যাও। সেখানে আসর বসে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কোনো বিষয়েই চিন্তা করা উচিত নয় কারণ এই ড্রামা সম্পূর্ণ সঠিকভাবে তৈরী হয়ে রয়েছে। সব অভিনেতাই এতে নিজ-নিজ ভূমিকা পালন করছে।

২) জীবনমুক্ত পদ পাওয়ার জন্য বা সুখী হওয়ার জন্য অন্তরে একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করতে হবে, মুখে কিছু বলতে হবে না। ভোজন বানানো বা খাওয়ার সময় বাবার স্মরণে অবশ্যই থাকতে হবে।

বরদান : - নিঃস্বার্থ এবং নির্বিকল্প (বিকার-রহিত সঙ্কল্প) স্থিতিতে থেকে সেবাদানকারী সফলতার মূর্তি-স্বরূপ ভব

ব্যাখ্যা:- সেবায় সফলতা প্রাপ্তির আধার বা ভিত হলো তোমার নিঃস্বার্থ এবং নির্বিকল্প স্থিতি। এই স্থিতিতে থেকে সেবা করলে নিজেও সন্তুষ্ট এবং উৎফুল্ল থাকে আর তার প্রতি অন্যরাও সন্তুষ্ট থাকে। সংগঠনেই সেবা হয়, আর সংগঠনে বিভিন্ন কথা, বিভিন্ন বিচারধারা থাকে। কিন্তু এই বিভিন্নতায় বিভ্রান্ত হয়ো না। এমনভাবে ভেবো না যে, কারটা (কথা) শুনব আর কারটা শুনব না। নিঃস্বার্থ এবং নির্বিকল্প ভাবনার দ্বারা নির্ণয় কর তাহলে কোনও ব্যর্থ সঙ্কল্প আসবে না এবং সফলতার মূর্তি-স্বরূপ হয়ে যাবে।

স্লোগান : - এখন সকাশ দ্বারা বুদ্ধি পরিবর্তনের সেবা আরম্ভ করো।

"মিষ্টি বাচ্চারা - রাবণের নিয়ম হলো আসুরী মত, মিথ্যা বলা, বাবার নিয়ম হলো শ্রীমত, সত্য বলা"

প্রশ্ন:- কোন্ বিষয়ের চিন্তা করে বাচ্চাদের আশ্চর্য হওয়া উচিত?

উত্তর:- ১) কেমন আশ্চর্যজনক এই অসীম জগতের নাটক, যার ফিচার্স, যার অ্যাক্ট সেকেণ্ড বাই সেকেণ্ড অতিক্রান্ত হচ্ছে, তা আবার হুবহু পুনরাবৃত্ত হবে। এ কেমন আশ্চর্যের যে, একের চরিত্র অন্যের সঙ্গে মেলে না। ২) অসীম জগতের পিতা এসে কেমনভাবে সম্পূর্ণ বিশ্বের সদগতি করান, পড়ান, এও এক আশ্চর্যের বিষয়।

ওম্ শান্তি। আত্মাদের পিতা শিব বসে তাঁর আত্মিক শালগ্রাম সন্তানদের বোঝাচ্ছেন, তিনি কি বোঝাচ্ছেন? তিনি সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য বোঝান, আর এ বোঝানোর জন্য একমাত্র বাবাই আছেন, আর যে সব আত্মারা অথবা শালগ্রাম আছে, তাদের নাম হলো শরীরের নাম। আর বাকি একজনই পরম আত্মা, যাঁর কোনো শরীর নেই। সেই পরম আত্মার নাম হলো শিব। তাঁকেই পতিত - পাবন পরমাত্মা বলা হয়। বাচ্চারা, তিনিই তোমাদের এই সম্পূর্ণ বিশ্বের আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য বুঝিয়ে বলছেন। সকলেই তো অভিনয় করার জন্য এখানে আসে। তোমাদের এও বোঝানো হয়েছে যে, বিষ্ণুর দুটি রূপ। শঙ্করের তো কোনো পাউই নেই। এই সব কথা বাবা বসে বোঝান। বাবা কখন আসেন? তিনি আসেন যখন নতুন সৃষ্টির স্থাপনা আর পুরানো সৃষ্টির বিনাশ হয়। বাচ্চারা জানে যে, নতুন দুনিয়াতে এক আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়। এই স্থাপনা এক পরম পিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কেউই করতে পারেন না। তিনিই এক পরম আত্মা যাঁকে পরমাত্মা বলা হয়। তাঁর নাম হলো শিব। তাঁর শরীরের কোনো নাম হয় না। আর যারাই আছে তাদের সকলেরই শরীরের নাম হয়। তোমরা এও বুঝতে পারো, মুখ্য মুখ্য যারা আছে, তারা সবাই এসে গেছে। এই ড্রামার চক্র ঘুরতে ঘুরতে এখন অন্তে এসে পৌঁছেছে। এই অন্তিম সময়ে বাবাকেই প্রয়োজন। তাঁর জয়ন্তীও পালন করা হয়। শিব জয়ন্তীও এই সময় পালন করা হয় যখন দুনিয়ার পরিবর্তনের প্রয়োজন। ঘোর অন্ধকার থেকে অতি প্রকাশের আলোর উদয় হয় অর্থাৎ দুঃখধাম থেকে সুখধাম হতে হবে। বাচ্চারা জানে যে পরম পিতা পরমাত্মা শিব একইবার পুরুষোত্তম সপ্তম যুগে আসেন, পুরানো দুনিয়ার বিনাশ আর নতুন দুনিয়ার স্থাপনা করতে। প্রথমে নতুন দুনিয়ার স্থাপনা এবং পরে পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হয়। বাচ্চারা বুঝতে পারে যে, এই পড়া করে আমাদের হুঁশিয়ার হতে হবে, আর দৈবী গুণও ধারণ করতে হবে। আসুরী গুণের পরিবর্তন করতে হবে। দৈবী গুণ আর আসুরী গুণের বর্ণনা চার্টে দেখানো আছে। নিজেকে দেখতে হবে, আমরা কাউকে বিরক্ত করছি না তো? মিথ্যা বলছি না তো? শ্রীমতের বিপরীতে চলি না তো? মিথ্যা বলা, কাউকে দুঃখ দেওয়া, বিরক্ত করা - এ হলো রাবণের নিয়ম, আর এর বিপরীত অন্য হলো রামের নিয়ম। শ্রীমত আর আসুরী মতের গায়নও আছে। অর্ধেক কল্প আসুরী মত চলে, যাতে মানুষ অসুর, দুঃখী আর রোগী হয়ে যায়। পাঁচ বিকারের প্রবেশ হয়। বাবা এসে শ্রীমত দান করেন। বাচ্চারা জানে যে, শ্রীমতে আমরা দৈবী গুণ অর্জন করি। এই আসুরী গুণের পরিবর্তন করতে হবে। এই আসুরী গুণ যদি থেকে যায়, তাহলে পদ কম হয়ে যাবে। তোমাদের জন্ম - জন্মান্তরের যে পাপের বোঝা মাথার উপর আছে, পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে তা হালকা হয়ে যাবে। তোমরা এ কথাও জানো যে, এ হলো পুরুষোত্তম সপ্তম যুগ। তোমরা বাবার দ্বারা এখন দৈবী গুণ ধারণ করে নতুন দুনিয়ার মালিক হও। তাই এ কথা সিদ্ধ যে পুরানো দুনিয়া অবশ্যই শেষ হতে হবে। এই ব্রহ্মাকুমার - কুমারীদের দ্বারাই নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হবে। এ কথা সম্পূর্ণ নিশ্চিত তাই সকলেই এই সেবায় যুক্ত আছে। তারা কারোর না কারোর কল্যাণ করার পরিশ্রম করতে থাকে।

তোমরা জানো যে, আমাদের ভাই - বোনেরা কতো সেবা করে। তারা সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে থাকে। বাবা এসেছেন যখন, তখন প্রথমে তো খুব অল্প জনই পরিচয় পাবে। তারপর বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এক ব্রহ্মার দ্বারা কতো ব্রহ্মাকুমার তৈরী হয়। ব্রাহ্মণ কুল তো অবশ্যই প্রয়োজন, তাই না। তোমরা জানো যে, আমরা সকল ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা শিববাবার সন্তান, সকলেই ভাই - ভাই। প্রকৃতপক্ষে সকলেই ভাই - ভাই, তারপর প্রজাপিতা ব্রহ্মার হওয়ার কারণে ভাই - বোন হয়ে যায়। এরপর যখন দেবতা কুলে যাবে তখন সম্বন্ধের বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এই সময় সবাই ব্রহ্মার সন্তান হলো, তাই সকলে একই কুলের হলো, একে কিন্তু সাম্রাজ্য বলা যাবে না। রাজত্ব না কৌরবদের আর না পাণ্ডবদের। সাম্রাজ্য তখনই হয় যখন নম্বর অনুসারে রাজা - রানী সিংহাসনে বসেন। এখন তো হলোই প্রজার উপর

প্রজার রাজত্ব । শুরু থেকে পবিত্র সাম্রাজ্য আর অপবিত্র সাম্রাজ্য চলে আসছে । বাম্বারা জানে যে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ভারতে স্বর্গ ছিলো, তো তখন এখানে পবিত্র সাম্রাজ্য ছিলো । তার চিত্রও আছে, তখনকার মন্দির কতো আলিশান ছিলো । আর কারোরই মন্দির নেই । এই দেবতাদেরই অনেক মন্দির আছে ।

বাম্বাদের বোঝানো হয়েছে যে, আর সকলেরই শরীরের নামের পরিবর্তন হয় । এঁনার নাম শিব, তা চলেই আসছে । শিব ভগবান উবাচঃ কোনো দেহধারীকেই ভগবান বলা হয় না । একমাত্র বাবা ছাড়া আর কেউই বাবার পরিচয় দিতে পারেন না কেননা কেউই বাবাকে জানেই না । এখানেও এমন অনেকেই আছে যাদের বুদ্ধিতে আসেই না যে, কিভাবে বাবাকে স্মরণ করবে । তারা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যায় । তারা ভাবে, এতো ছোটো বিন্দু, তাঁকে কিভাবে স্মরণ করবো । শরীর তো বড় তাই তাঁকেই স্মরণ করতে থাকে । এমন গায়নও আছে যে, ক্রকুটির মধ্যে ঝলমলে তারা অর্থাৎ আত্মা হলো তারার মতো । আত্মাকে শালগ্রাম বলা হয় । শিবলিঙ্গেরও বড় রূপে পূজা হয় । আত্মাকে যেমন দেখা যায় না তেমনই শিববাবাকেও দেখা যায় না । ভক্তিমার্গে বিন্দুর পূজা কিভাবে করবে কেননা প্রথম প্রথম শিববাবার অব্যভিচারী পূজা শুরু হয়ে যায়, তাই না । তাই পূজার জন্য অবশ্যই বড় জিনিসের প্রয়োজন । শালগ্রামও বড় ডিমের মতো বানানো হয় । একদিকে অঙ্গুষ্ঠের মতো বলতে থাকে আবার তারার মতোও বলতে থাকে । তোমাদের তো এখন একটি বিষয়েই স্থির হতে হবে । অর্ধেক কল্প তোমরা বড় জিনিসের পূজা করেছো । এখন তাঁকে বিন্দু মনে করা, এতে পরিশ্রম, তোমরা তো দেখতেও পাও না । এ কথা বুদ্ধির দ্বারা জানতে পারা যায় । আত্মা শরীরে প্রবেশ করে আবার নির্গত হয়েও যায়, কেউ তো তা দেখতে পারে না । বড় জিনিস হলে তা দেখা যায় । বাবাও এমনই বিন্দু, কিন্তু তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, আর কাউকেই জ্ঞানের সাগর বলা হবে না । শাস্ত্র তো হলো ভক্তিমার্গের । এতো সব বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি কে বানিয়েছে ? মানুষ বলে ব্যসদেব বানিয়েছেন । ক্রাইস্টের আত্মা কোনো শাস্ত্র বানাননি । এ তো পরে মানুষ বসে বানায় । তাদের মধ্যে তো এই জ্ঞান নেই । জ্ঞানের সাগর হলেন একমাত্র বাবা । শাস্ত্রে জ্ঞানের কথা বা সদগতির কোনো কথা নেই । প্রত্যেক ধর্মের মানুষ তাদের নিজের ধর্মস্থাপকদের স্মরণ করে । তারা দেহধারীদের স্মরণ করে । ক্রাইস্টের তো চিত্র আছে, তাই না । সকলেরই চিত্র আছে । শিববাবা তো হলেনই পরম আত্মা । তোমরা এখন বুঝতে পারো, আত্মারা সকলেই ভাই - ভাই । ভাইদের মধ্যে জ্ঞান থাকতে পারে না যে কাউকে জ্ঞান দান করে সদগতি করাতে পারে । সদগতি করান একমাত্র বাবা । এই সময় যেমন ভাইরাও আছে তেমনই বাবাও আছেন । বাবা এসেই সম্পূর্ণ বিশ্বের আত্মাদের সদগতি করান । বিশ্বের সদগতিদাতা হলেন একজনই । শ্রী শ্রী ১০৮ জগৎগুরু বলা অথবা বিশ্বের গুরু বলা, একই কথা হলো । এখন তো হলো আসুরী রাজ্য । এই সঙ্গম যুগেই বাবা এসে এইসব কথা বুঝিয়ে বলেন ।

তোমরা জানো যে, বরাবরের মতো এখন নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হচ্ছে আর পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবে । এও তোমাদের বোঝানো হয়েছে যে, পতিত পাবন হলেন এক নিরাকার বাবা । কোনো দেহধারীই পতিত পাবন হতে পারেন না । পতিত পাবন হলেন পরমাত্মাই । যদি পতিত পাবন সীতারামও বলা হয়, তবুও বাবা বুঝিয়েছেন যে, ভক্তির ফল প্রদান করতে ভগবানই আসেন । তাই সব সীতারাই তার পত্নী হলো আর পতি হলেন এক রাম, যিনি সকলেরই সদগতি দাতা । এই সব কথা বাবা বসেই বোঝান । ড্রামা অনুসারে পাঁচ হাজার বছর পরে তোমরা আবার এই কথা শুনবে । এখন তোমরা সকলেই পাঠ গ্রহণ করছো । স্কুলে কতজন পড়াশোনা করে । এইসব নাটক বানানো আছে । যেই সময় তোমরা যা পড়ো, যে অভিনয় চলতে থাকে, আবার পরের কল্পে তার পুনরাবৃত্তি হবে, পাঁচ হাজার বছর পরে তোমরা আবার এই পড়া পড়বে । এই অনাদি নাটক বানানো আছে । যাই দেখবে সেকেণ্ড বাই সেকেণ্ড নতুন জিনিস দেখতে পাবে । এই চক্র ঘুরতে থাকবে । তোমরা নতুন নতুন বিষয় দেখতে থাকবে । তোমরা এখনো জানো যে, এ হলো পাঁচ হাজার বছরের ড্রামা যা চলতেই থাকছে । এর ডিটেল তো অনেকই । মূখ্য - মূখ্য বিষয়ই বুঝিয়ে বলা হয় । যেমন বলা হয়, পরমাত্মা সর্বব্যাপী, বাবা বোঝান যে, আমি সর্বব্যাপী নই । বাবা এসে নিজের আর এই রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তের পরিচয় দেন । তোমরা এখন জানো যে, বাবা কল্প - কল্প আমাদের অবিনাশী উত্তরাধিকার দিতে আসেন । এমন মহিমাও আছে যে, ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা । এটা খুব সুন্দর ভাবে বোঝানো আছে । বিরাট রূপেরও তো অর্থ থাকবে, তাই না, কিন্তু বাবা ছাড়া এই কথা কেউই বোঝাতে পারবেন না । চিত্র তো অনেকই আছে কিন্তু একটিও বাবার মতো ক্ষমতা কারোর কাছেই নেই । উঁচুর থেকে উঁচু হলেন শিববাবা, তাঁরও চিত্র আছে কিন্তু কেউই তাঁকে জানতে পারে না । আত্মা, এরপরে সূক্ষ্ম বতন আছে, তাকে না হয় ছেড়ে দাও, তার দরকার নেই । এখানকার হিস্ট্রি - জিওগ্রাফিই বোঝার, ও তো হলো সাক্ষাৎকারের কথা । এখানে যেমন এনার মধ্যে বাবা বসে বোঝান, তেমনই সূক্ষ্ম বতনে এনার কর্মতীত শরীরে মিলিত হন অথবা বলেন । বাকি ওখানে তো এই পৃথিবীর হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি নেইই । হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি হলো এখানের । বাম্বাদের বুদ্ধিতে বসে গেছে যে, সত্যযুগে যে দেবী - দেবতারা ছিলেন তাঁদের পাঁচ হাজার বছর হয়ে গেছে । এই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের

স্থাপনা কিভাবে হয়েছিলো - এও কেউ জানে না । আর অন্য ধর্মের স্থাপনার বিষয়ে তো সবাই জানে । সেই সম্বন্ধে বই ইত্যাদি অনেকই আছে । এ তো লাখ বছরের কথা হতেই পারে না । এ তো সম্পূর্ণ ভুলকিন্তু মানুষের বুদ্ধি কোনো কাজই করে না । বাবা সমস্ত বিষয়ই বুঝিয়ে বলেন - মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা খুব ভালোভাবে ধারণ করো । মূখ্য বিষয় হলো বাবাকে স্মরণ । এ হলো স্মরণের দৌড় । কেউ একা একা দৌড়ায় । কেউ আবার একত্রে জোড়া বেঁধে দৌড়ায় । এখানে যে জোড়া আছে তারা একত্রে দৌড় লাগানোর অভ্যাস করে । তাঁরা মনে করে সত্যযুগেও এমনই একত্রে জোড়ি হয়ে যাবে । যদিও নাম রূপের পরিবর্তন হয়ে যায়, ওই শরীর তো আর পাওয়াই যায় না । শরীরের তো পরিবর্তন হয় । তারা বুঝতে পারে, আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে । চেহারা তো আলাদাই হবে, কিন্তু বাচ্চাদের আশ্চর্য হওয়া উচিত যে, যেই চেহারা, যেই অ্যাক্ট সেকেন্ড বাই সেকেন্ড অতীত হয়ে যাচ্ছে তা আবার পাঁচ হাজার বছর পরে হুবহু পুনরাবৃত্ত হবে । এই নাটক কতো আশ্চর্যের, আর কেউই তা বোঝাতে পারে না । তোমরা জানো যে, আমরা সবাই পুরুষার্থ করছি । নশ্বরের ক্রমানুসারে আমরা তো তৈরী হবোই । সকলেই তো আর কৃষ্ণ হবেন না । প্রত্যেকের চেহারাই আলাদা হবে । এ কতো বড় আশ্চর্যের নাটক । একের চেহারা অন্যের সঙ্গে মেলে না । হুবহু এই খেলারই পুনরাবৃত্তি হয় । এই সব বিচার করে আশ্চর্য হতে হয় । অসীম জগতের পিতা এসে কিভাবে আমাদের পড়ান । জন্ম - জন্মান্তর তো আমরা ভক্তিমাগের শাস্ত্র পড়ে এসেছি, সাধুসন্তদের কথা ইত্যাদিও শুনে এসেছি । বাবা এখন বলছেন, ভক্তির সময় সম্পূর্ণ হয়েছে । এখন ভক্তরা ভগবানের কাছে ফল পাবে । তারা এইকথা জানে না যে, ভগবান কখন কোন রূপে আসবেন ? তারা কখনো বলে, শাস্ত্র পাঠ করলে ভগবানকে পাওয়া যাবে, আবার কখনো বলে ভগবান এখানে আসবে । শাস্ত্রতেই যদি কাজ হয়ে যায়, তাহলে বাবাকে কেন আসতে হয় ? শাস্ত্র পড়লেই যদি ভগবান লাভ সম্ভব হয় তাহলে এসে আর কি করবেন ? অর্ধেক কল্প তোমরা এই শাস্ত্র পড়তে পড়তে তমোপ্রধানই হয়ে গেছো । তাই আমি বাচ্চাদের সৃষ্টি চক্রও বোঝাতে থাকি আর তোমাদের দৈবী চলনও চাই । এক তো তোমরা কাউকেই দুঃখ দেবে না । এমন নয় যে, কেউ বিষ চাইলো, তা না দিলে কাউকে দুঃখ দেওয়া হবে । বাবা তো এমন বলেন না । এমনও আবার বোকা আছে যে বলে, বাবা বলেন না, কাউকে দুঃখ দেওয়া উচিত নয় । এখন এ যদি বিষ চায়, তাহলে একে দেওয়া উচিত, না হলে এও কাউকে দুঃখ দেওয়াই হলো, তাই না । এমন যারা ভাবে তারা মূঢ়মতি । বাবা তো বলেন, "তোমাদের অবশ্যই পবিত্র হতে হবে ।" আসুরী চলন আর দৈবী চলনের তফাৎ বোঝার প্রয়োজন । মানুষ তো এও বোঝে না, তারা বলে দেয়, আত্মা নির্লিপ্ত । যা কিছুই করো, যা কিছুই খাও বা পান করো, বিকারে যাও, কোনো ক্ষতি নেই । এমনও অনেকে শেখায় । কতো মানুষ ধরে নিয়ে আসে । এখানকার বাইরেও অনেকেই নিরামিষাশী থাকে । নিশ্চই ভালো, তাই তো তারা নিরামিষাশী হয় । সব জাতির মধ্যেই বৈষ্ণব থাকে । তারা ছি - ছি জিনিস খায় না । তারা খুব কমসংখ্যক । তোমরাও কম সংখ্যক । এই সময় তোমরা কতো অল্প । আস্তে আস্তে তোমরা বৃদ্ধি পেতে থাকবে । বাচ্চারা এই শিক্ষা পায় যে - দৈবী গুণ ধারণ করো । অন্যের হাতে তৈরী কোনো ছি - ছি বস্তু খাওয়া উচিত নয় । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজের চাটে দেখতে হবে ----১) আমি শ্রীমতের বিপরীতে চলছি না তো ? ২) মিথ্যা বলি না তো ? ৩) কাউকে বিরক্ত করি না তো ? ৪) দৈবী গুণ ধারণ করেছি ?

২) এই ঈশ্বরীয় পার্ঠের সঙ্গে সঙ্গে দৈবী চলন ধারণ করতে হবে । "অবশ্যই পবিত্র হতে হবে ।" কোনো ছিঃ - ছিঃ বস্তু থাকে না । সম্পূর্ণ বৈষ্ণব হতে হবে । স্মরণের দৌড় লাগাতে হবে ।

বরদান:- সেবা দ্বারা খুশী, শক্তি আর সকলের আশীর্বাদ প্রাপ্তকারী পুণ্য আত্মা ভব*
সেবার প্রত্যক্ষফল হিসাবে খুশী আর শক্তি প্রাপ্ত হয় । সেবা করতে করতে অন্য আত্মাদের বাবার অবিনাশী উত্তরাধিকারের অধিকারী বানিয়ে দেওয়া - এই হলো পুণ্যের কাজ । যে পুণ্য করে সে অবশ্যই আশীর্বাদ প্রাপ্ত করে । সমস্ত আত্মার হৃদয়ে যে খুশীর সঞ্চয়ের জন্ম হয়, সেই শুভ সঞ্চয় আশীর্বাদ হয়ে যায়, আর ভবিষ্যৎও জমা হয়, তাই সদা নিজেকে সেবাধারী মনে করে সেই সেবার অবিনাশী ফল খুশী আর শক্তি সদা নিতে থাকো ।

স্লোগান:- মন এবং বাণীর শক্তিতে বিঘ্নের পর্দা দূর করে দাও, তাহলে অন্তরে কল্যাণের দৃশ্য দেখা যাবে ।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা যেমন ভাবে ভালোবেসে বাবাকে স্মরণ করবে, তেমনই আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবে, পাপ খন্ডন হতে থাকবে"

প্রশ্ন:- বাবা বাচ্চাদেরকে কোন্ ধর্মে স্থিত হওয়ার নির্দেশ দেন?

উত্তর:- বাবা বলেন বাচ্চারা, তোমরা নিজেদের চিত্রের (শরীরের ধর্মে নয়) ধর্মে না, বিচিত্রতার ধর্মে স্থির করো। বাবা যেমন বিদেহী, বিচিত্র, সেই রকম বাচ্চারাও হলো বিচিত্র, তারপর এখানে চিত্র অর্থাৎ শরীরে আসে। এখন বাবা বাচ্চাদের বলেন, বাচ্চারা বিচিত্র হও, নিজেদের স্বধর্মে স্থির থাকো। দেহ-অভিমাণে এসো না।

প্রশ্ন:- কোন্ ব্যাপারে ভগবানও ড্রামা অনুসারে আবদ্ধ?

উত্তর:- ড্রামা অনুসারে বাচ্চাদের পতিত থেকে পবিত্র করার জন্য ভগবানও আবদ্ধ। ওঁনাকে আসতে হয়ই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে।

ওম্ শান্তি। বাবা বসে আত্মা রূপী বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন, যখন ওম্ শান্তি বলা হয়, তো ধরে নাও যেন নিজ আত্মার স্বধর্মের পরিচয় দেওয়া হয়ে থাকে। তাই অবশ্যই বাবাও অটোমেটিক্যালি (স্বতঃই) স্মরণে আসে, কারণ স্মরণ তো সব মানুষ ভগবানকেই করে। শুধুমাত্র ভগবানেরই সম্পূর্ণ পরিচয় নেই। ভগবান নিজের আর আত্মার পরিচয় দিতেই আসেন। পতিত-পাবন বলাই হয় ভগবানকে। পতিত থেকে পবিত্র করার জন্য ভগবানও ড্রামা অনুসারে আবদ্ধ। ওঁনাকেও আসতে হয় পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে। সঙ্গমযুগের ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়। পুরানো দুনিয়া আর নূতন দুনিয়ার মধ্যবর্তীতেই বাবা আসেন। পুরানো দুনিয়াকে মৃত্যুলোক, নূতন দুনিয়াকে অমরলোক বলা হয়। তোমরা এটাও বোঝো, মৃত্যুলোকে আয়ু কম হয়। অকাল-মৃত্যু হতেই থাকে। সেটা হলো আবার অমরলোক, যেখানে অকালে মৃত্যু হয় না, পবিত্রতার জন্য। অপবিত্রতা থেকে ব্যভিচারীতে পরিণত হয় আর আয়ুও কম হয়। ক্ষমতাও কম হয়ে যায়। সত্যযুগে পবিত্র হওয়ার জন্য অব্যভিচারী হয়। ক্ষমতাও বেশী থাকে। ক্ষমতা ছাড়া রাজস্ব কীভাবে প্রাপ্ত হয়? অবশ্যই তারা বাবার থেকে আশীর্বাদ নিয়েছিলেন। বাবা হলেন সর্বশক্তিমান। আশীর্বাদ কীভাবে নিয়েছিলেন? বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো। যারা বেশী স্মরণ করেছিল তারাই আশীর্বাদ নিয়েছিল। আশীর্বাদ কোনো চাওয়ার জিনিস নয়। এটা তো পরিশ্রমের দ্বারা প্রাপ্ত করার জিনিস। যত বেশী স্মরণ করবে সেরকমই বেশী আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে অর্থাৎ উচ্চ পদ প্রাপ্ত হবে। স্মরণই যদি না করে তো আশীর্বাদও প্রাপ্ত হবে না। লৌকিক বাবা বাচ্চাদের কখনো এটা বলে না যে আমাকে স্মরণ করো। তারা ছোটবেলা থেকেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মাঝমাঝ করে থাকে। অরগ্যান্স (ইন্দ্রিয়) ছোট থাকে, বড় বাচ্চা কখনো এরকম বাবা-বাবা, মম্মা-মম্মা করে না। তাদের বুদ্ধিতে থাকে- ইনি হলেন আমাদের মা- বাবা, যাদের থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। বলার বা স্মরণ করার ব্যাপার থাকে না। এক্ষেত্রে বাবা বলেন আমাকে আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। এখন স্থূল-জগতের সম্বন্ধকে ছেড়ে অসীম জগতের সম্বন্ধকে স্মরণ করতে হবে। সব মানুষ চায় যে আমার গতি হোক। গতি বলা হয় মুক্তিধামকে। সঙ্গতি বলা হয় আবার সুখধামে ফিরে আসা কে। যে কেউ প্রথমে এলে তো অবশ্যই সুখই প্রাপ্ত করবে। বাবা সুখের জন্যই আসেন। অবশ্যই কোনো ব্যাপার ডিফিকাল্ট আছে সেইজন্য একে উচ্চ মানের অধ্যয়ণ বলা হয়ে থাকে। যতো উচ্চ মানের অধ্যয়ণ সেরকম ডিফিকাল্টও (কঠিন) হবে। সবাই তো পাস করতে পারে না। অনেক বড় পরীক্ষায় খুব কম স্টুডেন্টই পাস করে কারণ বড় পরীক্ষায় পাস করলে আবার সরকারকে অনেক চাকরীও যে দিতে হবে। কোনো স্টুডেন্ট বড় পরীক্ষায় পাস করেও এমনিই বসে থাকে। সরকারের এতো পয়সা নেই যে বড় চাকরী দেবে। এখানে তো বাবা বলেন যতো উচ্চমানের অধ্যয়ণ করবে সেরকমই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে। এমনও না যে সকলেই রাজা বা বিত্তশালী হবে। সব কিছু নির্ভর করে পড়াশুনার উপর। ভক্তিকে অধ্যয়ণ বলা যায় না। এ হলো আত্মিক জ্ঞান যা আত্মাদের পিতা পড়ান। কতো উচ্চ অধ্যয়ণ। বাচ্চাদের ডিফিকাল্ট লাগে কারণ বাবাকে স্মরণ করে না, তাই ক্যারেক্টার্সও (চরিত্র) সংশোধন হয় না। যে ভালো মতো স্মরণ করে তার ক্যারেক্টার্সও ভালো হয়ে যায়। খুবই মধুর সার্ভিসেবেল হতে থাকে। ক্যারেক্টার্স ভালো না হলে কারোর পছন্দও হয় না। কেউ পাস করতে পারে না তো অবশ্যই ক্যারেক্টার্সে খুঁত আছে। শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণের ক্যারেক্টার্স খুবই ভালো। রামের দুই কলা কম বলা হবে। ভারত রাবণ রাজ্যে মিথ্যা ভূমি হয়ে পড়ে। সত্য-ভূমিতে তো একটুও মিথ্যা হতে পারে না। রাবণ রাজ্যে হলো মিথ্যা আর মিথ্যা। মিথ্যাচারী মানুষকে দৈবী গুণ সম্পন্ন বলা যায় না। এটা অসীম জগতের কথা। এখন বাবা বলেন কারোর এরকম মিথ্যা কথা শুনো না, শুনিয়ে না। এক ঈশ্বরের কথাকেই লিগাল (বৈধ) মত বলা যায়। মানুষের মত কে ইল-লিগাল (অবৈধ) মত বলা হয়। লিগাল মত দ্বারা তোমরা উচ্চ মানের হও। কিন্তু সকলে চলতে

পারে না বলে ইল-লিগাল হয়ে যায়। কেউ বাবার সাথে প্রতিজ্ঞাও করে-বাবা এতো বয়স পর্যন্ত আমি ইল-লিগাল কাজ করেছি, এখন করবো না। সবচেয়ে ইল-লিগাল কাজ হলো বিকারের ভূত। দেহ-অভিমানের ভূত তো সকলের মধ্যে আছেই। মায়াবী পুরুষের মধ্যে দেহ-অভিমানই থাকে। বাবা তো হলেনই বিদেহী, বিচিত্র। তাই বাচ্চারাও বিচিত্র। এটা বোঝার মতো ব্যাপার। আমরা অর্থাৎ আত্মারা হলাম বিচিত্র, আবার এখানে চিত্রে অর্থাৎ শরীরে আসি। এখন বাবা আবার বলেন বিচিত্র হও। নিজের স্বধর্মে স্থিত হও। চিত্রের ধর্মে স্থিত হয়ো না। বিচিত্রতার ধর্মে স্থিত হও। দেহ-অভিমানে এসো না। বাবা কতো বোঝান- এতে স্মরণের খুব প্রয়োজন আছে। বাবা বলেন নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে স্মরণ করলে তোমরা সতোপ্রধান, পিওর (শুদ্ধ) হবে। ইমপিওরিটির মধ্যে গেলে অতি দন্দ প্রাপ্তি হয়। বাবার বাচ্চা হওয়ার পর যদি কোনো ভুল হয়ে যায় তো গায়ন আছে সঙ্গুর নিন্দক থাকতে পারে না। তোমরা যদি আমার মত অনুযায়ী চলে পবিত্র না হও তো একশ গুণ দন্দ ভোগ করতে হবে। বিবেক কাজ করাতে হবে। যদি আমরা স্মরণ না করতে পারি তো এতো উচ্চ পদও পেতে পারি না। পুরুষার্থের জন্য টাইমও দেয়। তোমাদের বলে প্রমাণ কি আছে? বলো, যে দেহে আসেন(শিববাবা) সেই প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো মানুষ যে না! মানুষের নাম শরীরের উপর হয়। শিববাবা তো না হলেন মানুষ, না হলেন দেবতা। ওনাকে সুপ্রিম আত্মা বলা হয়। তিনি তো পতিত বা পবিত্র হন না, তিনি বোঝান আমাকে স্মরণ করার ফলে তোমাদের পাপ খন্ডিত হয়ে যাবে। বাবা নিজেই বসে বোঝান যে তোমরা সতোপ্রধান ছিলে, এখন তমোপ্রধান হয়েছে। আবার সতোপ্রধান হওয়ার জন্য আমাকে স্মরণ করো। এই দেবতাদের কোয়ালিফিকেশন (যোগ্যতা) দেখো কেমন আর ওনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে যারা তাদেরকেও দেখো, ওয়ান্ডার (অবাক) লাগে- আমরা কোথায় ছিলাম! আবার ৮৪ জন্মের ফলে নীচে নেমে একদম মিশে যায়।

বাবা বলেন, মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা দেবী কুলের (ঘরানার) ছিলে। এখন নিজের আচার আচরণ দেখো এমন (দেবী-দেবতা) হতে পারবে? এমন না যে সকলেই লক্ষ্মী-নারায়ণ হবে। আবার তো সমস্তই ফুলের বাগিচা হয়ে যাবে। শিববাবাকে শুধুমাত্র গোলাপ ফুলই যে দেওয়া হয় তা কিন্তু নয়, আকন্দ ফুলও দেওয়া হয়। বাবার বাচ্চারা কেউ ফুলও হয়, কেউ আকন্দও হয়। পাস, ফেল তো হয়েই থাকে। নিজেরাও বোঝে যে আমি তো রাজা হতে পারব না। নিজের সমানই তৈরী করতে পারে না, বিতশালী কীভাবে, কে হবে সেটা তো বাবা জানেন। বাচ্চারা, পুরুষার্থে এগোলে তোমরাও বুঝে যাবে এই অমুক বাবার কেমন সাহায্যকারী। কল্প-কল্প যারা যা কিছু করেছে সেটাই করবে। এতে কোনো পার্থক্য থাকবে না। বাবা তো পয়েন্টস দিতে থাকেন। এরকম-এরকম ভাবে বাবাকে স্মরণ করতে হবে আর ট্রান্সফারও করতে হবে। ভক্তি মার্গে তোমরা ঈশ্বরের নামে করো। কিন্তু ঈশ্বরকে জানো না। এইটুকু বোঝো উচ্চতমেরও উচ্চ হলেন ভগবান। এমনটা নয় যে ভগবান বিশাল উচ্চ নাম এবং বিরাট রূপধারী। তিনি হলেনই নিরাকার। আবার উচ্চতমেরও উচ্চ সাকার এখানে হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকে দেবতা বলা হয়। ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ, বিষ্ণু দেবতায় নমঃ আবার বলে শিব পরমাত্মায় নমঃ। তবে পরমাত্মা বড় সাব্যস্ত হলেন, তাই না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকে পরমাত্মা বলা হবে না। মুখে বলা হয় শিব পরমাত্মায় নমঃ তো অবশ্যই পরমাত্মা এক হলো, তাই না! দেবতাকে প্রণাম করা হয়। মনুষ্যলোকে মানুষকে মানুষ বলবে। ওনাকে আবার পরমাত্মায় নমঃ বলা- এ তো সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা হলো। সবার বুদ্ধিতে আছে যে ঈশ্বর হলেন সর্বব্যাপী। তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা এখন বোঝো যে ভগবান হলেন অদ্বিতীয়, ওনাকেই পতিত-পাবন বলা হয়। সকলকে পবিত্র করা এই ভগবানেরই কাজ। জগতের গুরু কোনো মানুষ হতে পারে না। গুরু পবিত্র হন যে না! এখানে তো সকলে হলো বিকারে জন্মানো। জ্ঞান কে অমৃত বলা হয়ে থাকে। ভক্তিকে অমৃত বলা যায় না। ভক্তি মার্গে ভক্তিই চলে। সব মানুষ ভক্তিতে আছে। জ্ঞান-সাগর জগতের গুরু বলা হয় এক জনকেই। তোমরা এখন জানো যে বাবা এসে কি করেন। তত্বকেও পবিত্র করে তোলেন। ড্রামাতে ওনার পার্ট আছে। বাবা সকলের সঙ্গতি দাতা হওয়ার নিমিত্ত হন। এখন এটা বোঝানো হবে কীভাবে? আসে তো অনেকেই। উদ্বোধন করতে এলে বার্তা দেওয়া হয় যে, ভবিষ্যতে যে বিনাশ ঘটবে সেটা ঘটান পূর্বে অসীম জগতের পিতাকে জেনে তাঁর থেকেই উত্তরাধিকার নিয়ে নাও। ইনি হলেন আত্মাদের পিতা। যে কোনো মানুষ মাত্রেই সবাই ফাদার বলে। ক্রিয়েটর (রচয়িতা) হন যখন তো অবশ্যই ক্রিয়েশনের (রচনার) উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। অসীম জগতের পিতাকে কেউই জানে না। বাবাকে ভুলে যাওয়া- এটাও ড্রামাতে নির্ধারিত। অসীম জগতের পিতা হলেন উচ্চতমেরও উচ্চ, তিনি কোনো স্থূল জাগতিক উত্তরাধিকার তো দেবেন না যে। লৌকিক পিতা থাকলেও সকলে অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করে। সত্যযুগে কেউ ওনাকে স্মরণ করবে না, কারণ অসীম জগতের সুখের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়ে যাবে। এখন তোমরা বাবাকে স্মরণ করো। আত্মাই স্মরণ করে আবার আত্মারা নিজেকে আর নিজের পিতাকে, ড্রামাকে ভুলে যায়। মায়ায় ছায়া পড়ে যায়। সতোপ্রধান বুদ্ধিকে অবশ্যই আবার তমোপ্রধান হতে হয়। স্মৃতিতে আসে, নূতন দুনিয়াতে দেবী-দেবতারা সতোপ্রধান ছিলো, এটা কেউই জানে না। দুনিয়াই সতোপ্রধান গোল্ডেন এজড হয়। তাকে বলা হয় নিউ ওয়ার্ল্ড। এটা হলো আয়রণ এজড ওয়ার্ল্ড। এই সব কথা বাবা এসেই বাচ্চাদের বোঝান। কল্প-কল্প যে

উত্তরাধিকার তোমরা নিয়ে থাকো, পুরুষার্থ অনুসারে সেটাই প্রাপ্ত করার হয়। তোমারাও এখন জেনেছো যে আমরা এই ছিলাম আবার এরকম নীচে এসে গেছি। বাবা-ই বলে দেন এরকম-এরকম হবে। কেউ বলে প্রচেষ্টা অনেক করে কিন্তু স্মরণ স্থায়ী হয় না। এতে বাবা বা টিচার কি করবে, কেউ না পড়লে টিচার কি করবে। টিচার আশীর্বাদ করলে আবার সব পাস হয়ে যায়। অধ্যয়ণে পার্থক্য তো অনেক থাকে। এটা হলো একদম নতুন পঠন-পাঠন। এখানে তোমাদের কাছে বিশেষ করে গরীব দুঃখীরাই আসবে, বিত্তশালীরা আসবে না। দুঃখী হলে তবে আসে। বিত্তশালী যারা, তারা ভাবে আমরা তো স্বর্গে বসে আছি। ভাগ্যে নেই, যাদের ভাগ্যে থাকে তারা মনে মনে খুব তাড়াতাড়ি সুনিশ্চিত হয়ে যায়। নিশ্চয় আর সংশয়ে দেবী হয় না। মায়া তাড়াতাড়ি ভুলিয়ে দেয়। টাইম তো লাগে, এতে বিভ্রান্ত হওয়ার কিছু নেই। নিজেকে দয়া করতে হবে। শ্রীমত তো প্রাপ্ত হতেই থাকে। বাবা কতো সহজ করে বলেন নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে স্মরণ করো।

তোমরা জানো যে এটা হলো মৃত্যুলোক। সেটা হলো অমরলোক। সেখানে অকাল মৃত্যু হয় না। ক্লাসে স্টুডেন্ট নম্বর অনুযায়ী বসে, তাই না! এটাও তো স্কুল। ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞাসা করা হয় তোমার কাছে নম্বর ওয়ান সুবুদ্ধি সম্পন্ন বাচ্চা কোনটি? যে ভালো ভাবে অধ্যয়ণ করে, তার রাইট সাইডে হওয়া উচিত। রাইট হ্যান্ডের একটা মহত্ব আছে। পূজা ইত্যাদিও রাইট হ্যান্ডে করা হয়ে থাকে। বাচ্চারা খেয়াল করতে থাকে- সত্যযুগে কি হবে। সত্যযুগ মনে এলে তো সত্য বাবাও স্মরণে আসে। বাবা আমাদের সত্যযুগের মালিক করে তোলেন। সেখানে জানা থাকে না যে আমাদের এই বাদশাহী কীভাবে প্রাপ্ত হয়। এই জন্য বাবা বলেন এই লক্ষ্মী-নারায়ণেরও এই জ্ঞান নেই। বাবা অনেক কিছু ভালো ভাবে বোঝাতে থাকেন, যা পূর্ব-কল্পের যারা বুঝেছিল, অবশ্যই তারাই বুঝবে। তবুও পুরুষার্থ করতে হয়। বাবা আসেনই পড়তে। এটা হলো পঠন-পাঠন, এতে অনেক বোঝার আছে। আত্মা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এই আধ্যাত্মিক অধ্যয়ণ অনেক উচ্চ মানের আর ডিফিকাল্ট (কঠিন), এতে পাস করার জন্য বাবার স্মরণে থেকে আশীর্বাদ নিতে হয়। নিজের ক্যারেক্টার সংশোধন করে নিতে হয়।

২) এখন কোনো ইল্ - লিগাল কাজ করতে নেই। বিচিত্র হয়ে নিজের স্বধর্মে স্থিত হতে হবে আর বিচিত্র বাবার লিগাল মতে চলতে হবে।

বরদান:- পরমাত্ম ভালবাসায় লীন হয়ে বা মিলনে মগ্ন হয়ে থাকা সত্যিকারের স্নেহী ভব*
স্নেহের লক্ষণ বলা হয়ে থাকে, দু'জন হয়েও দু'জন থাকে না, কিন্তু দু'জন মিলিত হয়ে এক হয়ে যায়, একেই অন্তরলীন হওয়া বলা হয়। ভক্তিতে এমন স্নেহের স্থিতিতে অন্তবর্তী হওয়া বা লীন হওয়া বলে দেয়। ভালবাসায় লীন হওয়া- এই স্থিতিই হওয়ার। কিন্তু স্থিতির পরিবর্তে তারা আত্মার অস্তিত্বকে সর্ব সময়ের জন্য সমাপ্ত হওয়া মনে করে। তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা যখন বাবার বা রূহানী প্রিয়তমের মিলনে মগ্ন হয়ে যাও, তখন তাঁর সমান হয়ে যাও।

স্লোগান:- অন্তর্মুখী সে-ই, যে ব্যর্থ সংকল্প থেকে মনকে মৌন রাখে।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবা এসেছেন তোমরা বাচ্চাদের দুঃখ ধাম থেকে সন্ধ্যাস করাতে, এ হলো অনন্ত জগতের সন্ধ্যাস"

প্রশ্ন:- লৌকিক সন্ধ্যাসীদের সন্ধ্যাস আর তোমাদের সন্ধ্যাসের মধ্যে প্রধান পার্থক্য কোথায়?

উত্তর:- জাগতিক সন্ধ্যাসীরা ঘরবাড়ি ছেড়ে জঙ্গলে চলে যায়, কিন্তু তোমরা ঘরবাড়ি ছেড়ে জঙ্গলে যাও না। ঘরে থেকেই সম্পূর্ণ দুনিয়াকে কাঁটার জঙ্গল বলে মনে কর। তোমরা বুদ্ধি দ্বারা সম্পূর্ণ দুনিয়া থেকে সন্ধ্যাস গ্রহণ করে থাক।

ওম্ শান্তি। রুহানী বাবা বসে রুহানী বাচ্চাদের প্রতিদিন বোঝান, কেননা অর্ধকল্প ধরে অবুঝ হয়ে গেছ, তাইনা! সুতরাং প্রতিদিন বোঝাতে হয়। প্রথমে তো মানুষের শান্তি চাই। আত্মারা প্রকৃতপক্ষে সবাই শান্তিধাম নিবাসী। বাবা হলেন চির শান্তির সাগর। এখন তোমরা শান্তির অবিনাশী উত্তরাধিকারী প্রাপ্ত করছ। বলাও হয়ে থাকে, শান্তি দেবায়..... অর্থাৎ আমাদের এই সৃষ্টি থেকে নিজেদের ঘর শান্তিধামে নিয়ে চলো অথবা শান্তির উত্তরাধিকারী বানাও। দেবতাদের সামনে অথবা শিববাবার সামনে গিয়ে শান্তি দাও বলে প্রার্থনা করে কেননা শিববাবা হলেন শান্তির সাগর। এখন তোমরা শিববাবার কাছ থেকে অবিনাশী শান্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছ। বাবাকে স্মরণ করতে করতে তোমাদের অবশ্যই শান্তিধামে যেতে হবে। স্মরণ না করলেও যেতে হবে। স্মরণ এইজন্যই করে থাক কেননা যে পাপের বোঝ মাথায় সঞ্চিত হয়ে আছে, তা যেন ভস্মীভূত হয়ে যায়। শান্তি আর সুখ একমাত্র বাবা দ্বারাই প্রাপ্ত হয়ে থাকে, কেননা তিনি হলেন সুখ আর শান্তির সাগর। ঐ দুটোই হলো প্রধান। শান্তিকে মুক্তি বলা হয় তারপর জীবনমুক্তি আর জীবনবন্ধু। এখন তোমরা জীবনবন্ধু থেকে জীবনমুক্ত হতে যাচ্ছ। সত্যযুগে কোনওরকম বন্ধন থাকে না। গাওয়াও হয়ে থাকে সহজ জীবনমুক্তি বা গতি-সঙ্গতি। এই দুটোর অর্থ এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ। গতি বলা হয় শান্তিধামকে, সঙ্গতি বলা হয় সুখধামকে। সুখধাম, শান্তিধাম আর এটা হলো দুঃখধাম। তোমরা এখানে বসে আছো, বাবা বলেন — বাচ্চারা, তোমাদের ঘর শান্তিধামকে স্মরণ কর। আত্মারা নিজেদের ঘরকে ভুলে গেছে বাবা এসেই স্মরণ করিয়ে দেন। বুদ্ধিয়ে বলেন, হে আত্মিক বাচ্চারা, যতক্ষণ আমাকে স্মরণ না করবে তোমরা ঘরে যেতে পারবে না। স্মরণ দ্বারাই তোমাদের পাপ ভস্মীভূত হবে। আত্মা পবিত্র হয়ে তারপর নিজ গৃহে ফিরে যাবে। তোমরা বাচ্চারা জান এ হলো অপবিত্র দুনিয়া। একজন ও পবিত্র মানুষ নেই। পবিত্র দুনিয়াকে সত্য যুগ আর অপবিত্র দুনিয়াকে কলিযুগ বলা হয়। রাম রাজ্য আর রাবণ রাজ্য। রাবণ রাজ্যেই অপবিত্র দুনিয়া স্থাপন হয়ে থাকে। এটাই ড্রামার খেলা তাইনা। এসবই অসীম জগতের পিতা বুদ্ধিয়ে বলেন, উনিই সত্য। পিতার বলা সত্য কথা তোমরা সঙ্গমেই শুনে থাকো, তারপর সত্য যুগে যাও। দ্বাপর থেকে পুনরায় রাবণ রাজ্য শুরু হয়। রাবণ অর্থাৎ অসুর, অসুর কখনও সত্য বলতে পারে না সেইজন্য একে বলে মিথ্যে মায়া, মিথ্যে কায়া (শরীর)। আত্মা মিথ্যে শরীর ও মিথ্যে (অপবিত্র)। আত্মার মধ্যেই তো সংস্কার ভরা থাকে তাই না!

ধাতু যুগ ৪ টি - স্বর্ণ-রৌপ্য-তাম্র-লৌহ সমস্ত খাদ তোমরা যোগবল দ্বারা বের করে দিয়ে হয়ে ওঠো খাঁটি সোনা। তোমরা যখন সত্য যুগে থাক তখন তোমরা খাঁটি সোনা। তারপর যখন সিলভার (রৌপ্য)যুগে আসো, তখন তোমাদের মধ্যে কিছু খাদ পড়ে। তখন তোমাদের বলা হয় চন্দ্রবংশী। তারপর তাম্র এবং লৌহ যুগে তোমাদের মধ্যে তাম্র এবং লোহা মিশ্রিত খাদ পড়ে, অর্থাৎ দ্বাপর-কলিযুগে। তোমাদের মধ্যে রৌপ্য, তাম্র এবং লৌহর যে খাদ পড়ে তা তোমরা যোগবল দ্বারা বের করে দিয়ে থাক। প্রথমে তোমরা আত্মারা সব শান্তিধামে থাক তারপর সর্বপ্রথম নেমে আস সত্য যুগে, তখন তাকে বলা হয় গোল্ডেন এজ। তোমরা তখন খাঁটি সোনা। যোগবল দ্বারা সম্পূর্ণ খাদ বের করে দিলে খাঁটি সোনা-ই থেকে যায়। শান্তিধামকে গোল্ডেন এজ বলা হয় না। গোল্ডেন এজ, সিলভার এজ, কপার এজ এখানে বলা হয়। শান্তিধামে তো অপার শান্তি বিরাজ করে। যখন আত্মা শরীর ধারণ করে তখন বলা হয় এই আত্মা গোল্ডেন এজের, তারপর সৃষ্টিও গোল্ডেন এজ হয়ে যায়। সতোপ্রধান ৫ তন্ত্র দ্বারা এই শরীর তৈরি হয়। আত্মা সতোপ্রধান হলে শরীরও সতোপ্রধান হয়। তারপর একদম শেষে গিয়ে আয়রন এজ শরীর প্রাপ্ত হয় কেননা আত্মার মধ্যে খাদ (মরচে) পড়ে যায়। সুতরাং গোল্ডেন এজ, সিলভার এজ, এই সৃষ্টিকেই বলা হয়ে থাকে।

এখন তবে বাচ্চাদের কি করা উচিত? সর্বপ্রথম শান্তিধামে যেতে হবে সেইজন্য বাবাকে স্মরণ করতে হবে তবেই তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে পারবে। এতে সময় ততটাই লাগে, যতটা সময় বাবা এখানে থাকেন। উনি গোল্ডেন

এজ-এ কোনও ভূমিকা পালন করেন না। সুতরাং আত্মা যখন ওখানে শরীর ধারণ করে তখন বলা হয় স্বর্ণ যুগের জীবাত্মা, এমনটা বলা হয় না যে স্বর্ণ যুগের আত্মা। তা নয়, স্বর্ণ যুগের জীবাত্মা তারপর রৌপ্য যুগের জীবাত্মা হয়। তোমরা এখানে বসে আছ, তোমাদের যেমন শান্তি ও আছে তেমনি সুখ ও প্রাপ্তি হয়। সুতরাং কি করা উচিত? দুঃখ ধাম থেকে সন্ধ্যাস নেওয়া। একে বলে অসীম জগতের সন্ধ্যাস। ঐ সন্ধ্যাসীদের হলো সীমিত সন্ধ্যাস, ঘর পরিবার ছেড়ে জঙ্গলে চলে যায়। ওদের এটা জানা নেই যে সম্পূর্ণ সৃষ্টিই এখন জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। এটা কাঁটার জঙ্গল, কাঁটার দুনিয়া। সত্য যুগ হলো ফুলের দুনিয়া। ওরা যদিও সন্ধ্যাস নিয়ে থাকে কিন্তু তবুও তো সে কাঁটার দুনিয়াতে, শহর থেকে অনেক দূরে জঙ্গলে গিয়ে বাস করে। ওদের হলো নিবৃত্তি মার্গ, তোমাদের প্রবৃত্তি মার্গ। তোমরা পবিত্র জুটি ছিলে, এখন অপবিত্র হয়ে গেছ। তাকে গৃহস্থ-আশ্রমও বলা হয়। সন্ধ্যাসীরা আসে অনেক পরে। ইসলাম, বৌদ্ধও পরে আসে। খ্রিস্টানদের কিছু আগে আসে। সুতরাং কল্পবৃক্ষের এই ঝাড়কে স্মরণ করতে হবে, চক্র ও স্মরণ করতে হবে। বাবা কল্পে-কল্পে এসে কল্পবৃক্ষের নলেজ প্রদান করেন কেননা তিনি স্বয়ং বীজরূপ, তিনিই সত্য, চৈতন্য সেইজন্যই কল্পে-কল্পে এসে কল্পবৃক্ষের সম্পূর্ণ রহস্য ব্যাখ্যা করেন। তোমরাও আত্মা কিন্তু তোমাদের জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর, শান্তির সাগর বলা হয় না। এই মহিমা শুধুমাত্র বাবার যিনি তোমাদের এমন তৈরি করছেন। বাবার এই মহিমা সব সময়ের জন্য। তিনি চির পবিত্র এবং নিরাকার। সীমিত সময়ের জন্য তিনি আসেন পবিত্র করে তুলতে। তিনি সর্বব্যাপী এতো হতেই পারে না। তোমরা জান বাবা পরমধাম নিবাসী। ভক্তি মার্গে সবসময় তাঁকে স্মরণ করে। সত্যযুগে তো তাঁকে স্মরণ করার প্রয়োজন-ই পড়ে না। রাবণ রাজ্য থেকেই তোমাদের আহ্বান করা শুরু হয়, তিনিই এসে সুখ শান্তি প্রদান করেন। তবে নিশ্চয়ই অশান্তির মধ্যেই ওঁনার কথা স্মরণে আসে। বাবা বলেন প্রতি ৫ হাজার বছর পরে আমি আসি। অর্ধকল্প সুখ আর অর্ধকল্প হলো দুঃখ। অর্ধকল্পের পরেই রাবণ রাজ্য শুরু হয়। এর মধ্যে প্রধান হলো দেহ-অভিমান। এর পরেই অন্যান্য বিকার শুরু হয়। এখন বাবা বুঝিয়ে বলেন নিজেকে আত্মা মনে কর, দেহী-অভিমानी হও। আত্মার স্বীকৃতির প্রয়োজন। মানুষ তো শুধু বলে থাকে, আত্মা ব্রহ্মকুটির মাঝখানে জ্বলজ্বল করে। এখন তোমরা বুঝেছ আত্মা হলো অবিনাশী। এই অবিনাশী আত্মার আসন হলো এই শরীর। আত্মা বসেও ব্রহ্মকুটিতে। অবিনাশী আত্মার এটাই আসন, সবারই চৈতন্য অবিনাশী আসন।

ওটা অবিনাশী আসন নয়, যা অমৃতসরে কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। বাবা বুঝিয়েছেন প্রতিটি মানুষেরই নিজ নিজ অবিনাশী আসন রয়েছে, আত্মা এখানে এসে বিরাজ করে। সত্য যুগ হোক বা কলিযুগ-ই হোক আত্মার আসন হলো এই মানব শরীর। সুতরাং অসংখ্য অবিনাশী আসন রয়েছে। মানুষ মাত্রই অবিনাশী আত্মার আসন আছে। আত্মা এক আসন ছেড়ে শীঘ্রই অন্য আসন গ্রহণ করে। প্রথমে ছোট আসন থাকে তারপর বড়ো হয়। এই শরীর রূপী আসন ছোট বড়ো হয়, ঐ কাঠের আসন যাকে শিখরা অকাল তখত বলে, তা কিন্তু ছোট বড়ো হয় না। এটা কেউ-ই জানে না যে মানুষ মাত্রেরই অকাল তখত এই ব্রহ্মকুটি। আত্মা অবিনাশী, তার কখনোই বিনাশ হয়না। আত্মা ভিন্ন-ভিন্ন আসন প্রাপ্ত করে থাকে। সত্যযুগে তোমরা ফার্স্টক্লাস আসন পেয়ে থাক, তাকে বলে গোল্ডেন এজ তখত (আসন)। তারপর ঐ আত্মাই আবার সিলভার, কপার, আয়রন এজেও আসন প্রাপ্ত করে থাকে। তারপর আবার গোল্ডেন এজ-এ আসন পেতে হলে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে সেইজন্যই বাবা বলেন মামেকম স্মরণ করলে তোমাদের খাদ বেড়িয়ে যাবে, তারপর তোমরা এরকম দৈবী সিংহাসন প্রাপ্ত করবে। এখন ব্রাহ্মণ কুলের আসন, পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগের আসন, তারপর আমি আত্মা দেবতাদের আসন প্রাপ্ত করব। এই কথা দুনিয়ার মানুষ জানে না। দেহ-অভিমাণে আসার কারণে একে অপরকে দুঃখ দিতে থাকে, এইজন্য একে দুঃখধাম বলা হয়। এখন বাবা বাচ্চাদের বোঝান শান্তিধামকে স্মরণ কর, যা তোমাদের প্রকৃত নিবাস স্থান। সুখধামকে স্মরণ কর, একে ভুলে যাও, এর প্রতি বৈরাগ্য আসুক। এমনটা নয় যে সন্ধ্যাসীদের মতো ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে। বাবা বোঝান সেটা একদিক দিয়ে যেমন ভালো, অন্যদিকে খারাপ। তোমাদের সন্ধ্যাস ভালো। ওদের হঠযোগের ভালো দিকও আছে, মন্দও আছে-- কেননা দেবতারা যখন বাম মার্গে চলে যায়, তখন ভারতের বিশৃঙ্খল অবস্থা আটকাতে পবিত্রতার প্রয়োজন হয়, সুতরাং হঠযোগীরা এতে সাহায্য করে থাকে। ভারতই অবিনাশী খন্ড। বাবাকেও এখানেই আসতে হয়। সুতরাং যেখানে অসীম জগতের পিতা আসেন সেটাই সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থে পরিণত হয় তাইনা। সবার সঙ্গতি বাবাই এসে করিয়ে থাকেন, সেইজন্য ভারতই শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতম দেশ।

প্রধান বিষয় বাবাই বুঝিয়ে বলেন - বাচ্চারা, স্মরণের যাত্রায় থাকো, গীতাতেও মনমনাভব শব্দটি আছে, কিন্তু বাবা কোনও সংস্কৃত শব্দ বলেন না। বাবা "মনমনাভব" - র অর্থ বলে দেন। বাবা বলেন, দেহের সব ধর্মকে ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় কর। আত্মা অবিনাশী, সে কখনও ছোট বড় হয় না। অনাদি অবিনাশী পাট এর মধ্যেই ভরা আছে। এভাবেই ড্রামা তৈরি হয়েছে। অন্তিমে যে আত্মারা আসবে, তাদের সামান্য ভূমিকা থাকে এই ড্রামায়। বাকি সময় তারা শান্তিধামে থাকে। স্বর্গে তো আসতে পারবে না। শেষে আসা আত্মারা অল্প কিছু সুখ, কিছু দুঃখ ভোগ করে থাকে। যেমন

দীপাবলির রাতে কত মশা বেড়িয়ে পড়ে, সকালে উঠে দেখ সব মশা মরে পড়ে আছে, সুতরাং শেষে আসা মানুষের মূল্যই বা কতটুকু থাকবে। ঠিক যেন পশুর দৃষ্টান্ত। তাই বাবা বুঝিয়ে বলেন এই সৃষ্টি চক্র কিভাবে ঘোরে। সৃষ্টি রূপী মানুষের ঝাড় ছোট থেকে বড়, বড় থেকে ছোট কিভাবে হয়। সত্যযুগে কত অল্প সংখ্যক মানুষ, কলিযুগে ঝাড় বৃদ্ধি পেয়ে কত বিশালাকার ধারণ করে। প্রধান বিষয় বাবা ইশারায় বুঝিয়েছেন -- গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে "মামেকম্ স্মরণ করো"। ৮ ঘন্টা স্মরণে থাকার অভ্যাস করো। স্মরণ করতে করতে শেষে পবিত্র হয়ে বাবার কাছে চলে গেলে স্কলারশিপও প্রাপ্ত হবে। যদি পাপ থেকে যায়, তবে আবার জন্ম গ্রহণ করতে হবে। সাজা খেতে হবে, উপরন্তু পদও কম হয়ে যাবে। হিসেব-নিকেশ সবাইকেই মিটিয়ে ফেলতে হবে। যেমন মানুষ-ই হোক না কেন, এখনও জন্ম নিতে হচ্ছে। এই সময় দেখো ভারতবাসীদের মধ্যে খ্রিস্টানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ওরা বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন। ভারতবাসীরাও ১০০ শতাংশ বিচক্ষণ ছিল, তারাই এখন বিচারবুদ্ধিহীন হয়ে গেছে। কেননা ১০০ শতাংশ সুখ ভোগ করার পরে একশ শতাংশ দুঃখও এখানেই ভোগ করে। ওরাতো আসে (খ্রিস্টান) অনেক পরে।

বাবা বুঝিয়েছেন, খ্রিস্টানদের রাজধানীর সাথে কৃষ্ণের রাজধানীর কি যোগ আছে। খ্রিস্টানরা রাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছিল তারপর ওদের কাছ থেকেই রাজ্য পাওয়া গেছে। এই সময় খ্রিস্টানরা খুব শক্তিশালী, ওরা ভারত থেকেই সাহায্য পেয়ে থাকে। ভারত এখন অনাহারে তাই রিটার্ন সার্ভিস চলছে। তারা এখান থেকেই অগাধ সম্পদ, হীরে-জহরত, সোনা ইত্যাদি নিয়ে গিয়ে বিশাল সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছিল সুতরাং এখন আবার ধন-সম্পদ পৌছে দিচ্ছে। ওদের তো আর কিছুই পাওয়ার নেই। তোমরা বাচ্চাদের তো কেউ চেনেই না, যদি চিনত তবে এসে পরামর্শ করত। তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়, যারা ঈশ্বরের মতানুসারে চল। তোমরাই আবার ঈশ্বরীয় সম্প্রদায় থেকে দৈবী সম্প্রদায়ভুক্ত হবে। তারপর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত হবে। আমরা এখন ব্রাহ্মণ তারপর দেবতা, আমরাই দেবতা থেকে ক্ষত্রিয়..... হম সো এর অর্থ দেখ কত সুন্দর। এটাই হলো বাজুলির খেলা একে বোঝা খুব সহজ, কিন্তু মায়া ভুল করিয়ে দেয় তারপর দৈবীগুণ থেকে আসুরি গুণে নিয়ে যায়। অপবিত্র হওয়া এতো আসুরি গুণ, তাইনা। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন এবং সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ

১) স্কলারশিপ প্রাপ্ত করার জন্য গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে কমপক্ষে ৮ ঘন্টা বাবাকে স্মরণ করার অভ্যাস করতে হবে। স্মরণের অভ্যাস দ্বারাই পাপ ভস্ম হবে আর গোল্ডেন এজের আসন প্রাপ্ত হবে।

২) এই দুঃখ ধাম থেকে অনন্ত জগতের বৈরাগ্য নিয়ে নিজের প্রকৃত নিবাস স্থান শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করতে হবে। দেহ অভিমানে এসে কাউকে দুঃখ দেওয়া উচিত নয়।

বরদানঃ আধ্যাত্মিক প্রেমিকের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে কঠোর পরিশ্রম থেকে মুক্ত হতে সমর্থ আধ্যাত্মিক প্রেমিকা হও* প্রেমিক নিজের হারিয়ে যাওয়া প্রেমিকাকে দেখে খুশি হয়ে ওঠে। তোমরা আধ্যাত্মিক (রহানী) আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে নিজের প্রকৃত প্রেমিককে জেনে গেছো, তাঁকে পেয়ে যথার্থ ঠিকানায় পৌছে গেছো। যখন প্রেমিকা আত্মারা এমনই ভালোবাসার গভীরে প্রবেশ করে, তখন অনেক রকম পরিশ্রম থেকে মুক্ত হয়ে যায়। কেননা এখানে জ্ঞান সাগরের স্নেহের তরঙ্গ, শক্তির তরঙ্গ -- সব সময়ের জন্য রিফ্রেশ করে তোলে। এরকমই মনোরঞ্জন বিশেষ স্থান, মিলনের স্থান তোমরা প্রেমিকাদের জন্য প্রেমিক তৈরি করে রেখেছেন।

স্লোগানঃ -- অন্তর্মুখী হওয়ার পাশাপাশি একনামী (এক বাবা ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নয়) আর ইকোনমি হও।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবা এসেছেন বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদের নরক রূপী পাঁক থেকে মুক্ত করতে, তোমরা বাচ্চারাও এইজন্যই বাবাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছো"

প্রশ্ন :- তোমরা বাচ্চারা হলে খুব দক্ষ কারিগর - কীভাবে? তোমাদের কারিগরীটি কি ?

উত্তর :- আমরা বাচ্চারা এমন কারিগরী করি, যার ফলে সম্পূর্ণ দুনিয়া নতুন হয়ে যায়। তার জন্য আমরা কোনো ইট পাথর হাতে তুলি না, বরং স্মরণের যাত্রা দ্বারা নতুন দুনিয়া বানাই। আমরা খুশী যে আমরা নতুন দুনিয়া তৈরির কারিগরীতে দক্ষ। আমরা-ই আবার এমন স্বর্গের মালিক হব।

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চাদের আত্মিক পিতা বোঝান, তোমরা যখন নিজের নিজের গ্রাম থেকে বের হও, তখন তোমাদের বুদ্ধিতে এই কথাটি থাকে যে, আমরা যাই শিববাবার পাঠশালায়। এমন নয় যে, কোনও সাধু-সন্ন্যাসী ইত্যাদির দর্শন করতে বা শাস্ত্র পাঠ ইত্যাদি শুনতে এসেছি। তোমরা জানো, আমরা যাই শিববাবার কাছে। দুনিয়ার মানুষ তো ভাবে, শিব উপরে থাকেন। তারা যখন স্মরণ করে, তখন চোখ বন্ধ করে বসে। তারা চোখ বন্ধ করে ধ্যান করতে বসে। তাদের মাথায় তো শিবলিপ্সের দৃশ্য রয়েছে। শিবের মন্দিরে গিয়েও তাই শিবকে স্মরণ করার সময় উপরে দেখে বা শিবের মন্দিরকে স্মরণ করে। অনেকে চোখ বন্ধ করে বসে। তারা ভাবে দৃষ্টি এদিক ওদিক গেলে সাধনা ভঙ্গ হবে। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো, আমরা যদিও শিববাবাকে স্মরণ করতাম। কেউ কৃষ্ণকে স্মরণ করে, কেউ রামকে স্মরণ করে, কেউ নিজের গুরুকে স্মরণ করে, গুরুর ফটো দিয়ে ছোট লকেট বানিয়ে পড়ে। গীতা -র ছোট লকেট বানিয়ে পড়ে। ভক্তি মার্গে তো সবই এইরকম। ঘরে বসেও স্মরণ করে। স্মরণে থেকে যাত্রা করতেও যায়। চিত্র বা মূর্তি তো ঘরে রেখে পূজা করতে পারে, কিন্তু এও হল ভক্তির নিয়ম। জন্ম জন্মান্তর যাত্রা করেছে। চার ধামের যাত্রা করে। চার ধাম কেন বলা হয় ? পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ ... চার দিকের ভ্রমণ করে। ভক্তি মার্গ যখন শুরু হয়, তখন একের আরাধনা করা হয়, তাকে বলা হয় অব্যভিচারী ভক্তি। তোমরা সতাপ্রধান ছিলে, এখন তো এই সময় হল তমোপ্রধান। ভক্তিও ব্যভিচারী, অনেকে স্মরণ করে থাকে। তমোপ্রধান ৫ তন্ত্রের দ্বারা নির্মিত শরীরের পূজা করে। অর্থাৎ তমোপ্রধান ভূতের পূজা করে, কিন্তু এইসব কথা কেউ বোঝে না। যদিও এইখানে বসে আছে, কিন্তু বুদ্ধিযোগ বাইরে বিচরণ করে। এখানে তো বাচ্চারা তোমাদের চোখ বন্ধ করে শিববাবাকে স্মরণ করার নয়। তোমরা জানো বাবা হলেন দূর দেশের নিবাসী। তিনি এসে বাচ্চাদের শ্রীমৎ প্রদান করেন। শ্রীমৎ অনুযায়ী চললে ই শ্রেষ্ঠ দেবতায় পরিণত হবে। দেবতাদের সম্পূর্ণ রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। তোমরা এখানে বসে নিজেদের দেবী-দেবতাদের রাজ্য স্থাপন করছ। প্রথমে তোমরা কি জানতে কীভাবে স্বর্গ স্থাপন হয়। এখন জানো বাবা আমাদের পিতাও, শিক্ষক রূপে পড়ান এবং সঙ্গে নিয়েও যাবেন, সদগতি করবেন। গুরু রা কারো সদগতি করে না। এখানে তোমাদের বোঝানো হয় - একমাত্র পিতা, শিক্ষক, সঙ্গী হলেন ইনি। বাবার কাছে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, সদগুরু পুরানো দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়ায় নিয়ে যাবেন। এইসব কথা বৃদ্ধা মাতা রা বুঝতে পারে না। তাদের জন্য মুখ্য কথা হল নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে শিববাবা কে স্মরণ করতে হবে। আমরা হলাম শিববাবার সন্তান, বাবা আমাদের স্বর্গের উত্তরাধিকার দেবেন। বৃদ্ধা মাতাদের এমন সরল ভাষায় বসে বোঝানো উচিত। এই অধিকার তো প্রত্যেকটি আত্মার আছে বাবার কাছে স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করা। মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে

আছে। পুরানো দুনিয়া-ই অবশ্যই নতুন হবে। নতুন হয় পুরানো। বাড়ি তৈরি হতে কত কম মাস লাগে তারপর পুরানো হতে ১০০ বছর লেগে যায়।

এখন তোমরা বাচ্চারা জানো, এই পুরানো দুনিয়া এখন শেষ হবে। এই লড়াই যা এখন লাগে তা আবার ৫ হাজার বছর পরে লাগবে। এই সব কথা বৃদ্ধা মাতারা বুঝতে পারে না। এই কাজ হল ব্রাহ্মণীদের তাদেরকে বোঝানো। তাদের জন্য তো একটি কথাই যথেষ্ট - নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করো। তোমরা আত্মারা হলে পরম ধাম নিবাসী। এখানে এসে শরীর ধারণ করে পার্ট প্লে কর। আত্মা এইখানে দুঃখ ও সুখের পার্ট প্লে করে। মুখ্য কথা বাবা বলেন সেইটি হল - আমাকে স্মরণ করো এবং সুখধাম কে স্মরণ করো। বাবাকে স্মরণ করলে পাপ নষ্ট হবে তারপরে স্বর্গে আসবে। এখন যে যতখানি স্মরণ করবে তত পাপ ভস্ম হবে। বৃদ্ধাদের অভ্যাস আছে সংসঙ্গে গিয়ে প্রবচন শোনান। তাদের ক্ষণে ক্ষণে বাবার স্মরণ করাতে হবে। স্কুলে তো পড়াশোনা করা হয়, প্রবচন শোনানো হয় না। ভক্তিমার্গে তো তোমরা অনেক কাহিনী শুনেছ তার দ্বারা কিছুই লাভ হয় নি। ছিঃ ছিঃ দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়ায় তো যেতে পারে না। মানুষ তো রচয়িতা পিতাকে এবং রচনা কে জানে না। নেতি নেতি বলে দেয়। তোমরাও পূর্বে জানতে না। এখন তোমরা ভক্তিমার্গকে ভালো রীতি জেনেছ। ঘরেও অনেকের কাছে মূর্তি ইত্যাদি থাকে, জিনিস তো সেই, কোনও স্বামীরা স্ত্রীকে বলে দেয় - তোমরা ঘরে বসে মূর্তি রেখে পূজা করো। বাইরে ধাক্কা খেতে কেন যাও, কিন্তু তাদের মনের ভাবনা থাকে। এখন তোমরা বুঝেছ তীর্থ যাত্রা করা মানে ভক্তিমার্গের ধাক্কা খাওয়া। অনেক বার তোমরা ৮৪-র চক্র পরিক্রমা করেছ। সত্যযুগ ত্রেতায় কোনও যাত্রা করা হয় না। সেখানে কোনও মন্দির ইত্যাদি হয় না। এই যাত্রা ইত্যাদি সব ভক্তি মার্গে হয়। জ্ঞান মার্গে এইসব কিছু হয় না। তাকেই বলা হয় ভক্তি। জ্ঞান দাতা তো একজন-ই দ্বিতীয় কেউ নেই। জ্ঞানের দ্বারাই সদগতি হয়। সদগতি দাতা হলেন একমাত্র বাবা। শিববাবাকে কেউ শ্রী শ্রী বলে না, তাঁর কোনও টাইটেল দরকার নেই। এইরূপ তো স্তুতি করা হয়, তাঁকে বলা হয় 'শিববাবা'। তোমরা বলো - শিববাবা, আমরা পতিত হয়েছি, এসে আমাদের পবিত্র বানাও। ভক্তিমার্গের পাঁকে গলা পর্যন্ত ডুবে আছি। তখন চিৎকার করে, বিষয় বাসনার পাঁকে একদম আটকে থাকে। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে নামতে আটকা পড়ে যায়। কেউ জানেনা, তখন বলে বাবা আমাদের মুক্ত করো। বাবাকেও ড্রামা অনুযায়ী আসতে হয়। বাবা বলেন আমি তো আবদ্ধ , তোমাদের সবাইকে পাঁক থেকে মুক্তি প্রদান করতে। একে বলাই হয় কুষ্ঠী পাঁক নরক। ঘোরতম নরকও বলা হয়। এই কথা বাবা বসে বোঝান, তারা কি আর জানে।

তোমরা দেখো তোমরা বাবাকে কীভাবে আমন্ত্রণ জানায় । নিমন্ত্রণ ইত্যাদি তো বিবাহ ইত্যাদিতে দেওয়া হয়। তোমরা বলো - হে পতিত-পাবন বাবা, এই পতিত দুনিয়া, রাবণের দুনিয়ায় এসো। আমরা গলা পর্যন্ত এতে আটকে আছি। এক বাবা ব্যতীত অন্য কেউ মুক্ত করতে পারে না। বলেও থাকে - দূর-দেশ নিবাসী শিববাবা, এ হল রাবণের দেশ। সকলের আত্মা তমোপ্রধান হয়েছে, তাই আহ্বান করা হয় যে, এসে পবিত্র করো। পতিত-পাবন সীতারাম, এইরূপ উচ্চ স্বরে গান করে। এমন নয় তারা পবিত্র থাকে। এই দুনিয়াই হল পতিত, রাবণের রাজ্য, যাতে তোমরা ফেঁসে আছো। তখন এই নিমন্ত্রণ দেওয়া হয় - বাবা এসে আমাদের কুষ্ঠী পাঁক নরক থেকে মুক্ত করো। তাই বাবা এসেছেন। তোমাদের কতখানি বিশিস্ট সার্ভেন্ট তিনি। ড্রামায় অপার দুঃখ তোমরা বাচ্চারা দেখেছ। সময় পার হতে থাকে। এক সেকেন্ড অন্যের সাথে মেলে না। এখন বাবা তোমাদের লক্ষ্মী-নারায়ণ

সম তৈরি করেন, তখন তোমরা অর্ধকল্প রাজ্য করবে - স্মরণ করো। এখন খুব কম সময় আছে। মৃত্যু আরম্ভ হলে তো সব মানুষ পাগল হয়ে যাবে। (বিভ্রান্ত হয়ে যাবে) এইটুকু সময়ে কি হয়ে যাবে। কেউ তো খবর শুনেই হার্টফেল করবে। এমন মরবে যে বলার নয়। দেখো অনেক বৃদ্ধা মাতারা এসেছেন। তারা কিছুই বোঝে না। যেমন তীর্থে যায়, একে অপরকে দেখে তৈরি হয়ে যায়, আমরাও যাব।

এখন তোমরা জানো, ভক্তিমার্গে তীর্থ যাত্রার অর্থ হল নীচে নেমে আসা, তমো প্রধান হওয়া। সবচেয়ে বড় যাত্রা হল তোমাদের। তোমরা পতিত দুনিয়া থেকে পবিত্র দুনিয়ায় যাও। অতএব এই কন্যাদের শিববাবার স্মরণ করাতে থাকো। শিববাবার নাম স্মরণে আছে ? একটু শুনলেও স্বর্গে এসে যাবে। এই ফল তো অবশ্যই প্রাপ্ত হবে। বাকি পদ মর্যাদা প্রাপ্ত হয় পড়াশোনা দ্বারা। তাতে খুব তফাৎ হয়ে যায়। উঁচু থেকে উঁচু আবার নীচু থেকে নীচু , রাত-দিনের তফাৎ হয়ে যায়। কোথায় প্রধানমন্ত্রী, কোথায় চাকর বাকর। রাজধানীতে নম্বর অনুসারে হয়। স্বর্গেও রাজধানী হবে। কিন্তু সেখানে পাপ আত্মারা বিকার যুক্ত আত্মা থাকবে না। ওই হল নির্বিকারী দুনিয়া। তোমরা বলবে আমরা এইরূপ লক্ষ্মী নারায়ণ অবশ্যই হবে। তোমাদের হাত তুলতে দেখে বৃদ্ধা ইত্যাদি সবাই হাত তুলবে। কিছুই বোঝে না। তবু বাবার কাছে যখন এসেছে স্বর্গে গমন তো হবেই কিন্তু সবাই এমন স্বরূপধারী হবে না। প্রজাও থাকবে। বাবা বলেন আমি হলাম দীননাথ (গরিব নিবাজ), তাই বাবা গরিব দের দেখে খুশী হন। যতই বড় ধনী হোক পদ্ম পতি হোক, তাদের চেয়েও এই উঁচু পদ প্রাপ্ত হবে - ২১ জন্মের জন্য। সেই কথাও ভালো। বৃদ্ধারা যখন আসেন বাবা খুশী হন তবুও কৃষ্ণ পুরীতে তো যাবে তাইনা। এই হল রাবণ পুরী, যারা ভালো রীতি পড়বে তো কৃষ্ণকে কোলে নেবে। প্রজারা ভিতরে আসতে পারবে না। তারা মাঝে মাঝে দর্শন করতে পারবে। যেমন পোপ দর্শন দেন জানালা দিয়ে, লক্ষ লক্ষ এসে একত্র হয় দর্শন করতে। কিন্তু আমরা তাঁর দর্শন কি করে করব। সদা পবিত্র তো হলেন একমাত্র বাবা, যিনি এসে তোমাদের পবিত্র করেন। সম্পূর্ণ বিশ্বকে সত্যে প্রধান করেন। সেখানে এমন ভূত থাকবে না। ৫-টি তন্ত্রও সত্যে প্রধান হয়ে যায়, তোমাদের দাসী হয়ে যায়। সেখানে কখনও এমন গরম পড়বে না যে ক্ষতি হয়ে যাবে। ৫-টি তন্ত্রও নিয়ম অনুসারে চলে। অকালে মৃত্যু হয় না। এখন তোমরা স্বর্গে যাচ্ছ তো নরকের দিকে বুদ্ধিযোগ থাকা উচিত নয়। যেমন নতুন বাড়ি তৈরি হলে পুরানো বাড়ির দিকে বুদ্ধি থাকে না। বুদ্ধি নতুনের দিকে চলে যায়, এই হল আবার অসীমের কথা। নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হচ্ছে, পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবে। তোমরা হলে নতুন দুনিয়া স্বর্গের নির্মাণকর্তা। তোমরা হলে খুব ভালো কারীগর। নিজের জন্য স্বর্গের নির্মাণ করছ। কত দক্ষ কারীগর তোমরা, স্মরণের যাত্রা দ্বারা নতুন দুনিয়া স্বর্গের নির্মাণ কর। একটুও স্মরণ করলে স্বর্গে এসে যাবে। তোমরা গুপ্ত বেশে নিজের স্বর্গ তৈরি করছ। তোমরা জানো যে আমরা এই শরীর ছেড়ে তারপরে গিয়ে স্বর্গে বাস করব অতএব এমন বাবাকে ভোলা উচিত নয়। এখন তোমরা স্বর্গে যাওয়ার জন্য পড়ছ। এখন রাজধানী স্থাপনের জন্য পুরুষার্থ করছ। এই রাবণের রাজধানী শেষ হবে। অতএব মনে মনে কত খানি খুশীর অনুভূতি হওয়া উচিত। আমরা এই স্বর্গ তো অনেক বার বানিয়েছি, রাজত্ব নিয়ে হারিয়েছি। এই কথাও স্মরণ করলে ভালো। আমরা স্বর্গের মালিক ছিলাম, বাবা আমাদের এমন তৈরি করেছিলেন। বাবাকে স্মরণ করলে পাপ ভস্ম হবে। কত সহজ উপায় তোমরা স্বর্গের স্থাপনা করছ। পুরানো দুনিয়ার বিনাশের উদ্দেশ্যে কত রকমের জিনিস বেরোয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মিসাইল ইত্যাদি দ্বারা সম্পূর্ণ পুরানো দুনিয়া শেষ হবে। এখন বাবা এসেছেন তোমাদের শ্রেষ্ঠ মত প্রদান করতে, শ্রেষ্ঠ স্বর্গের স্থাপনা করার জন্য। অনেক বার তোমরা

এই স্থাপনা করেছে তো বুদ্ধিতে স্মরণে রাখতে হবে। অনেক বার রাজ্য প্রাপ্ত করে হারিয়েছি। এই কথা যেন বুদ্ধিতে চলতে থাকে এবং একে অপরকে শোনাতে থাকো। দুনিয়ার কথায় সময় নষ্ট করা উচিত নয়। বাবাকে স্মরণ করো, স্ব দর্শন চক্রধারী হও। এখানে বাচ্চাদের ভালো রীতি শুনে মনন করতে হবে, স্মরণ করতে হবে বাবা যা শুনিয়েছেন। শিববাবা ও অবিনাশী উত্তরাধিকার অবশ্যই স্মরণে থাকা উচিত। বাবা হাতে করে স্বর্গ এনেছেন, পবিত্র ও হতে হবে। পবিত্র না হলে দন্ড ভোগ করতে হবে। পদ মর্যাদাও কম হয়ে যাবে। স্বর্গে উঁচু পদের অধিকারী হতে ধারণা ভালো রীতি করো। বাবা সহজ পথ বলে দেন। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত ।
আম্মাদের পিতা ঔঁনার আম্মা রুপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

- ১) বাবা যা কিছু শোনান, সেইসব শুনে মনন করতে হবে। দুনিয়ার কথায় নিজের সময় নষ্ট করবে না।
- ২) বাবার স্মরণে চোখ বন্ধ করে বসবে না। শ্রী কৃষ্ণের রাজধানীতে আসার জন্য ভালো করে পড়াশোনা করতে হবে।

বরদান :- "মন্মানাভব" - এর অলৌকিক বিধি দ্বারা মনোরঞ্জন অনুভবকারী বাবা সম ভব

ব্যাখা: সঙ্গমযুগে স্মরণিক উৎসব পালন করা অর্থাৎ বাবার মতন হওয়া। এই হল সঙ্গমযুগের উৎসব পালন। উৎসবে আনন্দ করো কিন্তু বাবার সঙ্গে মিলন উৎসব পালন করে আনন্দ করো। শুধুমাত্র মনোরঞ্জন নয় বরং "মন্মানাভব" হয়ে মনোরঞ্জন করো। অলৌকিক বিধি দ্বারা অলৌকিক মনোরঞ্জন অবিনাশী হয়ে যায়। সঙ্গমযুগের দীপমালার বিধি - পুরানো খাতা শেষ করা, প্রতিটি সঙ্কল্প, প্রতিটি ক্ষণ যেন নতুন অর্থাৎ অলৌকিক হয় । পুরানো সঙ্কল্প, সংস্কার - স্বভাব, আচার-আচরণ - এসব হল রাবণের ঋণ। সেসব একটি দূঢ় সঙ্কল্প দ্বারা সমাপ্ত করো।

স্লোগান - পরিস্থিতিকে দেখার পরিবর্তে নিজেকে ও বাবাকে দেখো ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বুদ্ধিকে বিশুদ্ধ বানাতে চাইলে এক ও একমাত্র বাবার স্মরণেই থাকো, এই স্মরণের যোগের দ্বারাই আত্মা বিশুদ্ধ হয়"

প্রশ্ন :- বর্তমান এই সময়ে মানুষ তার নিজের সময় ও অর্থকে কিভাবে সফল করায় ব্যস্ত ?

উত্তর :- মানুষ যখন শরীর ত্যাগ করে, তার পিছনে কতই না টাকা-পয়সা ইত্যাদির খরচ হতেই থাকে। কিন্তু যে শরীর ত্যাগ করে চলেই গেছে, সেই ব্যক্তির তো আর কোনও মূল্যই রইলো না, অর্থাৎ তার মৃত্যুর পর যা কিছুই করা হোক না কেন, তা কেবল নিজেদের সময় আর ধন-সম্পদের অপব্যয় করা মাত্র।

ওঁম্ শান্তি! আধ্যাত্মিক পিতা ওঁনার আধ্যাত্মিক সন্তানদেরকে সামনে বসিয়ে বোঝাচ্ছেন- ইনি অর্থাৎ ব্রহ্মা-ও সেই একই কথা বলছেন, অর্থাৎ বাপ ও দাদা দুজনে একই কথা বলছেন। তেমনি দাদা-ও বলেন- আধ্যাত্মিক পিতা বি কে বাচ্চাদেরকে এই বিশেষ জ্ঞান শোনাচ্ছেন- যা অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যতের। বাস্তবে সত্যযুগের শুরু থেকে ত্রেতার অন্তিম পর্যন্ত যা যা ঘটেছিলো, সেটাই মুখ্য বিষয়। এছাড়া দ্বাপর আর কলিযুগে কে কে কখন কখন আসে, কি কি হয়, হিস্ট্রি-জিওগ্রাফিতে সেসব তো অনেক তথ্যই থাকে। কিন্তু সত্যযুগ-ত্রেতার কোনও হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি নেই। অথচ অন্য যুগগুলির হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি আছে। তাছাড়া দেবী-দেবতাদের অবস্থান সময়কে লক্ষ-লক্ষ বছর আগেকার ঘটনা বলে উল্লেখ আছে শাস্ত্রে। এটাই হলো অসীম জগতের প্রকৃত তথ্যের সাথে জাগতিক তথ্যের তফাৎ, যা একেবারেই অজ্ঞানী নির্বোধের মতন কথা। পূর্বে তোমরাও অসীমের এইসব প্রকৃত তথ্যের জ্ঞানের অভাবে অজ্ঞানী ও নির্বোধ ছিলে। কিন্তু এখন ধীরে-ধীরে অল্প-অল্প বুঝদার হচ্ছে। তোমাদের মধ্যে এমনও অনেকে আছে, যারা এখনও সঠিক ভাবে তা বুঝে উঠতে পারেনি। এই বিশেষ জ্ঞানের পার্শে অনেক কিছুই বোঝার আছে। যেমন, বাবা তোমাদেরকে এই আবুর মহিমা যা কিছু বুঝিয়েছেন, বুদ্ধিতে সেগুলি অবশ্যই ধারণ করতে হবে। এই বিষয়টা অবশ্যই খেয়াল রাখবে, তোমরা এখন সেখানেই বসে আছো। তোমাদেরই স্মরণিক এই দিলওয়ারা মন্দির তৈরি হয়েছিলো, কিন্তু তা কবে এবং কত বছর বাদে তৈরি হয়েছিল ? লোকেরা বলে থাকে তা প্রায় ১২৫০ বছর হবে। তবে আর বাকী কত বছর রইলো ? - ৩৭৫০ বছর। তারাও তো এখনকারই স্মরণিক এবং বৈকুণ্ঠের স্মরণিক বানিয়েছে ! মন্দিরগুলির মধ্যেও প্রতিযোগিতা হয়। তাই তো একটিকে অপরটির থেকে আরও সুন্দর বানানো হয়। কিন্তু এখন লোকেদের কাছে তেমন পয়সাকড়ি কোথায় যে আরও সুন্দর করে বানাবে। একদা এদের কাছেই অনেক ধন-সম্পদ ছিলো। তাই তো সোমনাথ মন্দিরের মতন রত্নরাজি ও মনিমুক্তোয় ঠাঁসা এত সুন্দর ও এত বড় মন্দির বানাতে পেরেছিলো। এখন আর যা বানাবার সামর্থ্যই নেই। যদিও আগ্রা ইত্যাদি স্থানে এমন কিছু কিছু বানাচ্ছে, কিন্তু সেইসব কোনো কাজের নয় । মানুষ এখন একেবারেই অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে আছে। যদি চায়ও, তেমন বানাতে বানাতেই বিনাশপর্বও শুরু হয়ে যাবে। এসব কথা বি.কে.-রা ছাড়া অন্যেরা কেউ বুঝবেই না। তাই তো তারা একবার ভাগে একবার গড়ে। মন্দির গড়ার জন্য বেকার পয়সাকড়ি খরচ করে। প্রকৃত অর্থে সেইসব পয়সাকড়ি জলেই যায়। অর্থাৎ সময়ের অপচয়, সম্পদের অপচয় আর এনার্জিরও অপচয়।

কেউ যখন মারা যায়, লোকেরা তার জন্যও অনেক সময় ও অর্থ অপচয় করে। আমরা কিন্তু কিছুই করতে পারি না। আত্মা যখন শরীর ত্যাগ করে চলেই গেছে, তখন শবদেহের আর কাজই বা কি। যেমন সাপ তার খোলস ছাড়লে সেই খোলস আর কি কাজেই বা লাগে। সেই খোলসের আর কোনও মূল্যই থাকে না। কিন্তু ভক্তি-মার্গে ভাবে শরীর রূপী খোলসেরও মূল্য আছে। তাই তো তারা জড় চিত্রকেও কত ভক্তিভরে পূজা-অর্চনা করে। কিন্তু তারা তা জানে না যে, কবে থেকে এবং কিভাবে এই ধারার প্রচলন হলো। একেই বলা হয় ভূতের পূজা। লোকেরা তো আবার ৫-তন্ত্রও পূজা করে। উদাহরণস্বরূপ ভাবো, লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজত্ব করেন স্বর্গ-রাজ্যে। তখন তাদের আয়ু হয় ১৫০ বছরের। তারাও সেই বয়সকালে নিজেরাই স্ব-ইচ্ছায় নিজেদের শরীর ত্যাগ করে। যেহেতু তখন তাদের শরীর আর কোনো কাজেরই থাকে না। তাই অযথা তা রেখেই বা আর কি লাভ ! আত্মা শরীর ত্যাগ করলে সেই শরীরকে চণ্ডালের হাতেই দিয়ে দেওয়া উচিত। চণ্ডালই তার নিয়ম নীতি অনুসারে যা কিছু করার করে, সেই শরীরকে পুড়িয়ে দেবে। এমন নয় যে সেই ভস্ম নিয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে নাম প্রচার করবে। এমন কিছুই করা হয় না সেখানে। কিন্তু এখানে তো কত কিছুই না করে ! ব্রাহ্মণ-পুরোহিত সমেত কত লোককে ভোজন করায়, এটা করে, ওটা করে, এমন কত কিছুই তো করে। সেখানে কিন্তু এসব কিছুই হয় না। শব দেহ তো আর কোনও কাজেরই নয় । তাই তা জ্বালিয়ে দেয়। কেবলমাত্র প্রতিচ্ছবি বা চিত্রই থেকে যায়। তাও তা একেবারে হুবহু হয় না। তেমনি এই যে আদিদেবের প্রস্তুত মূর্তি তাও কিন্তু হুবহু নয়। এই পাথরের মূর্তি ইত্যাদি তৈরি করতে শুরু করে, যখন থেকে ভক্তি-মার্গে পূজার প্রচলন হয়। যারা আসলে ছিল, তাদের শব দেহ তো সেই যুগেই দাহ হয়ে গেছে, ভক্তি মার্গ শুরু হলে (তাদেরই জড় চিত্র) তখনই এসব বানানো হয়। বাচ্চারা, এসব বিষয়ে তোমাদেরও তো কত প্রকারের ভাবনা চলে। আবুর মহিমাগুলি খুব ভাল করে গুছিয়ে যুক্তিপূর্ণ ভাবে তা প্রচার করতে হবে। তোমরা ভাগ্যবান, সেই আবুতেই বসে আছো এখন। এখানে বসেই বাবা সমগ্র বিশ্বকে নরক-রাজ্য থেকে স্বর্গ-রাজ্য বানান। অতএব এমন পুণ্যস্থানই তো সবার থেকে উচ্চতমেরও উচ্চ অর্থাৎ সর্বোচ্চ তীর্থস্থানই হলো। যা অন্যদের ভাবনাতে নেই, একমাত্র এই শিববাবারই এই ভাবনা। তাই তো শিববাবার প্রতি তোমাদের এত আস্থা। যেখানেই যাও না কেন, শিববাবার মন্দির অবশ্যই থাকবে সেখানে। এমনকি অমরনাথেও সেই শিববাবারই মন্দির। বলা হয় অমরনাথে বসে শংকর পার্বতীকে অমরকথা শুনিয়েছিলেন। আসলে সেই কথা যে কি কথা লোকেরা তার যথার্থ মর্মার্থটাই জানে না। তা কিন্তু কোনও ধর্মকথা নয় মোটেই। যা এখন তোমরা বি.কে.-রা বুঝেছো। অথচ পূর্বে তোমরাও কিন্তু তা জানতে না।

এখন বাবা স্বয়ং এই আবুর কতই না মহিমার কথা শোনান। সব তীর্থগুলির মধ্যে মহান তীর্থস্থান হলো এই আবু-তীর্থ। তার যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যাগুলিই বাবা শোনাচ্ছেন তোমাদেরকে ! যদিও বাবা এত সুন্দর করে তা বোঝান, কিন্তু একমাত্র অনন্য বাচ্চারাই তাদের বুদ্ধিতে তা ধারণ করতে পারে। এই মুহূর্তে দেহ-অভিমান প্রবল পরিমাণে রয়েছে । কিন্তু জ্ঞান তো আরও অনেক ধারণ করতে হবে। আর এই জ্ঞানের সূক্ষ্মতাও যে অনেক গভীর, যা তোমাদেরকে ধারণও করতে হবে। তোমাদের মধ্যে অনেকেই খুব কষ্ট করে তবেই যোগযুক্ত হতে পারো। যোগের সাথে সাথে জ্ঞানও তো দরকার। কেবলমাত্র যোগযুক্ত হতে পারলেই তো চলবে না, তার সাথে অবশ্যই জ্ঞানেরও প্রয়োজন আছে। দিল্লীতে এমনই "জ্ঞান-বিজ্ঞান ভবন" আছে। কিন্তু সেই নাম-করণের পিছনে যে প্রকৃত ভাবটা, সেটাই জানে না লোকেরা। অথচ, জ্ঞান বিজ্ঞানের এই ধারণা তো এক সেকেন্ডেই হতে পারে। যার অন্তর্নিহিত অর্থ শান্তিধাম আর সুখধাম। কিন্তু মানুষের মধ্যে তা বোঝার মতো বুদ্ধির বড়ই

অভাব । তাই তারা তার মর্মার্থ বুঝতেই পারে না। চিন্ময়ানন্দ ইত্যাদির মতন বিখ্যাত সাধু-সন্ন্যাসীরাও, যারা গীতার ব্যাখ্যা শুনিতে থাকে, যাদের বহু সংখ্যক অনুগামীও রয়েছে । সবার উর্ধ্বে মহান জগৎ-গুরু যে কেবল একজনই অর্থাৎ এই বাবা। যিনি পিতা আর টিচারের থেকেও অনেক উর্ধ্বে । স্ত্রী যেমন নিজের স্বামী ব্যতীত অন্য কোনও পুরুষকে আর পতি রূপে গ্রহণ করে না, তেমনি গুরুও কেবল একজনকেই করা উচিত। যদি এই একমাত্র গুরুর সম্পর্কে থাকে, তবে এঁনার দ্বারা সদগতি হবেই হবে। সেক্ষেত্রে অন্য গুরুর আর প্রয়োজনই নেই। যেখানে তোমাদের সদগুরু তো কেবলমাত্র এই অসীমের বাবা। আবার উনিই সবার সদগতিদাতা। তবুও অনেকে এই বিষয়ে একেবারেই কিছু বুঝতে চায় না। আবারও বাবা বোঝাচ্ছেন- তোমাদের জন্যই রাজধানী স্থাপনের কার্য চলছে, যেখানে বাচ্চাদের অবস্থান হবে তাদের পুরুষার্থের ক্রমানুসারে। এই বিশাল কথার মর্মার্থের সামান্যতম অংশও অনেকের বুদ্ধিতে ঢোকে না। অবশ্য ড্রামাতে তার ভূমিকা তেমনই রয়েছে। টিচার তো কেবল বোঝাতেই পারে, আর যার শরীরের সাহায্য নিয়ে এসব বোঝাচ্ছেন, তিনিও তা বুঝতে পারছেন। যেমন ★"গুড় জানে আর গুড়ের বস্তু জানে"। গুড় শিববাবাকে বলা হয়। তিনি সবার অবস্থার কথাই জানেন। ক্লাসে পড়বার সময় সবই বুঝতে পারেন, কে কেমন পঠন-পাঠন করছে। কে কি রকম সেবা কার্য করছে। বাবার এই সেবার কার্যে কে কতটা নিজের জীবনকে সফল করতে পারছে। ব্রহ্মাবাবা যে লক্ষ্মী-নারায়ণের মতনই হতে চলেছেন, তা কিন্তু এমনিতেই নয়- এর জন্য উনি ওনার ঘরদুয়ার পরিবার পরিজন, সংসার ইত্যাদি সবকিছু দিয়েই উনি ওনার পুরুষার্থ করেছেন। বাবার এই বিশেষ জ্ঞান অতি উন্নত স্তরের জ্ঞান। কেউ যদি বাবার এই জ্ঞানের অবজ্ঞা বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, তবে সে একদম পাথর তুল্য তুচ্ছই হয়ে যাবে। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন- এটা ইন্দ্রসভা। শিববাবা স্বয়ং এখানে বসে জ্ঞানের বর্ষা করেন। আবার শাস্ত্রেও তা লেখা আছে, অবজ্ঞাকারীরা একেবারে পাথরের মতন নির্বোধ হয়ে যায়। তাই তো বাবা সবাইকে তা লিখেও জানান- সাথে করে যাকে নিয়ে আসছো, আগে তাকে পরখ করে নাও। এমনটা যেন না হয়, কোনও বিকারী অপবিত্র আত্মা এখানে এসে বসে পড়লো। এক্ষেত্রে যে ব্রাহ্মণী তাকে নিয়ে আসবে, তাকেই দোষী ভাবা হবে। এমন কাউকে মোটেই আনবে না এখানে। এ বিষয়ে যথেষ্ট দ্বায়িত্ববান হতে হবে। যেহেতু এই বাবা যে উচ্চতমেরও উচ্চের অর্থাৎ সর্বোচ্চ। যিনি তোমাদের সমগ্র বিশ্বের বাদশাহী দিচ্ছেন, সেক্ষেত্রে তো অবশ্যই ওঁনাকে খুবই সম্মান দেওয়া উচিত।

বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যে অনেকেই এমন আছো যারা বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের স্মরণেই ব্যস্ত থাকো, অথচ বাবাকেই স্মরণ কর না। তারাই প্রতি মুহূর্তে হোঁচট খেতে থাকো। তাদের উদ্দেশ্যে বাবা জানান- বর্তমান সময়কালটা যে অসুরদের আসুরী-দুনিয়া। একমাত্র বি.কে.-রাই দৈবী-দুনিয়ার উপযুক্ত হয়ে উঠছে। তাই তোমাদের এইম-অবজেক্টও তেমনই হওয়া উচিত। একেবারে লক্ষ্মী-নারায়ণের মতন সুযোগ্য হয়ে উঠতে হবে। এখানে দেব-দেবীদের যেসব চিত্রগুলি আছে, তাদের সবার বায়োগ্রাফিগ্রাফি তোমরা বি.কে.-রাই তা জানো। লোকেদের তা বোঝাতে গিয়ে কতই না পরিশ্রম করতে হয় তোমাদেরকে। বোঝাতে গিয়ে তোমরাও বুঝতে পারবে, কে বুদ্ধিমান আর কে কিছুই বুঝতে পারছে না। তেমনি তোমরা বি.কে.-রাও যে যেমন এই বিশেষ জ্ঞানকে ধারণ করতে পেরেছো, সে সেই অনুসারেই তেমন ভাবেই সেবা করে চলেছো। বোঝাবার সময় মুখ্য কথাটি হলো, গীতার ভগবান কে ? মাত্র এই একটাই সূর্যবংশী দেবী-দেবতাদের শাস্ত্র। এক-এক বংশের জন্য পৃথক পৃথক শাস্ত্র নয়। ব্রাহ্মণ্যধর্মের জন্যেও সেই একই শাস্ত্র। এটাই মূল বোঝার ব্যপার। আর এই জ্ঞান-মার্গে চলতে চলতে যদি কেউ বিকারের বশবর্তী হয়ে পড়ে, তবে তার যাবতীয় জ্ঞান

মুহূর্তেই জোয়ারে ভেসে গিয়ে একেবারে জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়বে। অনেক জ্ঞানধারী বি.কে.রা বিকারের বশবর্তী হয়ে একেবারে পাথর-তুল্য নির্বোধ হয়ে গেছে। তাই এসব বিষয়ে যথেষ্ট ধারণা থাকা দরকার। বাবা যেসব কথা জানাচ্ছেন- তা খুব ভালভাবে চর্চিত-চর্চন করে হজম করতে হবে। এখানে তোমরা খুব সহজ ভাবেই সবকিছু করতে পারো। যেহেতু এখানে কোনও জাগতিক ব্যবসা-বানিজ্য ইত্যাদি কিছুই করতে হয় না, তেমনি কোনও প্রকারের ঝগড়াঝাটি ইত্যাদিও হয় না। কিন্তু বাইরে থাকলে তো কত প্রকারের চিন্তা ইত্যাদি চলতেই থাকে। মায়ার ঝড়-ঝাপটাও চলতেই থাকে, কিন্তু এখানে সেসব কিছুই নেই। এখানকার পরিবেশে বেশ নির্জন নিঃসঙ্গতায় থাকতে পারো। বাবা স্বয়ং বাচ্চাদের পুরুষার্থ করান। ব্রহ্মাবাবা নিজেও একজন পুরুষার্থী। পুরুষার্থ করবার জন্য অনেক উৎসাহ-উদ্দীপনা যোগান বাবা। তাই এইসব বিষয়গুলিতে বিচার-সাগর মন্বন করা উচিত তোমাদের। এখানে স্বয়ং বাবা বাচ্চাদের সামনে উপস্থিত থাকেন। যেমন আগুলের সাহায্যে গোবর্ধন পর্বতকে তুলে ধরতে কৃষ্ণের সহযোগী হয়েছিল তোমরা, তেমনি সম্পূর্ণভাবে বাবার পূর্ণ সহযোগী আত্মাদেরকেই প্রকৃত সেবাধারী বলা যাবে। ঝিমিয়ে পড়া বাচ্চারা যেমন নিজের ক্ষতি করে, তেমনি তারা ডিস-সার্ভিসও করে, যা বিঘ্ন স্বরূপও বটে। একথাও তো তোমরা জানো- মহারারাজা-মহারানী যারা হবে, তাদের সেবার জন্য দাস-দাসীরও প্রয়োজন। তারাও তো তোমাদের মধ্যে থেকেই কেউ কেউ হবে। সব কিছুই হবে পঠন-পাঠন ধারণের ক্রমিক অনুসারে। তোমাদের এই পতিত পুরোনো শরীরকে রাজি-খুশীতেই পরিত্যাগ করা উচিত। এতে মনে দুঃখ-কষ্ট আসা উচিত নয়। পুরুষার্থের জন্য সময় তো অনেকটাই পাচ্ছে। জ্ঞান তো এক সেকেন্ডের ব্যাপার। বুদ্ধিতে একথা যেন খেয়ালে থাকে অবিনাশী উত্তরাধিকার একমাত্র শিববাবার থেকেই পাওয়া যাবে। খুব অল্প জ্ঞান শুনলেও, শিববাবাকে স্মরণ করতে পারলেই, তবুও তুমি শিবালয়ে (স্বর্গ-রাজ্যে) প্রবেশ করতে পারবে। প্রজা তো অনেক দরকার, এখন সেই রাজধানী তৈরি হচ্ছে সূর্যবংশী-চন্দ্রবংশীদের জন্য। একবার বাবার সন্তান বি.কে. হবার পর, তোমার কোনও আচরণে যদি বাবার কোনও গ্লানি হয়, তবে তোমার মাথায় সেই পাপের ভীষণ বোঝা চাপবে। একদম রসাতলেই চলে যাবে। তাই তো বাবা বোঝাচ্ছেন- যে আত্মাধারীরা নিজেই নিজের পূজা করায়, আগামীতে সে আর পূজ্য হতেই পারবে না কোনো ভাবেই। সবার সদগতিদাতা-কল্যাণকারী তো কেবল এই একজনই- যিনি শিববাবা।

মানুষ তো "শান্তি" কথাটার প্রকৃত অর্থই জানে না। হঠযোগ, প্রাণায়াম ইত্যাদি এসব করাকেই শান্তি ভাবে তারা। অথচ এসব করা যেমন কষ্টসাধ্য তেমনই ভুল পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য অনেকের ব্রেইন খারাপও হয়ে যায়। অবিনাশী কিছুই প্রাপ্তি হয় না এসবের দ্বারা। যা হয়, তা কেবল অল্প সময়ের শান্তি। যেমন জাগতিক সুখ অল্পকালের, কাক বিষ্ঠার মতন সুখ, তেমনই ঐ শান্তি অতি স্বল্প সময়ের জন্যই। জাগতিক যা কিছু সবই অল্প সময়ের জন্যই। কিন্তু এই বাবা তোমাদেরকে যা কিছুই দিচ্ছেন, সেই সুখ-শান্তি আগামী ২১-জন্মের জন্য। কোনও কোনও আত্মা আবার একেবারে শেষ মুহূর্তের আগে পর্যন্ত শান্তিধামেই থাকে। বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে যার যেমন ভূমিকা থাকে সেই অনুসারে। ফলে তারা সুখধামের অপার-সুখকে অনুভব করতে পারে না। এসবও আবার হয় সেই ক্রমিক নশ্বর অনুসারেই। যদিও দাসদাসী রূপে আগেই চলে আসে অনেকে, কিন্তু রাজমহলের ভিতরের সেই সুখ-শান্তি তো তারা অনুভব করতে পারে না। যেহেতু ভিতরে প্রবেশ করতেই পারে না তারা। এমনকি কৃষ্ণেরও দর্শন পায় না তারা। সবারই নিজের নিজের মহল থাকে। দর্শনের জন্যও নির্দিষ্ট সময় থাকে। যেমন ধরো, খ্রিষ্টানদের ধর্মগুরু পোপ যখন আসে, তখন কত অনেক লোক সেখানে যায় তাকে দর্শন করার জন্য। এমন অনেকেই আছে যাদের খুব প্রভাব থাকে। তাদের কাছে লক্ষ লক্ষ

মানুষ যায় কেবলমাত্র দর্শন করতে। কিন্তু এখানে তোমরা এই শিববাবার দর্শন করাবেই বা কি ভাবে ? এটাই মূল বোঝার বিষয়।

বাচ্চারা দুনিয়াবাসীরা কিভাবে জানতে পারবে যে, এই আবু-তীর্থই সবচেয়ে মহান তীর্থস্থান। দিলওয়ারা মন্দিরের মতো আশেপাশে আরো মন্দির থাকতে পারে সেগুলোও তোমাদের গিয়ে দেখা উচিত। সত্যি, কি সুন্দর এর স্থাপত্য শিল্প। শিল্পকলা দেখলেই সব স্পষ্ট হয়ে যায়, ফলে কাউকে আর সেই বিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞান শোনাবার প্রয়োজনই নেই। তখন হয়তো উল্টে তারাই তোমাদেরকে জ্ঞান দিতে শুরু করবে। কতকিছুই বলতে থাকবে, এটা করা উচিত ছিল, ওটা করা উচিত ছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি। তারা তো আর জানে না যে বি.কে.দের এই বিশেষ জ্ঞানের পঠন-পাঠন কে করান। প্রত্যেককে পৃথক পৃথক ভাবে বোঝাতে গেলে যে অনেক পরিশ্রম হবে। এ নিয়ে একটি প্রচলিত কাহিনিও আছে। এক রাখাল বালক রোজই চিৎকার করতো, বাঘ এসেছে, বাঘ এসেছে....! তেমনি তোমরাও বলে থাকো, মৃত্যু যে শিয়রে দাঁড়িয়ে, (অর্থাৎ এই কল্পের আয়ু প্রায় শেষ) কিন্তু লোকেরা তা মানতেই চায় না। তারা ভাবে কলিযুগ তো এখনও আরও ৪০ হাজার বছর চলবে, তবে এখনই তার বিনাশ হবে কেন ? কিন্তু তোমরা জানো, মরণ তো আসবেই আসবে এবং সবাইকে নিয়েও যাবে। নতুন যুগ সত্যযুগে কোনও প্রকারের ময়লা-আবর্জনা থাকে না। এখনকার গরু আর সেখানকার গরুর মধ্যেও আকাশ-পাতাল তফাৎ। কৃষ্ণ সেখানে রাখাল বালক হয়ে গরু চড়ায় না। হেলিকপ্টারে করে দুধ আসে তার জন্য। এখনকার মতন এমন নোংরা-আবর্জনা সব দূর হয়ে যাবে। ঘরের সামনে কোনও প্রকারেরই নোংরা আবর্জনা বিন্দুমাত্রও থাকবে না। সেখানে যে কেবলই অপরমঅপার সুখ আর সুখ। অতএব এর জন্য তো তেমন গতিতেই পুরুষার্থও করা দরকার। কত ভাল ভাল মেধাবী বাচ্চারা আসে সেন্টারগুলিতে। যা দেখে বাবাও কত খুশী হন। তারাও তাদের পুরুষার্থের ক্রমিক অনুসারে তেমন ভাল ভাল ফুলের মতন বিকশিত হয়ে ওঠে। ফুলের মতন বাচ্চারা নিজেদেরকেও ফুলের মতন সুন্দর ও পবিত্র ভাবে। দিল্লিতেও বাচ্চারা খুব সুন্দরভাবে রাত-দিন সেবার কার্যেই ব্যস্ত থাকে। তাদের জ্ঞানের ধারণাও তেমনি উন্নত স্তরের। অথচ বি.কে. হবার পূর্বে এসব কিছুই জানতো না তারা। অতএব, তোমাদেরও অনেক বেশী করে পুরুষার্থ করতে হবে এখন থেকে। বাবার কাছে সব খবরই পৌঁছায়। বাবা কারও খবর শোনে আবার কারও নয়, যেহেতু তাদের মধ্যে বিশ্বাস ঘাতকও থাকে কেউ কেউ। ফাস্ট-ক্লাস বাচ্চাদের মধ্যেও কেউ কেউ বিশ্বাস ঘাতক হয়ে যায়। তেমনি কোনো কোনো থার্ড-ক্লাস বাচ্চাও। সামান্য জ্ঞান লাভ করলেই সে নিজেকে ভাবে আমি তো শিববাবারও বাবা হয়ে গেছি। তখন তাদের এই বোধটাও থাকে না যে, কে এই জ্ঞানের পাঠ পড়াচ্ছেন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা পরমাত্মা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সমগ্র বিশ্বের বাদশাহী প্রদানকারী এই বাবার প্রতি অনেক অনেক সম্মান রাখতে হবে। বাবার এই সেবায়ত্তে নিজেকে নিয়োজিত করে জীবনকে সফল বানাতে হবে। পঠন-পাঠনের প্রতি পুরোপুরি মনোযোগ দিতে হবে।

২) বাবা যে জ্ঞান শোনাবেন তার বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। কখনই কোনও কারণেই যেন বিঘ্নকারী হয়ে উঠে না। কোনও প্রকারের ডিস-সার্ভিস করবে না। অহংকারের বশবর্তী হবে না।

বরদান :- নিরাকার আর সাকার এই উভয় রূপের স্মরণিককে বিধিপূর্বক উদযাপনকারী শ্রেষ্ঠ আত্মা ভব

ব্যাখ্যা : দীপমালা (দীপাবলি) হলো অনেক অবিনাশী জাগ্রত দীপকের স্মরণিক। তোমরা হলে স্ফুলিঙ্গরূপী আত্মা, যাদের আলোর ঝলক প্রদীপের শিখার মতন। তাই সেই স্ফুলিঙ্গ রূপী দিব্য জ্যোতির স্মরণিক রূপে স্কুল দীপকের জ্যোতিকে দেখানো হয়। অর্থাৎ একদিকে যেমন নিরাকারী আত্মার রূপের স্মরণ আসে, অপরদিকে তোমাদেরই আগামীতে যে সাকার দিব্য রূপের স্বরূপ, তা লক্ষ্মীর রূপেই স্মরণে আসে। এমন দীপমালাই দেব-পদ প্রাপ্ত করতে পারে। অতএব তোমরাই হলে সেই শ্রেষ্ঠ আত্মা, যারা নিজেদের স্মরণিককে নিজেরাই পালন করছে।

স্লোগান : - নেগেটিভকে পজিটিভে পরিবর্তন করার জন্য নিজের ভাবনাগুলিকে শুভ এবং শাস্ত্রত বানাও।

★"গুড় জানে ঔর গুড় কী গোথরী জানে"- গুড়ের মতন এমন মিষ্টি বাবা, তিনি যেমন এই বিশেষ জ্ঞানের-সাগর আর যে গোথরীতে (খলিতে) মানে (ব্রহ্মাবাবার শরীরে) শিববাবা অবস্থান করছেন, তিনিও সেই বিশেষ জ্ঞানে জ্ঞানী।

২৭-১০-১৯ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইসঃ ২৭-০২-৮৫ মধুবন

শিবশক্তি তথা পান্ডবসেনার বিশেষত্ব

আজ অমৃতবেলা থেকে বাবার সমুখে আগত দূরদেশী অথচ হৃদয়ের কাছে থাকা বিশেষ ডবল বিদেশি বাচ্চাদের বাপদাদা দেখছিলেন। বাবা আর দাদার নিজেদের মধ্যে আজ মিষ্টি রুহ-রিহান অর্থাৎ অলৌকিক আলাপচারিতা হচ্ছিল। কোন্ বিষয়ে? ব্রহ্মা বাবা বিশেষ ডবল বিদেশি বাচ্চাদের দেখে পুলকিত হয়ে বলেন, বাচ্চাদের এটা চমৎকারিষ্ম! এত দূর দেশবাসী হয়েও সদা সল্লেখে একমনা হয়ে থাকে, যেকোন উপায়ে বাপদাদার বার্তা সবার কাছে অবশ্যই পৌঁছে দেবে। সেইজন্য কোনো কোনো বাচ্চা ডবল কার্য করাকালীন লৌকিক এবং অলৌকিকে বিজি হয়েও নিজস্ব আরামের ব্যাপারে না ভেবে দিনরাত একনিষ্ঠভাবে সেই কার্যে রত থাকে। নিজেদের ভোজনপানেরও পরোয়া না করে সেবায় নিয়োজিত থাকে। যে পিওরিটির বিষয়কে লোকে আন-ন্যাচারাল জীবন মনে করে এসেছে, সেই পিওরিটিই জীবনাভ্যাস হিসেবে গড়ে তোলার জন্য, ইমপিওরিটি ত্যাগ করতে সাহসের সঙ্গে, দৃঢ় সঙ্কল্পের সাথে, বাবার প্রতি ভালোবাসায়, স্মরণের যাত্রা দ্বারা শান্তিপ্ৰাপ্তির আধারে, পঠন-পাঠন এবং পরিবারের সঙ্গে আধারে নিজের জীবনে সেই পিওরিটিই তোমরা ধারণ করেছ। লোকে যেটা কঠিন মনে করত, তোমরা সেটা সহজ করে নিয়েছ। ব্রহ্মাবাবা পান্ডবসেনাকে দেখে তোমরা সব বাচ্চার বিশেষভাবে মহিমা গাইছিলেন। কি বিষয়ে? তোমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে আছে, "পবিত্রতাই যোগী হওয়ার প্রথম সাধন"। পবিত্রতাই বাবার স্নেহ অনুভব করার সাধন, পবিত্রতাই সেবাতে সাফল্যের আধার। এই শুভ সঙ্কল্প প্রত্যেকের হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ। আর পাণ্ডবদের চমৎকারিষ্ম এটাই, শক্তিদেব সামনে রেখেও তোমরা নিজেদের অগ্রচালিত করতে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে চলছ। পাণ্ডবদের তীব্র পুরুষার্থ যে তীব্র গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, তাদের উত্তমরূপে উল্লিখিত ভালো মতোই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তোমাদের মেজরিটি এই গতিতে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে।

শিববাবা বলেন - পান্ডব বিশেষ রিগার্ড দেওয়ার ভালো রেকর্ড দেখিয়েছে। সেইসঙ্গে তিনি মজাদার কথাও বলেছেন। মধ্যে মধ্যে তারা সংস্কারের খেলাও খেলে। যতই হোক, তবুও, উল্লিখিতসাধনে তাদের প্রবল উৎসাহের কারণে এবং বাবার প্রতি অতি স্নেহের কারণে, তারা বোঝে যে স্নেহের মধ্যে থেকেই তাদের পরিবর্তন বাবার প্রিয়, সেইজন্য তারা নিজেদের সমর্পণ করে দেয়। বাবা যা বলেন, যা চান তারা শুধুমাত্র সেটাই করবে। এই সঙ্কল্পের সাথে তারা নিজেদের পরিবর্তন করে নেয়। ভালোবাসা থেকেই তাদের পরিশ্রম, পরিশ্রম অনুভূত হয় না। স্নেহের কারণে কোনকিছু সহন করা, সহন করা মনে হয় না। সেইজন্য তবুও 'বাবা বাবা' বলে তারা সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। এই জন্মের দেহের সংস্কার পুরুষত্ব অর্থাৎ শারীরিক ভাবে পুরুষ হয়েও, তবুও তারা নিজেদের ভালো পরিবর্তন করেছে। রচয়িতা বাবাকে তাদের সামনে রাখার কারণে নিরহঙ্কারী এবং নম্রতা ভাব, এই ধারণার লক্ষ্য আর লক্ষণ ভালোভাবে ধারণ করেছে আর এখনও করছে। দুনিয়ার বাতাবরণে তারা অন্যদের সাথে সম্পর্কে আসে কিন্তু তাদের স্মরণের একনিষ্ঠার ছত্রছায়া থাকার কারণে সেফ থাকার খুব ভালো প্রমাণ দিচ্ছে। পাণ্ডবদের সম্পর্কে শুনেছ তোমরা! বাপদাদা আজ প্রিয়তম (মাশুক) হওয়ার পরিবর্তে প্রিয়তমা (আশিক) হয়ে গেছেন, সেইজন্য তোমাদের দেখে তিনি উৎফুল্ল। উভয়েরই বাচ্চাদের প্রতি বিশেষ স্নেহ আছে। সুতরাং আজ, অমৃতবেলা থেকে বাপদাদা বাচ্চাদের বিশেষত্ব এবং

গুণের মালা জপ করেছেন। তোমরা সব ৬৩ জন্ম মালা জপ করেছ আর বাবা রিটার্ণে এখন মালা জপ করে তোমাদের রেসপন্স দিচ্ছেন।

আচ্ছা শক্তির কি মালা বাবা জপ করেছেন? শক্তি সেনার সবচেয়ে বেশি বিশেষত্ব এটাই – বাবার স্নেহে নিমজ্জিত হয়ে প্রতি মুহূর্তে তাঁর প্রতি তোমাদের ভালোবাসায় এবং এক বাবার সাথে সর্ব সঙ্কল্পের অনুভবে প্রবল একাগ্রতায় তোমরা অগ্রচালিত হচ্ছ। এক নয়নে বাবা, অন্য নয়নে সেবা, উভয় নয়নে সদা এইই সমাহিত হয়ে আছে। তোমাদের বিশেষ পরিবর্তন এটাই ছিল, তোমাদের যে অমনোযোগী ভাব, সহজে সংবেদনশীল ভাব ছিল তা ত্যাগ করেছ। সাহসী তোমরা শক্তিরূপ হয়েছ। আজ বাপদাদা বিশেষভাবে অল্পবয়সী শক্তির দেখছিলেন। এই যুবাবস্থায় অনেক রকমের অল্পকালীন আকর্ষণ ছেড়ে এক বাবার আকর্ষণে প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে চলেছ। সংসারকে অসার সংসার অনুভব করে বাবাকে তোমাদের সংসার বানিয়েছ। তন, মন, ধন বাবা আর সেবায় নিয়োজিত করে প্রাপ্তির অনুভবে সোজা সামনের দিকে এগিয়ে উড়তি কলায় যাচ্ছ। তোমরা খুব ভালো ভাবে দায়িত্বের মুকুট ধারণ করেছ। কখনো কখনো ক্লান্তিবোধ করলেও, কখনো কখনো বুদ্ধিতে ভার অনুভব করেও বাবাকে ফলো করতেই হবে, বাবাকে প্রত্যক্ষ করতেই হবে এই দূততার সাথে এইসব বিষয় সমাপ্ত করে আবার সাফল্যও লাভ করছ। সেইজন্য বাপদাদা যখনই বাচ্চাদের ভালোবাসা দেখেন তো তিনি বারবার এই বরদান দেন, "হিন্মতে বাচ্চা মদতে বাপ" অর্থাৎ 'সাহসী বাচ্চার সহায় বাবা'। সফলতা তোমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার তো আছেই, বাবার সাহচর্য থাকলে সব পরিস্থিতি তোমরা এমনভাবে বশীভূত কর যেন মাখন থেকে কেশ বার করছ। সফলতা বাচ্চাদের গলার মালা। সাফল্যের মালা তোমরা সব বাচ্চাকে স্বাগত জানাতে চলেছে। সেইজন্য বাচ্চাদের ত্যাগ, তপস্যা আর সেবাতে বাপদাদাও সমর্পিত হয়ে যান। স্নেহের কারণে কোনকিছু তোমাদের কঠিন অনুভব হয় না। এইরকমই হয়, তাই না! যেখানে স্নেহ আছে, সেখানে স্নেহের দুনিয়ায় বা বাবার ভাষায় 'কঠিন' শব্দই নেই। শক্তি সেনার বিশেষত্ব কঠিনকে সহজ বানানো। প্রত্যেকের হৃদয়ে প্রবল উৎসাহ এটাই, সবচেয়ে বেশি আর শীঘ্রাতিশীঘ্র বার্তা দেওয়ার নিমিত্ত হয়ে বাবার সামনে রুহানী গোলাপের স্তবক নিয়ে আসা। বাবা যেমন তোমাদের বানিয়েছেন, ঠিক সেইভাবেই তোমাদেরও অন্যদের তৈরি করে বাবার সামনে নিয়ে আসা প্রয়োজন। শক্তি সেনা পারস্পরিক সহযোগিতায় সংগঠিতরূপে ভারতের থেকেও অধিক নতুন কোনও বিশেষত্ব বিদেশে গড়ার জন্য শুভ উদ্যমে আছে অর্থাৎ প্রবলভাবে তারা অগ্রহাশ্রিত। যেখানে সঙ্কল্প সেখানে সাফল্য অবশ্যই আছে। শক্তি সেনা প্রত্যেকে নিজের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বৃদ্ধি আর সিদ্ধি প্রাপ্ত করায় সফল হচ্ছে আর হতেও থাকবে। সুতরাং উভয়ের স্নেহ দেখে, সেবার উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে, বাপদাদা পুলকিত। প্রত্যেকের গুণ বাবা কত গায়ন করতে পারেন! নয়তো, সূক্ষ্ম বতনে বাপদাদা প্রত্যেক বাচ্চার গুণ বর্ণন করছিলেন। এই সঙ্কল্পে ভাবতে ভাবতে এই দেশের কিছু লোক বাদ থেকে যাবে, সেখানে বিদেশের লোকে তাঁকে চিনে তাদের অধিকার প্রাপ্ত করে নিয়েছে। সেই সমস্ত লোক দেখতে থেকে যাবে, আর তোমরা বাবার সঙ্গে ঘরে পৌঁছে যাবে। তারা আর্তনাদ করবে আর তোমরা তোমাদের বরদানের দৃষ্টি দ্বারা তবুও অঞ্জলিভর কিছু না কিছু দিতে থাকবে।

তাহলে শুনেছ আজ বাপদাদা বিশেষ কী করেছেন? সারা সংগঠন দেখে বাপদাদা ভাগ্যবান বাচ্চাদের ভাগ্য বানানোর মহিমা গাইছিলেন। যারা দূরের তারা কাছে হয় গেছে আর যারা আবুতে কাছে থাকে তারা দূরের হয়ে গেছে! কাছে থেকেও তারা দূরের, আর তোমরা দূরে থেকেও কাছে। তারা শুধুই দেখে আর তোমরা সদা হৃদয় সিংহাসনে থাক। কতো স্নেহের সাথে এখানে, মধুবনে আসার

উপায় বার কর । প্রতি মাস তোমরা এই গীত গাও - বাবার সঙ্গে মিলিত হতে চাই, যেতে চাই । জমা করতে হবে । সুতরাং এই একাগ্রতাও মায়াজিৎ হওয়ার সাধন হয়ে যায় । যদি সহজে টিকিট পেয়ে যাও, সেই প্রবল আকাঙ্ক্ষায় বিঘ্ন বেশি হবে । যতই হোক, বিন্দু বিন্দু সঞ্চয়ে তোমরা সিঙ্কু (তলাব) তৈরি কর । সেইজন্য তোমাদের বিন্দু বিন্দু সঞ্চয়ের মধ্যে বাবার স্মরণ মিশে আছে । এই কারণে ড্রামাতে যা হয় তা কল্যাণকারী । যদি বেশি অর্থ পেয়ে যাও, তখন মায়া আসবে আর তোমরা সেবা ভুলে যাবে । সেইজন্য ধনবান, বাবার অধিকারী বাচ্চা হতে পারে না ।

তোমরা উপার্জন কর আর সঞ্চয় কর । প্রকৃত উপার্জনের ধন সঞ্চয়ে বল আছে । প্রকৃত উপার্জনের ধন বাবার কার্যে সফল হচ্ছে । যদি এমনিতে ধন সমাগম ঘটে, তবে এর জন্য তন নিয়োজিত হবে না । আর তন ব্যবহৃত না হলে মনও নিচে-ওপরে অর্থাৎ চঞ্চল হবে । সেই কারণে তন-মন-ধন এই তিনই ব্যবহৃত হচ্ছে । এইজন্য সঙ্গমযুগে হওয়া উপার্জন ঈশ্বরীয় ব্যাক্কে সঞ্চয় করা, এমন জীবনই নম্বর ওয়ান জীবন ।

উপার্জন করলে আর বিনাশী জাগতিক ব্যাক্কে জমা করলে তা সফল হবে না অর্থাৎ সম্যোপযোগী ধন হবে না । তোমরা শুধু উপার্জন করলে আর অবিনাশী ব্যাক্কে সঞ্চয় করলে, তখন এক পদমগুন হয়ে যায় । ২১ জন্মের জন্য সঞ্চিত হয় । হৃদয় দিয়ে যা কিছু কর তা দিলারামের কাছে পৌঁছায় । যদি কেউ অন্যকে দেখানোর জন্য করে, তাহলে দেখানোতেই নিঃশেষিত হয় । দিলারামের কাছে পৌঁছায় না । সেইজন্য তোমরা ভালো, হৃদয় দিয়ে কর । যারা হৃদয় থেকে কিছুও করে, তারাও পদমাপদম পতি হয়ে যায় আর লোক দেখানো হাজার করলেও পদমাপদম পতি হয় না । হৃদয়ের উপার্জন, স্নেহের উপার্জন প্রকৃত উপার্জন । কিসের জন্য উপার্জন কর ? সেবার জন্য, নাকি নিজের আরামের জন্য ? সুতরাং এটাই প্রকৃত হৃদয়ের উপার্জন, যা একও পদমগুন হয়ে যায় । যদি নিজের আরামের জন্য রোজগার কর বা সঞ্চয় কর, তাহলে এখানে যদিও বা আরাম করবে কিন্তু ওখানে অন্যকে আরাম দেওয়ার নিমিত্ত হবে ! দাস-দাসীরা কী করবে ! রয়্যাল ফ্যামিলিকে আরাম দেওয়ার জন্যই তো হবে, নয় কি ! এখানে আরামে থাকা, ওখানে আরাম দেওয়ার নিমিত্ত হতে হবে, সেইজন্য যা কিছু তোমরা ভালোবাসার সাথে উপার্জন কর আর সেবাতে নিয়োগ কর, সেটাই সফল করছ । অনেক আত্মার আশীর্বাদ লাভ কর । যাদের নিমিত্ত হও, তারাই তোমাদের ভক্ত হয়ে তোমাদের পূজা করবে, কারণ সেই আত্মাদের তোমরা সেবা করেছ, সুতরাং সেবার রিটার্নে তারা তোমাদের জড় চিত্রের সেবা করবে ! পূজা করবে ! ৬৩ জন্ম সেবার রিটার্ন দিতে থাকবে । বাবার থেকে তো পাওয়া যাবেই, আবার সেই আত্মাদের থেকেও পাওয়া যাবে । যাদের কাছে বার্তা পৌঁছে দাও, আর তারপরে যারা অধিকারী হয় না, তারাও এইভাবে রিটার্ন দেবে । যারা অধিকারী হয় তারা তোমাদের সম্বন্ধে আসে । কিছু আসে সম্বন্ধে, কিছু ভক্ত হয়ে যায় । কিছু হয়ে যায় প্রজা । ভ্যারাইটি রেজাল্ট বের হয় । বুঝেছ ! লোকেও তো জিজ্ঞাসা করে, তোমরা সেবার পিছনে কেন পড়ে আছ ? ভোজনপান কর আর আনন্দ কর । কি লাভ হয় তোমাদের দিনরাত এত সেবার পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছ ! এরপরে তোমরা কী বলো ? যা আমরা পেয়েছি তা অনুভব করে দেখ । শুধুমাত্র অনুভাবীই জানে এই সুখ ! এই গীতই তোমরা গাও, তাই না ! আচ্ছা ।

যারা সদা স্নেহে সমাহিত হয়ে আছে, সদা ত্যাগকেই ভাগ্য অনুভব করে, সদা এক থেকে যারা পদমগুন বানায়, সদা বাপদাদাকে ফলো করে, বাবাকে সংসার অনুভব করে, এইরকম হৃদয় সিংহাসনাসীন বাচ্চাদের দিলারাম বাবার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

বিদেশি ভাই-বোনেদের সাথে পার্সোনাল সাক্ষাৎকার -

১) নিজেদের ভাগ্যবান আত্মা মনে কর ? তোমরা অন্ততঃ এত ভাগ্য তো বানিয়েছ যে ভাগ্যবিধাতার স্থানে পৌঁছে গেছ । বুঝতে পারছ এটা কোন্ স্থান ? শান্তি-স্থানে পৌঁছানোও ভাগ্য ! সুতরাং, ভাগ্য প্রাপ্ত করার এই পথও খোলা আছে । ড্রামা অনুসারে ভাগ্য প্রাপ্ত করার স্থানে তোমরা পৌঁছে গেছ । ভাগ্যের রেখা এখানেই টানা হয় । সুতরাং তোমরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ ভাগ্য বানিয়ে নিয়েছ । এখন শুধু সামান্য সময় দাও । তোমাদের সময় আছে আর তোমরা তোমাদের সঙ্গ দিতেও পার । এর মধ্যে কোনও কঠিন ব্যাপারই নেই । কঠিন কিছু হলে সেই ব্যাপারে তোমাদের সামান্য ভাবতে হবে । যদি সহজ হয় তো কর । সেইরকম করলে তোমাদের জীবনে যে অল্পকালের আশা আকাঙ্ক্ষা আছে, তা সবই অবিনাশী প্রাপ্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে । এই অল্পকালীন ইচ্ছার পশ্চাদ্ধাবন করা যেন নিজের ছায়ার পিছনে ধাবমান হওয়ার মতো । তোমরা যত তোমাদের ছায়া ধরার চেষ্টা করবে ততই সেটা সামনে এগিয়ে যাবে এবং তোমরা সেটা ধরতে পারবে না । কিন্তু তোমরা যদি এগিয়ে যাও তখন তা' নিজে থেকেই পিছনে পিছনে আসবে । সুতরাং এইরকম অবিনাশী প্রাপ্তির দিকে গেলে, বিনাশী বিষয়গুলো সব শেষ হয়ে যাবে । বুঝেছ ! সর্বপ্রাপ্তির সাধন এটাই । অল্প সময়ের ত্যাগ সদাকালের ভাগ্য প্রাপ্ত করতে তোমাদের সমর্থ বানায় । সুতরাং, সদা এই লক্ষ্যকে বুঝে অগ্রচালিত হও । এতে তোমরা অনেক খুশির খাজানা প্রাপ্ত করবে । জীবনে সবচেয়ে বড় খাজানা খুশি । যদি খুশি নেই তো জীবন নেই । সুতরাং, তোমরা অবিনাশী খুশির ভান্ডার প্রাপ্ত করতে পার ।

২) বাপদাদা বাচ্চাদের সদা সামনে এগিয়ে যাওয়ার উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখেন । বাচ্চাদের উদ্দীপনা বাপদাদার কাছে পৌঁছায় । বাচ্চাদের ভিতরে ইচ্ছা থাকে বিশ্বের ভি. ভি. আই. পি.-দের বাবার সামনে নিয়ে যাওয়ার, এই উৎসাহ-উদ্দীপনাও বাস্তবায়িত হয়ে যাবে, কারণ নিঃস্বার্থ সেবার ফল অবশ্যই পাওয়া যায় । সেবাই নিজের স্টেজ বানাতে তোমাদের সমর্থ করে তোলে । অতএব, এটা কখনও ভেবনা, সার্ভিস এত বড়, আর তোমার স্টেজ তো সেইরকম নয় ! যেমনই হোক, সার্ভিস তোমাদের স্টেজ বানিয়ে দেবে । অন্যদের সার্ভিসই স্ব-উন্নতির সাধন । সার্ভিস নিজে থেকেই তোমাদের শক্তিশালী অবস্থা বানাতে থাকবে । বাবার সহায়তা তো পেয়েই থাক, তাই না ! বাবার সহায়তা লাভ করতে করতে এবং তোমাদের ক্রমবর্ধিত শক্তি দ্বারা সেই স্টেজও হয়ে যাবে । বুঝেছ ! সেইজন্য এটা কখনও ভেব না এত সার্ভিস আমি কীভাবে করব, আমার স্টেজ তো সেইরকম নয় ! না । অবিরত করে যাও । বাপদাদার বরদান, তোমাদের সামনে এগিয়ে যেতেই হবে । সেবার মিষ্টি বন্ধনও এগিয়ে যাওয়ার সাধন । যারা হৃদয় দিয়ে অনুভবের অথরিটির সাথে বলে, তাদের আওয়াজ হৃদয়ে পৌঁছায় । অনুভবের অথরিটির বোল অনুভব করার প্রেরণা দেয় । সেবাতে এগিয়ে যেতে যেতে যে পেপার আসে, সেটাও সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাধন, কারণ তোমাদের বুদ্ধি তখন কাজ করে এবং স্মরণে থাকতে বিশেষ অ্যাটেনশন দেয় । সুতরাং, এটাও বিশেষ লিফ্ট হয়ে যায় । তখন তোমাদের বুদ্ধিতে সদা এটাই থাকে, বাতাবরণ কীভাবে শক্তিশালী বানানো যায় ! যে কোনও রকম বিঘ্ন আসুক না কেন, তোমরা সব শ্রেষ্ঠ আত্মার তা' থেকে সুবিধাই লাভ হয় । সেই বড় আকারও স্মরণের শক্তি থেকে ছোট হয়ে যায় । সেইসব যেন কাণ্ডজে বাঘ । আচ্ছা !

বরদানঃ- দীপমালায় যথার্থ বিধিতে নিজের দৈবী পদের আহ্বান করে পূজ্য আত্মা ভব

দীপমালাতে প্রথমে লোকে বিধিপূর্বক দীপ জ্বালাত, দীপ যাতে নিভে না যায় তার খেয়াল রাখত, ঘী ঢালত, বিধিপূর্বক আহ্বানের অভ্যাসে থাকত । এখন তো দীপের বদলে বাত্স জ্বালায় । দীপমালার উৎসব পালন করে না, এখন তো মনোরঞ্জন হয়ে গেছে । আহ্বানের বিধি অর্থাৎ সাধনা সমাপ্ত হয়ে গেছে । স্নেহ সমাপ্ত হয়ে শুধু স্বার্থ থেকে গেছে, সেইজন্য যথার্থ দাতা রূপধারী লক্ষ্মী কারও কাছে আসেন না । কিন্তু তোমরা সবাই যথার্থ বিধিতে নিজের দেবী পদের আহ্বান কর, সেইজন্যই নিজেরা দেবী-দেবতা হয়ে যাও ।

স্লোগান:- সদা অসীম জগতের বৃত্তি, দৃষ্টি আর স্থিতি থাকলে তখনই বিশ্ব কল্যাণের কার্য সম্পন্ন হবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বিশ্বের রাজস্ব বাহুবলের দ্বারা প্রাপ্ত করতে পারা যায় না, তারজন্য যোগবল চাই, এটাই নিয়ম বা আইন"

প্রশ্ন :- শিববাবা নিজেই নিজের উপরে কি বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেন ?

উত্তর :- বাবা বলেন - দেখো, কেমন বিস্ময় -- আমি তোমাদের পড়াই, অথচ এই আমি কারোর কাছে কখনো পড়িনি। আমার কোনো পিতা নেই, আমার কোনো টিচার নেই, গুরু নেই। আমি সৃষ্টি-চক্রে পুনর্জন্ম নিই না তথাপি তোমাদেরকে সব জন্মের কাহিনী শোনাই। আমি স্বয়ং ৮৪-র চক্রে আসি না কিন্তু তোমাদেরকে সম্পূর্ণ সঠিকভাবে চক্রের জ্ঞান প্রদান করি।

ওম শান্তি। বাচ্চারা, আত্মা-রূপী পিতা তোমাদের স্বদর্শন-চক্রধারী বানান অর্থাৎ তোমরা এই ৮৪-র চক্রে জেনে যাও। পূর্বে জানতে না। এখন বাবার থেকে তোমরা জেনেছ। ৮৪ জন্মের চক্রে তোমরা অবশ্যই আসো। বাচ্চারা, আমি তোমাদেরকে ৮৪-র চক্রের নলেজ দিই। আমি স্বদর্শন-চক্রধারী, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি ৮৪ জন্মের চক্রে আসি না। তাই এতেই বুঝে যাওয়া উচিত যে, সম্পূর্ণ জ্ঞান শিববাবার কাছে রয়েছে। তোমরা জানো যে, আমরা ব্রাহ্মণরাই এখন স্বদর্শন-চক্রধারী, বাবা নন। তাহলে তাঁর মধ্যে এই অনুভব কোথা থেকে এলো ? আমরা তো অনুভব প্রাপ্ত করি, বাবা কোথা থেকে অনুভব করেন যে আমাদের শোনান ? প্র্যাকটিক্যাল অনুভব হওয়া উচিত, তাই না। বাবা বলেন, আমাকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়, কিন্তু আমি তো ৮৪ জন্মের চক্রে আসি না। তাহলে আমার মধ্যে এই জ্ঞান এল কোথা থেকে। টিচার যদি পড়ায় তবে অবশ্যই স্বয়ং সে তা পড়েছে, তাই না। শিববাবা এসব কীভাবে পড়েছে ? উনি কীভাবে ৮৪-র চক্রে জেনেছেন, যখন তিনি স্বয়ং ৮৪ জন্মে আসেন না। বীজ-স্বরূপ হওয়ার কারণে বাবা সব জানেন। স্বয়ং ৮৪-র চক্রে আসেন না। কিন্তু তোমাদের সবকিছু বোঝান, এও কত বিস্ময়কর। এমনও নয় যে, বাবা কোন শাস্ত্রাদি পড়েছেন। বলা হয় যে, ড্রামানুসারে তাঁর মধ্যে এই জ্ঞান ভরা রয়েছে, যা তিনি তোমাদের শোনান। তাই তিনি ওয়ান্ডারফুল টিচার, তাই না। বিস্ময় জাগা উচিত, তাই না। সেইজন্য তাঁর বড়-বড় নাম দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বর, প্রভু, অন্তর্যামী ইত্যাদি ইত্যাদি। তোমরা আশ্চর্য হয়ে যাও যে, ঈশ্বর কীভাবে সম্পূর্ণ এই জ্ঞানে ভরপুর হয়ে রয়েছেন। ঔঁনার মধ্যে এই জ্ঞান এল কোথা থেকে, যা তিনি তোমাদেরকে বোঝান ? ঔঁনার তো বাবা নেই, যার থেকে তাঁর জন্ম হয়েছে বা তিনি জ্ঞান প্রাপ্ত করেছেন। তোমরা সকলে হলে ভাই-ভাই। এক তিনিই তোমাদেরকে কেমন পিতা -- তিনি হলেন বীজ-স্বরূপ। কত নলেজ বাচ্চাদের শোনান। তিনি বলেন, ৮৪ জন্ম আমি নিই না, তোমরা নাও। তাহলে তো অবশ্যই প্রশ্ন উঠবে, তাই না যে -- বাবা, তুমি কীভাবে জেনেছ। বাবা বলেন -- বাছা! অনাদি ড্রামানুসারে আমার মধ্যে প্রথম থেকেই সেই নলেজ রয়েছে যা তোমাদেরকে পড়াই, সেইজন্যই আমাকে সর্বোচ্চ ভগবান বলা হয়। স্বয়ং চক্রে আসেন না কিন্তু ঔঁনার মধ্যে সমগ্র সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান নিহিত রয়েছে। বাচ্চারা, তাই তোমাদের কত খুশী হওয়া উচিত। তিনি ৮৪ চক্রের নলেজ কোথা থেকে পেয়েছেন ? তোমরা তো বাবার থেকে পেয়েছ। সত্যিকারের জ্ঞান বাবার কাছেই রয়েছে। ঔঁনাকে বলা-ই হয় নলেজফুল। তিনি কারোর কাছ থেকে পড়েনও নি। তাও তিনি সত্যি-সত্যিই (জ্ঞান) জানেন, তাই তাঁকে নলেজফুল বলা হয়। এ অতি বিস্ময়কর, তাই না, সেইজন্য একে সর্বোচ্চ জ্ঞান বা পড়া বলা হয়। বাবার উপর বাচ্চারা বিস্ময় প্রকাশ করে। ঔঁনাকে কেন

নলেজফুল বলা হয় -- এক হলো এ বোঝার মতন বিষয় আর অন্য কি বিষয় আছে ? এই যে চিত্র তোমরা দেখাও তখন কেউ-কেউ জিজ্ঞাসা করবে যে, ব্রহ্মার মধ্যেও নিজ আত্মা রয়েছে আর ইনি যখন নারায়ণ হবেন, তখন ঔঁনার মধ্যেও নিজ আত্মা (নারায়ণের) থাকবে। দুটি আত্মা, তাই না। এক ব্রহ্মার, এক নারায়ণের আত্মা। কিন্তু বিচার করলে দেখবে, এই দুটি পৃথক আত্মা নয়। আত্মা একই। এ এক দেবতার উদাহরণ দেখান হয়েছে। ইনিই ব্রহ্মা তথা বিষ্ণু অর্থাৎ নারায়ণ হন, একেই বলা হয় রহস্যময় গুপ্ত কথা। বাবা অতি রহস্যময় জ্ঞান শোনান, যা বাবা ছাড়া আর কেউই শোনাতে পারে না। তাই ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর দুটি পৃথক আত্মা হয় না। ঠিক তেমনই সরস্বতী আর লক্ষ্মী -- এই দুজনেরই আত্মা দুটি না একটি ? আত্মা এক, শরীর দুটি। এই সরস্বতীই পুনরায় লক্ষ্মী হন, তাই আত্মা একটাই গোনা হবে। ৮৪ জন্ম এক আত্মাই নেয়। এ অতি বৃক্ষবার মতো বিষয়। ব্রাহ্মণ তথা দেবতা, দেবতা তথা ক্ষত্রিয় হয়। আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে। আত্মা একই, এ এক উদাহরণ দেখান হয় -- কীভাবে ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হয়। আমরা তথা..... তথা আমরা-র অর্থ কত সঠিক। এগুলোকে বলা হয় রহস্যময় গুপ্ত কথা। সর্বপ্রথমে একথা বোঝা উচিত যে, আমরা হলাম এক পিতার সন্তান। আসলে সব আত্মারাই পরমধাম নিবাসী। এখানে নিজ ভূমিকা পালন করতে এসেছে। এ হলো এক খেলা। বাবা আমাদের এই খেলার খবর শোনান। বাবা সত্য-সত্যই সবকিছু জানেন। ঔঁনাকে কেউ শেখায়নি। এই ৮৪-র চক্রকে সে-ই জানেন যিনি এইসময় আমাদের শোনাচ্ছেন। পুনরায় তোমরা ভুলে যাও। তাহলে এর শাস্ত্র কীভাবে তৈরী হতে পারে। বাবার কোন শাস্ত্র পড়া নেই, তবে তিনি এসে কীভাবে নতুন-নতুন কথা শোনান, আধাকল্প হলো ভক্তিমার্গ। এই কথা শাস্ত্রেও নেই। ডামানুসারে এই শাস্ত্রও ভক্তিমার্গে রচিত হয়েছে। তোমাদের বুদ্ধিতে ডামার আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত কত বড় নলেজ (ভরা) রয়েছে। ঔঁনাকে অবশ্যই মানবশরীরের আধার নিতে হবে। শিববাবা এই ব্রহ্মার শরীরে বসে এই সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান শোনান। মানুষ তো গল্প-কাহিনী বানিয়ে সৃষ্টির আয়ুই কত লম্বা করে দিয়েছে। নতুন দুনিয়াই পরে পুরানো দুনিয়া হয়। নতুন দুনিয়াকে বলা হয় স্বর্গ, পুরানোকে বলে নরক। দুনিয়া তো সেই একই রয়েছে। নতুন দুনিয়ায় থাকে দেবী-দেবতারা, ওখানে অপার সুখ। সমগ্র সৃষ্টি নতুন হয়ে যায়, এখন একে পুরানো বলা হয়। নাম-ই হলো আয়রণ এজে'ড ওয়ার্ল্ড। যেমন নতুন দিল্লী আর পুরানো দিল্লী বলা হয়। বাবা বোঝান, মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা নতুন দুনিয়ায় নতুন দিল্লী হবে। এরা তো পুরানো দুনিয়াতেই নতুন দিল্লী রয়েছে বলে। একে নতুন দিল্লী কীভাবে বলবে! বাবা বোঝান, নতুন দুনিয়ায় নতুন দিল্লী হবে। সেখানে এই লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজত্ব করবে। তাকে বলা হবে সত্যযুগ। তোমরা এই সমগ্র ভারতেই রাজত্ব করবে। তোমাদের সিংহাসন (রাজধানী) যমুনার তীরেই হবে। পরবর্তীকালে রাবণ-রাজ্যেও সিংহাসন এখানেই রয়েছে। রাম-রাজ্যের রাজগদিও এখানেই হবে। নাম দিল্লী হবে না। তাকে পরিস্থান বলা হয়। পুনরায় যে যেমন রাজা হবে সে তেমনই নিজের রাজ্যের নাম রাখবে। এখন তোমরা সকলেই পুরানো দুনিয়ায় রয়েছ। নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য এখন তোমরা পড়ছ। পুনরায় মানুষ থেকে দেবতা হচ্ছে। যিনি পড়ান তিনিই তোমাদের পিতা।

তোমরা জানো যে, সর্বোচ্চ পিতা নীচে নেমে এসে (এই ধরিত্রীতে) রাজযোগ শেখান। তোমরা সঙ্গমে রয়েছে, যখন কলিযুগী পুরানো দুনিয়া সমাপ্তির পথে। বাবা এর হিসেবও বলে দিয়েছেন, আমি আসি ব্রহ্মার শরীরে। মানুষ জানে না যে, ব্রহ্মা কে ? শুধু শুনেছে প্রজাপিতা ব্রহ্মা। তোমরা তো ব্রহ্মার প্রজা, তাই না, সেইজন্য নিজেদের বি.কে. বল। বাস্তবে যখন তোমরা নিরাকার আত্মা তখন শিববাবার সন্তান শিব-বংশীয়, পুনরায় সাকারীরূপে যখন প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান তখন পরস্পরের

ভাই-বোন তখন অন্য আর কোন সম্বন্ধ নেই। এইসময় তোমরা সেই কলিযুগীয় সম্বন্ধকে ভুলে যাও কারণ তাতে বন্ধন রয়েছে। তোমরা চলে যাও নতুন দুনিয়ায়। ব্রাহ্মণদের কেশ-শিখা (টিকি) থাকে। কেশ-শিখা হলো ব্রাহ্মণদের প্রতীক বা চিহ্ন। এটাই হলো তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের কুল। ওরা হলো কলিযুগী ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণরা বেশীরভাগই পান্ডা হয়। একপ্রকারের ব্রাহ্মণ ভোগ অর্পণ (পূজা) করে, আরেকপ্রকারের ব্রাহ্মণ গীতা পাঠ করে শোনায়ে। তোমরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণরা এখন এই গীতা শোনাও। ওরাও গীতা পাঠ করে শোনায়ে, তোমরাও গীতা শোনাও, দেখ কত পার্থক্য! তোমরা বল যে, কৃষ্ণকে ভগবান বলা যায় না। কৃষ্ণকে তো দেবতা বলা হয়। ওঁনার মধ্যে দৈব-গুণ রয়েছে। ওঁনাকে তো এই (শূল) চোথের দ্বারা দেখতে পারা যায়। শিবের মন্দিরে দেখবে যে, শিবের নিজস্ব শরীর নেই। তিনি হলেন পরম আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা। ঈশ্বর, প্রভু, ভগবান ইত্যাদি শব্দের কোন অর্থ হয় না। পরমাত্মাই সুপ্রীম আত্মা। তোমরা সুপ্রীম নও। তোমাদের আত্মা আর সেই আত্মার মধ্যে পার্থক্য দেখ কত। তোমরা অর্থাৎ আত্মারা এখন পরমাত্মার কাছ থেকে শিখছ। উনি কারোর কাছ থেকে শেখেন নি। উনি তো পিতা, তাই না। সেই পরমপিতা পরমাত্মাকে তোমরা পিতাও বল, শিক্ষকও বল আর গুরুও বল। হলেন কিন্তু তিনি একই। আর কোন আত্মা বাবা, টিচার, গুরু হতে পারে না। পরমাত্মা একজনই, ওঁনাকে বলা হয় সুপ্রীম। প্রত্যেকেরই প্রথমে পিতার প্রয়োজন, তারপর টিচার চাই, ভবিষ্যতে প্রয়োজন হয় গুরুর। বাবাও বলেন -- আমি তোমাদের বাবাও হই, টিচারও হই আর পরে আমিই তোমাদের সঙ্গতিদাতা সত্গুরু হই। সঙ্গতি প্রদান করা গুরু হলেন একজনই। বাকি গুরু তো হয় অনেক। বাবা বলেন, আমি তোমাদের সকলকে সঙ্গতি প্রদান করি, তোমরা সকলেই সত্যযুগে যাবে, বাকিরা সকলে চলে যাবে শান্তিধামে, যাকে পরমধাম বলা হয়। সত্যযুগে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল। বাকি আর কোন ধর্ম থাকে না আর সব আত্মারা চলে যায় মুক্তিধামে। সঙ্গতি বলা হয় সত্যযুগকে, (নিজ) ভূমিকা পালন করতে-করতে পরে দুর্গতিতে চলে আসে। তোমরাই সঙ্গতি থেকে পুনরায় দুর্গতিতে আসো। তোমরাই ৮৪ জন্ম নাও। সেইসময় যেমন রাজা-রানী তেমনই প্রজা হবে। ১ লক্ষ প্রথমে আসবে। ৮৪ জন্ম তো ১ লক্ষই (দেবী-দেবতা) নেবে, তাই না। পুনরায় অন্যরা আসতে থাকবে -- এভাবেই হিসাব করা হয়, যা বাবা বোঝান। সকলেই ৮৪ জন্ম নেয় না, সর্বপ্রথম যারা আসে তারাই ৮৪ জন্ম নেয় তারপর থেকে (জন্মের সংখ্যা) হ্রাস পেতে থাকে। অধিকতম ৮৪ জন্ম, এসব কথা আর কোন মানুষ জানে না। বাবা-ই বসে বোঝান। গীতায় ভগবানুবাচ রয়েছে। এখন তোমরা বুঝে গেছ -- আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম কৃষ্ণ রচনা করেনি। এ তো বাবা-ই স্থাপন করেন। কৃষ্ণের আত্মা ৮৪ জন্মের শেষে এই জ্ঞান শুনেছে, যিনি পরে প্রথম স্থানে চলে আসেন। এ বোঝার মতন বিষয়। প্রত্যহ পড়তে হবে, তোমরা হলে ভগবানের স্টুডেন্ট। ভগবানুবাচ তো, তাই না। আমি তোমাদের রাজার-রাজা বানিয়ে দিই। এ হলো পুরানো দুনিয়া, নতুন দুনিয়া মানে সত্যযুগ। এখন হলো কলিযুগ। বাবা এসে কলিযুগী পতিত থেকে সত্যযুগী দেবতায় পরিণত করেন, তাই কলিযুগী মানুষ ডাকে -- বাবা, এসে আমাদের পবিত্র কর। কলিযুগীয় পতিত থেকে সত্যযুগীয় পবিত্র বানাও। পার্থক্য দেখ কত। কলিযুগে অপার দুঃখ। বাচ্চার জন্ম হয়েছে, সুখ প্রাপ্ত করেছে, কাল মারা গেলে তখন দুঃখী হয়ে যাবে। সারাজীবন কত দুঃখ পায় এটা হলো দুঃখের দুনিয়া। এখন বাবা সুখের দুনিয়া স্থাপন করছেন। তোমাদের স্বর্গবাসী দেবতায় পরিণত করেন। এখন তোমরা পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে রয়েছ। সর্বোত্তম পুরুষ বা নারী হও। তোমরা এখানে আসোই এমন লক্ষ্মী-নারায়ণ হওয়ার জন্য। স্টুডেন্ট টিচারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে কারণ তারা মনে এনার সাহায্যেই আমরা পড়াশোনা করে অমুক হব। এখানে তোমরা যোগসূত্র স্থাপন কর পরমপিতা পরমাত্মা শিবের সঙ্গে, যিনি তোমাদের দেবতায় পরিণত

করেন। তিনি বলেন, আমাকে অর্থাৎ নিজের পিতাকে স্মরণ কর, তোমরা যাঁর শালিগ্রাম-রূপী সন্তান। তিনিই নলেজফুল তাই নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ কর। বাবা তোমাদের সত্যিকারের গীতা শোনান কিন্তু তিনি স্বয়ং পড়েন নি। তিনি বলেন, আমি কারোর সন্তান নই, কারোর কাছে পড়িনি। আমার কোন গুরু নেই। বাচ্চারা, আমি তোমাদের পিতা, শিক্ষক, গুরু। ওঁনাকেই বলা হয় পরম আত্মা। সমগ্র এই সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে তিনি জানেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি না শোনাচ্ছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আদি, মধ্য, অন্তকে জানতে পারো না। এই চক্রকে জানার ফলে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাও। তোমাদের এই বাবা (ব্রহ্মা) পড়ান না, এঁনার মধ্যে শিববাবা প্রবেশ করে আত্মাদের পড়ায়। এ তো নতুন কথা, তাই না। এ সঙ্গমযুগেই হয়। পুরানো দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে যাবে, কারোর সবকিছু মাটিতে চাপা পড়ে যাবে, কারোর ধন সম্পদ রাজা নিয়ে নেবে। বাবা বাচ্চাদের উদ্দেশ্যে বলেন, অনেকের কল্যাণার্থে, পুনরায় দেবতা বানানোর জন্য এমন পাঠশালা, মিউজিয়াম খোলো। যেখানে অনেকে এসে সুখের উত্তরাধিকার (বর্সা) প্রাপ্ত করবে। এখন তো রাবণ-রাজ্য, তাই না। রাম-রাজ্যে ছিল সুখ, রাবণ-রাজ্যে দুঃখ কারণ সকলেই বিকারী হয়ে গেছে। ওটা হলোই নির্বিকারী দুনিয়া। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ ইত্যাদিদেরও তো সন্তান থাকে, তাই না। কিন্তু ওখানে হলো যোগবল। বাবা তোমাদের যোগবল শেখান। যোগবলের দ্বারা তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাও, বাহুবলের দ্বারা কেউ (বিশ্বের) মালিক হতে পারে না। আইন একথা বলে না। বাচ্চারা, তোমরা স্মরণের শক্তি দ্বারা সমগ্র বিশ্বের রাজত্ব নিষ্ক। এই পড়া কত উচ্চ। বাবা বলেন -- সর্বপ্রথমে পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা কর। পবিত্র হলেই তোমরা পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কলিযুগী সম্বন্ধ, যা কিনা এই সময় বন্ধন, সেসব ভুলে নিজেকে সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ মনে করতে হবে। সত্যিকারের গীতা শুনতে এবং শোনাতে হবে।

২) পুরানো দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে যাবে, তাই নিজের সর্বকিছু সফল করে নিতে হবে। অনেকের কল্যাণার্থে, মানুষকে দেবতা বানানোর জন্য এমন পাঠশালা বা মিউজিয়াম খুলতে হবে।

বরদান :- দূঢ় সঙ্কল্পের অগ্নি-শলাকার(দেশলাই কাঠি) দ্বারা আত্মা-রূপী বোমার আতশবাজি প্রজ্জ্বলিত করা সদা বিজয়ী ভব

ব্যখা :- আজকাল আতশবাজির মধ্যে বোমাও(শব্দবাজি) বানানো হয়ে থাকে। কিন্তু তোমরা দূঢ় সঙ্কল্পের দেশলাই কাঠির দ্বারা আত্মা-রূপী বোমার আতশবাজি জ্বালাও, যাতে পুরানো সবকিছু (শরীর সম্বন্ধীয়) সমাপ্ত হয়ে যায়। অস্ত্রাণ লোকেরা আতশবাজির পিছনে পয়সা নষ্ট করে, আর তোমরা তোমাদের উপার্জন জমা কর। ওইসব হলো আতশবাজি আর তোমাদের হলো উড়তীকলার (হাওয়াই) বাজি। তাতে তোমরা বিজয়ী হয়ে যাও। তাই দ্বিগুণ লাভ কর। জ্বালাতেও থাকো, উপার্জনও কর -- এই বিধি গ্রহণ কর।

স্লোগান :- কোনো বিশেষকার্যে সহায়তা প্রদান করাই হলো আশীর্বাদ বা শুভকামনা প্রাপ্ত করে
উর্ধ্বে ওঠা (উন্নতির শিখরে)।

"মিষ্টি বাচ্চারা - উঠতে বসতে বুদ্ধিতে জ্ঞান টপ টপ করে পড়তে থাকলে, তবে অপার খুশীতে থাকবে"

প্রশ্ন :- যাদের বুদ্ধিতে বাবার স্মরণ স্থায়ী থাকে না, বুদ্ধি এদিকে-ওদিকে ঘুর-পাক খেতে থাকে, তাদের সঙ্গে থেকে তোমাদের বাঁচিয়ে চলতে হবে। তাদের অঙ্গের সাথে নিজেদের অঙ্গও স্পর্শ হতে দিতে নেই, কারণ যারা স্মরণে থাকে না, তারা বায়ুমন্ডলকে খারাপ করে দেয়"

প্রশ্ন :- মানুষের কখন অনুশোচনা হবে ?

উত্তর :- যখন তারা জানতে পারবে যে, এদের পড়ান স্বয়ং ভগবান, তখন তাদের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যাবে আর অনুশোচনা করবে যে আমরা উদাসীন থেকেছি, পড়াশুনা করিনি ।

ওম্ শান্তি। রুহনী যাত্রাকে তো এখন ভালো ভাবে বোঝে। কোনও হঠযোগেরই যাত্রা হয় না। কিন্তু এটা হলো স্মরণ। স্মরণের জন্য কোনো কষ্টেরই ব্যাপার নেই। বাবাকে স্মরণ করা, এর মধ্যে কোনো কষ্টেরই ব্যাপার নেই। এটা হলো ক্লাস, সেইজন্য শুধুমাত্র নিয়ম-কানুন মেনে বসতে হয়। তোমরা বাবার বাচ্চা হয়েছো, বাচ্চাদের লালন-পালন করা হচ্ছে। কীরকম লালন-পালন ? অবিনাশী জ্ঞান-রঞ্জের ধন-ভান্ডার প্রাপ্ত হচ্ছে । বাবাকে স্মরণ করার মধ্যে কোনো কষ্ট নেই। মায়া শুধুমাত্র বুদ্ধির যোগ ভঙ্গ করে দেয়। যেভাবেই বসো না কেন, যদিও এতে স্মরণের কোনো সম্পর্ক নেই। অনেক বাচ্চারা হঠযোগে ৩-৪ ঘন্টা বসে। সমস্ত রাত বসে। পূর্বে তোমাদেরও তো ভাঙি ছিল, সে আলাদা ব্যাপার ছিল। সেখানে তোমাদের ব্যবসাপত্র তো ছিল না। সেইজন্য এটা শেখানো যেতো। এখন বাবা বলেন, তোমরা গৃহস্থ ব্যবহারে থাকো। পেশায় যদি ব্যস্তও থাকো, যে কোনো কাজ করার সময়ও বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এরকমও নয় যে, এখন তোমরা নিরন্তর স্মরণ করতে পারবে। না । এই অবস্থায় আসতে টাইম (সময়) লাগে। এখন নিরন্তর অবস্থায় স্থিত হয়ে গেলে তারপর তো কর্মাতীত অবস্থা হয়ে যাবে। বাবা বোঝান- বাচ্চারা, ডামার প্ল্যান অনুসারে এখন খুব কম সময়ই অবশিষ্ট আছে। সমস্ত হিসাবই বুদ্ধিতে থাকে। বলে যীশু খ্রীষ্টের ৩ হাজার বছর পূর্বে ভারতই ছিল। তাকে স্বর্গ বলা হতো। এখন তাদের ২ হাজার বছর সম্পূর্ণ হবে, ৫ হাজার বছরের হিসাব সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

দেখা যায় তোমাদের সমস্ত নাম বিলেত থেকেই বের হয়, কারণ তাদের বুদ্ধি তবুও ভারতবাসীর থেকে তীক্ষ্ণ। ভারত থেকে পীসও (শান্তিও) তারাই চায়। ভারতবাসীরাই লক্ষ বছর বলে আর সর্বব্যাপীর জ্ঞান দিয়ে বুদ্ধি বিকৃত করে দিয়েছে। তমোপ্রধান হয়ে গেছে। তারা এতো তমোপ্রধান হয়নি, তাদের বুদ্ধি তো খুবই তীক্ষ্ণ। যখন তাদের আওয়াজ জেগে উঠবে ভারতবাসী তখন জাগবে, কারণ ভারতবাসী একদম অঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। তারা কিছুটা নিদ্রাচ্ছন্ন। তাদের থেকে ভালো আওয়াজ বের হবে। বিদেশ থেকে এসেও ছিল এদেশে- পীস কীভাবে হতে পারে সেখানে তা জানতে। কারণ বাবাও ভারতেই আসেন। এই কথা তো বাচ্চারা, তোমরাই বলতে পারো- দুনিয়াতে আবার সেই শান্তি কখন আর কীভাবে হবে ? তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা জানো প্যারাডাইস বা হেভেন সর্বকালেই ছিল। নূতন দুনিয়াতে ভারত প্যারাডাইস ছিলো। এটা আর কেউই জানে না। মানুষের বুদ্ধিতে এই কথাই বসে গেছে যে, ঈশ্বর হলেন সর্বব্যাপী আর বলে দেয় কল্পের আয়ু লক্ষ বছর।

সবচেয়ে বেশী পাথরবুদ্ধি সম্পন্ন এই ভারতবাসীই হয়ে গেছে। এই গীতা শাস্ত্র ইত্যাদি সব হলো ভক্তি মার্গের। তবুও এই সব এমনই হবে। যদি ড্রামাকে জেনেও থাকে, তবুও বাবা তো পুরুষার্থ করান। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে বিনাশ তো অবশ্যই হবে। বাবা আসেনই নূতন দুনিয়ার স্থাপনা করতে। এটা তো খুশির ব্যাপার হলো যে না ! যখন কোনো বড় পরীক্ষায় পাশ করে তো মনের মধ্যে খুশী আসে যে ! আমরা এই সব পাশ করে গিয়ে এতে (দেবতায়) পরিণত হব। সব নির্ভর করে অধ্যয়নের উপর।

বাচ্চারা, তোমরা জানো বরাবর বাবা আমাদের অধ্যয়ণ করিয়ে দেবতা তৈরী করেন। বরাবর প্যারাডাইস হেভেন (স্বর্গ) ছিলো। মানুষ তো বেচারার একদমই বিভ্রান্ত হয়ে আছে। অসীম জগতের পিতার কাছে যে জ্ঞান আছে, সেটা তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের দিচ্ছেন। তোমরা বাবার মহিমা করো- বাবা হলেন নলেজফুল আবার তিনি ব্লিসফুলও, ধন-ভান্ডারও ওঁনার কাছে সম্পূর্ণ রূপে রয়েছে। তোমাদের এতো বিত্তশালী কে করেছেন ? তোমরা এখানে কেন এসেছ ? উত্তরাধিকার পেতে। যদি কারোর শরীর-স্বাস্থ্য ভালো হয় কিন্তু ধন থাকে না, তো ধন ছাড়া কি হবে ! বৈকুণ্ঠে তো তোমাদের কাছে ধন থাকে। এখানে যাদের অনেক অর্থ আছে, তাদের নেশা থাকে আমার কাছে এতো ধন আছে, এই সব কারখানা ইত্যাদি আছে। কিন্তু শরীর ছাড়লে শেষ। তোমরা তো জানো আমাদেরকে বাবা ২১ একুশ জন্মের জন্য এতো সম্পদ দিয়ে দিচ্ছেন। বাবা নিজে তো ধন-ভান্ডারের মালিক হন না। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের মালিক করে তোলেন। তোমরা এটাও জানো যে গড ফাদার ব্যতীত কেউই বিশ্বে শান্তি স্থাপন করতে পারে না। সবচেয়ে ফাস্টক্লাস চিত্র হলো- এই ত্রিমূর্তি আর সৃষ্টি চক্রের (গোলা)। এই চক্রতেই সমগ্র জ্ঞান সমাহিত আছে। তোমাদের এমন কোনো ওয়ান্ডারফুল জিনিস থাকলে তবে তারা বুঝবে অবশ্যই এতে কোনো রহস্য আছে। কোনো-কোনো বাচ্চারা ছোটো- ছোটো খেলনা তৈরী করে, সেই সকল বাবার পছন্দ হয় না। বাবা তো বলেন- বড় চিত্র লাগাও, যা দূর থেকে কেউ পড়ে বুঝতে পারবে। মানুষের অ্যাটেনশন একটা বড় কিছুর জায়গা দেবে। এতে ক্লীয়ার দেখানো হয়েছে, ওই দিকে কলিযুগ, এইদিকে সত্যযুগ। বড়-বড় চিত্র হলে তো মানুষের আকৃষ্ট করবে। টুরিস্টও দেখবে, তারা বুঝবেও ভালো ভাবে। এটাও জানে যীশু খ্রীষ্টের ৩ হাজার বছর পূর্বে স্বর্গ ছিলো। বাইরে তোলেন এরকম জানে না। ৫ হাজার বছরের হিসাব তোমরা ক্লীয়ার বোঝো তাই তো এই এতো বড় তৈরী করা চাই যা দূর থেকে দেখতে পারবে আর শব্দও পড়াবে, যাতে বুঝবে যে দুনিয়ার শেষ তো সঠিক আছে। বম্বস্ তো তৈরী হচ্ছেই। ন্যাচারাল ক্যালামেটিসম (প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও) হবে। তোমাদের বিনাশের নাম শুনলে তো ভিতরে ভিতরে খুবই খুশী হওয়া উচিত। কিন্তু জ্ঞানই না হলে তো খুশীও থাকতে পারে না। বাবা বলেন দেহ সহ সব কিছু ছেড়ে নিজেকে আত্মা মনে করো, তুমি আত্মা আমার অর্থাৎ বাবার সাথে যোগ যুক্ত হও। এ হলো পরিশ্রমের ব্যাপার। পবিত্র হয়েই পবিত্র দুনিয়াতে আসতে হবে। তোমরা মনে করো আমরাই (বাচ্চারা) বাদশাহী নিই, আবার হারিয়ে ফেলি। এটা তো হলো খুবই সহজ। উঠতে, বসতে, চলতে ভিতরে ভিতরে বর্ষিত হওয়া চাই, যেমন বাবার কাছে জ্ঞান আছে। বাবা এসেছেনই পঠন-পাঠন করিয়ে দেবতা করে তুলতে। তাই এতো অপার খুশী বাচ্চাদের যে থাকা উচিত, তাই না ! নিজেকে জিজ্ঞাসা করো এমন অপার খুশী আছে ? বাবাকে এতো স্মরণ করা হয় ? চক্রেরও সমস্ত নলেজ বুদ্ধিতে আছে, তো এতো খুশী থাকতে হবে। বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো আর খুশিতে থাকো। তোমাদের পড়াশুনা করানোর জন্য কে আছেন দেখো ! যখন সকলে সে'কথা জানবে সকলের মুখই ফ্যাকাসে হয়ে যাবে। কিন্তু এখন তাদের বুঝতে কিছু দেরী আছে। এখন দেবতা ধর্মের এতো মেসেজ তো হয়নি। সব রাজস্ব স্থাপন হয়নি। কতো প্রচুর পরিমাণ মানুষকে বাবার পবিত্র

সংবাদ দিতে হবে ! অসীম জগতের পিতা আবারও আমাদের স্বর্গের বাদশাহী দিচ্ছেন। তোমরাও সেই বাবাকে স্মরণ করো। অসীম জগতের পিতা তো অবশ্যই অসীম জগতের সুখ দেবেন, তাই না ! বাচ্চাদের ভিতরে তো অপরিসীম জ্ঞানের খুশী থাকা চাই আর যতো বাবাকে স্মরণ করতে থাকবে তো আত্মা পবিত্র হতে থাকবে।

বাচ্চারা, ড্রামার প্ল্যান অনুসারে তোমরা জানো যতো সার্ভিস করে প্রজা তৈরী করবে তো যার কল্যাণ হয় তাদের আবার আশীর্বাদও প্রাপ্ত হয়। গরিবের সার্ভিস করছো। নিমন্ত্রণ দিতে থাকো। তোমরা ট্রেনেও অনেক সার্ভিস করতে পারো। এতো ছোট ব্যাজেও কতো নলেজ সমাহিত হয়ে আছে। এই অধ্যয়নের সমস্ত সারমর্ম এই ব্যাজে আছে। ব্যাজেস তো খুবই ভালো-ভালো প্রচুর তৈরী করা উচিত যা কাউকে উপহারও দেওয়া যায়। কাউকে বোঝানো তো খুবই সহজ। কেবল মাত্র শিববাবাকে স্মরণ করো। শিববাবার থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় বলে বাবা আর বাবার উত্তরাধিকার, স্বর্গের বাদশাহী, কৃষ্ণপুরীকে স্মরণ করো। মানুষের মত তো কতো বিভ্রান্তকর। কিছুই বোঝে না। বিকারের জন্য কতো জ্বালাতন করে। কাজের অন্তে কতো মারা যায়। কোনো কথাই বোঝে না। সকলের বুদ্ধি একদম উধাও হয়ে গেছে, বাবাকে জানেই না। এটাও ড্রামাতে পূর্ব নির্ধারিত। সবার মেন্টাল নিঃশেষ হয়ে গেছে- মানসিক শক্তি শেষ হয়ে গেছে। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা পবিত্র হলে তো এভাবে স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে, কিন্তু বোঝেই না। আত্মার সমস্ত শক্তি চলে গেছে। কতো বোঝানো হয় তবুও পুরুষার্থ করতে আর করাতে হবে। পুরুষার্থতে ক্লান্ত হতে নেই। হার্টফেলও হতে দিতে নেই। এতো পরিশ্রম করেছি, ভাষণ দ্বারা একজনও বের হয়নি। কিন্তু তোমরা যা শুনিয়েছিলে, সেটা যারাই শুনেছে তার মাধ্যমে ছাপ তো পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত সকলে অবশ্যই জানবে। তোমাদের অর্থাৎ বি. কে যারা তাদের অপরিসীম মহিমা উদ্ভাসিত হতে চলেছে। কিন্তু এক্টিভিটিস দেখে তো যেন একদম অবুঝ মনে হয়। কোনো রিগার্ডই নেই, সম্পূর্ণ পরিচয় নেই। বুদ্ধি বাইরে ঘোরা-ফেরা করে থাকে। বাবাকে স্মরণ করলে সাহায্যও পাওয়া যাবে। বাবাকে স্মরণ করে না তো তবে সে হলো পতিত। তোমরা পবিত্র হচ্ছে। যারা বাবাকে স্মরণ করে না তাদের বুদ্ধি কোথাও না কোথাও ঘোরা-ফেরা করতে থাকে। তাই তাদের সাথে অঙ্গঙ্গী ভাবে মিলিত হতে নেই (অর্থাৎ বেশী কাছাকাছি আসতে নেই), কারণ স্মরণে না থাকার জন্য তারা বায়ুমন্ডলকে খারাপ করে দেয়। পবিত্র আর অপবিত্র একত্রিত হতে পারে না, সেইজন্য বাবা পুরানো সৃষ্টিকে নিঃচিহ্ন করে দেন। প্রতি নিয়ত আইনও কঠোর রকম তৈরী হচ্ছে। বাবাকে স্মরণ না করলে লাভের পরিবর্তে আরোই লোকসান করা হবে। পবিত্রতার সমস্ত কিছু নির্ভর করে স্মরণের উপর। এক জায়গায় বসার ব্যাপার নেই। এখানে একসাথে বসার চেয়ে ভালো হবে একাকী পাহাড়ীতে গিয়ে বসলে। যে স্মরণ করে না সে হলো পতিত। তার সঙ্গ করতে নেই। চলন থেকেই বোঝা যায়। স্মরণ ব্যাভীত তো পবিত্র হতে পারে না। প্রত্যেকের উপর প্রচুর পাপের বোঝা আছে- জন্ম-জন্মান্তরের। তারা স্মরণ ব্যাভীত কীভাবে যাত্রায় বের হবে। তারা যদিও হলো পতিত। বাবা বলেন বাচ্চারা, আমি তোমাদের জন্য সমস্ত দুনিয়াকে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছি। তাদের সঙ্গ যেন না হয়। কিন্তু এতো বুদ্ধিও নেই যে বুঝবে কার সঙ্গ করা উচিত। তোমাদের প্রীত পবিত্রের সাথে পবিত্র হওয়া উচিত। এই বুদ্ধিটারও দরকার হয়। সুইট বাবা আর সুইট রাজধানী ছাড়া আর কিছু স্মরণে আসবে না। এতো সব ত্যাগ করা কোনো মাসীর বাড়ী না। বাবার তো বাচ্চাদের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা। বাচ্চারা, তোমরা পবিত্র হয়ে গেলে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। আমি তোমাদের জন্য পবিত্র দুনিয়ার স্থাপনা করছি। এই পতিত দুনিয়াকে একদম নিশ্চিহ্ন করে দেবো।

এখানে এই পতিত দুনিয়াতে প্রতিটা জিনিস তোমাদের দুঃখ দেয়। আয়ুও কম হতে থাকে, একে বলা হয় ওয়ার্থ নট পেনী (মূল্যহীন)। কড়ি আর হীরেতে পার্থক্য তো আছে যে না! তাই তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের কতো খুশী থাকা উচিত। গাওয়াও হয় সত্যতা থাকলে মন যেন নৃত্য করে (সচ তো বিঠো নাচ)। তোমরা সত্যযুগে খুশীতে নৃত্য করো। এখানকার কোনো বস্তুর প্রতিই আকর্ষণ যেন না থাকে। এসব তো দেখেও দেখতে নেই, চোখ খোলা থাকলেও যেন নিদ্রিত, কিন্তু সেই সাহস, সেই স্থিতি থাকা চাই। এটা তো সুনিশ্চিত যে এই পুরানো দুনিয়া থাকবেই না। খুশীর পারদ এতোটা উপরে উঠে থাকা চাই। চিমটি কাটা উচিত- আরে, আমরা শিববাবাকে স্মরণ করলে তো বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত করব। হঠযোগেও বসতে নেই। খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করার সময়, কর্ম করার সময় বাবাকে স্মরণ করো। এটাও জানো রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। বাবা কি আর বলবেন যে দাসী হও ! বাবা তো বলবেন পবিত্র হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করো। বাবা পবিত্র হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করান, তোমরা আবার পতিত হয়ে যাও, কতো মিথ্যা পাপ করো। সর্বক্ষণ শিববাবাকে স্মরণ করলে সব পাপ পরিত্যাগ হয়ে যাবে। এটা বাবার যজ্ঞ যে! খুবই মহান যজ্ঞ। সেই লোকেরা যজ্ঞ রচনা করে- লক্ষ টাকা খরচ করে। এক্ষেত্রে তো তোমরা জানো সমগ্র দুনিয়া এতে স্বাহা (পরিত্যাগ) হয়ে যায়। বাইরে থেকে আওয়াজ এলে ভারতেও বিস্মৃত হবে। এক বাবার সাথে বুদ্ধির যোগ থাকলে পাপ খন্ডন হবে আর তারপর উচ্চ পদও প্রাপ্ত হবে। বাবার তো কর্তব্য হলো বাচ্চাদের পুরুষার্থ করানো। লৌকিক বাবা তো বাচ্চাদের সেবা করে, সেবা নেয়ও। এই বাবা তো বলেন আমি তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের ২১ জন্মের উত্তরাধিকার দিই, তাই এমন বাবাকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে, যাতে পাপ খন্ডন হবে। এছাড়া জলে কি আর পাপ খন্ডন হয়! জল তো যেখানে-সেখানে আছে। বিদেশেও তো অনেক নদী আছে, তবে কি এখানের নদী গুলি পবিত্র করার, বিদেশের নদী গুলি পতিত করে তোলার ? মানুষের কোনো বোধই নেই। বাবার তো করুণা হয়। বাবা বোঝান- বাচ্চারা উদাসীন থেকে না। বাবা এতো ফুল তৈরী করেন তো পরিশ্রম করা উচিত। নিজের প্রতি করুণা করতে হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত।
আম্মাদের পিতা ওঁনার আম্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) এখানকার কোনো বস্তুর প্রতিই আকর্ষণ যেন না আসে। দেখেও যেন দেখো না। চোখ খোলা থেকেও যেমন নিদ্রার ঘোর থাকে, ঐরকম খুশির নেশা উঠে থাকবে।

২) সব কিছু নির্ভর করে পবিত্রতার উপর, সেই জন্য সতর্কতার প্রয়োজন। যেন পতিতের অঙ্গের সাথে অঙ্গ না স্পর্শ হয়। সুইট বাবা আর সুইট রাজধানীছাড়া আর কিছু যেন স্মরণে না আসে।

বরদান :- সেবার দ্বারা মেওয়া (ফল) প্রাপ্ত করার সর্ব পার্থিব জগতের চাহিদার উর্ধ্বে সদা সম্পন্ন আর সমান ভব

সেবার অর্থ হলো মেওয়া দেয় যা। যদি কোনো সেবা অসন্তুষ্ট করে তো সেই সেবা, সেবা নয়। ঐরকম সেবা যদিও ছেড়ে দাও কিন্তু সন্তুষ্টতা ছেড়ে না। যেমন শারীরিক ভাবে তৃপ্ত যারা, সর্বদা সন্তুষ্ট থাকে, সেরকম মনের দিক থেকে যারা তৃপ্ত তারাও সন্তুষ্ট হবে। সন্তুষ্টতা হলো তৃপ্তির

নিশানি। তুষ্ট আত্মার ভিতরে পার্থিব জগতের কোনোই ইচ্ছা, মান, সম্মান, স্যালভেশন (পরিব্রাণ), সুবিধার খিদে থাকে না। তারা পার্থিব সকল চাহিদার উর্ধ্বে সদা সম্পন্ন আর সমান হবে।

শ্লোগান : - সত্যিকারের অন্তর থেকে নিঃস্বার্থ সেবাতে এগিয়ে যাওয়া অর্থাৎ পুণ্যের খাতা জমা হওয়া।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- একমাত্র বাবার স্মরণে থাকা -ই হল অব্যভিচারী স্মরণ, এই স্মরণের দ্বারা তোমাদের পাপ বিনষ্ট হতে পারে"

প্রশ্ন :- বাবা যা কিছু বোঝান কেউ সেসব সহজে স্বীকার করে, কারো বুঝতে কঠিন অনুভব হয় - এর কারণ কি ?

উত্তর :- যে বাচ্চারা বহু কাল ভক্তি করেছে, যারা অর্ধকল্পের পুরানো ভক্ত, তারা বাবার সব কথা সহজে স্বীকার করে কারণ তারা ভক্তির ফল প্রাপ্ত করেছে। যারা পুরানো ভক্ত নয় তাদের প্রতিটি কথা বুঝতে কঠিন অনুভব হয়। অন্য ধর্মের মানুষ তো এই জ্ঞান বুঝতেও পারে না।

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে আত্মিক পিতা বসে বোঝান তোমরা সব বাচ্চারা কি করছ ? তোমাদের হল অব্যভিচারী স্মরণ। এক হল ব্যভিচারী স্মরণ, দ্বিতীয় হল অব্যভিচারী স্মরণ। তোমাদের সবার হল অব্যভিচারী স্মরণ। কার স্মরণ ? এক পিতার স্মরণ। বাবাকে স্মরণ করতে - করতে পাপ বিনষ্ট হবে এবং তোমরা সেখানে পৌঁছে যাবে। পবিত্র হয়ে নতুন দুনিয়ায় যেতে হবে। আত্মাদের যেতে হবে। আত্মা -ই এই কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা সকল কর্ম করে তাই না। অতএব বাবা বলেন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো। মানুষ তো অনেককে স্মরণ করে। ভক্তি মার্গে তোমাদের একজনকেই স্মরণ করতে হবে। ভক্তিও সর্বপ্রথম তোমরা সর্বোচ্চ শিববাবার-ই করেছিলে। যাকে বলা হয় অব্যভিচারী ভক্তি। তিনি ই সর্বকো সদগতি প্রদান করেন, তিনি হলেন রচয়িতা পিতা। তাঁর কাছে বাচ্চাদের অসীমের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। ভাই-ভাই এর কাছে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় না। সন্তানদের উত্তরাধিকার সর্বদা পিতার কাছেই প্রাপ্ত হয়। একটু আধটু কন্যাদেরও প্রাপ্ত হয়। তারা তো গিয়ে অর্ধাঙ্গিনী হয়। এখানে তো তোমরা সবাই হলে আত্মা। সব আত্মাদের পিতা হলেন একজন-ই। পিতার কাছে সকলের উত্তরাধিকার প্রাপ্তির অধিকার আছে। তোমরা হলে ভাই-ভাই, যদিও শরীর টি হল স্ত্রী-পুরুষের। আত্মারা সবাই হল ভাই-ভাই। তারা তো শুধুমাত্র কথার কথা বলে দেয় হিন্দু-মুসলমান ভাই-ভাই। অর্থ বোঝে না। তোমরা এখন অর্থ বুঝেছ। ভাই-ভাই অর্থাৎ সব আত্মারা হল এক পিতার সন্তান তারপরে প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তানরা হল ভাই-বোন। এখন তোমরা জানো এই দুনিয়া থেকে সবাইকে ফিরে যেতে হবে। বিশ্বে যত মানুষ আছে, সবার পাঁচ এখন পূর্ণ হয়েছে। বাবা এসে আবার পুরানো দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়ায় নিয়ে যান, পার করে নিয়ে যান। গাওয়াও হয় - মাঝি পার করাও। অর্থাৎ সুখধামে নিয়ে চলো। এই পুরানো দুনিয়া পরিবর্তন হয়ে নতুন দুনিয়া অবশ্যই পরিণত হবে। মূল বতন (পরমধাম) থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ দুনিয়ার মানচিত্র তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। আমরা আত্মারা হলাম সবাই সুইট হোম, শান্তিধামের নিবাসী। এই কথা তো বুদ্ধিতে স্মরণ আছে, তাইনা। আমরা যখন সত্যযুগী নতুন দুনিয়ায় থাকি বাকি সব আত্মারা তখন শান্তিধামে থাকে। আত্মা তো কখনো বিনাশ হয় না। আত্মায় অবিনাশী পাঁচ ভরা আছে। তার কখনও বিনাশ হতে পারে না। ধরো কেউ ইঞ্জিনিয়ার রয়েছে সে পুনরায় ৫ হাজার বছর পরে হুবহু এমনই ইঞ্জিনিয়ার হবে। এই নাম রূপ দেশ কাল থাকবে। এইসব কথা বাবা-ই এসে বোঝান। এই হল অনাদি অবিনাশী ড্রামা। এই ড্রামার আয়ু হল ৫ হাজার বছর। এক সেকেন্ডও কম বেশি হতে পারে না। এই হল অনাদি পূর্ব রচিত ড্রামা। সবার নিজস্ব পাঁচ প্রাপ্ত আছে। দেহী-অভিমানী হয়ে, সাক্ষী হয়ে খেলাটি দেখতে হবে। বাবার তো দেহ নেই। তিনি হলেন

নলেজফুল, বীজরূপ। বাকি আত্মারা যারা উপরে নিরাকারী দুনিয়ায় থাকে তারা আবার পাট প্লে করতে নম্বর অনুসারে আসে। সর্ব প্রথম নম্বর শুরু হয় দেবতাদের। প্রথম নম্বরের সূর্যবংশের চিত্র আছে তারপরে চন্দ্র বংশের চিত্রও আছে। সবচেয়ে উঁচুতে হল সূর্যবংশী লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব, তাঁদের রাজ্য কবে কীভাবে স্থাপন হয়েছে -কোনও মানুষ মাত্রই জানে না। সত্যযুগের আয়ু লক্ষ বছর লিখে দিয়েছে। কারো জীবন কাহিনী জানে না। লক্ষ্মী-নারায়ণের জীবন কাহিনী জানা উচিত। না জেনে মাথা ঠেকানো অথবা মহিমা গান করা তো হল ভুল। বাবা বসে মুখ্য মুখ্য যারা রয়েছেন তাদের জীবন কাহিনী শোনান। এখন তোমরা জানো - কীভাবে তাদের রাজধানী চলে। সত্যযুগে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন তাইনা। এখন সেই কৃষ্ণপুরী আবার স্থাপন হচ্ছে। কৃষ্ণ তো হলেন স্বর্গের প্রিন্স। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজধানী কীভাবে স্থাপন হয়েছে - সেসব কথা তোমরা বুঝেছ।

নম্বর অনুযায়ী মালাও তৈরি করা হয়। অমুক মালার পুঁতি হবে। কিন্তু চলতে - চলতে পরে হার স্বীকার করে। মায়া পরাজিত করে। যতক্ষণ সেনায় আছে, বলা হবে কমান্ডার, সে অমুক। তারপরে মৃত্যু হয়। এখানে মৃত্যু অর্থাৎ অবস্থা কম হওয়া, মায়ার কাছে হার স্বীকার করা। শেষ হয়ে যায়। আশ্চর্য হয়ে শোনে, বলে, পালিয়ে যায় ও মম মায়া.... ধোঁকা দিয়ে যায়। মরজীবা জীবন অর্থাৎ মৃত সম জীবন ধারণ করে বাবার আপন হয়ে রামরাজ্য থেকে রাবণ রাজ্যে চলে যায়। এই নিয়েই যুদ্ধ দেখানো হয়েছে - কৌরব ও পাণ্ডবদের। অসুর ও দেবতাদেরও যুদ্ধ দেখিয়েছে। একটি যুদ্ধ দেখাও তাইনা। দুটো কেন ? বাবা বোঝান এখানকার কথা। যুদ্ধ অর্থাৎ হিংসা করা হল, এটি তো হল অহিংসা পরম দেবী-দেবতা ধর্ম। তোমরা এখন ডবল অহিংসক হয়েছ। তোমাদের হল যোগবলের কথা। অস্ত্র শস্ত্র দিয়ে তোমরা কাউকে কিছু করো না। ওই শক্তি তো খ্রিস্টানদের অনেক আছে। রাশিয়া ও আমেরিকা হল দুই ভাই। এদের দুইজনের বোমা তৈরির কম্পিটিশন হয়। দুইজনেই একে অপরের চেয়ে শক্তিশালী। এত শক্তি যে যদি দুইজনে মিলে যায় তাহলে সম্পূর্ণ দুনিয়ার উপরে রাজ্য করতে পারে। কিন্তু নিয়ম নেই যে কেউ বাহুবলের জোরে বিশ্বে রাজত্ব করার ক্ষমতা প্রাপ্ত করে। কাহিনী দেখানো হয় - দুইটি বেড়াল নিজেদের মধ্যে লড়াই করে, মাখন মধ্যস্থান থেকে তৃতীয় কেউ খায়। এইসব কথা এখন বাবা বোঝান। ব্রহ্মাবাবা কি আর জানতেন। এই চিত্র ইত্যাদিও বাবা দিব্য দৃষ্টি দ্বারা তৈরি করিয়েছেন এবং এখন বোঝাচ্ছেন, তারা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে। তোমরা সম্পূর্ণ বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত কর। ওই দুইজন হল খুব শক্তিশালী। যেখানে - সেখানে যুদ্ধ করিয়ে দেয়। তারপরে সাহায্য দান করে কারণ তাদের ব্যবসা হল উত্তম। অতএব যখন দুই বেড়াল নিজেদের মধ্যে লড়াই করে তখন বারুদ ইত্যাদি কাজে লাগে। যেখানে সেখানে দুইজনের মধ্যে লড়াই লাগিয়ে দেয়। এই হিন্দুস্তান-পাকিস্তান প্রথমে আলাদা ছিল কি। দুইজনে একত্রে ছিল, এইসব ড্রামায় নির্দিষ্ট আছে। এখন তোমরা পুরুষার্থ করছ - যোগবলের দ্বারা বিশ্বের মালিক হই। তারা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে, মাখন মাঝস্থান থেকে তোমরা খেয়ে নাও। মাখন অর্থাৎ বিশ্বের বাদশাহী তোমরা প্রাপ্ত কর এবং খুব সাধারণ ভাবে প্রাপ্ত কর। বাবা বলেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ায় যেতে হবে। যাকে বলা হয় পবিত্র দুনিয়া, সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। প্রতিটি জিনিস সতোপ্রধান, সতো, রজো, তমো অবশ্যই হয়। বাবা বোঝান - তোমাদের এই বুদ্ধি ছিল না কারণ শাস্ত্রে লক্ষ বছর বলে দিয়েছে। ভক্তি হল অজ্ঞান অন্ধকার। এই কথাও তোমরা কি আগে জানতে। এখন বোঝাও তারা তো বলে দেয় কলিযুগ এখনও ৪০ হাজার বছর আরও চলবে। আচ্ছা, ৪০ হাজার বছর পূর্ণ হয়ে তারপরে কি হবে ? এইসব কেউ জানে না তাই বলা হয় অজ্ঞান অন্ধকারে নিদ্রায় আচ্ছন্ন। ভক্তি হল অজ্ঞান (জ্ঞান বিহীন)। জ্ঞান প্রদান

করেন একমাত্র বাবা জ্ঞানের সাগর। তোমরা হলে জ্ঞানের নদী। বাবা এসে বাচ্চাদের অর্থাৎ আত্মাদের পড়ান। তিনি হলেন পিতাও, শিক্ষকও, সদগুরুও। অন্য কেউ এমন বলবেনা, ইনি আমাদের পিতা, শিক্ষক ও গুরু। এই হল অসীম জগতের কথা। তিনি অসীম জগতের পিতা, শিক্ষক, সদগুরু। স্বয়ং বসে বোঝান আমি তোমাদের সুপ্রিম পিতা, তোমরা সবাই আমার সন্তান। তোমরাও বল - বাবা, আপনি সেই পিতা। বাবাও বলেন তোমরা কল্প-কল্প মিলিত হও। অতএব উনি হলেন পরম আত্মা , সুপ্রিম। তিনি এসে বাচ্চাদের সব কথা বোঝান। কলিযুগের আয়ু ৪০ হাজার বছর আরও আছে বলাটা একেবারে গল্প। ৫ হাজার বছরেই সব এসে যায়। বাবা যা কিছু বোঝান তোমরা বিশ্বাস কর, বুঝতে পারো। এমন নয় তোমরা বিশ্বাস কর না। যদি বিশ্বাস না করতে তবে এখানে আসতে না। এই ধর্মের না হলে বিশ্বাস করবে না। বাবা বুঝিয়েছেন সব কিছু নির্ভর করছে ভক্তির উপরে। যারা অনেক ভক্তি করেছে তাদের ভক্তির ফলও তো প্রাপ্ত হওয়া উচিত। তাদেরই বাবার কাছে অসীম জগতের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। তোমরা জানো আমরা সেই দেবতা বিশ্বের মালিক হই। কয়েকটি দিন বাকি আছে। এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ তো দেখানো হয়েছে, অন্য কোনও শাস্ত্রে এই কথা নেই। একমাত্র গীতা হল ভারতের ধর্ম শাস্ত্র। প্রত্যেক কে নিজের ধর্ম শাস্ত্র পাঠ করা উচিত এবং ওই ধর্ম যাঁর দ্বারা স্থাপন হয়েছে তাঁর সম্বন্ধে জানা উচিত। যেমন খ্রিস্টান রা ক্রাইস্টের সম্বন্ধে জানে, তাকেই মানে, পূজা করে। তোমরা হলে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের তাই দেবতাদের পূজা কর। কিন্তু আজকাল নিজেদের হিন্দু ধর্মের বলে দিয়েছ।

তোমরা বাচ্চারা এখন রাজযোগ শিখছ। তোমরা হলে রাজঋষি। তারা হল হঠযোগ ঋষি। রাত-দিনের তফাৎ। তাদের সন্ন্যাস হল কাঁচা, দৈহিক জগতের। শুধু ঘর সংসার ত্যাগ করার। তোমাদের সন্ন্যাস বা বৈরাগ্য হল সম্পূর্ণ পুরানো দুনিয়া ত্যাগ করার। সর্ব প্রথম নিজের ঘর (পরম ধাম) সুইট হোমে গিয়ে তারপরে নতুন দুনিয়া সত্যযুগে আসবে। ব্রহ্মা দ্বারা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়। এখন বর্তমান সময় হল পতিত পুরানো দুনিয়া। এই সব হল বুঝবার কথা। বাবার কাছে পড়া করি। এইটি তো নিশ্চয়ই সত্যি তাইনা। এতে নিশ্চয় না হওয়ার কোনও কথা নেই। এই নলেজ বাবা-ই পড়ান। তিনি পিতা শিক্ষকও তিনি, সত্য সদগুরুও হলেন তিনি, সঙ্গে করে ফিরিয়ে নিয়ে যান। দৈহিক জগতের গুরু তো পিছনে ফেলে চলে যায়। এক গুরু চলে গেলে অন্য গুরু করা হয়। তার শিষ্য দেরই আসনে বসানো হয়। এখানে তো হল পিতা ও সন্তানদের কথা। তাদের হল গুরু শিষ্যের উত্তরাধিকারের কথা। উত্তরাধিকার তো পিতার-ই চাই তাইনা। শিববাবা আসেন ভারতে। শিবরাত্রি ও কৃষ্ণরাত্রি পালন হয় তাইনা। শিবের জন্ম পত্র তো নেই। শোনানো হবে কীভাবে ? তাঁর তো কোনও তিথি তারিখ থাকে না। কৃষ্ণ যিনি প্রথমে আসেন, তাঁকেই দেখানো হয়। দীপাবলী উৎসব পালন করা তো দুনিয়ার মানুষের কাজ। বাচ্চারা, তোমাদের জন্য দীপাবলী নয়। আমাদের নতুন বর্ষ, নতুন দুনিয়া সত্যযুগ কে বলা হয়। এখন তোমরা নতুন দুনিয়ার জন্য পড়া করছ। এখন তোমরা হলে পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে। ওই কুস্ত্র মেলায় কত মানুষ যায়। ওই হল নদীর তীরে আয়োজিত মেলা। অনেক অনেক মেলার আয়োজন হয়। সেখানেও তাদের নিজেদের পরিচালনা পর্ষদ (পঞ্চায়েত) থাকে। কখনও কখনও তো সেখানে নিজেদের মধ্যেই ঝগড়া লেগে যায়, কারণ হল দেহ-অভিমানী । এখানে তো ঝগড়া ইত্যাদির কোনও কথা নেই। বাবা শুধু বলেন - মিষ্টি -মিষ্টি প্রিয় বাচ্চারা, আমায় স্মরণ করো। তোমাদের আত্মা যে সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয়েছে, খাদ পড়েছে তাইনা, সেসব যোগ অগ্নি দ্বারা-ই বের হবে। স্বর্ণকাররা জানে, বাবাকেই পতিত-পাবন বলা হয়। বাবা হলেন সুপ্রিম স্বর্ণকার। সর্বজনের খাদ বের করে প্রকৃত সত্য সোনায়ে পরিণত করেন।

সোনা আগুনে দগ্ধ করা হয়। এই হল যোগ অর্থাৎ স্মরণের অগ্নি কারণ স্মরণ দ্বারা-ই পাপ ভস্ম হয়। তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান স্মরণের যাত্রা দ্বারা-ই হয়। সবাই তো সতোপ্রধান হবে না। কল্প পূর্বের মতন পুরুষার্থ করবে। পরম আত্মারও ড্রামাতে পার্ট নির্দিষ্ট আছে, যা কিছু নির্দিষ্ট থাকে তা তো হবেই। বদল হতে পারে না। রীল চলতেই থাকে। বাবা বলেন ভবিষ্যতে তোমাদের আরও অনেক গুহ্য কথা শোনাবা। সর্ব প্রথমে তো এই কথা নিশ্চয় করতে হবে - তিনি হলেন সর্ব আত্মাদের পিতা। তাঁকেই স্মরণ করতে হবে। মন্মনাভবের অর্থ হল এই। বাকি কৃষ্ণ ভগবানুবাচ তো নেই। যদি কৃষ্ণ হবে তাহলে তো সবাই তার কাছে যাবে। সবাই চিনবে। তাহলে এমন বলা হয় কেন আমাকে কেবল কোটিতে কেউ জানতে পারবে। এই কথা তো বাবা বোঝান তাই মানুষের বুঝতে কষ্ট হয়। পূর্বেও এমনটাই হয়েছিল। আমি-ই এসে দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেছিলাম তারপরে এইসব শাস্ত্র ইত্যাদি সব হারিয়ে যায়। তখন ভক্তিমার্গের নিজস্ব সময়ে শাস্ত্র ইত্যাদি সব সেই মতন বেরোবে। সত্যযুগে একটিও শাস্ত্র ইত্যাদি হয় না। ভক্তির নাম-গন্ধ নেই। এখন তো হল ভক্তির রাজ্য। সবচেয়ে বড় উচ্চ পদের হলেন যিনি শ্রী শ্রী ১০৮ জগৎ গুরু রূপে পরিচিত। আজকাল তো ১০০৮-ও বলে দেওয়া হয়। বাস্তবে এই মালাটি হল এখানকার। মালা যখন জপ করা হয়, তখন জানে ফুল হল নিরাকার, তারপরে হয় মেরু। ব্রহ্মা-সরস্বতী যুগল দানা। কারণ প্রবৃত্তি মার্গ যে। প্রবৃত্তি মার্গের মানুষ নিবৃত্তি মার্গের গুরু করে, সেই গুরু কি দেবে ? হঠযোগ শিখতে হয়। সেসব তো অনেক রকমের হঠযোগ, রাজ যোগের হল একটি প্রকার। স্মরণের যাত্রা হল এক, যাকে রাজযোগ বলা হয়। বাকি অন্য সবই হল হঠযোগ, শরীরের সুস্থতার জন্য। এই রাজযোগ বাবা শেখান। আত্মা হল প্রথমে , পরে হল শরীর। তোমরা আবার নিজেকে আত্মা ভাবার পরিবর্তে শরীর নিশ্চয় করে উল্টো হয়ে পড়েছ। এখন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো তাহলে অন্ত কালের মতানুযায়ী গতি হয়ে যাবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত ।
আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) এই অনাদি অবিনাশী পূর্ব রচিত ড্রামায় প্রত্যেকের পার্ট দেহী - অভিমানী হয়ে, সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে। নিজের সুইট হোম এবং সুইট রাজধানীকে স্মরণ করতে হবে, এই পুরানো দুনিয়াকে বুদ্ধি দ্বারা ভুলে যেতে হবে।

২) মায়ার কাছে পরাজিত হবে না। স্মরণের অগ্নি দ্বারা পাপের নাশ করে আত্মাকে পবিত্র করার পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদান :- দৈহিক জগতের অহিতকর আচার-আচরণ ত্যাগ করে আত্মিক আচরণে স্থিত থাকা প্রীত বুদ্ধি ভব

ব্যাখ্যা: অনেক বাচ্চারা দৈহিক জগতের স্বভাব, সংস্কার যুক্ত আচরণ বেশি করে। যেখানে আমার স্বভাব, আমার সংস্কার এই শব্দ গুলি আসে সেখানে এমন আচরণ আরম্ভ হয়ে যায়। এই 'আমার' শব্দটি চক্রে ফেলে দেয়। কিন্তু যা কিছু বাবার থেকে আলাদা সেসব আমার নয়। আমার স্বভাব

বাবার স্বভাব থেকে ভিন্ন হতে পারে না। তাই দৈহিক অহিতকর আচার-আচরণ থেকে মুক্ত হয়ে আত্মিক আচরণে স্থিত থাকো। প্রীতি বুদ্ধি হয়ে স্নেহ ভালোবাসার আচরণ করবে তো করো।

স্লোগান - বাবা, সেবা ও পরিবারের সঙ্গে ভালোবাসা থাকলে পরিশ্রম থেকে মুক্ত হয়ে যাবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা কাণ্ডারী হয়ে এসেছেন তোমাদের সকলের জীবন রূপী নৌকাকে বিষয় বৈতরণী থেকে নির্গত করে ক্ষীর সাগরে নিয়ে যেতে, তোমাদের এখন এই পার থেকে ওই পারে যেতে হবে"

প্রশ্ন : - বাচ্চারা, তোমরা প্রত্যেকেরই পার্ট দেখে কারোরই নিন্দা করতে পারো না -- কেন ?

উত্তর : - কেননা তোমরা জানো যে, এ হলো সম্পূর্ণ বানানো নাটক, এখানে প্রত্যেক অভিনেতা তার নিজের - নিজের অভিনয় করছে । কারোরই কোনো দোষ নেই । এই ভক্তিমার্গও আবার পাস করতে হবে, এতে সামান্যতম পরিবর্তন হতে পারে না ।

প্রশ্ন : - কোন্ দুটি শব্দে সম্পূর্ণ চক্রের জ্ঞান নিহিত আছে ?

উত্তর : - আজ আর কাল । কাল আমরা সত্যযুগে ছিলাম, আজ ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করে নরকে এসেছি, কাল আবার স্বর্গে যাবো ।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এখন সামনে বসে আছে, ওরা যেখান থেকে আসে, ওখানে যখন নিজের সেন্টারে থাকে, তো তখন এমন বুঝতে পারবে না যে আমরা উঁচুর থেকে উঁচু বাবার সম্মুখে বসে আছি । তিনিই আমাদের শিক্ষক, আবার তিনিই আমাদের জীবন রূপী নৌকাকে পারে নিয়ে যান, যাঁকে গুরু বলা হয় । এখানে তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা সম্মুখে বসে আছি, তিনি আমাদের বিষয় সাগর থেকে নির্গত করে ক্ষীর সাগরে নিয়ে যান । পারে নিয়ে যাওয়া বাবা সম্মুখে বসে আছে, তিনি সেই এক শিববাবার আত্মা, যাঁকে সুপ্রীম অথবা উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবান বলা হয় । বাচ্চারা, এখন তোমরা বুঝতে পারো, আমরা উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবান শিববাবার সামনে বসে আছি । তিনি এই ব্রহ্মার শরীরে বসে আছেন, তিনিই তোমাদের পারে নিয়ে যান । তাঁর তো শরীর রূপী রথ অবশ্যই প্রয়োজন । না হলে তিনি শ্রীমত কিভাবে দেবেন ? বাচ্চারা, তোমরা এখন নিশ্চিত যে - বাবা আমাদের যেমন বাবা, তেমনই শিক্ষকও, আবার তিনিই পারে নিয়ে যান । আমরা আত্মারা এখন আমাদের নিজের ঘর শান্তিধামে যাবো । ওই বাবা আমাদের পথ বলে দিচ্ছেন । ওখানে সেন্টারে বসা আর এখানে সম্মুখে বসার মধ্যে রাত - দিনের তফাৎ । ওখানে এমন বুঝতে পারবে না যে, আমরা সম্মুখে বসে আছি । এখানে সমস্ত অনুভব আসে । আমরা এখন পুরুষার্থ করছি । যিনি পুরুষার্থ করান, তাঁর তো খুশীই থাকবে । আমরা এখন পবিত্র হয়ে ঘরে ফিরে যাচ্ছি । নাটকের অভিনেতার যেমন বুঝতে পারে, এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়েছে । বাবা এখন এসেছেন আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের নিয়ে যেতে । তিনি এও বোঝান, তোমরা কিভাবে ঘরে ফিরে যেতে পারো, তিনি যেমন বাবাও, তেমনই নৌকা পারকারী কাণ্ডারীও । যদিও ওরা গান গেয়ে থাকে তবুও কিছুই বুঝতে পারে না যে, নৌকা কাকে বলা হয়, এই শরীরকে কি নিয়ে যাবে ? বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে, আমাদের আত্মাকে তিনি পারে নিয়ে যান । আত্মা এখন এই শরীরের সঙ্গে এই বেশ্যালয়ের বিষয় বৈতরণী নদীতে পড়ে আছে । আমরা প্রকৃতপক্ষে শান্তিধামের অধিবাসী ছিলাম, আমাদের পারে নিয়ে যাওয়ার জন্য অর্থাৎ ঘরে নিয়ে যাবার জন্য বাবাকে পেয়েছি । তোমাদের রাজধানী ছিলো, যা মায়া রাবণ সম্পূর্ণ ছিনিয়ে নিয়েছে । ওই রাজধানী আবার অবশ্যই ফিরিয়ে নিতে হবে । অসীম জগতের

পিতা বলেন - বাচ্চারা, এখন তোমাদের ঘরকে স্মরণ করো । ওখানে গিয়ে আবার তোমাদের ক্ষীর সাগরে আসতে হবে এ হলো বিষ সাগর, ওখানে হলো ক্ষীরের সাগর আর মূল বতন হলো শান্তির সাগর । এই তিন ধাম । এ তো হলো দুঃখ ধাম ।

বাবা বোঝান -- মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো । কে তোমাদের বলছেন, তিনি কার দ্বারা বলেন ? সারাদিন 'মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চা' বলতে থাকেন । এখন তোমাদের আত্মা পতিত, তাই শরীরও এমনই পাবে । এখন তোমরা বুঝতে পারো, আমরা পাকা সোনার গয়না ছিলাম, এরপর খাদ পড়তে পড়তে নকল হয়ে গেছি । এখন এই খাদ কিভাবে নির্গত হবে, তাই এই হলো স্মরণের যাত্রার ভাঙি । অগ্নিতে সোনা তো পাকা হয়, তাই না । বাবা বার বার বোঝান, এই বোঝানো, যা আমি তোমাদের দিই, প্রতি কল্পে আমি তা দিয়ে এসেছি । এ আমার পার্ট, আবার পাঁচ হাজার বছর পরে এসে বলি, বাচ্চারা, তোমরা পবিত্র হও । সত্যযুগেও তোমাদের আত্মা পবিত্র ছিলো, শান্তিধামেও পবিত্র আত্মারাই থাকে । সে তো হলো আমাদের ঘর । কতো মিষ্টি ঘর । যেখানে যাবার জন্য মানুষ কতো মাথা ঠুকতে থাকে । বাবা বোঝান যে, এখন সবাইকে যেতে হবে, তারপর আবার অভিনয় করার জন্য আসতে হবে । এ তো বাচ্চারা বুঝেছেই । বাচ্চারা যখন দুঃখী হয় তখন বলে - হে ভগবান, আমাকে তোমার কাছে নাও । আমাকে এখানে দুঃখে কেন ফেলে রেখেছো । তারা জানে যে, বাবা পরমধামে থাকেন । তাই বলে - হে ভগবান, আমাকে পরমধামে ডেকে নাও । সত্যযুগে কিন্তু এমন কথা বলবে না । ওখানে তো কেবল সুখই সুখ । এখানে তো অনেক দুঃখ, তাই তো ডাকে - হে ভগবান ! আত্মার তো স্মরণ থাকে কিন্তু ভগবানকে সম্পূর্ণ জানেই না । বাচ্চারা, এখন তোমরা বাবার পরিচয় পেয়েছো । বাবা থাকেন পরমধামে । মানুষ তার ঘরকেই মনে করে । এমন কখনোই বলবে না যে, রাজধানীতে ডাকো । রাজধানীর জন্য কখনোই বলবে না । বাবা তো রাজধানীতে থাকেনও না । তিনি শান্তিধামে থাকেন । সকলেই শান্তি কামনা করে । পরমধামে ভগবানের কাছে তো অবশ্যই শান্তি থাকবে, যাকে মুক্তিধামও বলা হয় । সে হলো আত্মাদের থাকার জায়গা, যেখান থেকে আত্মারা আসে । সত্যযুগকে ঘর বলা হবে না, সে হলো রাজধানী । এখন তোমরা এখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছো । এখানে এসে সামনে বসেছো । বাবা তোমাদের সঙ্গে 'বাচ্চা - বাচ্চা' বলে কথা বলেন । তিনি বাবার রূপে তোমাদের 'বাচ্চা - বাচ্চা' বলে ডাকেন, আবার শিক্ষক হয়ে সৃষ্টিচক্রের আদি - মধ্য - অন্তের রহস্য অথবা হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি বুঝিয়ে বলেন । এইসব কথা কোনো শাস্ত্রে নেই । বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, মূলবতন হলো আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের ঘর । সূক্ষ্মবতন হলো দিব্যদৃষ্টির ব্যাপার । বাকি সত্যযুগ, ত্রেতা, দ্বাপর আর কলিযুগ তো এখানেই হয় । তোমরা অভিনয়ও এখানেই করো । সূক্ষ্মবতনে কোনো অভিনয় হয় না । এ হলো সাম্রাজ্যিকার কথা । কাল আর আজ - এ কথা তো খুব ভালোভাবে বুদ্ধিতে থাকা উচিত । কাল আমরা সত্যযুগে ছিলাম তারপর ৮৪ জন্ম নিতে নিতে আজ এই নরকে এসেছি । বাবাকে এই নরকেই ডাকা হয় । সত্যযুগে তো অগাধ সুখ থাকে তাই কেউ সেখানে বাবাকে ডাকেই না । এখানে তোমরা শরীরে আছো, তাই কথা বলো । বাবাও বলেন - আমি সর্বজ্ঞ, অর্থাৎ এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানি, কিন্তু কিভাবে তা তোমাদের শোনাবো ! এ তো চিন্তা করার মতো কথা, তাই লেখা আছে - বাবা রথের (শরীর) সাহায্য নেন । তিনি বলেন, আমার জন্ম তোমাদের সদৃশ্য নয় । আমি ঐর মধ্যে প্রবেশ করি । তিনি এই রথেরও পরিচয় দেন । এই আত্মাও নাম - রূপ ধারণ করতে করতে তমোপ্রধান হয়ে গেছে । এই সময় সকলেই শিশু কারণ তারা বাবাকেই জানে না । তাই সকলেই বালক - বালিকা

হয়ে গেলো । নিজেদের মধ্যে তারা যখন লড়াই করে তখন তো বলে ----তোমরা ছেলে - মেয়েরা, লড়াই ঝগড়া কেন করছে ? বাবা তাই বলেন, আমাকে তো সবাই ভুলে গেছে । আত্মাকেই বালক - বালিকা বলা হয় । লৌকিক বাবাও এমন বলেন, অসীম জগতের বাবাও বলেন, ছেলে - মেয়েরা, তোমাদের অবস্থা এমন কেন ? তোমাদের মতো অনাথদের এমন কি কেউ নেই যিনি তোমাদের বাবা মা ? তোমরা অসীম জগতের বাবাকে পেয়েছো, যিনি তোমাদের স্বর্গের মালিক করেন, যাঁকে তোমরা অর্ধেক কল্প ধরে ডেকে এসেছো, তাঁর জন্য মানুষ বলে, তিনি নুড়ি - পাথরে আছেন । বাবা এখন তোমাদের সামনে বসিয়ে বোঝাচ্ছেন । বাচ্চারা, তোমরা এখন বুঝতে পারো যে, আমরা বাবার কাছে এসেছি । এই বাবাই আমাদের পড়ান । আমাদের জীবন রূপী নৌকাকে তিনিই পারে নিয়ে যান, কেননা এই নৌকা অনেক পুরানো হয়ে গেছে । তাই বলা হয়, একে পার করো আর আমাদের নতুন দাও । এই পুরানো শরীর হলো বিপদজনক । কোথায় রাস্তায় অসুস্থ হয়ে যায় বা দুর্ঘটনা হয়ে যায় । তাই তোমরা বলো, আমাদের এই শরীর রূপী নৌকা পুরানো হয়ে গেছে, এখন আমাদের নতুন দাও । এই শরীরকে বস্ত্রও বলা হয় আবার নৌকাও বলা হয় । বাচ্চারা বলে - বাবা, আমাদের তো লক্ষ্মী - নারায়ণের মতো শরীর চাই ।

বাবা বলেন - মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা স্বর্গবাসী হতে চাও ? প্রতি পাঁচ হাজার বছর অন্তর তোমাদের এই বস্ত্র পুরানো হয় । তখন আমি আবার নতুন প্রদান করি । এ হলো আসুরী বস্ত্র । আত্মাও এখন আসুরী । মানুষ যখন গরীব হয় তখন বস্ত্রও তো গরীবদেরই পরিধান করবে । বিত্তবান হলে বস্ত্রও বিত্তবানদেরই পরিধান করবে । এই কথা এখন তোমরাই জানো । এখানে তোমাদের এই নেশা থাকে যে, আমরা কার সামনে বসে আছি । সেন্টারে যখন তোমরা থাকো, তখন তোমাদের এই অনুভূতি আসবে না । এখানে সামনে বসে থাকলে অনেক খুশী হয়, কেননা বাবা প্রত্যক্ষভাবে বসে বোঝান । এখানে কেউ বোঝাতে থাকলে বুদ্ধিযোগ কোথায় না কোথায় ভাগতে থাকবে । বলা হয় না --অপ্রয়োজনীয় কাজে আটকে গেছে । সময় কোথায় পাবে ? আমি এখন তোমাদের বোঝাচ্ছি । তোমরাও বুঝতে পারো - বাবা এই মুখের দ্বারা আমাদের বোঝান । এই মুখেরও কতো মহিমা । মানুষ গোমুখের থেকে অমৃত পান করার জন্য কোথায় না কোথায় গিয়ে ধাক্কা খায় । তারা কতো পরিশ্রম করে যায় । মানুষ বুঝতেই পারে না যে, এই গোমুখ কি ? কতো বড় বুদ্ধিমান ব্যক্তিও ওখানে যায়, এতে লাভ কি ? আরো বেশী করে সময় নষ্ট হয় । বাবা বলেন, এই সূর্যাস্ত আদি কি দেখবে ? এতে তো কোনো লাভই নেই । লাভ একমাত্র এই ঈশ্বরীয় পড়াতেই হয় । গীতাতে তো পড়াই আছে, তাই না । গীতাতে কোনো হঠযোগ ইত্যাদির কথা নেই । ওখানে তো রাজযোগ আছে । তোমরা এখানে এসেছো রাজস্ব নেওয়ার জন্য । তোমরা জানো যে, এই আসুরী দুনিয়ায় তো কতো লড়াই - ঝগড়া ইত্যাদি আছে । বাবা তো আমাদের যোগবলের দ্বারা পবিত্র করে এই বিশ্বের মালিক বানিয়ে দেন । দেব - দেবীদের হতে অস্ত্র - শস্ত্র দিয়ে দিয়েছে কিন্তু এখানে অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদির কোনো কথা নেই । কালীকে দেখো, কতো ভয়ানক তৈরী করে দিয়েছে । এই সবই তারা নিজের মনের ভ্রান্তিতে বসে বসে বানিয়েছে । দেবীরা এমন ৪ বা ৮ হাতের হয়ই না । এ সবই হলো ভক্তিমার্গের । বাবা তাই বোঝান - এ হলো অসীম জগতের নাটক । এখানে কারোরই কোনো নিন্দা ইত্যাদির কথা নেই । এই অনাদি নাটক বানানো আছে । এতে কিছুই তফাৎ হয় না । গুণ কাকে বলা হয় আর ভক্তি কাকে বলা হয় - এ কথা বাবাই বোঝান । তবুও তোমাদের ভক্তিমার্গ থেকেই পাস করতে হয় । এমনভাবেই তোমরা আবার ৮৪ জন্মের চক্র ঘুরতে ঘুরতে নীচে আসবে । এ হলো অনাদি বানানো এক খুব সুন্দর নাটক, যা বাবা

তোমাদের বোঝান। এই নাটকের রহস্য বুঝতে পারলে তোমরা এই বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। এ তো আশ্চর্যের, তাই না। ভক্তি কিভাবে চলে আর গুণ কিভাবে চলে, এই খেলা অনাদি কাল ধরেই বানানো আছে। এতে কোনো পরিবর্তন হওয়াই সম্ভব নয়। ওরা তো বলে দেয়, ব্রহ্মে লীন হয়ে গেছে, জ্যোতি জ্যোতিতে মিলিয়ে গেছে, এ হলো সঙ্কল্পের দুনিয়া, যার মনে যা আসে, তাই বলতে থাকে। এ তো বানানো এক খেলা। মানুষ তো বায়োস্কোপ দেখে আসে। তাকে কি সঙ্কল্পের খেলা বলা হবে? বাবা বসে বোঝান - বাচ্চারা, এ হলো অসীম জগতের নাটক যা আবার হুবহু রিপিট হবে। বাবা এসেই এই গুণ দান করেন, কেননা তিনি হলেন সর্বগুণ। তিনি মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, তিনি চৈতন্য, তাঁর মধ্যেই সম্পূর্ণ গুণ আছে। মানুষ তো লাথ বছরের আয়ু লিখে দিয়েছে। বাবা বলেন, সৃষ্টির আয়ু এতো হতেই পারে না। বায়োস্কোপ যদি লাথ বছরের হয়, তাহলে কোনো মানুষের বুদ্ধিতেই তা টিকতে পারবে না। তোমরা তো সম্পূর্ণ বর্ণনা করো। লাথ বছরের কথা কিভাবে বর্ণনা করবে। তাই সে সব হলো ভক্তিমার্গের কথা। তোমরাই ভক্তিমার্গে অভিনয় করে এসেছো। নানারকম দুঃখ ভোগ করে করে এখন অস্টিম সময়ে এসে পৌঁছেছো। সম্পূর্ণ বৃষ্টির এখন জর্জরিভূত অবস্থা। এখন তোমাদের ওখানে ফিরে যেতে হবে। তাই নিজেকে হালকা করো। ইনিও তো নিজেকে হালকা করে দিয়েছেন, তাই না। তাই সমস্ত বন্ধন যেন ছিন্ন হয়ে যায়। না হলে সন্তান, অর্থ, ব্যবসা, ক্রেতা, রাজা এবং রাজসম্পদ সবই স্মরণে আসবে। এইসব কাজ যখন ছেড়েই দিয়েছো তখন স্মরণে কেন আসবে? এখানে তো সবকিছুই ভুলে যেতে হবে। এদের ভুলে ঘর আর রাজধানীকে স্মরণ করতে হবে। শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করতে হবে। শান্তিধাম থেকে আমাদের আবার এখানে আসতে হবে। বাবা বলেন, তোমরা আমাকে স্মরণ করো, একেই যোগ অগ্নি বলা হয়। এ তো রাজযোগ, তাই না। তোমরা হলে রাজাশ্বি। পবিত্রকেই শ্বি বলা হয়। তোমরা পবিত্র হও এই রাজত্ব পাওয়ার জন্য। বাবাই তোমাদের সব সত্য বলেন। তোমরাও বুঝতে পারো যে, এ হলো নাটক। সব অভিনেতাদের অবশ্যই এখানে থাকা উচিত। এরপর বাবা সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। এ তো ঈশ্বরের বরযাত্রী, তাই না। ওখানে বাবা আর বাচ্চারা থাকে, তারপর এখানে আসে অভিনয় করতে। বাবা তো সর্বদাই ওখানে থাকেন। আমাকে সবাই দুঃখের সময়ই স্মরণ করে। ওখানে আমি কি করবো। তোমাদের শান্তিধাম আর সুখধামে পাঠিয়েছি বাকি আর কি চাই। তোমরা সুখধামে ছিলে, বাকি আত্মারা সবাই শান্তিধামে ছিলো, তারপর নম্বর অনুযায়ী আসতে লাগে। এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, এখন আর গাফিলতি করো না। তোমাদের তো অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। বাবা বলেন, ড্রামা অনুসারে এই অভিনয়ও হয়ে চলেছে। ড্রামা অনুসারে তোমাদের জন্যই আমি কল্প - কল্প আসি। নতুন দুনিয়াতে এখন যেতে হবে, তাই না। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা - বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত।
আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মূখ্য সার :-

১) এখন এই সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ পুরানো, জরাজীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। আত্মাকে আবার ঘরে ফিরে যেতে হবে, তাই নিজেকে সর্ব বন্ধন থেকে মুক্ত করে হালকা করে নিতে হবে। বুদ্ধির সাহায্যে এখানকার সবকিছুই ভুলে যেতে হবে।

২) অনাদি এই ড্রামাকে বুদ্ধিতে রেখে কোনো অভিনেতার নিন্দা করা উচিত নয় । এই নাটকের রহস্যকে বুঝে বিশ্বের মালিক হতে হবে ।

বরদান :-- বুদ্ধির সঙ্গ আর সহযোগিতার হাতের দ্বারা আনন্দের অনুভবকারী খুশীর সৌভাগ্যের অধিকারী আত্মা ভব

সহযোগের নিদর্শন যেমন হাতে হাত দেখানো হয় । তেমনই বাবার সদা সহযোগী হওয়া - এই হলো হাতে হাত আর সদা বুদ্ধির সঙ্গে সাথে থাকা অর্থাৎ মনের একাগ্রতায় বাবার সঙ্গে মগ্ন । সর্বদা এই স্মৃতি যেন থাকে যে, এই ঈশ্বরীয় বাগানে হাতে হাত রেখে একসাথে চলছি । এতে সদা আনন্দে থাকবে, সদা খুশী আর সম্পন্ন থাকবে । এমন খুশীর ভাগ্যের অধিকারী আত্মারাই সদা মস্তিতে আনন্দের অনুভব করে ।

স্লোগান :-- শুভেচ্ছার খাতা জমা করানোর উপায় হলো - সন্তুষ্ট থাকা আর সন্তুষ্ট করা ।